আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি) : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(Tajkiyatun Nafs (Self Purification) in the Light of the Quran and the Hadith : Nature and Characteristics)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান

অধ্যাপক

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক

অলিউল্যাহ হাছান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৯, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি) : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Tajkiyatun Nafs (Self Purification) in the Light of the Quran and the Hadith : Nature and Characteristics) শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

(অলিউল্যাহ হাছান)
পিএইচ.ডি গবেষক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ২৯ শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক অলিউল্যাহ হাছান কর্তৃক দাখিলকৃত তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি) : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Tajkiyatun Nafs (Self Purification) in the Light of the Quran and the Hadith : Nature and Characteristics) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে আল-কুরআন, আল-হাদীস অধ্যায়ন ও হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দিয়েছেন। তার অসীম দয়া ও অনুগ্রহে আমার মত অযৌগ্যের পক্ষে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার সম্ভব হয়েছে। সালাত ও সালাম পেশ করছি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি। যিনি মানুষকে ওহীর আলোকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা', আসমানী এ বাণীর বাস্তবতায় আমি আমার অন্তঃকরণ থেকে উৎসারিত গভীর কৃতজ্ঞতা পেশ করছি আমার গবেষণা কর্মের সম্মানিত তত্বাবধায়ক, অধ্যাপক ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান স্যারকে, যার গভীর আন্তরিকতা, প্রত্যক্ষ তত্বধায়ন ও সঠিক নির্দেশনার ফলে এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য পেশ করার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম পুরুস্কার দান করুন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আমার পিতা মরহুম মাওলানা আবুল কাশেম-কে 'আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুন ফিরদাউস নসীব করুন' ও আমার মাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা-কে, যাদের আন্তরিক দু'আ, ঐকান্তিক প্রত্যাশা, ত্যাগ ও কুরবানীর কারণে আমার ও আমার সহোদর-সহোদরাদের শৈশব কাল থেকেই সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক হয়েছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন। আমি আরো স্মরণ করছি আমার ফুফা মরহুম ফজর আলী-কে, আমি যখন নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি আমি আশা করি- 'তুমি ডক্টরেট করবে'। অথচ আমি তখনও জানতান না 'পিএইচ.ডি' কি জিনিস?

আমি বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আরবি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি, বিশেষ করে বিভাগীয় প্রধান ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক-এর প্রতি। অতঃপর আমি স্মরণ করছি, ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, ড. মো. আব্দুল কাদির, ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নূরে আলম-কে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম পুরুস্কার দান করুন।

অতঃপর আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার আধ্যাতিক উস্তায মরহুম মাওলানা মাহবুবুর রহমান (রাহ.)-কে যিনি পিএইচ.ডি গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি আরো স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাঃ আতিয়ার রহমান-কে। যিনি এই গবেষণা কর্মের অনেক বিষয় সহজ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি স্মরণ করছি আমার অকৃত্তিম বন্ধু এ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান চৌধুরী (হাজী সাহেব)-কে, আল্লাহ তা'আলা যার নিকট আমাকে এই গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষাবধি সকল ক্ষেত্রে ঋণী করে রেখেছেন। আমি অন্তঃকরণ থেকে দু'আ করছি, আল্লাহ! আপনি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। একই সাথে আমি দু'আ করছি, এ্যাডভোকেট আকমাল হুসাইন ভাইয়ের জন্য। তিনিও আমাকে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় সার্বিক সহযোগীতা করেছেন। অতঃপর আমি স্মরণ করছি, ড. মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক হিলালী, মুস্তাফিজুর রহমান বাবু, মিজানুর রহমান বাবু ও শফিকুল ইসলাম-কে, তারাও আমাকে এই গবেষণা কর্মে অনেক সাহায্য করেছেন।

অবশেষে আমি দু'আ করছি, আমার স্ত্রী মুরশিদা খাতুন, দু'ছেলে মুছত্বফা খলীলুল্লাহ ও মুছত্বফা হাবীবুল্লাহ এবং এক কন্যা যয়নাবের জন্য, যাদেরকে এই গবেষণাকর্মের জন্য যথাযথ সময় দিতে পারিনি। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি আমার ভুল-ক্রুটি মার্জনা করুন, আমিন।

গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন

<u>(আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)</u>

হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর
ا	আ	ذ	য	ظ	য	ن	ন
ب	ব	ر	র	ع	‘আ	و	অ
ث	ছ	ز	য	غ	গ	ه	হ
ت	ত	س	স	ف	ফ	لا	ল
ج	জ	ش	শ	ق	ক্ব	ء	আ
ح	হ	ص	স	ك	ক	ي	য়
خ	খ	ض	দ্ব	ل	ল		
د	দ	ط	ত্ব	م	ম		

হরকাত ও তানবীনের ব্যবহার : নিয়ম অনুসারে– (–َ) যবর কে (া)-কার, (–ِ) যের-কে (ি)-কার, (–ُ) পেশ-কে (ু)-কার ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। অধিক প্রচলিত বানানসমূহে উক্ত রীতিকে অনুসরণ সম্ভব হয়নি।

শব্দ সংকেত

(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(আ)	:	'আলাইহিস সালাম
(রা.)	:	রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু
(রাহ.)	:	রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি/ রাহিমাহুল্লাহ্
আবু দাউদ	:	সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী
আল-মুসনাদ	:	আল-মুসনাদ লি-ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইব্ন কাসীর	:	আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর
ইমাম মালিক	:	মালিক ইব্ন আনাস
বুখারী	:	আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী
মুসলিম	:	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ
তিরমিযি	:	আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা
হাম্বল	:	ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল
মাজাহ্	:	আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
তাবারী	:	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
তাফসীর	:	আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা
তিরমিযি	:	জামি' আত-তিরমিযি
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত	:	পূর্বে উল্লেখিত তথ্যসূত্র
সং	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরী সাল
P	:	Page

সারসংক্ষেপ (Abstract)

আল-কুরআন ইসলামী শরী'আতের মৌলিক ভিত্তি। দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি আল-হাদীস। আল-কুরআনে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা এবং আল-হাদীসে সে সব নীতিমালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও প্রায়োগিক পন্থা উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ওহী কেন্দ্রীক ও আখিরাত নির্ভর। এতে দুনিয়ার গুরুত্ব ততটুকু, যতটুকু একজন মানুষের প্রয়োজন। দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। মানুষের করণীয় আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو 'রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছে, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছে তা থেকে তোমরা বিরত থাক' (আল-কুরআন, ৫৯:৭)। আল-কুরআনের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের মর্যাদা। কাজেই শরী'আতের বিধান প্রতিপালনের জন্য আল-হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আল-হাদীসের বিশুদ্ধ 'ইলম ব্যতীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

নাফস মানুষ সৃষ্টির একটি উপাদান। এটিকে মর্ত্যজাত রূহ অর্থাৎ নিম্ন জাগতিক রূহও বলা হয়। মানুষ সৃষ্টির আলমে খালকের চার উপাদান-আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট বাস্প জাতীয় সত্তা হলো নাফস। নাফসের কাজ চাহিদা প্রকাশ করা। মানব জীবনে চাহিদা বা প্রবণতা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু শরী'আতের বর্জনীয় বিষয়ের প্রতি প্রবণতা নিন্দনীয়। নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য মন্দ কর্মপ্রবণতা। প্রাথমিক পর্যায়ে নাফস মারাত্মক মন্দ কর্মপ্রবণ হয়ে থাকে। সে মানুষের ক্বালব বা অন্তঃকরণে নিন্দনীয় কর্ম সংঘটিত করার প্ররোচনা দিতে থাকে। নাফস প্রথমতঃ মানুষের অন্তঃকরণে মন্দ কাজের আসক্তি প্রেরণ করলে তা বুদবুদসম চিন্তায় রূপ নেয়। নাফসের এই প্ররোচনা ক্বালবে প্রতিহত না হলে তা ইচ্ছা থেকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপ নেয়। এখানেও প্রতিহত করতে না পারলে তা সাধারণ ইচ্ছা থেকে উন্নীত হয়ে প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির রূপ নেয়। এখানেও প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে তা রূপ নেয় দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায়। এ পর্যায়েও ব্যর্থ হলে নাফসের প্ররোচনা বাস্তবে রূপ নেয় অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তা কার্যে পরিণত করে। মু'মিন বান্দা যদি সাথে সাথে তাওবাহ-ইস্তিগফার এবং বিপরীত কোন ভাল কাজ দ্বারা তাকে প্রতিহত না করে, তবে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ নাফসের প্রভাবে অন্তঃকরণ যদি প্রভাবিত হয় তবে মানুষ অনায়াসে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নাফসের মধ্যে এ চাহিদার উৎপত্তির মূলে রয়েছে 'হাওয়া' (هوى)। মানুষ বস্তু উপাদানে গঠিত। ফলে সে

বেঁচে থাকার জন্য বস্তু উপাদানের মুখাপেক্ষী। বস্তু কেন্দ্রিক মানুষের এই প্রবৃত্তিগত ক্রিয়াকে বলা হয় 'হাওয়া'। যা তৈরী হয় বস্তু এবং বস্তুজাত প্রভাব দ্বারা। এই হাওয়া-ই হলো মানুষের নাফসানী অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব। পার্থিব জগতে নাফস ব্যক্তিমানুষের অধীনে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার স্বীয় নাফসের দায়-দায়িত্ব বহন করবে।

ইসলামী শরী'আতে তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জন করা ফরজে আইন। নাফস পরিশুদ্ধ না হলে ঈমান ও আমল কখনো বিশুদ্ধ ও আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব মু'মিনের কর্তব্য হলো, তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। নতুবা পার্থিব জীবনে রয়েছে অশান্তি ও দুর্ভোগ এবং পরজীবনে ভোগ করতে হবে মর্মান্তিক শাস্তি। তাযকিয়াতুন নাফস ব্যতিত আখিরাতে সফলতার প্রত্যাশা অসম্ভব। এটি একটি নিয়ম মাফিক দৈনন্দিন সাধনার বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার বিষয় নয়।

নাফস একটি। কিন্তু অবস্থা ভেদে তার স্তর তিনটি। যথা, ১) নাফসে আম্মারাহ (মন্দপ্রবণ নাফস) ২) নাফসে লাওয়ামাহ্ (তিরস্কারকারী নাফস) ৩) নাফসে মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত নাফস)। আল-কুরআনে নাফসে মুতমাইন্নাহকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ – ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً – فَادْخُلِي فِي عِبَادِي – وَادْخُلِي جَنَّتِي .

'হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (আল-কুরআন, ৮৯:২৭-৩০)। কাজেই নাফসকে নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ উন্নীত করা অপরিহার্য।

আল-কুরআনে নাফস শব্দটি ক্বালব ও রূহ অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। অনেকে মনে করেন, নাফস, ক্বালব ও রূহ একই জিনিস। আবার কারো মতে নাফস ও রুহের মধ্যে সত্তাগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে উভয়ের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, রূহ ও নাফস অভিন্ন বস্তু নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানুষের মধ্যে ক্বালব, রুহ এবং নাফস রয়েছে। যখন মানুষ ঘুমায় তখন তার নাফস বের হয়ে যায়। যা দ্বারা সে বস্তুকে বুঝতে পারে। কিন্তু দেহ থেকে তা একেবারে পৃথক হয়ে যায় না। বরং তার বের হওয়াটা এমন লম্বা রশির ন্যায় যা থেকে আলোক রশ্মি বের হয়। অতএব ঘুমন্ত ব্যক্তি তার বের হওয়া নাফসের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে থাকে। আর তার দেহের মধ্যে রূহ সঞ্চালিত হয়ে থাকে। অতঃপর যখন যে সে জাগ্রত হয় তখন চোখের পলকে নাফস দেহের মধ্যে ফিরে আসে। আবার যদি ঘুমের মধ্যে আল্লাহ কারো মৃত্যু ঘটাতে চান তখন দেহ থেকে বের হওয়া নাফসকে তিনি আটকে দেন। যা আর ফিরে আসতে পারে না। মূল কথা: ক্বালব, রূহ ও নাফস

মানব সৃষ্টির উপাদান। ক্বালব এবং রূহ আদেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত। নাফস জড় জগতের অন্তর্ভূক্ত। এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি, যা একটি সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট কিন্তু বস্তুবিহীন। ক্বালব নাফস ও রূহের পাত্র। রূহের প্রভাব কার্যকরী হলে ক্বালব উত্তমগুণে গুণান্বিত হয়। নাফসের প্রভাব বিজয়ী হলে ক্বালব মন্দগুণে গুণান্বিত হয়। নাফসকে রূহও বলা হয়। তবে তা মর্ত্যজাত অর্থাৎ নিম্ন জগতিক রূহ। আর স্বর্গজাত অর্থাৎ উর্দ্ধ জাগতিক রূহ হলো মূল রূহ অর্থাৎ মানুষের মূল প্রাণ বা জীবনীশক্তি।

নাফসকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করার পদ্ধতি হলো, নিজেকে ভাল কাজে আত্মনিয়োগ ও মন্দ কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা। তবে মূল উপকরণ হলো উপযুক্ত আলিমগণের সোহবাতে থাকা ও তাদের অনুসরণ নিশ্চিত করা। তাদের সোহবাতে থেকে ইলমে ক্বালব ও 'ইলমে লিসান আয়ত্ব করার সাথে সাথে মানুষের মনগড়া নিয়ম নীতি বর্জন পূর্বক আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ভাল কাজে আত্মনিয়োগ করলে ও বর্জনীয় কাজ থেকে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করলে বর্জনীয় কাজ যেমন- লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, লৌকিকতা, রাগ, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, অতিরিক্ত কথা, অতিরিক্ত খাওয়া, কৃপণতা, পরনিন্দা, অপবাদ দেওয়া, চোগলখুরি, কু-ধারনা, অর্থহীন কাজ, অনাধিকার চর্চা ইত্যাদি নির্মূল হতে শুরু করে এবং সুকুমার বৃত্তি অর্থাৎ বিনয়, সততা, নিষ্ঠা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, পরষ্পরকে শ্রদ্ধা, স্নেহ, ক্ষমা, মানুষের প্রতি দয়া ও উদারতা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদী প্রতিপালনের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তাযকিয়াতুন নাফসের উপায়গুলো সঠিক পদ্ধতিতে চর্চা করলে ক্রমাগত বান্দার নাফস 'নাফসে আম্মারাহ' থেকে পর্যায়ক্রমে 'নাফসে মুতমাইন্নাহ'-এ উন্নীত হয়। আর নাফস যখন 'মুতমাইন্নাহ' হয়ে যায় তখন যাবতীয় উত্তম কাজ নাফসের দাবীতে পরিণত হতে থাকে।

দ্বীনের তিনটি অঙ্গের একটি ইহসান। আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে, তাযকিয়াহ। কাল ক্রমে এটি সূফীতত্বে 'তাসাওউফ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি। যুগ যুগ ধরে এবং বর্তমান সময়েও এ কর্মপদ্ধতি মুসলিম সমাজে চলমান।

আত্মশুদ্ধির জন্য 'ইলমে তাসাওউফে রয়েছে অনেক তরিকা। দ্বীনের যে দাবী তা 'ইলমে তাসাওউফে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। বিদ'আতী পদ্ধতি পরিহার করে সুন্নাহ পদ্ধতিতে তাযকিয়াতুন নাফস চর্চা করলে যে উপকার পাওয়া যায় তা হলো, সঠিক দ্বীন, পার্থিব জগতে প্রশান্তি ও আখিরাতে বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ।

সূচিপত্র

প

ৃষ্ঠা

প্রত্যয়নপত্র
ii

ঘোষাপত্র
iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
iv

প্রতিবর্ণায়ন
v

সংকেত বিবরণী
vi

সারসংক্ষেপ (Abstract)
xi-xii

ভূমিকা
xiii-xvii

প্রথম অধ্যায় :

দ্বিতীয় অধ্যায় :

তৃতীয় অধ্যায় :

চতুর্থ অধ্যায় :

পঞ্চম অধ্যায়:

ষষ্ঠ অধ্যায়:

সুপারিশ/প্রস্তাবনা

উপসংহার

ফলাফল

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রান্ত মানুষকে হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আসমানী হিদায়াতনামা নাযিল করেছেন। আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এ কিতাবের পর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত জাতি-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের পথনির্দেশ স্বরূপ নাযিল হয়েছে আল-কুরআন।

আল-কুরআন মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে এ গ্রন্থে দিক নির্দেশনা নেই। আল-কুরআন প্রদর্শিত জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। এখানে অসুন্দরের কোন স্থান নেই। একমাত্র আল-কুরআনের পথ ধরেই মানুষ পার্থিব জগতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে। এই পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। এতে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক ছাড়া কেউ সন্দেহ করতে পারে না।

আল-কুরআন ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস। আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিন মুসলিম জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল-কুরআন সারা বিশ্বের মানুষকে পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির পথ দেখাবে। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শরী'আতের বিভিন্ন দিক নির্দেশনায় 'আল-হাদীস' শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও রাসূলগণের সরদার হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর। তার ওপর অর্পিত হয় চারটি মৌলিক সুমহান দায়িত্ব। ১. আল-কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত ২. পরিশুদ্ধকরণ ৩. আল-কুরআন শিক্ষা দান ও ৪. হিকমাত শিক্ষা দান। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে

পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল'।[১]

এই চারটি দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। রিসালাতের চারটি মৌলিক দায়িত্বের অন্যতম হল, 'তাযকিয়াহ' বা পরিশুদ্ধকরণ। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণের অন্তঃকরণ ও আত্মাকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করতেন। প্রত্যেক মানুষের দু'টি দিক আছে। ১) বাহ্যিক ২) আত্মিক। বাহ্যিক দিক বলতে মানুষের দৃশ্যমান শরীর। হাড়-হাড্ডি, রক্ত-গোশত ও শিরা-উপশিরার সমন্বয়ে তৈরী মায়ের গর্ভে থেকে তৈরী মানব শরীর। আত্মিক দিক বলতে ক্বালব (অন্তঃকরণ), রূহ (প্রাণ), নাফস (আত্মা) ও উর্দ্ধ জগতের অন্যান্য লতিফ। অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে ক্বালব হল প্রধান। ক্বালব অপবিত্র, কদার্য, কুৎসিত হয়ে যায় নাফসের (প্রবৃত্তি) গোলামী করার কারণে। এজন্য নাফস পরিশুদ্ধ ও উন্নতি করা অতি অপরিহার্য। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও আল-হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ব কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধিকরণ।

ইসলামের সকল আলিমের ঐক্যমত- 'তাযকিয়তুন নাফস' বা আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা করা ফরজে আইন। আল-কুরআনে নাফসকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, নাফসে আম্মারাহ, নাফসে লাওওয়ামাহ ও নাফসে মুতমাইন্নাহ। মুসলিম জীবনে নাফসকে ক্রমান্বয়ে নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ পরিণত করা অপরিহার্য। নাফস স্বভাবগত ভাবে 'নাফসে আম্মারাহ' (মন্দ প্রবণ নাফস) হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজের প্রেরণা জোগায়। মন্দ কাজ করলে সে খুশি হয়। তবে বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবাহ ও ইস্তিসগফার করলে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে তার নাফসের মধ্য হতে খারাপ কাজের প্রবণতা দূরীভূত করে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। ঈমানী শক্তি, সৎকর্ম ও সাধ্য-সাধনায় 'নাফসে আম্মারা'হ (মন্দ প্রবণ নাফস) 'নাফসে লাওওয়ামাহ (তিরস্কারকারী নাফস)-এ উন্নীত হয়। 'নাফসে লাওওয়ামাহ' ভাল ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা লাভ করে। সৎ কাজ করলে নাফস খুশি হয়। আর অসৎ কাজ করলে নাফস অনুতাপ-অনুশোচনায় নিজেকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু নাফস এ স্তরে উন্নীত হয়ে মন্দ প্রবণতা থেকে সম্পূর্ন মুক্ত হয় না। নাফসের এ স্তরে বান্দা ক্রমাগত সৎকর্ম করলে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকলে এবং ক্রমাগত শরী'আতের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী চলার সাথে নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পন করলে তার নাফস 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' (প্রশান্ত নাফস)-এ

১ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান, ৩:১৬৪।**

পরিণত হয়। বান্দা ‘নাফসে মুতমাইন্নাহ’ স্তরে উন্নীত হলে তার নিকট বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা সবই সমান মনে হতে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা ‘নাফসে মুতমাইন্নাহ’ কে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ – ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً – فَادْخُلِي فِي عِبَادِي – وَادْخُلِي جَنَّتِي .

হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর’।[২]

মুসলিম জীবনে নাফসের স্বভাবগত প্রবৃত্তি (মন্দ প্রবণ নাফস)-কে পুষে রাখা এবং পরিশুদ্ধ না করার কোন সুযোগ নেই। বরং ঈমানের অপরিহার্য দাবী হলঃ প্রত্যেক মুসলিম স্বীয় নাফসকে সকল মন্দ প্রবণতা থেকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও উন্নয়ন করতে স্বচেষ্ট থাকবে। ‘তাযকিয়াতুন নাফস’ বা আত্মশুদ্ধির উপায় হলঃ শরী‘আতের অপরিহার্য করণীয় ও যাবতীয় উত্তম আমলে আত্মনিয়োগ ও বর্জনীয় আমল অর্থাৎ সমুদয় গর্হিতকর্ম থেকে আত্মনিয়োন্ত্রণ করা। শরী‘আতের অপরিহার্য করণীয় বিষয়, যেমনঃ ঈমানের ওপর অটুট থাকা, ‘ইলম অর্জন, সঠিক আকীদাহ পোষণ, তাকওয়া অবলম্বন, শিরক বর্জন, কুফর ও বিদ’আত অপসারন, হালাল উপার্জন ও ভক্ষণ, সুন্নাতের অনুসরণ, তাওবা ও ইসতিগফার, সুন্দর চরিত্র গঠন, দান-সদকা, দু‘আ করা, পরোপকার করা, লজ্জা, ক্ষমা, উদারতা, বিনয় ও সুবিচার ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। শরী‘আতের বর্জনীয় আমল যেমন, লোভ, হিংসা, আত্মপ্রীতি, গর্ব, মুনাফিকী, গীবত, অপবাদ, চোগলখুরী, কৃপণতা, গালি-গালাজ, অনর্থক কথা বলা, রাগ, জাগতিক স্বার্থচিন্তা ও আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি গর্হীতকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং ঐচ্ছিক কাজ অর্থাৎ নফল ও মুস্তাহাবসমূহ আদায় করা এবং মাকরূহসমূহ বর্জন করে চলা।

‘তাযকিয়াতুন নাফস’ ছাড়া বান্দার কোন ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। মন্দ স্বভাব অবশিষ্ট থাকলে তার পক্ষে যথার্থ ভাবে শরী‘আতের ওপর টিকে থাকা এবং আদেশ নিষেধ পালন করা অসম্ভব বরং মু’মিন বান্দা যেটুকু সৎকর্ম করে তাও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের আকার-আকৃতি ও অর্থ-সম্পদের দিকে তাকান না। বরং তাকান তার ক্বালব (অন্তঃকরণ) এবং আমলের (কর্ম) দিকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

২ আল-কুরআন, **সূরা ফাজর,** ৮৯:২৭-৩০।

(আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা এবং সম্পদের দিকে তাকান না বরং তোমাদের অন্তঃকরণ ও আমলের দিকে তাকান)।[৩]

মানুষের শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্বালবের অধীন। অতএব অপরিহার্য হল: ক্বালব অর্থাৎ অন্তঃকরণকে রোগ মুক্ত করে সব সময় পূত-পবিত্র ও শুভ্র করে রাখা। কেননা আখিরাতে সুস্থ ও সংশোধিত ক্বালবের অধিকারীরাই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(জেনে রাখ, মানব শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যায়। আর তা যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর-ই অপবিত্র হয়ে যায়। জেনে রাখ, এটিই হল ক্বালব)।[৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم

('যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে)।[৫]

সুস্থ ও সংশোধিত ক্বালবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে অনেক দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'আমি তো বহু জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তঃকরণ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দিয়ে শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল'।[৬]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

৩ আল-কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, *আস-সাহীহ* (বৈরূতঃ দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ১৯৪৭।

৪ ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, *আস-সুনান* (বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৩১৮।

৫ আল-কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, *আস-সাহীহ* (বৈরূতঃ দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ১৯৪৭।

৬ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ**, ৭:১৭৯।

‘তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃকরণ ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ না, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত অন্তঃকরণ’।[৭] ফলে অন্তঃকরণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাবও গৌরবময়।

নাফসের পরিশুদ্ধিতে আমলের পরিশুদ্ধি, আর আমলের পরিশুদ্ধিতে ক্বালব সংশোধিত, পূত-পবিত্র এবং আলোকিত হয়। অতএব, ক্বালবে সালিম অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ ক্বালবের জন্য ‘তাযকিয়াতুন নাফস’ অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য্য। আত্মশুদ্ধির পথে আবশ্যকীয় যে, মানুষের মনগড়া নিয়ম নীতি বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী অপরিহার্য কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং বর্জনীয় কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা। আত্মশুদ্ধির ফলে বান্দার সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলো যেমন, সততা, বিনয়, নম্রতা, দয়া-উদারতা, অনুগ্রহ, মহানুভবতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি উত্তমরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। অন্তঃকরণে ইবাদাত বন্দেগী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আচার-আচরণ হয় মার্জিত। ফলে পার্থিব জীবনে আসে সুখ-সাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি। অর্জিত হয়- আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, ঈমানের দৃঢ়তা এবং আত্মিক শক্তি। সৎকর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাপ-পংকিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আখিরাতের জীবন হয় শান্তিময়।

নাফসের পরিশুদ্ধি ও সুস্থ অন্তঃকরণকে উপলক্ষ্য করে তাযকিয়াতুল নাফস, ইহসান, ইখলাস, তাসাওউফ, তরিকাত ইত্যাদি পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বাইয়াত, লতিফা, সবক, জিকির, ওয়াজিফা, রিয়াজাত, মোরাকাবা, মুশাহাদা, মুজাহাদা, রাবেতা, পীর, শায়খ, খানকা, ইত্যাদি পরিভাষা উক্ত তাসাউফ ও তরিকাতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সমূহ। এর জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। যুগ যুগ ধরে এবং বর্তমান সময়েও এই পরিভাষা ও কর্মসূচি মুসলিম সমাজে চলমান রয়েছে তাসাউফ শব্দটি আল-কুরআনে না থাকলেও এর শিক্ষা আদম (আ.) থেকে সূচনা হয়েছে। গোটা পৃথিবীতে এখন ফিতনার মাতম চলছে। এ যুগ ফিতনার যুগ। এ যুগে ঈমান রক্ষা করা হাতের তালুতে আগুন রাখার সমান। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ‘ইল্মে তাসাওউফে আত্মশুদ্ধির চর্চা করা এখন সময়ের দাবী।

অতএব প্রত্যেক বান্দাকে দ্বীন বাস্তবায়ন, পার্থিব জীবনে প্রশান্তি ও আখিরাতে বিনা হিসাবে জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার জন্য তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির চর্চার ওপর নির্ভরশীল হওয়া অনস্বীকার্য।

---

৭ আল-কুরআন, **সূরা হাজজ**, ২২:৪৬।

হাদীসে জিবরীলে দ্বীনের তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান, ইসলাম ও ইহসান। ইহসানের আরেক নাম তাযকিয়া বা তাসাওউফ। অতএব তাযকিয়াতুন নাফস দ্বীনের একটি অঙ্গ।

ওপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা নিয়েই পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মের জন্য অনুমোদিত আমার এই 'আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি): প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য' (Tajkiyatun Nafs (Self Purification) in the Light of the Quran and the Hadith: Nature and Characteristics) শীর্ষক প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি।

এ অভিসন্দর্ভকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: আল-কুরআন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ, আভিধানিক অর্থ, আল-কুরআনের আলোকে আল-কুরআন, আল-হাদীসের আলোকে আল-কুরআন ও এবং আলিমগণের দৃষ্টিতে আল-কুরআন, আল-কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট, আল-কুরআন নাযিলের স্তর, আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়, আল-কুরআন নাযিলের পূর্বাভাষ, আল-কুরআন নাযিলের সূচনা, হিরা গুহায় আল-কুরআন নাযিলের সম্পর্কীয় বিবরণ, আল-কুরআনের ভাষা, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু, আল-কুরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ওহীর পরিচয়, ওহীর পদ্ধতি, আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সঙ্কলনের ইতিহাস ও আল-কুরআন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হাদীস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অধ্যায়ে আল-হাদীসের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, আল-হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা, আল-হাদীসের প্রকার, আল-হাদীসের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, সংকলন, আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়: তাযকিয়াতুন নাফস এর প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। এ অধ্যায়ে নাফসের শাব্দিক বিশ্লেষণ, আল-কুরআনে নাফস শব্দের অর্থ, আল-হাদীসে নাফস শব্দের ব্যবহার, তাযকিয়া শব্দের বিশ্লেষণ, তাযকিয়াতুন নাফসের পারিভাষিক অর্থ, নাফসের পরিচয়, নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট, নাফসের স্তর, নাফস ক্বালব রুহ এর মধ্যে পার্থক্য, তাযকিয়াতুন নাফসের নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় অধ্যায়ঃ তাযকিয়াতুন নাফসের উপায়সমুহ

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অধ্যায়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, আত্ম-নিয়োগ এবং তাযকিয়াতুন নাফসের মূল উপকরণ-আলিমগণের সোহবাত ও তাদের অনুসরণ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয় যেমন- শর'ঈ ইলম অন্বেষণ, বিশুদ্ধ ঈমান ও আকীদা পোষন, তাকওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা, সিয়াম সাধনা, যাকাত প্রদান, হাজ্জ, বৈধ উপার্জন, কু-মন্ত্রণার প্রতিবাদ, তাওবাহ ইসতিগফার, জিকির করা, দোয়া করা, আত্ম সমালোচনা করা, আল-কুরআন অধ্যায়ন, ইখলাস, আমানত আদায়, ধৈর্য, কল্যাণ কামনা করা, শুকর, ক্ষমা, তাওয়াক্কুল, আত্ম-সমালোচনা ও ওয়াদা পালন করা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত পাঠ করা, দু'আ করা, বিনয়, ন্যায় নিষ্ঠাবানদের সাহচার্য, নফল ইবাদাত ও আমল, অল্পে তুষ্ট থাকা ইত্যাদি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয় যেমন- লোভ-লালসা, হিংসা বিদ্বেষ, নিফাকী আচারণ, ক্রোধ, প্রদর্শনেচ্ছা, আত্মপ্রীতি, দুনিয়া প্রীতি, অন্যের দোষ খোঁজা, অনর্থক কথা ও কাজ, চোগলখোরী, গর্ব-অহংকার, কৃপনতা, পাপের উদ্দীপক বস্তু, নেতৃত্ব, অলসতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ তাযকিয়াতুন নাফস ও 'ইলমে তাসাউফ

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অধ্যায়ে 'ইলমে তাসাওউফের সংজ্ঞা, 'ইলমে তাসাওউফের উৎপত্তি, সংশয় ও নিরসন, 'ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, 'ইলমে তাসাওউফে তাযকিয়াতুন নাফসে চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তাযকিয়াতুন নাফসের বৈশিষ্ট্য

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অধ্যায়ে দ্বীন প্রতিপালন, পার্থিব জীবনে প্রশান্তি, আখিরাতে মুক্তির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিশেষে গবেষণার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার, গবেষণার ফলাফল, প্রস্তাবনা ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আর সকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! এ গবেষণাকর্মটি মানব সমাজের উপকারে কবুল করুন। যিনি অনুপরিমান সহযোগীতা করেছেন তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমার ও আমার সকল শুভাকাঙ্খীর জন্য আখিরাতে একে নাযাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রথম অধ্যায় : আল-কুরআন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত লোকদের পথ নির্দেশক

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আসমান জমীন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছ আছে সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। মানুষের মুনিব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। মানুষ তাঁর বান্দা বা দাস। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য যুগে যুগে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের ওপর নাযিল করেছেন কিতাব ও সহিফা। এ ধারাবাহিকতায় প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর ওপর নাযিল হয় 'আল-কুরআন'। আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ।

আল-কুরআন সমস্ত জ্ঞানের আধাঁর। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের পথনির্দেশক। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট উপদেশবাণী সর্বস্তরের মানুষের জন্য। তবে মুত্তাকীগণই সর্বাপেক্ষা এ কুরআন থেকে উপকার লাভ করে। আল-কুরআন নাযিলের সূচনা থেকে এর ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা চলছে। কিন্তু আল-কুরআন এমন এক আসমানী কিতাব, যা যুগের যুগ, যুগ পরম্পরায় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই বিস্তৃত হচ্ছে, আল-কুরআন ততই তার জ্ঞান ও হিকমাতের নতুন নতুন ডালি উপহার দিচ্ছে। যা থেকে সকল মানুষ চিন্তা, ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল-কুরআন শব্দের বিশ্লেষণ ও অর্থ

আল-কুরআন (القرآن) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, আল-ফাররা ও ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবনে ইসমাঈল আল-আশআরী, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-যুজ্জাজ, মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী, আবুল হাসান 'আলী আল-লাহ্ইয়ানী প্রমুখের মতে القرآن শব্দটি উৎপত্তিগত বিশেষ্য (اسم مشتق) । কিন্তু তাদের মধ্যে শব্দমূল নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। যেমনঃ

১. আল-ফাররার মতে, القرآن শব্দটি القرائن থেকে উদ্ভূত। এটি قرينة বহুবচন। এর অর্থ- অনুরূপ, সাদৃশ্যপূর্ণ। قرآن কে قرآن বলা হয়, কেননা আল-কুরআনের একটি আয়াত অপর

একটি আয়াতকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং এর আয়াতসমূহ বর্ণনা শৈলী, সুষম শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের দিক থেকে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।[৮]

২. আল-যুজ্জাজের মতে, القرآن শব্দটি قرأ থেকে গঠিত। এটি فعلان-এর ওজনে একটি গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ: জমা করা, একত্রিত করা, সংগ্রহ করা। যেমন বলা হয়ে থাকে, قرنت الماء فى الحوض (আমি চৌবাচ্চায় পানি সংগ্রহ করেছি)। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সারবস্তু আল-কুরআনে জমা হয়েছে বিধায় কুরআনকে কুরআন নামে নামকরণ করা হয়েছে।[৯]

৩. আল-আশ'আরীর মতে, القرآن শব্দটি قرن থেকে উদ্‌গত। এর অর্থ- সংযুক্ত করা, মিলানো। যেমন, قرن الشيء بالشيء (একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সাথে মিলিত হয়েছে। আল-কুরআনের সূরাসমূহ এবং আয়াতগুলো পরস্পর সংযোজিত ও মিলিত বিধায় এ নামে অবহিত করা হয়।[১০] যেহেতু আল-কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, এবং সূরার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। একটির সাথে অপরটির সংযোজন রয়েছে। এর ভিত্তিতে কুরআনকে কুরআন নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১১]

৪. রাগিব আল-ইস্পাহানীর মতে, কুরআন শব্দটি قراءة থেকে উৎপন্ন فعلان-এর ওজনে رجحان ও كفران-এর ন্যায় একটি মাসদার। এর অর্থ: পাঠের ক্ষেত্রে বর্ণ ও শব্দগুলোকে পরস্পর একটির পাশে অন্যটি জমা করা। একারণে যে কোন ও সংগ্রহ ও জমার অর্থের জন্য قراءة শব্দের ব্যবহার বৈধ হবে না। যেমন, মানুষ জমা করা বোঝানোর জন্য قرأت القوم বলা সঠিক নয়। তিনি বলেন, অআল-কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারকথা জমা হয়েছে। কাজেই কুরআনকে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়।[১২]

---

৮ জালালুদ্দীন আস-সূয়ূতী, ***আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৪৬।

৯ ড. সুবহি সালিহ, ***আল-মাবাহীসু ফী 'উলূমিল কুরআন*** (বৈরূত: দারুল 'ইলমি লিল মালাইন, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৯।

১০ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আল-যারাকশী, ***আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*** (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়া, ১৯৭২খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৮; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, ***'উলুমুল কুরআন*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফী'য়্যাহ, ২য় সং, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৯।

১১ সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা ,১৪২০হি.), খ. ৮, পৃ.৪৫৯। মুহাম্মাদ তাহির আবদুল কাদির আল-কাদরী, ***তারিখুল কুরআন*** (কায়রো: দারুল মা'রিফ, ২য় সং, ১৩৭২ হি.), পৃ. ১১ ।

১২ রাগিব আল-ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*** (করাচী: কারখানায়ে তেজারাতে কুতুব, তা. বি.), পৃ. ৪০২।

৫. কেউ কেউ বলেন, কুরআন শব্দটি القرأ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ- সংকলন করা বা সংরক্ষণ করা । আল-কুরআনের একটি সূরা অন্য একটি সূরাকে সংরক্ষণ করে। ফলে কুরআনকে কুরআন বলা হয়।[১৩]

৬. কেউ কেউ বলেন, কুরআন শব্দটি قرأ হতে উৎপত্তি। এর অর্থ تلا বা পাঠ করা।[১৪] জাহেলী যুগে আরবরা القرآن শব্দটি তিলাওয়াত বা পড়া অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করত। যেমন هذه الناقة لم تقرأ سقى قط (এ উষ্ট্রটি কখনো গর্ভবতী হয়নি এবং বাচ্চা জন্ম দেয়নি)।[১৫] পরবর্তী সময়ে আরবি ভাষাবিদগণ قرأ শব্দটিকে تلا বা পাঠ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এ অর্থেই শব্দটি তাদের মাঝে প্রচলিত হয়ে যায়।[১৬] ফলে القرآن শব্দটি التلاوة ও القراءة অর্থে সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়।[১৭]

৭. আবুল হাসান 'আলী আল-লাইইয়ানীর মতে, কুরআন শব্দটি قرأ থেকে উৎপন্ন الغفران এর ওজনে একটি মাসদার। মাসদার কখনো কখনো اسم مفعول হিসেবে ব্যবহার হয়। এমতাবস্থায় قرآن এর অর্থ مقروء। আল-কুরআন পঠিত কিতাব বা গ্রন্থ। আর একারণে কুরআনকে কুরআন বলা হয়ে থাকে।[১৮]

মূল কথা এই যে, القرآن শব্দটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী قرأ يقرأ قرائة وقرانا ক্রিয়ামূল হতে উৎপত্তি। এর অর্থ- পড়া (القراءة), অধ্যায়ন করা (الدراسة) বা আবৃত করা (المقروء) ইত্যাদি ।[১৯] যেমন আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'।[২০]

---

১৩ আল্লামা আবদা 'আলী, ***লিছানুল আলসুন*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল, ইসলামিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৫-৬৬।

১৪ 'আবদুল 'আযীম আল-যুরকানী, ***আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*** (কায়রোঃ ১৯৭২ খ্রি.), খ. ২, ২৭৮।

১৫ ইব্‌ন মনুযুর, ***লিসানুল 'আরব*** (বৈরুতঃ ১৩৭৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১২৬ ।

১৬ ড. সুবহী সলিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১৭ 'আবদুল 'আযীম আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৭; 'আবদুল ওহাব হামুদা, ***আল কিরা'আত ওয়াল লাহাযাত*** (কায়রোঃ ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ৩-৭।

১৮ আস-সূয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৭।

১৯ ড. ইব্রাহীম মাদকুর, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত*** (দেওবন্দঃ কুতুব খানা, হুসাইনীয়া তা. বি.) পৃ. ৭২২; লুইস মা'লুফ, ***আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল'আলাম*** (বৈরুতঃ দারুল মাশারিক, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৬১।

২০ আল-কুরআন, **সূরা আল-আলাক,** ৯৬:১।

আল্লামা সূয়ূতী (রাহ.), আব্দুল আযিম আয্-যুরকানী (রাহ.), আল্লামা ইব্ন কাসির (রাহ.), ইমাম শাফেয়ী (রাহ.), ইমাম আবুল হাসান (রাহ.) ও বায়হাকী (রাহ.)-এর মতে কুরআন শব্দটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় একটি মৌলিক শব্দ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাযিল আসমানী কিতাবের একটি নাম বিশেষ। এ কারণে তারা القرآن শব্দটিকে হামজা বিহীন পড়তেন।[২১] আর ইমাম আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী, আজ-যুজ্জাজ ও আল-লাহইয়ানী প্রমুখের মতে আল-কুরআন শব্দটি হামজাবিশিষ্ট ।[২২]

কুরআনের আলোকে কুরআন

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী । ফলে কুরআনের পরিচয় কুরআন নিজেই। এটির প্রকৃত পরিচয়দানে জ্বীন ও ইনসান পরিপূর্ণ অক্ষম। মূলতঃ আল-কুরআনের পরিচয় ও ব্যাখা-বিশ্লেষণ সে নিজেই। এ কারণে কুরআনের খাঁটি পরিচয় জানা ও এর থেকে উপকার নেয়ার স্বাভাবিক ও কার্যকরী পন্থা হল: আল-কুরআনের আলোকে আল-কুরআনকে বিশ্লেষণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

"আর নিশ্চয় এ কুরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে নাযিল । বিশ্বস্ত আত্মা এ নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার অন্তঃকরণে; যাতে তুমি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও; সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়"।[২৩]

ওপরোক্ত আয়াতে আল-কুরআনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে । বৈশিষ্ট্য পাঁচটি নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিল ।

২. রুহুল আমিন (জিবরীল আ.)-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত ।

৩. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাযিল ।

৪. বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্য আল-কুরআন নাযিল হয়েছে।

৫. আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল য়েছে।

---

২১ মান্না'আ আল-কাত্তান, ***আল-মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন***, পৃ. ১৮; আবু বকর 'আহমাদ ইব্ন 'আলী, ***তারীখু বাগদাদ*** (বৈরূত: দারু-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৬২।

২২ আস-সূয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৭।

২৩ আল-কুরআন, ***সূরা আশ-শু'আরা***, ২৬:১৯২-১৯৬ ।

আল-কুরআনের এ পরিচয়টি সবচেয়ে বেশী প্রনিধানযোগ্য ও সংবিধান তুল্য। এ ছাড়া কুরআনে গুণবাচক নামে কুরআনকে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাযী আবুল মা'আলী 'আযীযী শায়লা পঞ্চান্নটি[২৪] এবং মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসুরপুরী আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নামের ন্যায় আল-কুরআনের নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করেছেন।[২৫] নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

আল-কিতাব

আল-কুরআন সর্বপ্রথম নিজেকে 'আল-কিতাব' বলে আখ্যা দিয়েছে। কিতাব কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা বা পাতার নাম নয়। বরং তা হল একটি জমাকৃত বা গ্রন্থিত বস্তু। আল-কুরআন একাধিক স্থানে নিজেকে কিতাব নামে পরিচয় দিয়েছে। এর কারণ হল, এ বিস্ময়কর গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে সব শ্রেণীর মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। সমগ্র কুরআনটাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত ওহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

"এটি সেই কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশ"।[২৬]

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর"।[২৭]

আল-ফুরকান

আল-ফুরকান অর্থ পার্থক্যকারী। সুতরাং আল-কুরআন হচ্ছে এমন কিতাব যা ন্যায় অন্যায় এবং সত্য ও অসত্যকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমজান মাস, এতে মানুষের হিদায়াত ও সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (ফুরকান) রূপে কুরআন নাযিল হয়েছে"।[২৮]

---

২৪ বাদরুদ্দীন আল-যারকাশী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.২৭৩।

২৫ মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী, *রাহমাতুল্লিল আলামীন* (দিল্লী: ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪১।

২৬ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২।

২৭ আল-কুরআন, **সূরা নিসা**, ৪:১০৫।

২৮ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:১৮৫।

রাহমাত

আল-কুরআন মু'মিন মুত্তাকীদের জন্য রাহমাত বা অনুগ্রহ স্বরূপ। পথভ্রান্ত বনী আদম যখন পাপ পংকিলতায় নিমগ্ন ছিল তখনই আল-কুরআন তাদের জন্য অনুগ্রহশীল হয়ে জীবন ব্যবস্থা তথা হিদায়াতের আলো স্বরূপ আবির্ভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ هَذَا القرآن يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ- وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"বনী ইসরাঈল যেই সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বর্ণনা করে এবং নিশ্চয় এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত"।[২৯]

যিক্‌র

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে 'যিক্‌র' নামে উল্লেখ করেছেন। যিক্‌র অর্থ উপদেশ কেননা আল-কুরআনে বিভিন্ন উপদেশ এবং পূর্ববর্তী উম্মতের বিভিন্ন ঘটনাবলী রয়েছে। যাতে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল জেনে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং জীবনে চলার পথ নিদিষ্ট করে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেনঃ

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

"এবং এটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কী এটা অস্বীকার করবে"?[৩০]

মাও'য়িযাহ

মাও'য়িযাহ অর্থ উপদেশ দেওয়া। মাও'য়িযাহ বলা হয়, কৃতকর্মের পরিনাম সম্পর্কে কাউকে এমনভাবে অবহিত করা, যাতে তার মনের অবস্থা পাল্টে যায়। অতঃপর সে পরোক্ষভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আদিষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

"এটা (কুরআন) মানব জাতির জন্য বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ (মাও'য়িযাহ)"। [৩১]

---

২৯ আল-কুরআন, **সূরা আন-নামাল**, ২৭:৭৬-৭৭।
৩০ আল-কুরআন, **সূরা আল-আম্বিয়া**, ২১:৫০।
৩১ আল-কুরআন, **সূরা আলি ইমরান** ৩: ১৩৮।

হুদা ও বুশরা

হুদা অর্থ: পথ নির্দেশ। আর বুশরা অর্থ: শুভ সংবাদ। আল-কুরআন মুত্তাকীদের হিদায়াতের পথ দেখায়। মু‘মিনগণের সুসংবাদ দেয়। সৎকর্মের পরিণতি হল উভয় জগতের শান্তি, সাফল্য ও মঙ্গল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

“যেহেতু সে (জিবরীল) আল্লাহর আদেশে কুরআন তোমার অন্ত:করণে নাযিল করেছেন, যা মু‘মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ”।[৩২]

মুসাদ্দিক

মুসাদ্দিক অর্থ প্রত্যয়নকারী। আল-কুরআন পূর্ববর্তী সহীফাসমূহ ও কিতাবসমূহের হাকীকাত বা মৌলিক শিক্ষাকে অশিক্ষিতের হাত থেকে মুক্ত করেছে। যুগে যুগে ভ্রান্তরা এর হাকিকাতকে বানোয়াট ও গাল গল্প বলে রুপান্তরিত করে এসেছে। আর আল-কুরআন সেগুলোকে চিরদিনের জন্য নিজের মধ্যে সংরক্ষিত করে সত্য বলে প্রত্যায়ন করেছে। এজন্য আল-কুরআনকে মুসাদ্দিক বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

‘আমি যা (কুরআন) নাযিল করেছি তা বিশ্বাস করো। এটা তোমাদের নিকট যা তাওরাত ও ইনজীলে আছে তার প্রত্যায়নকারী’।[৩৩]

শিফা

শিফা অর্থ আরোগ্য লাভ বা রোগ-ব্যধির প্রতিকার। আল-কুরআন মানুষের মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাতিক রোগ ব্যধির প্রতিকার স্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

‘হে মানবকুল, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশবাণী এবং অন্তঃকরণের রোগের নিরাময়, মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত’।[৩৪]

---

৩২ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:৯৭।
৩৩ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:৪১।
৩৪ আল-কুরআন, **সূরা ইউনুস**, ১০:৫৭।

মুফাস্‌সাল

মুফাস্‌সাল অর্থ সুস্পষ্ট। আল-কুরআন আলোচনা ও বর্ণনার দিক দিয়ে সুস্পষ্ট। কোন কিছুতেই জড়তা নেই। নেই দুর্বোধ্যতা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

"তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (মুফাস্‌সাল) কিতাব নাযিল করেছেন"।[৩৫]

হিকমত

হিকমাত অর্থ পরিপূর্ণ জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান। বস্তু জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও হিকমাত বলা হয়। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আল-কুরআন আলোচনা করেছে। এ দিক দিয়েও আল-কুরআন হিকমাতপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

"এটা (কুরআন) পরিপূর্ণ জ্ঞান (হিকমত) তবে এ সত্যবাণী ওদের কোন উপকারে আসেনি"।[৩৬]

'ইল্‌ম

ইল্‌ম অর্থ জ্ঞান। আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। তিনি 'ইলমের সাথেই কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

'তোমার প্রতি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা 'ইলমের সাথে (সজ্ঞানে এবং জেনে শুনে)। আল্লাহ এর স্বাক্ষী এবং ফিরিশতাগণও স্বাক্ষী। আর স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট'।[৩৭]

মুবীন

মুবীন অর্থ সুস্পষ্ট, সুমুজ্জল। আল-কুরআনের বক্তব্যসমূহ অতি স্পষ্ট ও জটিলতা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। ফলে আল-কুরআনকে মুবীন বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

'তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ'।[৩৮]

---

৩৫ আল-কুরআন, **সূরা আনআম**, ৬:১১৪।
৩৬ আল-কুরআন, **সূরা ক্বামার**, ৫৪:৫।
৩৭ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪:১৬৬।
৩৮ আল-কুরআন, **সূরা আল-মায়েদা**, ৫:১৫।

‘আযীয

‘আযীয অর্থ মহিমাময়। যারা কুরআনের মোকাবেলা করতে চায় তাদেরকে কুরআন চরম ভাবে পরাভূত করে দেয় বলে। ফলে আল-কুরআনকে ‘আযীয’ বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

‘নিশ্চয় যারা কুরআন আসার পর প্রত্যাখ্যান করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে) এটা অবশ্যই আযীয তথা মহিমাময় গ্রন্থ’।[৩৯]

বাসায়ির

বাসায়ির অর্থ নিদর্শন, সুস্পষ্ট দলীল। আল-কুরআন অসংখ্য নিদর্শন ও দলিল প্রমাণে পরিপূর্ণ। যা কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“এ কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রাহমাত”।[৪০]

বুরহান

বুরহান অর্থ সুদৃঢ় প্রমাণ বা সনদ। আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনকে ‘বুরহান’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ

‘হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট সনদ এসেছে।”[৪১]

খায়র

‘খায়র’ ব্যাপক বিষয়কে নির্দেশ করে। যা মহাউপকারী, কল্যাণকর, সৌন্দর্যময় ও উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন তা-ই ‘খায়র’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا

---

৩৯ আল-কুরআন, **সূরা হা-মীম সিজদাহ,** ৪১:৪১।

৪০ আল-কুরআন, **সূরা আল-জাছিয়া,** ৪৫:২০।

৪১ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা,** ৪:১৭৪।

‘যারা মুত্তাকী ছিল তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রতিপালাক নাযিল কী করেছিল? তারা বলবে, খায়র তথা মহাকল্যাণ’।[৪২]

আল-আযীম

‘আল-আযীম’ মৌলিক গুরুত্বধারী কোন জিনিসকে বলা হয়। আল-কুরআনের জ্ঞান ভাণ্ডার, শিক্ষা ও প্রভাব সবকিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে কুরআনকে ‘আযীম’ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالقرآن الْعَظِيمَ

‘(হে মুহাম্মাদ) আমি তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত (সূরা ফাতিহার সাত আয়াত) যা পূনঃ পূনঃ আবৃত হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন ’।[৪৩]

মুবারাক

মুবারাক অর্থ কল্যাণময়। কুরআনকে ‘কুরআনে কল্যাণময়’ বলা হয়েছে। কেননা এর অনুসারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘এ কিতাব (কুরআন) আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং এর অনুসরণ কর। এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে’। [৪৪]

আহসান

আহসান অর্থ অতিশয় সুন্দর বা অতি উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনকে অতি উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

‘অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ‘অতি উত্তম’ যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাত সারে শাস্তি আসার পূর্বে অথচ তোমরা অনুধাবন করতে পার না’।[৪৫]

---

৪২ আল-কুরআন, **সূরা আন-নাহল**, ১৬:৩০।
৪৩ আল-কুরআন, **সূরা আল-হিজর**, ১৫:৮৭।
৪৪ আল-কুরআন **সূরা আল-আনয়াম**, ৬:১৫৫।
৪৫ আল-কুরআন, **সূরা আল-জুমার**, ৩৯:৫৫।

আল-হাকীম

আল-হাকীম অর্থ প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে প্রজ্ঞাময় বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يس وَالقرآن الْحَكِيمِ

'ইয়া-সীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ'।[৪৬]

আল-মীযান

আল-মীযান অর্থ মানদণ্ড। মীযান ঐ জিনিষকে বলা হয়, যা দ্বারা কোন জিনিস ভাল না মন্দ, কম না বেশী তা নির্ণয় করা যায়। কারো কারো মতে, আল-কুরআনে বর্ণিত নীতিমালাকে মীযান বা মানদণ্ড বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللَّهُ الَّذِى أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

"আল্লাহই নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং মানদণ্ড (মীযান)"।[৪৭]

আল-হাদীসের আলোকে কুরআন

হযরত 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(অতিশীঘ্রই নানা ফিতনা প্রকাশিত হবে। তারপর আমি বললাম, ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ও পরবর্তীদের

---

৪৬ আল-কুরআন, **সূরা ইয়া-সীন**, ৩৬:১-২।
৪৭ আল-কুরআন, **সূরা আশ-শূরা**, ৪২:১৭।

সংবাদ রয়েছে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে ফায়সালার বিধান। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নিদের্শ রয়েছে। যা হাক ও বাতিলের মধ্যে চুড়ান্ত পার্থক্যকারী। তাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই নেই। অহংকার বশতঃ যে এটাকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন। যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হিদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ব মজবুত রজ্জু। এটা বিজ্ঞানময় স্মরণিকা এবং এটাই সহজ সরল পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটাকে পরির্বতন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছুই এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে। বার বার তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জ্বীনগণ যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি বরং তারা বলে উঠেছিল, 'আমরা একটি বিষস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি'। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছি। যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে, সে সত্য কথা বলবে। আর যে কুরআন অনুসারে আমল করবে, সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুসারে বিচার ফায়সালা করবে, সে ন্যায় বিচার করতে পারবে। যে এর প্রতি আহবান জানাবে সে সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত হবে)।[৪৮]
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةُ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةُ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعيب وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بكل حرف عشرة حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ

'(নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর মা'দুবাহ। সুতরাং তার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ কর। নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রশি (দড়ি), স্পষ্ট আলোকবর্তিকা এবং উপকারী আরোগ্য দানকারী। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রানকারী। পথিককে সোজা পথের দিশা দানকারী। বক্রপথের পথিককে সরল পথের দিশারী। তার আশ্চার্য জনক বিষয়াদি কখনও নিঃশেষ হবে না। সুতরাং তোমরা এটাকে তিলাওয়াত কর। কেননা আল্লাহ হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি

---

৪৮ তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা, *আল-জামি'* (বৈরূতঃ দারুল গারবীল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২২।

একথা বলছি না যে, আলিফ লাম মীম একটা অক্ষর বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর ও মীম একটা অক্ষর) ।[৪৯]

আলিমগণের দৃষ্টিতে আল-কুরআন

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে প্রখ্যাত আলিমগণ আল-কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন। ইমাম ‘আব্দুল্লাহ আন-নাসাফী (রাহ.) বলেনঃ

اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصا حف المنقول عنه نقلا متواتراً بلاشبهة

“(কিতাব হল আল-কুরআন যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। এটা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)”। [৫০]

১. আল্লামা মান্না আল-কাত্তান (রা.) বলেন ঃ

القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى عليه وسلم المتعبة بتلاوته

“(আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাযিল করো হয়েছে এবং যার তিলাওয়াত হল ইবাদাত)” ।[৫১]

২. আল্লামা যুরকানী (রাহ.) বলেনঃ

ان القرآن علم اى كلام ممتاز عن كل ماعداه من الكلام الاهى

“(আল-কুরআন আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী থেকে পৃথক অনন্য উৎকৃষ্ট এক ধরনের বাণী যা তার পূর্ববর্তী সকল ওহী থেকে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ)” ।[৫২]

৪. ড. সুবহী সালিহ (রাহ.) বলেনঃ

(আল-কুরআন মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত এমন এক মু’জিজাপূর্ণ বাণী যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ। তার থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত, যার তিলাওয়াত ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত) ।[৫৩]

---

৪৯ আল-কুরতুবী, শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ, ***আল-জামি‘ লি আহ্কামিল কুরআন*** (মিশরঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, তা. বি. ১৩৮৪হি./১৯৬৪খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫।

৫০ আহমাদ মুল্লাজিউন, ***নুরুল আনওয়ার ফী শারহীল মানার*** (দেওবন্দঃ মাকতাবুতুত থানবীহ, তা.বি.) পৃ. ৯-১১। আল্লামা জুরযানী, *আত-তারিফাত* (ইস্তাবুলঃ মাকতাবা আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.) পৃ. ২২৩।

৫১ মান্না আল কাত্তান, ***মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*** (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম সং, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ২১।

৫২ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৫৩ ড. সুবহী সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩. আল্লামা আমাদী (রাহ.) বলেন :

ان القرأن هو الكتاب المنزل

(আল-কুরআন এমন গ্রন্থ যা নাযিল করা হয়েছে)। [৫৪]

৪. আল্লামা 'আলী আস-সাবুনী (রাহ.) বলেন :

القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبرا ئيل عليه السلام المتكوب فى المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبة بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس-

(আল-কুরআন হল আল্লাহর বাণী। অসাধারণত্বে পরিপূর্ণ। ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) এর মাধমে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ। মাসহাফে লিখিত ও ধারাবাহিক বর্ণনা সমৃদ্ধ। এবং সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত বিস্তৃত আল্লাহর বাণী আসমানী গ্রন্থ আমাদের নিকট মুতাওয়াতি পর্যায়ে এসেছে)।[৫৫]

আল-কুরআনের এই সংজ্ঞাটি যথার্থ ও সর্বজনীন। এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত 'আল্লাহর উক্তি' দ্বারা মানুষের উক্তি ও অব্যক্ত উক্তিসমূহ থেকে আল-কুরআনকে পৃথক করা হয়েছে। 'মু'জিজা শব্দ দ্বারা আল-কুরআনের অলৌলিকতার গুণ প্রকাশ করে আওলিয়াগণের দ্বারা সংঘটিত কোন অসাধারণ ঘটনা (কারামত) থেকে পৃথক করা হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবীর ওপর নাযিল দ্বারা তাওরাত, যাবুর, ও ইনজীল থেকে আল-কুরআনকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। 'মাসহাফে লিখিত' দ্বারা পৃথিবীর অন্যন্য গ্রন্থ থেকে কুরআনকে পৃথক করা হয়েছে। 'ধারাবাহিক বর্ণনা' দ্বারা আল-কুরআনকে যে সকল বাণীসমূহ রহিত করা হয়েছে অথবা যে গুলোর পঠন-পাঠন ও হুকুম-আহকাম সবই রহিত হয়েছে সেগুলো কুরআনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়েছে। 'সূরা ফাতিহা থেকে শুরু ও সূরা নাস পর্যন্ত বিস্তৃত' বাক্য দ্বারা আল-কুরআনের পূর্ণ আকৃতি ও প্রকৃতির ধারণা দেয়া হয়েছে।

---

৫৪ আল্লামা আল-আমাদী, ***আল-আহকাম ফী 'উলুমিল আহকাম***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ, ২২৮-২৯।

৫৫ আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, ***আত-তিবইয়ান ফী 'উলুমিল কুরআন*** (দামিস্ক: মাকতাবাতুল গাজ্জালী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৬।

আল-কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট

প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজ নানা প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। তারা মূর্তি উপাসনা ও জড় বস্তুর পূজা করত।[৫৬] সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। এ গুলোকে তারা উপাসনা করত।[৫৭] পৌত্তলিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বস্তু পূজা প্রভৃতি আরব জাতির ধর্মীয় জীবনকে কলূষিত করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদাবক্স উল্লেখ করেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) দেখেন যে, আরব দেশটি অজ্ঞতা, বর্বরতা ও জঘন্য রকমের বস্তু পূজায় ডুবে গিয়েছে।[৫৮] ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে আনুমানিক একশত বছরের মধ্যে আরবে মার্জিত ও স্বাভাবিক জীবন ধারা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম বৈষম্য, দাস প্রথার প্রচলন, শিশু কন্যাদের নির্মমভাবে হত্যা, রাজনৈতিক শূন্যতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অর্থনৈতিক শোষণ, নৈতিক অবক্ষয় এবং অশ্লীলতা মানব জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল, তাদের ধর্মীয় জীবন নিরশ্বরীবাদ, ত্রিতত্ববাদ, বহু ইশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ এবং জড়বাদ, প্রভৃতি ভ্রান্তপথ ও মতাদর্শে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।[৫৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজের মানুষকে উপহার দেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা সকল মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দিক দর্শন।[৬০]

সে-ই সময়ে আরবদের মধ্যে কোন্দল, মারা-মারি, হানা-হানি ও বিবাদ লেগেই থাকত। বল্গাহীন দস্যুবৃত্তি আরবদের রাজনৈতিক জীবনে অশান্তি ও ভয়াবহ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছিল[৬১]। আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। এ সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ পশু পালন কিংবা লুটতরাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রথা সে সমাজে প্রচলিত ছিল।[৬২]

আল-কুরআন নাযিলের স্তর

আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থের প্রামাণ্য তথ্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা তিনটি স্তরে কুরআন নাযিল করেছেন। যথা:

---

৫৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওহাব, ***মুখতাসারু সীরাতির রাসূল*** (বৈরুত: দারু ইলমিল হাদীস.১৪০৮ হি.), পৃ. ১২।

৫৭ আল্লামা ছফিউর রহমান মুবাবকপুরী, ***আর-রাহীকুল মাখতুম*** (মক্কা: রাবিতাতুল আলামী আল-ইসলামী, ১ম সং, ১৪০০হি.), পৃ. ৪১।

৫৮ হাছান আলী চৌধুরী, ***ইসলামের ইতিহাস*** (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ১৯৮৬খ্রী.), পৃ. ১১১।

৫৯ ইমাম আবু জাফর তাহাবী আল-হানাফী, ***আকীদাতুত তাহাবী***, অনু. আবদুল মতিন আবদুর রহমান (ঢাকা: আল-মায়মান কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ৩য় সং, ১৯১৭ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

৬০ P.k. Hitti, ***History of the Arabs***, p. 122

৬১ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

৬২ হাসান আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১. লাওহি মাহ্ফুযে আল-কুরআন অবতীর্ণ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে প্রথম পর্যায়ে লাওহি মাহফুয-এ নাযিল ও সংরক্ষণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

"বরং তা সম্মানিত কুরআন যা লাহহি মাহফুজে সংরক্ষিত"।[৬৩]

লাওহি মাহফুজ অর্থ সংরক্ষিত কথা। লাওহি মাহফুয সম্পর্কে আল্লামা যুরকানী বলেন, এটা মহান আল্লাহর কুদরতের এক প্রকাশস্থল, তার বড়ত্ব, সীমাহনি জ্ঞান, ইচ্ছা, হিকমত ও সুবিশাল রাজত্বের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[৬৪] আল-কুরআনকে প্রথম পর্যায়ে লাওহি মাহফুযে নাযিল ও সংরক্ষণ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের ন্যায় একবারেই হয়েছিল। আর তা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। তবে সে নাযিলের পদ্ধতি, স্বরূপ ও সময়কাল সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।[৬৫]

২. লাওহি মাহফুয হতে বায়তুল 'ইযযাহ-এ নাযিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি লাইলাতুল কদর এক মহিমান্বিত রজনী। এ রজনী বরকতময় হওয়ার কারন-এ মাসে আল-কুরআন নাজিল হয়েছে। লাইলাতুল ক্বদরে।[৬৬]

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে দ্বিতীয় পর্যায়ে লাওহি মাহফুয থেকে বায়তুল 'ইযযাহ এ-নাযিল করেন। বায়তুল ইযযাহ হল পৃথিবীর নিকটতম স্থান। আল্লাহ লাইলাতুল ক্বদর-এ বায়তুল 'ইযযাহ-এ কুরআন নাযিল করেন। এতে কারো দ্বিমত নেই। আল্লামা সুয়ুতী হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন, 'আল্লাহর বাণীসমূহ এ রাত্রিতে লাওহি মাহফুয হতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে বায়তুল 'ইযযাহ-এ রাখা হয়েছে।[৬৭]

---

৬৩ আল-কুরআন, **সূরা আল-বুরূজ**, ৮৫:২১-২২।
৬৪ আয-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩।
৬৫ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩
৬৬ আল-কুরআন, **সূরা আল-ক্বদর**, ৯৭:১
৬৭ আস-সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

এ দু'পর্যায়ে কুরআন নাযিলের যথার্থতা প্রসঙ্গে আল্লামা যুরকানী বলেন: 'কোন বিষয়ের নিবন্ধনকার্য ও অনুলিপি যতবেশি হয় তার গ্রহণযোগ্যতাও ততবেশি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং এদিক দিয়ে কুরআন মাজীদ এ পৃথিবী ছাড়াও আরো দুটি সংরক্ষিত স্থানে লিপিবদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লাওহি মাহফুয আর অপরটি হল বায়তুল 'ইযযাহ তথা ফিরিশতাদের ইবাদাত গৃহ।[৬৮]

৩. বায়তুল ইযযাহ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর প্রয়োজনানুসারে নাযিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

"আর নিশ্চয় এ কুরআন সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নাযিল কৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সর্তককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।[৬৯]

ইমাম ফযরুদ্দীন রাজী ও ইমাম আশ'আরীর মতে, আল্লাহ লাওহে মাহফুজে কুরআনকে এক সঙ্গে একবারে নাযিল করেন। সেখান থেকে 'লাইলাতুল কদর' থেকে শুরু করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দুনিয়ায় কুরআন নাযিল হয়। বায়তুল ইযযাহ এ অবতরণের প্রসঙ্গ অবান্তর বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। ইমাম যুরকানী এ মত খণ্ডন করে বলেন, লাওহে মাহফুজে হতে বায়তুল ইযযাহ-এ কুরআন নাযিল হয়নি বলে যে মতামত এসেছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই।[৭০] ইব্‌নে কাছীর, কুরতুবী প্রমূখ তাফসীরবিদ মতামত প্রদান করেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন একবারে লাওহী মাহফুজে থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবস্থিত ফিরিশতাদের ইবাদাত গৃহ বায়তুল 'ইযযাহ-এ নাযিল হয়েছিল, এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দ্বিমতের কোন সুযোগ নেই।[৭১]

---

৬৮ আয-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৩।
৬৯ আল-কুরআন, **সূরা আল-শুআরা**, ২৬:১৯২-৯৫।
৭০ আয-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪।
৭১ আল-কুরআন, **সূরা আল-শুআরা**, পৃ. ৪৬

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে বায়তুল ইযযাহ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালবে ফিরিশতা জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খণ্ড খণ্ড করে নাযিল করেন। খণ্ড খণ্ড করে কুরআন নাযিল এবং এর রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

"আর আমি কুরআন নাযিল করেছি কিছু কিছু করে যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার থীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে"।[৭২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে,

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন থেমে থেমে পাঠ করতে পারেন। অর্থাৎ কুরআনকে পাঠের উপযোগী করে নাযিল করা।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তঃকরণকে মজবুত করা। অর্থাৎ আল্লাহ মুশরিকদের জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তঃকরণকে শান্তনা প্রদান ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে খণ্ড খণ্ড করে কুরআন নাযিল করেন।[৭৩]

আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়: মানবজাতি।[৭৪] কেননা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয় আল-কুরআনে দান করা হয়েছে। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোনটা মানুষের কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে মানুষের ক্ষতি, কোনটা মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোনটা মুক্তির? কোনটি শাস্তির পথ আর কোনটি পুরস্কারের? কোনটি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোনটি তার অসন্তুষ্টির? আল-কুরআনের সব কথা এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।[৭৫]

কুরআন নাযিলের পূর্বাভাষ

আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ওপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল কয়েকটি পূর্বাভাষের মধ্যদিয়ে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কুরআন নাযিলের পূর্বে কয়েকটি পূর্বাভাষ

---

৭২ আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১০৬।

৭৩ আস-সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৭৪ আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন্স, ১৪২৫হি.), পৃ. ৮; আব্দুস শহীদ নাসিম, জানার জন্য কুরআন পড়ুন মানার জন্য কুরআন পড়ুন (ঢাকা: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৩-৪।

৭৫ আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

প্রেরণ করেন। নির্ভরযোগ্য হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেমন-

গাছ ও পাহাড়ের সালম প্রদান

ইব্‌ন ইছহাক (রাহ.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)-কে সম্মানিত করার ইচ্ছা করলেন নবুয়াত প্রদানের মাধ্যমে, তখন মুহাম্মাদ (সা.) নিজের প্রয়োজনে দূর লোকালয় মক্কার উপকণ্ঠে জন মানবহীন পাহাড়ী উপত্যকায় ও বিস্তীর্ন সমভূমি অতিক্রম করলে, যে গাছ ও পাথরের পাশ দিয়ে যেতেন, সেটাই তাকে বলত: আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ! (হে আল্লার রাসুল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক)। কোথা থেকে এ আওয়াজ আসছে তা দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সামনে এবং পিছনে, ডানে এবং বামে এদিক সেদিক তাকাতেন। কিন্তু গাছ আর পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না।[৭৬]

২. আলোর জ্যোতি দর্শন

আল-কুরআন নাযিলের দীর্ঘ সাত বছর পূর্ব থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) মাঝে মাঝে এক আলোর জ্যোতি দেখতেন। এই জ্যোতি দর্শন মাত্রই চেহারা মোবারকে হাস্যোজ্জ্বল ভাব পরিলক্ষিত হত। অবশ্য এই বিচ্ছুরিত আলোর ঝলকের ফলে কোন প্রকার আওয়াজ শোনা যেত না।[৭৭]

আল-কুরআন নাযিলের সূচনা

উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ،

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা ভোরের আলোক রশ্মির মত সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।[৭৮] মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্দলভী (রা.) বলেন, নবীগণ প্রথমে স্বপ্ন দেখতেন। এতে তাদের অন্তঃকরণ প্রশান্তিময় হয়ে যেত এবং এর জন্য নবীদের অন্তঃকরণে চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিত। যেমন হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত

---

৭৬ ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা* (কায়রো: দারুল বায়ান লিত-তুরাস, ১ম সং, ১৪০৮হি.), খ. ১, পৃ. ২৬৪, আস সুহায়লী, ***আর-রাওদুল উনুফ*** (বৈরুত: দারুল মারিফ, ১৩৯৮ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬৬; মুহাম্মদ আন ওয়ারুল হক কাশ্মিরী, ***ফায়দুল বারী*** (বৈরুত: দারুল মারিফাহ্ ,তা. বি.), খ. ১, পৃ.২৪।

৭৭ মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক কাশ্মিরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭; মাওলানা আবদুল কালাম আযাদ, ***রাসুলে রহমত*** (দিল্লী: ১৯৮২খি.), খ. ১, পৃ. ৭১।

৭৮ ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ* (বৈরূত: দারু তুকিন নাযাহ, ১ম সং. ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৭।

ইব্রাহিম (আ.)-এর স্বপ্ন।[৭৯] ইব্‌ন হাজার আস-কালানী (রাহ.) উল্লেখ করেন, ওহীর সূচনা লগ্নে নবীদের কাছে যা কিছু আসত তা স্বপ্নের মাধ্যমে আসত। তা এ জন্য ছিল যে, তাদের অন্তঃকরণ ওহী গ্রহণের উপযোগী হয়ে। এরপর জাগ্রত অবস্থায় ওহী নাযিল হত।[৮০] আল্লামা আইনী বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী আসত ঘুমন্ত অবস্থায় এবং ধীরে ধীরে, যেন তা তার কাছে সহজতর মনে হয় এবং ওহী আনায়নকারী ফিরিশতার সাথে ক্রমশঃ সখ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[৮১]

হেরা গুহায় কুরআন নাযিল সম্পর্কীয় বিবরণ

সত্য স্বপ্ন দর্শনকালীন রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্জন প্রিয় ও নিঃসঙ্গতা প্রিয় হয়ে পড়েন। নির্জনতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্ণনীয় আকর্ষণ এজন্য ছিল যে, যেন অন্তঃকরণ মুবারকে হিকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়।[৮২] ইফতিখার আহমাদ বলখীর মতে, তাহাম্মুলে ওহী অর্থাৎ ওহী গ্রহণ করার জন্য দরকার ছিল বিশেষ যোগ্যতা। আর এ যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যম ছিল নির্জন ও নিভৃত্য স্থানে একাগ্রতার সাথে গভীর ধ্যান ও ক্রমাগত অনুশীলন, যেন তিনি ওহী গ্রহণের পূর্ব যোগ্যতা অর্জন করেন। যেমনভাবে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছিলেন।[৮৩] ফলে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের[৮৪] ন্যায় হেরা গুহাতে নির্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ‘ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। হেরা গুহাতে তাঁর ইবাদাত ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌নে কাসির (রাহ.) উল্লেখ করেন, কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদাত ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর শারীয়াত অনুসারে। আবার কেউ কেউ বলেছেন মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর শরী‘আত অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবাদাত করতেন।[৮৫] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা গুহায় তাহমীদ, তাকসীদ, যিকরে ইলাহী ও কুদরতে ইলাহী

---

৭৯ মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী, ***সীরাতুল মুস্তাফা সা.*** (লাহোরঃ ১৪০৬ হি.), পৃ. ১২৮।

৮০ ইবন হাজার আসকালানী, ***ফাতহুল বারী*** (বৈরুতঃ দারুল মারিফ, তা.বি.), পৃ. ৯।

৮১ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.), ***‘উমদাতুলকারী*** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াত তুরাছিল আরবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৪০।

৮২ আল-কাসতালানী (র.), ***ইরশাদুস সারী লি শারহীল বুখারী*** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল ‘আরবী), পৃ. ৬২।

৮৩ ইখতিয়ার আহম্মদ বালখী, ***তারীখে আফখার ওয়া ‘উলুমি ইসলামী*** (দিল্লী, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৯১।

৮৪ আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.) এর দাদা। ঐতিহাসিক আল বালাযুবী (র.) এর দৃষ্টিতে আবদুল মুত্তালিব হেরা গুহাতে সর্বপ্রথম ইবাদত ও ইতিকাফ এ বসার প্রথা চালু করেন। তিনি রমজানের পুরো মাস হেরা গুহাতে অতিবাহিত করতেন। ইবন ইসহাক উল্লেখ করেন- প্রতিবছর নির্ধারিত মাস ব্যাপী রাসুলুল্লাহ (স.) হেরা গুহাতে নির্জনে গভীর ধ্যান শেষে বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে সাতবার আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করে বাড়ী ফিরতেন। বালাযুরী, ***আনসাবুল আশরাফ*** (বায়তুল মাকাসিদ , ১০৩৬হি), খ. ১, পৃ. ৮৪। ইবন হিশাম, ***আস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা*** (দিল্লীঃ আল মাকতাবুল তাওকিয়াহ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৪ ।

৮৫ আল্লামা ইবন কাসীর (র.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া*** (বৈরূতঃ দারুল বায়ান, ১ম সং, ১৪৮৮হি.), খ. ২, পৃ. ৬; শিবলী নুমানী ও সুলাইমান নদবী (র.), ***রহমাতুল্লিল ‘আলামীন*** (দারুল ইশাআত, ১ম সং, ১৯৮৫খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৫।

সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করতেন।[৮৬] মুহাম্মদ রিযা বলেন, যে ভাবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার প্রতি ইলহাম হত তিনি সেভাবে 'ইবাদাত করতেন।[৮৭] হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদাতের সময় সীমা ছিল ছয় মাস। কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মাস হেরা গুহায় ইবাদাতে নিমগ্ন ছিলেন।[৮৮] এভাবে হেরা গুহায় ইবাদতে নিমগ্ন অবস্থায় অবশেষে একদিন সত্য সমাগত হল। হযরত জিবরীল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন, পড়ুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি পড়তে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জিবরীল আমাকে কাছে টেনে নিলেন এবং এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তারপর আলিঙ্গন মুক্ত করে বললেন, 'পড়ুন'। উত্তরে আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। দ্বিতীয়বারও আমাকে অতি কাছে টেনে নিলেন এবং চেপে ধরেন। ফলে পূনঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। জিবরীল তৃতীয়বার আমাকে কাছে টেনে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।[৮৯] তারপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে বললেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم

'পড়ুন'। আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানবজাতীকে আলাক থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।[৯০]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে রমযান মাসে লাইলাতুল ক্বাদরে নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে।[৯১] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

---

৮৬ মাওলানা আবদুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৮৭ মুহাম্মদ বিয়া, ***মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩১৫হি.), পৃ. ৫৯।

৮৮ মুহাম্মদ সাইয়িদ কিলানী (র.), ***আইনুল ইয়ানি ফি সাইয়িদিল মুরসালিন*** (বৈরুত: দারুল মারিফা, ২য় সং, ১৩৯৮হি), পৃ. ১১।

৮৯ ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

৯০ আল-কুরআন, **সূরা আল-আলাক**, ৯৬:১-৩।

৯১ আল-কুরআন, **সুরা আল-বাকারা,** ২:১৮৫।

‘নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রজনীতে ফিরিশতাগণ ও রূহ নাযিল হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত’।[৯২]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে ফিরে এলেন। তখন তার শরীর কাঁপছিল। তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-কে বললেন যাম্মিলুনী; যাম্মিলুনী-আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। যখন তার ভয় দূরীভুত হল, তখন তিনি খাদিজা (রা.) এর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে তিনি বললেন, কখনো নয়; আপনিতো আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করেন, অন্যের দুঃখ দুর্দশা দূর করেন। অসহায়দের অভাব দুর করেন, অতিথিদের সেবা করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর হযরত খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাথে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) তাকে বললেন, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট থেকে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন। ওয়ারাকা বললেন, হে ভ্রাতুষপুত্র! তুমি কি দেখেছ? রাসুলুল্লাহ (সা.) যা যা দেখেছেন সব কিছুই তার কাছে বর্ননা করলেন। ওয়ারাকা সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে বললেন, নিশ্চয় ইনি ‘নামুস’। ইনি জিবরীল ফিরিশতা, যাকে আল্লাহ মূসা (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি বেঁচে থাকতাম, যখন নিজ বংশের লোকেরা তোমাকে বিতাড়িত করবে। তখন বিস্ময়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তাদের দ্বারা আমি কি বিতাড়িত হব? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যারাই অনুরূপ জ্যোতি নিয়ে এসেছিলেন তাদের সকলকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হয়েছে।[৯৩]

ওহীর পরিচয়

ওহী (وحي) শব্দটির অর্থ: ইরশাদ করা, কোন কিছু লিখে পাঠানো, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অন্যের অজান্তে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া।[৯৪] ফিরুযাবাদী বলেনঃ এর অর্থ, ইংগিত, লেখা, লিখিত, পত্র, ইলহাম, গোপন কথা ও যা অন্যের নিকট সংগোপনে প্রদান করা হয়।[৯৫]

---

৯২ আল-কুরআন, **সূরা ক্বাদর,** ৭৯:১-৫।

৯৩ ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

৯৪ আল্লামা বদরুদ্দীন আল-‘আইনী, ***‘উমদাতুল ক্বারী শারহি সহীহ আল-বুখারী*** (পাকিস্তান: মাকতাব আর রশীদিয়া, ১ম সং. ১৪০২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪।

৯৫ আল-ফিরুযাবাদী, ***আল-কাসুম আল-মুহীত*** (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ৮১৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৯৯।

আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন: ওহী শব্দের অর্থ গোপনে জানিয়ে দেয়া, অনুরূপ ভাবে শব্দটি লেখা, লিখিত বস্তু, প্রেরণ, ইলহাম, নির্দেশ ও এক বস্তুর পর অপর বস্তুর আওয়াজ করার অর্থেও ব্যবহার হয়।[৯৬]

ওহীর পরিভাষিক অর্থ ঃ

১. আল্লামা যুরকানী বলেন: আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে তার মনোনিত বান্দাদেরকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে গোপনভাবে অসাধারন পন্থায় অবহিত করার নাম ওহী।[৯৭]

২. মান্না'আ আল-কাত্তান বলেন:

ক) ক্রিয়াপদ হিসেবে: আল্লাহর মনোনিত বান্দাগণকে গোপনে ও দ্রুত গতিতে তার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা জানিয়ে দেয়া।

খ) কর্মপদ হিসেবে: নবীগণের ওপর নাযিল আল্লাহর কালাম বা বাণী।[৯৮]

৩. মুহাম্মাদ আবু যাহু বলেন: আল্লাহর পক্ষ হতে নবীগণকে শরী'আতের হুকুম আহকাম ও বিভিন্ন সংবাদ সংগোপনে জানিয়ে দেয়া যাতে এর দ্বারা তাদের এরূপ প্রয়োজনীয় অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত।[৯৯]

ওহী নাযিলের পদ্ধতি

এরপর থেকে তেইশ বছর ধরে আল-কুরআন নাযিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর। তবে সর্বপথেম যে পদ্ধতিতে ওহী অর্থাৎ আল-কুরআন নাযিল হয়েছিল সবসময় সে পদ্ধিতি ব্যবহার হয়নি। বরং বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী আসত। ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী তার আল-মুফরাদাত গ্রন্থে ও ইব্ন হিশাম তার সীরাতুন নবী (সা.) গ্রন্থে ছয়টি[১০০] এবং আল্লামা বদরউদ্দীন আইনী আস-সুহাইলীর উদ্বৃতিতে সাতটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।[১০১] যথা:

---

৯৬ ইবন হাজার আসকালানী, ***ফাতহুল বারী ফী শারহী সাহীহ আল বুখারী*** (বৈরূত: দারুল মাআরিফ), খ. ১, পৃ. ১৪।
৯৭ আয-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।
৯৮ মান্না'আ আল-কাত্তান, ***মাবাহিস ফী উলুলিম কুরআন*** (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ৭ম সং. ১৪১০ হি.), পৃ. ২৯।
৯৯ মুহাম্মাদ আবু যাহু, ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*** (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১২ ।
১০০ ইবন হিশাম, ***সীরাতুন নবী স.*** (আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া), খ. ১, পৃ. ২৪৩- ২৪৪, আল-রাগিব আল ইস্পাহানী, ***আল-মুফায়াদাত ফী গারীবিল কুরআন*** (কায়রো: ১৩২৪হি.), পৃ. ৫১৫-৫১৬।
১০১ আল্লাহমা বদরউদ্দীন আইনী, ***উমদাতুলকারী শারহি সহীহুল বুখারী*** (বৈরুত: দারু ইহ্য়াইত-তুরাছিল আরবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৫৯।

স্বপ্ন যোগে ওহী নাযিল

স্বপ্ন যোগে ওহী নাযিল ওহী সূচনার প্রারম্ভিক এক বিশেষ পদ্ধতি ।[১০২] আয়িশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা ঘটে নিদ্রিত অবস্থায় উত্তম স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন বাস্তবে তা স্বচ্ছ উষার ন্যায় প্রতিফলিত হত।[১০৩]

অন্তঃকরণে নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওহী নাযিল

ওহী নাযিলের এ প্রক্রিয়া আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি অথবা হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে আল্লাহর বাণী ঢুকিয়ে দেয়া হত।[১০৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিশ্চয় জিবরাইল আমার অন্তঃকরণে কথা নিক্ষেপ করেছে যে, প্রত্যেকটি আত্মার নির্ধারিত রিজিক ও নির্ধারিত সময় যতক্ষন না পরিপূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আত্মা মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক। রিজিক অন্বেষণ কর, হালালকে গ্রহণ কর আর হারামকে বর্জন কর। ওহী নাযিলের এ পদ্ধতিতে কখনো ফিরিশতা অদৃশ্য ভাবে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালবে কোন বাণী উৎকীর্ণ করে দিতেন।

অদৃশ্য অবস্থায় জিবরাইল (আ.)-এর আগমণ পূর্বক ওহী নাযিল

হযরত জিবরাইল (আ.) অধিকাংশ সময় অদৃশ্য অবস্থায় আগমণ পূর্বক ওহী নাযিল করতেন। যা সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে বুঝা যেত। কেউ তাকে দেখতে পেত না। চোখের আড়ালেই অবস্থান করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেনঃ একদা হারিস ইব্ন হিশাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার নিকট কি ভাবে ওহী আসে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কখনো আমার নিকট ওহী আসে যা ঘন্টা ধ্বনীর আওয়াজের মত।[১০৫]

মানুষের আকৃতিতে ফিরিশতার আগমণ পূর্বক ওহী নাযিল

হযরত জিবরাইল (আ.) কোন কোন সময় মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।[১০৬] আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী (রাহ.) বলেন, মানুষের আকৃতিতে

---

১০২ মোঃ আলিমুল ইসলাম, *ওহীঃ পরিচয় ও পর্যালোচনা* (উদ্বৃতি, লেখক মন্ডলী, আল-কুরআনের শ্বাশত পয়গম, ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

১০৩ ইমাম বুখারী, আস-সহীহ্‌, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

১০৪ ড. আবদুল্লাহ ফাত্তাহ ইবরাহীম সালামাহ, *আন নাসু ফির রুঈ*, পৃ. ৪৪।

১০৫ বদরউদ্দীন আঈনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০।

১০৬ মাওলানা হাবীব আহামাদ হাশীমি, *তারিখে ফিকগুল ইসলামী* (করাচিঃ ২য় সং. ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২২-২৫।

ফিরিশতার আগমণকে সাহাবাগণ মাঝে মাঝে চর্ম চোখে দেখতে পেতেন। সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা.) এর আকৃতি ধারণ জিবরাইল (আ.) আগমণ করেছিলেন।[১০৭]

নিজ আকৃতিতে ফিরিশতার আগমণ পূর্বক ওহী নাযিল

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাইলকে তার আসল আকৃতিতে তিন বার দেখেন। ১. হিরা পর্বতে ২. ওহী বিরতীর শেষ দিনে আসমানে শূন্য জায়গায় কুরসীতে আরোহণ অবস্থাতে ৩. মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহায়। ইব্ন হাজার আসকালানী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাইল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে তিন বার দেখেছিলেন ১. আগ্রহ প্রকাশ করলে ২. মি'রাজের রাতে ৩. মক্কার আজইয়াদ নামক স্থানে।[১০৮]

পর্দার অন্তঃকরণালে কথপোকথন-এর মাধ্যমে ওহী নাযিল

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পর্দার আড়াল হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাথে কথা বলে ওহী প্রেরণ করতেন। এ অবস্থা কখনো তন্দ্রা আবার কখনো জাগ্রত অবস্থায় হত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আল্লাহকে এক উত্তম অবস্থায় দেখেছি।[১০৯]

হযরত ইসরাফিল (আ.) কর্তৃক অহীর দায়িত্ব পালনঃ

নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত ইসরাফিল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

'উমদাতুল কারীতে এর বিশেষ সানাদে আশ-শাবী থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত ইসরাফিল (আ.) ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে ওয়াকেদী এ মতকে অস্বীকার করেন।[১১০] আশ-শাবী বর্ণনা করেন, নবুওয়াতের সূচনার প্রাথমিক পর্যায়ের তিন বছর যাবত হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর ওপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিভিন্ন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি আল-কুরআনের কোন অংশই নাযিল করেননি। দীর্ঘ তিন বছর পর জিবরাইল (আ.) নবুওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[১১১]

---

১০৭ বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১০৮ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
১০৯ আস-সুযুতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; বদরুদ্দীন আঈনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১১০ বদরুদ্দীন আঈনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১১১ বদরুদ্দীন আঈনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; আস-সুযুতী, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৯; মুহাম্মদ আবদুল জব্বার খান, সীরাতি মুহাম্মাদিয়্যাহ স. (লাহোরঃ তা.বি.), খ. ১, পৃ. ২১৪।

আল-কুরআনের ভাষা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল রূপে স্বজাতির নিকট প্রেরণ করেন। তাদের ভাষা ছিল আরবী। আর আল্লাহ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেন। যাতে হিদায়াতের বাণী পৌঁছানো সহজতর হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১১২]

তবে ইসলামের আবির্ভাবের প্রাককালে আরবের সর্বজন স্বীকৃত কুরাইশ গোত্রের ব্যবহৃত বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল।[১১৩] কুরাইশ গোত্রের ভাষা ছাড়াও তৎকালীন আরবে আরো ছয়টি প্রসিদ্ধ উপভাষা ছিল। উপভাষা গুলি হলঃ ১. হুযাইল ২. সাকীফ ৩. বনু সায়েদ ৪. বানু কিনানাহ ৫. বানু আসাদ ও ৬. বানু কাইস। কুরআন থেকে সর্বস্তরের মানুষের হিদায়াত গ্রহণের সুবিধার্থে সে সময় এ ছয়টি উপভাষায় কুরআন পাঠ বৈধ ছিল।[১১৪] এ সাতটি উপভাষার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল উচ্চারণগত, স্বরচিহ্নের বিভিন্নতা ও সমার্থক শব্দের ব্যবহারে। এতেও ভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হত না।[১১৫] কুরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত শব্দ বিন্যাস, বাক্যের অনুপম গাথুনী, ভাবের গভীরতা, সুনিপণ রচনা শৈলী, উপমা প্রভৃতি অতুলনীয়।[১১৬] ফলে এর সর্বত্র ভাষার সুললিত সাবলীলতা বা অলংকার সমানভাবে বিদ্যামান।[১১৭]

---

১১২ আল-কুরআন, **সূরা ইব্‌রাহীম,** ১৪:৪।

১১৩ 'আবদুল ওয়াহিব ওয়াফী, ***ফিকহ আল্‌-লুগাহ*** (কায়রোঃ দারুন নাহ্‌দা, তা. বি.), পৃ. ১১২।

১১৪ আস-সূয়ুতী, ***আল-মুযাহির*** (মিশরঃ দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২১০; 'আবদুল মুনঈম খাপাজী, ***আল-হায়াতুল আদাবিয়্যাহ ফি আসরী সাদরিল ইসলাম*** (বৈরূতঃ দারুল কুত্তাব, ৩য় সং, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ৫৩। বদরুদ্দীন যারকাশী, ***আল-বুরহান*** (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ ১৮৭২ ইং), খ. ১, পৃ. ২১৮।

১১৫ ত্বাহা হুসাইন, ***আল-আদাবুল জাহিলী*** (মিশরঃ দারুল আওযায়ী, ১৬শ সং, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৯৫ আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, ***আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১২৮-১২৯।

১১৬ ইবন কুতাইবা, ***তা'বিলু মুশকিলিল কুরআন*** (কায়রোঃ ১ম সং, ১৪১০ হি.), পৃ. ৪৩। ড. ত্বাহা হুসাইন, হাদীসুশ শের ওয়ান নসর, পৃ. ২৫।

১১৭ বদরুদ্দীন যারকাশী, আল-বুরহান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০১; সাইয়্যিদ কুতুব, ***আল-কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য***, পৃ. ১৭৮।

আল-কুরআনের ভাষা এমন যে, এর অর্থ না বুঝে অনায়াসে মুখস্ত করা যায়। এর ভাষা বোঝা ও উপলব্ধি করা অন্যন্য গ্রন্থের চেয়ে সহজ।[১১৮] এর ভাষা এতই সমধুর যে, বার বার পাঠে অথবা শ্রবণে বিরক্তি-বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয় না। বার বার পাঠে হৃদয় পুলকিত হয়। যত বেশী তিলাওয়াত করা হয় ততবেশী আগ্রহ ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। অন্যের তিলাওয়াত শুনলেও মনের গভীর তন্ময়তা ও অপরিমেয় আগ্রহ জন্মে। এজন্য ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা আল-কুরআনের কিয়দাংশ শুনে মন্তব্য করেছিলেন যে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মুহাম্মাদের মুখে যা শুনেছি তা মানুষ বা জ্বীনের কথা নয়, অবশ্য তার বাণীতে মাধুর্য রয়েছে। যাদু রয়েছে। অবশ্য যার উপরিভাগ ফলে আচ্ছাদিত। আর তলদেশে রয়েছে অফুরন্ত বারিধারা।[১১৯]

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ব্যপক ও বিশাল। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এটি এত বিশালতাপূর্ণ যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আলোচনা, এমনকি এর অনেক বিষয় আজও মানুষ বিশ্লেষণ করতে পারেনি।[১২০] আল-কুরআনের সূরাগুলি দু'ভাগে বিভক্ত। এক. মাক্কী ও দুই. মাদানী। এর ওপর ভিত্তি করে মুফাসসিরণ আল-কুরআনের কিছু বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। মাক্কী সূরাগুলির বিষয়বস্তু হল: একক ও নিরাকার আল্লাহ, তাঁর অংশীদারিত্ব পরিহার, আসমান-যমীন ও এর মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টিতে তার অস্থিত্ব, তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসের অপরিহার্যতা, হটকারীদের ভীতি প্রদান, অবিশ্বাসীদের নিন্দাজ্ঞাপন, ঠাট্টাকারীদের ধমকদান, মূর্খদের দিশাদান, তাঁর ইবাদাতের দিকে আহবান, তার প্রেরিত কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান, পূনঃরুত্থান এবং কৃতকর্মের হিসাব প্রদানে দৃঢ় ঈমান, ভাল কর্মের জন্য জান্নাত লাভ ও মন্দ কর্মের জন্য জাহান্নাম ভোগ, ভাল কাজের উৎসাহ দান, মন্দ কাজের নিষেধ, সীমালংঘনকারীদের শাস্তির বর্ণনা, পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতির করুন পরিনতির কাহিনী ও এর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়।[১২১]

আর মাদানী সূরাগুলির বিষয় বস্তু হল: 'ইবাদাতের বর্ণনা, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক, একত্ববাদ, নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য, হিসাব-নিকাশ, শাস্তি অথবা মুক্তি লাভ, হজ্জের বিধান, যাকাত ব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ নীতি, বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধীয় বিধান, জিহাদ সম্পর্কীয়, অর্থনৈতিক

১১৮ 'আবদুল মতিন জালালাবাদী, *কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২১ হি.), পৃ. ৫৩।
১১৯ ইবরাহীম নসর, *আল-নকদুল আদাবী* (সউদী আরব: দারুল ফিকর আল আরাবী, ১ম সং, ১৩৯৮ হি.), পৃ. ১০১; শাওকী দায়ফ, *আল-ফাননু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন নাসরিন আরাবী* (মিশর: দারুল আওয়ায়ী, ৬ষ্ঠ সং, তা. বি.), পৃ. ৪০।
১২০ Muhammad. Sherif Chowdhury. ***A code of the theaching of Al Quran***. 1st Edi (Lahore, 1988 A. D) P.7.
১২১ বুতরুস আল-বুসতানী, *উদাবাউ আল-'আরব* (বৈরূত: দার-আল-জাইল, ১৯৮৯ইং), পৃ. ৩৮২।

অনুশাসন, মানবাধিকার, অপরাধ জনিত আইন, উত্তরাধিকার আইন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন, দাসমুক্তি, হালাল-হারামসহ বিষয়গুলি পুনরুল্লেখ ইত্যাদি বিষয়।[১২২]

আল-কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল-কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এ সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত"।[১২৩]

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'এ হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত, এ দ্বারা তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকেও শান্তির পথ দেখান যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত দেন'।[১২৪]

ওপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়, কুরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল-'মানুষকে হিদায়াত দান করা'। যারা হিদায়াত প্রত্যাশা করে আল্লাহ তাঁদেরকে কুরআনের মাধ্যমেই হিদায়েত করেন। ড. আব্দুল মুন'ঈম খাফাজী বলেন, মানুষকে বক্র, বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথ থেকে আলোর পথ দেখানো-ই হল আল-কুরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য।[১২৫] আল্লামা যামকালানী বলেনঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর বিশাল ও অন্তহীন ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষদেরকে সঠিক ধারণা ও চূড়ান্ত জ্ঞান প্রদান, সরল সঠিক পথে মানব জীবন পরিচালনা পদ্ধতি অবহিত করানো, আল্লাহর পরম নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা ও ভয়ংকর পরিণতি পর্যবেক্ষণ পূর্বক শিক্ষা দান-ই আল-কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[১২৬] আল-জাযায়েরী উল্লেখ করেন, মানুষের ইহলকিক শান্তি ও পরলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে। মানুষকে অনৈতিকতা, অসভ্যতা, বর্বরতা, কলুষতা, চরিত্রহীনতা-নগ্নতা, নির্লজ্জতা, পাশবিকতা, ও সংকীর্ন গুণাবলী থেকে মুক্ত করে উন্নত, সুসভ্য মার্জিত-রুচিসম্পন্ন নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধের

---

১২২ বুতরুস আল-বুসতানী, ***উদাবাউল আরব,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২-৮৩।
১২৩ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:২।
১২৪ আল-কুরআন, ***সূরা আন'আম***, ৬:৮৮।
১২৫ ড. আবদুল মুনঈম খাফাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
১২৬ 'আবদুল ওয়াহীদ ইবন 'আব্দিল করীম আয-যামকালানী, ***আল-বুরহান আল-কাশিফ আল-ই'জাযিল কুরআন*** (বাগদাদঃ ইহ্ইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, ১ম সং, ১৩৯৪হি.), পৃ. ৬২-৬৯।

ভিত্তিতে জীবন গড়ায় আল-কুরআনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয় ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও তাকওয়া ভিত্তিক অনুপম ও শ্রেষ্ঠতম সমাজ গড়ে তোলা-ই আল-কুরআনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[১২৭] আল্লামা সায়্যিদ কুতুব বলেন, আর-কুরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও সত্যকে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে তা সুদৃঢ় করে তা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।[১২৮] আল্লামা যুরকানীর মতে: আল-কুরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তিনটি। ১. ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথ প্রদর্শন ২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীনের দাওয়াত সহায়তাদানের নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ৩. পঠনের মাধ্যমে নেকী অর্জন।[১২৯]

---

১২৭ আল-জাযাযিরী, ***আকিদাতুল মু'মিন***, পৃ. ২৫৬; অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, ***ইসলামী-দর্শন ও সংস্কৃতি*** *(ঢাকা: ইফাবা, ১ম সং, ১৪২৫ হি.), পৃ. ২১৭-১৮।*

১২৮ সাইয়্যেদ কুতুব, ***আল-কুরআনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য***, পৃ. ২৮৮-২৯১; ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ***কুরআন পরিচিত*** (ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৯২; ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, ***আল- কুরআনের ইতিহাস অধ্যায়ন: পর্যালোচনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২২ হি.), পৃ. ১২০।

১২৯ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ছয় শত খ্রিস্টাব্দে জিবরীল (আ.) হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে আসেন। ওফাতের তিন মাস পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির আলোকে নুযূলে কুরআন অব্যহত ছিল।[১৩০] আল-কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাযিল হয় । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের মাত্র নয় দিন মতান্তরে একাশি দিন পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৩১] রিসালাত প্রাপ্তির প্রথম তের বছর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময়কালে তিরানব্বইটি সূরা নাযিল হয়। এগুলিকে মাক্কী সূরা বলে। মদীনায় হিজরতের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত একাশিটি সূরা নাযিল হয়। এগুলোকে মাদানী সূরা বলে।[১৩২] আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। তিনি তার বাণীর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আল বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমি তার সংরক্ষণকারী" ।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কুরআন নাযিল হলে তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন, বার বার পড়তেন। আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করেনঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ-

"কুরআন তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার উদ্দেশ্য তুমি তোমার জিহ্বাকে দ্রুত আন্দোলিত করো না। নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমার দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন তুমি তার পাঠের অনুসরণ কর" ।[১৩৪]

---

১৩০ হাসান যায়দ, *তারিকুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯২। ।

১৩১ মান্না'আ আল-কাত্তান, ***মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*** (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহাবা, ৭ম সং, ১৯৯০), পৃ. ১০৩; আনীস আল-মাকাদিসী, ***তাতাওর আল-আসালীব আন-নাসরিয়্যাহ*** (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিলমালায়ীন, ৭ম সং, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৩৯।

১৩২ ***বুতরুস আল-বুস্তানি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮। জুরজী যায়দান, ***তারিখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়া,*** খ. ১, পৃ. ১৯৮।

১৩৩ আল-কুরআন, **সূরা আল-হিজর**, ১৫:৯।

১৩৪ আল- কুরআন, **সূরা আল-কিয়ামাহ**, ৭৫:১৬-১৮।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন হিফজ অর্থাৎ মুখস্ত করার তাকিদ ও উৎসাহ দিতেন। ফলে তার জীবদ্দশায় বহু সংখ্যক সাহাবী হাফিজ হয়েছিলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত 'উমর (রা.), হযরত 'উসমান (রা.) ও হযরত 'আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.), হযরত হুযায়ফা (রা.), হযরত সালিম (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.), হযরত আমর ইব্‌নুল 'আস (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.), হযরত মুয়া'বিয়া (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.), হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), আর আনসারগণের মধ্যে,হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা.), হযরত মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা.), হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.), হযরত আবূ দারদা (রা.), হযরত ইবনে হারিস (রা.) হযরত আনসার ইব্‌ন মালিক (রা.) ও হযরত আবূ যায়েদ (রা.) উল্লেখযোগ্য।[১৩৫]

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে আল-কুরআন শুনে মুখস্থ করে নিতেন। গভীর রাতের বেলা সাহাবীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাদের গৃহ হতে মধুমক্ষিকার গুনগুন আওয়াজের ন্যায় কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শোনা যেত। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন কোন সাহাবীর বাড়ীর পাশে দন্ডায়মান হতেন। রাতের অন্ধকারে তাদের তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন'।[১৩৬] হযরত আবূ মূছা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আনসারী গোত্রের বন্ধুদের কণ্ঠধ্বনী তাদের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে অবশ্যই চিনতে পারি। রাতের বেলা তাদের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে আমি তাদের ঘর চিনতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলা তাদের ঘরগুলি দেখিনি।[১৩৭]

তবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে অন্যন্য আসমানী কিতাবের ন্যায় মাসাহাফ বা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ না করে মু'মিনগণের ক্বালব বা অন্তঃকরণে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।[১৩৮] হাদীসে কুদসীতে এসে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি আপনার ওপর এমন একটি কিতাবে নাযিল করেছি যাকে আপনি পানি ধৌত করে মুছে ফেলতে পারবেন না।[১৩৯]

---

১৩৫ আয-যুরকানি, প্রাগুক্ত , পৃ. ২৪২।
১৩৬ আল্লামা যারকানী, ***মানহিলুল ইরফান,*** খ. ১, পৃ. ২৪১-৪২।
১৩৭ মুহাম্মাদ আলী সাবুনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
১৩৮ ড. সুবহী সালেহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
১৩৯ যারকনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে লেখনীরও পদ্ধতি ছিলো। যখনি কোন আয়াত বা সূরা নাযিল হত তখন কাতিব-ই ওহীকে সে সব সূরা বা আয়াত লিখে সংরক্ষণ করতে আদেশ দিতেন। তারা পাথরের টুকরায়, উটের হাড়ের ওপর, পশুর চামড়া বা খেজুরের পাতায় লিখে রাখতেন।[১৪০] ওহী লেখকদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ‘উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়দ ইব্ন সাবিদ (রা.), হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা.), হযরত মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ লাভ করেন।[১৪১] এরূপ ওহী লেখকের সংখ্যা ছিল ৪২ জন।[১৪২] হিযরতের সময় আবু বকর (রা.) দোয়াত, কলম ও লেখার উপকরণ সাথে নিয়ে ছিলেন।[১৪৩] হিজরতের পর যায়দ ইব্ন সাবিদ (রা.) দোয়াত, কলম, হাড়ের টুকরা ও হালকা পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকতেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ওহী লেখার কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থেকে ওহী লিখতাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে লিখনীতে সহায়তা করতেন। লেখা শেষে তিনি আমাকে তা পড়তে বলতেন। আমি লিখিত অংশ পাঠ করতাম। লিখাতে কোন কিছু বাদ পড়ে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা সংযোজন করে দিতেন।[১৪৪] তিনি দু‘বার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কুরআন আবৃতি করে শুনান।[১৪৫] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের বছর জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পূর্ণ কুরআন দু‘বার আবৃত করে শুনান। হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) এ সময় উপস্থিত থেকে লিপবদ্ধ কুরআন মিলিয়ে নেন এবং পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-কে তা শুনান।[১৪৬] তিনি একাধারে ক্বারী, হাফিজ, ও কাতিব-ই ওহী হিসেবে বেশি সুখ্যাতি অর্জন করেন।[১৪৭]

মুরতাদ সমস্যার সমাধানে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিজ সাহাবী শাহাদতবরণ করেন। হযরত উমর (রা.) চিন্তা করলেন, এভাবে হাফিজে কুরআন চলে গেলে কুরআন হিফাজাতের কি হবে? তার মনে উদয় হল, আল-কুরআনের সংকলন হওয়া প্রয়োজন। তিনি খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বিষয়টি বললেন। তিনিও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন। অতঃপর তারা উভয়ে হযরত যাইদ ইব্ন সাবিদ (রা.)-এর ওপর আল-কুরআন সংকলনের দায়িত্ব দিলেন।

---

১৪০ হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম* (মিশর: মাকতাবাতন নাহদা, ৩য় সং, ১৯৫৭খ্রি.), পৃ. ৫৪২।

১৪১ মুহাম্মাদ আলী ছাবুনী ,প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৮।

১৪২ আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬, ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৪৩ মুহাম্মাদ আলী ছাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৪৪ আবূ বকর সূলী, ***আদাবুল কুত্তাব*** (বাগদাদা: দারুল বা’য, ১৩৪১ হি.), পৃ. ১৬৫।

১৪৫ সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

১৪৬ আহমদ আল- ইস্কান্দারী ও মোস্তফা আনানী, *আল ওয়াসীত* (মিশর: মাকতাবা আল মা‘আরিফ, ৭ম সং, ১৩৪৬হি.), পৃ. ১০২।

১৪৭ তালীবুল হাশেমী, *বিশ্বনবীর সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ১৯৯।

হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেন। কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করায় সাহাবিগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৪৮] আবু বকর (রা.)-এর জীবদশায় এই সংকলনটি তার নিজের নিকট সংরক্ষিত ছিল।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগেঃ

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর তা 'উমর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তার শাহাদাতের পর তার অসিয়ত অনুযায়ী তা হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট গচ্ছিত রাখা হয়।[১৪৯] হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত কালে ইসলাম রোম ও ইরানে প্রবেশ করে। সেখানকার লোকেরা দায়ী এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ইসলাম কবুল করে আল-কুরআনের তা'লিম গ্রহণ করে। সে সময় বিভিন্ন জায়গায় প্রসিদ্ধ সাহাবীর কির'আত অনুসরণ করা হত। সিরিয়ার অধিবাসিরা হযরত ইব্‌ন ক্বাব (রা.) এবং কুফার অধিবাসীরা হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এবং অন্যন্যরা হযরত মূছা আশয়ারী (রা.)-এর কিরাআত অনুসরণ করতেন। ফলে অক্ষর আদায় ও পঠন পদ্ধতির কিছুটা ভিন্নতা ধরা পড়ে। তিলাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে ক্বারীগণের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়। এমনকি এ অবস্থাও সৃষ্টি হয় যে, একজন আরেকজনের তিলাওয়াতকে ভুল বলতে দ্বিধা করত না।[১৫০]

হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের একজন নির্দিষ্ট ক্বারীর পঠন পদ্ধতি অনুসরণে কিরআত শিক্ষা দিতেন। ফলে বালকরা যখন পরস্পর মিলিত হত তখন তাদের কুরআন পাঠ নিয়ে বিরোধ দেখা দিত। একজন আরেকজনকে কাফির বলতে দ্বিধা করত না। হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি ভাষণ দেন এবং বলেন, আমার নিকট অবস্থান করা সত্তেও পরস্পর বিরোধ করছ। যারা আমার থেকে দূরবর্তী শহরে বসবাস করছে তারা আরো কঠিন বিরোধে পতিত হবে।[১৫১] কার্যত তাই হয়েছিল। এসব বিরোধ এমন পর্যয়ে পৌঁছে গেল যে, রক্তপাতের উপক্রম হত। এমনকি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ন্যায় মুসলমানরাও মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে।[১৫২] এ সমস্যা নিরসনে কোন উপায় বা কোন মাসহাফ ছিলো না। তখন হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর কপি থেকে আরো কপি করে বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করতে হবে। অন্যান্য কপি জ্বালিয়ে দিতে

---

১৪৮ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৫।
১৪৯ 'আবদুল মুনইম খাপাজি, *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা* (বৈরূতঃ দারুল কুত্তাব, ৩য় সং ,১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৫১।
১৫০ আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৯-৬০।
১৫১ আস-সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৫২ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬।

হবে। হযরত উসমান (রা.) এর নির্দেশে চার হাফেজ সাহাবী- ১. হযরত যায়দ ইব্ন সাবিদ (রা.) ২. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) ৩. হযরত সাঈদ ইব্নুল আস (রা.) ৪. হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন হারিস (রা.) কপি করতে শুরু করেন।[১৫৩] এ পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয় ৩০ হি. মোতাবেক ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এ কারণে হযরত উসমান (রা.)-কে 'জামি'উল কুরআন' বলা হয়।

আবু বকর (রা)-এর নূসখা থেকে ছয় মতান্তরে সাত কপি করে তা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।[১৫৪] এক কপি মদীনায় রাখা হয়। হযরত উসমান (রা.) বিভিন্ন প্রদেশে নতুন পান্ডুলিপির এক কপি এ নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করেন যে, এখন থেকে যেন কুরআন পাঠে এ পান্ডুলিপির অনুসরণ করা হয় এবং পূর্বের কপিসমূহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। মুসলিম সমাজের সর্বত্র এ নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়। আর এভাবে আল-কুরআন চিরতরে যাবতীয় বির্তকের উর্দ্ধে স্থান পায় এবং বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকল সংশয় ও সন্দেহের অবসান ঘটে।[১৫৫]

সার কথা, আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনি নিজে কুরআন সংরক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়া আরো তিনটি পর্যায়ে এর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ রাসূল (সা.) নিজেই আল-কুরআনের হাফিজ ছিলেন। তিনি অসংখ্য সাহাবাকে তা হিফজ করিয়েছেন। তাছাড়া লোকদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকর (রা.) পান্ডুলিপি আকারে কুরআন সংরক্ষণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি কুরআন সংরক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

তৃতীয়তঃ হযরত উসমান (রা.) উচ্চরণগত পার্থক্য নিরসনে কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষা বিন্যাসের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করেন।[১৫৬] তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন সংরক্ষণে সবচেয়ে জটিল কাজ ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে। হাফিজ ইব্ন কাসির (রাহ.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর মাসহাফগুলির মধ্যে বর্তমান সর্বাধিক বিখ্যাত মাসহাফটি সিরিয়ার জামি মসজিদের দক্ষিন স্তম্ভের সন্নিকটের কক্ষে সংরক্ষিত আছে। এটি প্রথমে তাবারিয়া শহরে ছিল। সেখান থেকে ৫১৮ হিজরীতে সিরিয়ায় স্থানান্তর করা হয়।[১৫৭]

---

১৫৩ আল-যুরকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬।

১৫৪ জুরযী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮; আস সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭১।

১৫৫ শওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবুল আরবী* (মিশরঃ দারুল মায়াবিয়া, ১৩ তম সং, তা. বি.), পৃ. ২৬-২৭।

১৫৬ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-৭০। হাসান ইবরাহীম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২। বদরুদ্দীন যারাকাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

১৫৭ ইব্ন কাসির, *ফাদাইলুল কুরআন* (মিশরঃ দারু ইহইয়াউল কুতুবুল আরাবিয়া, তা. বি.), পৃ. ১৩।

আল-কুরআনের সমগ্রটাই মু'জিজায় পরিপূর্ণ ।[১৫৮] আল-কুরআন শ্বাশত ও চিরন্তন। অনন্তকাল পর্যন্ত এ গ্রন্থ এক অনন্য মু'জিজা গ্রন্থ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআনের মু'জিজার ওপর কালের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। ফলে এর শব্দ, বাক্য, এবং অর্থসহ কোন কিছুর মধ্যে বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হবে না। আল-কুরআনের আবেদন এতই সর্বজনীন ও কালজয়ী যে, সর্বকালের সকল মতবাদ এর সামনে নিপ্রুভ।

১৫৮ ইমাম আবু যাহরাহ, ***আল-মু'জিযাতুল কুরবা*** (কায়রো: দারুম ফিকরিল আরাবী, ১৯৭০খ্রি.), পৃ. ১৪। মুসতফা সাদিক রাফিঈ, ***ইজাযুল কুরআন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথপ্রদর্শক

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে হিদায়াতের যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নাযিল করেছেন আসমানী সাহীফা ও গ্রন্থ। হযরত আদম (আ.) প্রথম নবী ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী ও রাসূল। তার ওপর আল্লাহ তা'আলা খণ্ড খণ্ড করে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এ গ্রন্থের পর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। মানুষের জীবন যাপনের জন্য দিক নির্দেশনার প্রয়োজন। আর নির্দেশনার জন্যেই আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন একটি বিশেষ গোত্রের, কোন একটি বিশেষ স্থানের, আবার কোন একটি বিশেষ যুগের জন্য আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। আর আল-কুরআন নাযিল হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য। ফলে আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে 'ঘোষণা করেনঃ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এ সে কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত"।[১৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান। যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন'।[১৬০]

হিদায়াত শব্দের অর্থ পথ দেখানো। এর মর্মার্থ হচ্ছে, কাউকে গন্তব্য স্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা। হিদায়ার প্রকৃত অর্থ, মমতা ও দয়ার সাথে পথ প্রদর্শন করা ও বলে দেয়া।[১৬১] হিদায়াত দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ (১) শুধু লক্ষ্যের দিকে পথ দেখানো। (২) শুধু পথ দেখানো

---

১৫৯ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:২।

১৬০ আল-কুরআন, **সূরা আল-মায়েদা,** ৫:১৬।

১৬১ কাযী সানাউল্ল্যাহ পানিপথি, তাফসীরে মাজহারী, (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৪১৮ হি./১৯১৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫।

নয়, বরং লক্ষ্যে পৌছে দেয়া। هداية যদি মাসদার হয় তবে অর্থ হবে هادي।[১৬২] হিদায়াত শব্দটি আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ যা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআন মুত্তাকীদের সরল সঠিক পথের দিশা দেয়। হিদায়াত এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত। প্রকৃত প্রস্তাবে হিদায়াত করা আল্লাহ তা'আলার এক মহান দায়িত্ব। তিনিই এর মূল কর্তা। হিদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তরঃ

প্রথম স্তর সাধারণ তবে ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জড়-অজড় সবাই অন্তর্ভুক্ত। শুধু মানুষ বা প্রাণী নয়, জড় পদার্থ কিংবা ইতর প্রাণী, সবার সাথে আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতের সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্ব স্ব অবস্থা অনুযায়ী প্রাণ ও অনুভুতির অধিকারী। প্রত্যেকেরই রয়েছে বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা, তবে তারতম্য রয়েছে। সবার সমান নয়। কারো বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা সুস্পষ্ট, কারো অস্পষ্ট আবার কারো কারো এত অস্পষ্ট যা নিতান্তই অনুল্লেখ্য। এটি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অপর মহিমা এবং রহস্যময়। অথচ সকলে তার হিদায়াতপ্রাপ্ত। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষ ও জ্বীন শরী'আতের হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন। কারণ এ দু'টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়েছেন পরিপূর্ণ মাত্রায়। একারণে বলা যাবে না যে, মানুষ ও জ্বীন ছাড়া অন্য সৃষ্টির মধ্যে অনুভূতি ও বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই।[১৬৩] আল্লাহ প্রত্যেকেরই তা দিয়েছেন, সেসব বস্তুতে তা অল্প মাত্রায় অথবা অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান। সেসব সৃষ্টিগুলিকে প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন বলা যায়। এ জাতীয় সৃষ্টির তাসবীহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'সাত আসমান, যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ তাসবীহ পাঠ করে। এমন কিছু নেই যা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় তাসবীহ আদায় করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।[১৬৪]

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টি জগতে যথা জড় পদার্থ, উদ্ভিত, প্রাণীজগত, মানুষ ও জ্বীন সবাই অন্তর্ভূক্ত।

---

১৬২ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাজহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪।

১৬৩ মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ৭৯।

১৬৪ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৪৪।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন:

أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى

'আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন অতঃপর সে অনুপাতে হিদায়াত দান করেছেন'।[১৬৫]

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَ عْلَى الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدى

'তুমি মহান রবের তাসবীহ পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সেগুলোর সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন[১৬৬]।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী তাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। এব্যাপারে হিদায়াত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিঁপুনভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তু গুলোকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে সে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে।[১৬৭]

দ্বিতীয় স্তর:

দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর থেকে সংকীর্ণ। অর্থাৎ এ পর্যায়ের হিদায়াত যেসব প্রাণীর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান ও বুদ্ধি সম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ ও জ্বীন এ হিদায়াতের আওতাধীন। এ দু'টি সৃষ্টি জীব নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলের ওয়ারিসগণের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী হিদায়াতের দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়। এ হিদায়াত অনুসরণ করে কেউ হয় মু'মিন বা বিশ্বাসী। আবার কেউ অনুসরণ না করে হয় কাফির বা অবিশ্বাসী।[১৬৮] তবে বিশেষকরে আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ আল-কুরআন এমন গ্রন্থ যাতে শির্ক, কুফর ও অশ্লীল কর্ম সমূহের বর্ণনা আল্লাহ ভীরুদের জন্য করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, এ কুরআন মু'মিনদের জন্য মর্যাদার বস্তু। আরো বলা হয়েছে এ হ'ল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের মুত্তাকীদের জন্য।[১৬৯]

---

১৬৫ আল-কুরআন, সূরা ত্বহা, ২০:৫০।
১৬৬ আল-কুরআন, **সূরা আ'লা,** ৮৭:১-৩।
১৬৭ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা' আরেফুল-কোরআন,*** অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৭৯।
১৬৮ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা' আরেফুল-কোরআন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
১৬৯ ইব্ন আব্বাস, তাফসীরে ইব্নে আব্বাস (রা.), (ঢাকা: ইফবা প্রকাশনা ১৪২৫ হি. / ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬।

তৃতীয় স্তরঃ

হিদায়াতের স্তরটি মুত্তাকী ও ধর্মভীরুদের জন্য। এ হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই কোন বিশেষ মানুষকে দান করা হয়। এ পর্যায়ের হিদায়াতকে বলা হয়, তাওফিক। অর্থাৎ তাদের অন্ত:করণে এমন বিশেষ অবস্থা ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয় যে, তার ফলশ্রুতিতে আল-কুরআনের হিদায়াতকে গ্রহণ করা এবং তার ওপর আমল করা এবং এর বিরুদ্ধাচারণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা ব্যাপক। এ স্তরে আল্লাহভীরুদের উন্নতির ক্ষেত্র উত্তম আমলের সাথে সাথে এ পর্যায়ের হিদায়াতও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে। হিদায়াতের এ বৃদ্ধির কথা আল-কুরআনে এভাবেই বলেছেনঃ

وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অগ্রসর হওয়ার পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিন বান্দাদের সাথে রয়েছেন'। [১৭০]

আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য এটি সেই বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে নবী-রাসূল, আওলিয়া এবং বিশেষ বান্দারকে তাদের শেষ জীবনে আরো অধিক হিদায়াত ও তাওফিকের জন্য নিরন্তর চেষ্টায় রত থাকতে দেখা যায়। মূলতঃ আল্লাহর হিদায়াত এমন এক মহা মুল্যবান সম্পদ যা সকলে লাভ করছে এবং আধিক্য লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরও বাধা নেই। নবী-রাসূল, সাধারণ মু'মিন ও আল্লাহ ভীরু, সবাই এখানে সমানভাবে অন্তর্ভূক্ত। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে ঘোষনা করা হয়েছেঃ

وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً

'(মক্কা বিজয় এ জন্য আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে যে,) যাতে আপনার সিরাতে মুস্তাকিমের হিদায়াত লাভ হয়'।[১৭১]

এখানে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু নিজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিলেন না, বরং তিনি সব জগতের জন্য রহমত ও হিদায়াতের উৎস। এমতাবস্থায় তার হিদায়াত লাভের অর্থ হতে পারে, এসময়ে তিনি হিদায়াতের উচু স্তর লাভ করেছেন।[১৭২]

---

১৭০ আল-কুরআন, **সূরা আনকাবুত,** ২৯:৬৯

১৭১ আল-কুরআন, **সূরা আল-ফাতাহ,** ৪৮:২।

১৭২ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা' আরেফুল-কোরআন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এ বিশেষ হিদায়াত তার আনুগত্যের মাঝে হিদায়াত নিহিত। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

(হে রাসূল) বলে দাও, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ তবে রাসূলের দায় ততটুকুই যতটুকুর দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তা দায় তোমাদেরই ওপর। তোমরা তার আনুগত্য করলে হিদায়াত পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পরিস্কারভাবে পৌঁছে দেয়া।[১৭৩]

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোথাও সাধারণভাবে, কোথাও বিশেষভাবে হিদায়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুত্তাকীদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায় বলা যাবে না যে, শুধু মুত্তাকীরাই হিদায়াত পাবে। বরং তাদের জন্য হিদায়াত জরুরী, যারা মুত্তাকী নয়।[১৭৪]

২:২ আয়াতে হিদায়াত মুত্তাকীদের জন্য বলার কারণ হল, আল-কুরআনের হিদায়াত থেকে বিশেষ করে মু'মিনগণাই বেশী উপকৃত হয়।[১৭৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

'আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ'।[১৭৬]

আল-কুরআন মুসলিম, অমুসলিম সবার জন্য হিদায়তের কথা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ- يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই

---

১৭৩ আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪:৫৪।
১৭৪ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৭৫ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৭৬ আল-কুরআন, **সূরা আল নাহাল,** :৮৯।

তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।[১৭৭] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

'এটা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও হিদায়াত এবং উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য'।[১৭৮]

কিন্তু হিদায়াত দ্বারা উপকার পায় কেবল মুত্তাকীরা।[১৭৯] কেননা আল্লাহ তাদের হিদায়াত দেন যারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে, তার অভিমুখী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান। যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন"।[১৮০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

'(হে রাসূল) তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে হিদায়াত দেন'।[১৮১] আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন:

اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

'আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পছন্দ করে অনুরক্ত করেন এবং হিদায়েত নছীব করেন তাকে, যে ব্যক্তি (তার রবের প্রতি আকৃষ্ট) আকৃষ্ট'।[১৮২]

---

১৭৭ আল-কুরআন, **সূরা আল-মায়েদা,** ৫:১৫-১৬।
১৭৮ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান,** ৩:১৩৮।
১৭৯ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাজহারী (ঢাকা:ইফাবা প্রকাশনা, ১৪১৮ হি./১৯১৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪।
১৮০ আল-কুরআন, **সূরা আল-মায়েদা,** ৫:১৬।
১৮১ আল কুরআন, **সূরা আর-রা'দ,** ১৩:২৭।
১৮২ আল কুরআন, **সূরা আশ-শুরা,** ৪২:১৩।

আল-কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ না করার শাস্তি

আল-কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ না করা শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

'আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন তার জ্ঞান চক্ষু উম্মেলিত করে দেন অর্থাৎ হৃদয় (ক্বলবের প্রথম স্তর- ছদর) প্রমুক্ত করে দেন আর যাকে গোমরাহ করার ইচ্ছা করেন তার হৃদয়কে সংকীর্ণ করে দেন' আল-কুরআন, সূরা আন'আম, ৬:১২৫।

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

'আর এভাবে আমি কুরআনকে বিধান স্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছাবার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই'।[১৮৩] কাজেই কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করা অপরিহার্য। কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ- এ তিনটি নি'আমাত হিদায়াত গ্রহণের বিষয়ে ভূমিকা রাখে। কাজেই এগুলির যথাযথ হাক্ব আদায় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

'পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তার রূহ হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'।[১৮৪]

কুরআন সমস্ত মানবজাতির জন্য সাধারণভাবে পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

'এর আগে, মানুষের জন্য সাক্ষাত হিদায়াত রূপে এবং তিনি সত্য ও মিথ্যা যাচায়ের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছেন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী।'[১৮৫]

---

১৮৩ আল-কুরআন, **সূরা আর-রা'দ**, ১৩:৩৭।

১৮৪ আল কুরআন, সূরা সাজ্‌দাঃ ৩২:৯।

১৮৫ আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ৩:৪।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল-কুরআনের হিদায়াত সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির। দরিদ্র হোক কিংবা অবস্থাশালী। কিন্তু যেহেতু খোদাভীরুরাই তা থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে উপকৃত হয়।

আল-হুদা আল-কুরআনের একটি নাম। মুত্তাকীদের জন্য এ কুরআন যেমনভাবে মানব জাতির পথপ্রদর্শক। অনুরূপভাবে এটি তাদের জন্য রহমত, নূর, শিফা এবং উপদেশও। আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম'।[১৮৬]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন: যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় গোমরাহী থেকে বিরত রাখবেন এবং আখিরাতের দিবসে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্ত রাখবেন।[১৮৭]

আল-কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের উপায়

আল্লাহ তা'আলা পথ ভ্রান্ত মানুষকে হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করে আসমানী হিদায়াতনামা বা ঐশী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবের পর আর কোন কিতাব নাজিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের পথ নির্দেশ স্বরূপ নাযিল হয়েছে আল-কুরআন। এ জন্য সব মানুষের জন্য এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মেনে চলা বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক নয়।[১৮৮] আল-কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করার উপায়:

1) **আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ২) আল-কুরআন অনুসরণ করা ও ৩) ক্বালবেকে বিশুদ্ধ রাখা**

১৮৬ আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২:৫।
১৮৭ দিয়াউল কুরআন খ. ৩, পৃ. ১৪২।
১৮৮ এ. এম. বজলুর রহমান, ঈমানের ৭৭ শাখা (ঢাকা: ১৪২০ হি.), পৃ. ১৭; আবদুল খালেক ,প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

১) আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনা:

ঈমান (إيمان) আরবী শব্দ। এ শব্দটি أمن ধাতু হতে উদ্ভুত। এর শাব্দিক অর্থ: বিশ্বাস করা, স্বীকার করা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা।[১৮৯] التصديق بالقلب বা অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।[১৯০] ঈমান সম্পর্কে হাদীসে জিবরীলে বলা হয়েছে:

الايمان ان تومن بالله وملائكة وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث

(ঈমান হল তুমি বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর ওপর, তার ফিরিশতার ওপর, (কিয়ামতের দিন) তার সঙ্গে সাক্ষাতের ওপর এবং তার রাসূলগণের ওপর। তুমি আরো বিশ্বাস রাখবে পুনরুত্থানের ওপর)।[১৯১]

কুরআন ও হাদীসে ঈমান বিষয়ক আলোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত আলিমগণ বিভিন্ন ভাবে ঈমানের পারিভাষিক অর্থ নিরূপন করেছেন। যেমন:

১. ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী (রাহ.) বলেন:

تصديق النبى بما جاء به مع التبرى عن جمع ماسوى الله

"মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত সকল বিষয়সহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুকে নিজের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা"।[১৯২]

২. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রাহ.) বলেন ঃ

التصديق بما علم مجى النبيِّ صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالاً فيما علم اجمالا

(মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয় যা জানা গিয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা বিস্তারিত ভাবে এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে জানা গিয়েছে তার প্রতি বিস্তারিত ভাবে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়)।[১৯৩]

---

১৮৯ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী, *ফায়জুল বারী* (সংক্ষেপিত), খ. ১, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

১৯০ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইসলাম (রাহ.), *কাওয়াইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ২০০।

১৯১ মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, *আস-সাহীহ* (বৈরূত: দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৩৮।

১৯২ মাওলানা আবুল হাসান (রাহ.), *তানযীমুল আশতাত* (দিল্লী: তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৫-২৬।

১৯৩ আল্লামা মাহমুদ আলূসী আল-বাগদাদী, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী* (কায়রো: দারুল হাদীস, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৮৮।

৩. আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (রাহ.) বলেন:

(হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আনীত আদর্শকে মনে প্রাণে মেনে নেয়া এবং তৎপ্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়)।[১৯৪]

৪. উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলি সমন্বিত করা হলে তার মর্ম দাড়ায় নিম্নরূপ:

التصديق بما علم مجى النبى صلى الله عليه وسلم به ضرورة بالا عتماد عليه تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا كيفا كما مع التبرى عن جمع ماسوى الله-

(মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয় যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত; বিস্তারিত হোক বা সংক্ষিপ্ত; নবী (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনে প্রানে এগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া সমস্ত কিছু থেকে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করাকে ঈমান বলা হয়)।[১৯৫] আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

'হে মু'মিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন'।[১৯৬]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

'ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি'।[১৯৭]

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

---

১৯৪ আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬।

১৯৫ সম্পাদনা পরিষদ, ***ফাতাওয়া ও মাসাইল*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং ,১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ২৫৫।

১৯৬ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৬।

১৯৭ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৭৭।

‘রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয় এর প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফিরিশতাকুল, কিতাবসমুহ ও তার রাসূলগণের ওপর’।[১৯৮] আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআন অস্বীকার করার পরিণাম সম্পর্কে বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আর যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে’।[১৯৯]

২) আল-কুরআন অনুযায়ী আমল

আল-কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের উপায় হল আল-কুরআন অনুযায় আমল করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

‘তোমাদের প্রতি তোমদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে; তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর’। [২০০]

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ‘যখনই পাঠ করবে অতঃপর (পাঠ করার পর) তা অনুসরণ করবে’।[২০১]

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘আর যে ব্যক্তি ঈমান আনল, রাছূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্মান করল, সাহায্য করল এবং নাজিলকৃত নূর (আল কুরআন)-কে অনুসরণ করল সেই সফলকাম’।[২০২] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

‘আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারী রূপে। সুতারং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের প্রকৃতির অনুসরণ করো না’। [২০৩]

---

১৯৮ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:২৮৫।
১৯৯ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা,** ৪:১৩৬।
২০০ আল-কুরআন, **সূরা আল-আ‘রাফ,** ৭:৩।
২০১ আল কুরআন, **সূরা আল-কিয়ামাহ,** ৭৫:১৮।
২০২ আল কুরআন, **সূরা আল-আ‘রাফ,** ৭:১৫৭।
২০৩ আল-কুরআন, **সূরা আল-মায়েদা,** :৪৮।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমনাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে"।[২০৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানাতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না'।[২০৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

(তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষন না তার ইচ্ছা আকাঙ্খা আমার আনীত আদর্শের অনুগত না হয়)।[২০৬]

৩) আত্মশুদ্ধির চর্চা

আল-কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের অন্যতম উপায় হল আত্মশুদ্ধির চর্চা করা। আত্মশুদ্ধির সাধনা মানব জীবনের এমন-ই এক অপরিহার্য দিক যার বিষয়ে ইসলাম সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছে। কেননা মানুষের ক্বালব বা অন্তঃকরণে ঈমান ও কুফরী, হিদায়াত ও গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও সততার মূল সব-ই সম্পন্ন হয়ে থাকে।[২০৭] ক্বালব সঠিক, সুস্থ ও শক্তিশালী না হলে নাফসের কুমন্ত্রণায় তা অপবিত্র, নোংরা ও কুৎসিত হয়ে যায়। হিদায়াতের মূল কেন্দ্র হল ক্বালব। আল্লাহ তা'আলাকে চেনা, তাঁর মাখলুকাত যেমন, দিন, রাত, চন্দ্র এবং দিগন্ত ও সুদূর প্রান্তের নিদর্শন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে উপকৃত হওয়া সব-ই এ ক্বালবের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

---

২০৪ আল-কুরআন, **সূরা আল- হাদীদ**, ৫৭:২৫।
২০৫ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪:১০৫।
২০৬ আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২।
২০৭ খালিদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুসলিহ, ***সালাহুল কুলুব, প্রাগুক্ত***, পৃ. ১৭।

‘তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ’?[২০৮]

এই ক্বালব অপবিত্র, নোংরা ও কুৎসিত-কদাকার হয়ে থাকে নাফসের কারণে। নাফসের তিনটি স্তর রয়েছে তৃতীয় স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত নাফস পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। বরং সে সব সময় ক্বালবে মন্দ কাজের প্রণোদনা করে থাকে। বান্দা ভালকর্মে আত্মনিয়োগ ও মন্দকর্ম থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় নিরন্তর চর্চা না করলে ক্বালব পবিত্র থাকে না। শরীরের পবিত্রতা নির্ভর করে ক্বালবের বিশুদ্ধতার ওপর আর ক্বালবের বিশুদ্ধ নির্ভর করে নাফসের ওপর। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(জেনে রাখ, মানব শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যায়। আর তা যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর-ই অপবিত্র হয়ে যায়। জেনে রাখ, এটিই হল ক্বালব)।[২০৯] ফলে আল-কুরআন থেকে হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হওয়া অপরিহার্য।

---

২০৮ আল-কুরআন, **সূরা মুহাম্মাদ**, ৪৭:২৪।

২০৯ ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩১৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল-হাদীস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-হাদীসের প্রকারভেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-হাদীসের উৎপত্তি, সংরক্ষণ ও সংকলন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে আল-হাদীসের অপরিহার্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি আল-হাদীস। আল-কুরআনে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা এবং আল-হাদীসে সে সব নীতিমালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও প্রায়োগিক পন্থা উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধান ওহী কেন্দ্রীক ও পরকাল নির্ভর। এখানে দুনিয়ার গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু একজন মানুষের প্রয়োজন। দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। মানুষের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو 'রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছে, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছে তা থেকে তোমরা বিরত থাক'।[২১০] আল-কুরআনের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের মর্যাদা। কাজেই শরী'আতের বিধান প্রতিপালনের জন্য আল-হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আল-হাদীসের বিশুদ্ধ 'ইলম ব্যতীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। নিম্নে আল-হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হল:

আল-হাদীসের আভিধানিক অর্থ ঃ

আল-হাদীস (الحديث) শব্দের আভিধানিক অর্থ- বাণী, খবর, সংবাদ, নতুন বস্তু ও নতুন কথা ইত্যাদী।[২১১] আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন :

الحديث والحدوث كون الشى بعد لم تكن عرضاكان او جوهرا وكل كلام يبلغ الأسان من جهة السمع أو الوحى فى يقظته أو منامه يقاله حديث

---

২১০ আল-কুরআন, *সূরা আল-হাশর*, ৫৯:৭।

২১১ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাখাভী, ***ফাত্হুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৩ হি.) খ. ১, পৃ.১০, ড. মুহাম্মাদ আল-খাতীব, ***আস্-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদভীন***, ১ম সং, মাক্কাতুল মুকার্‌রমাহ, ১৩৮৩ হি.), পৃ. ২০; মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল কাসিম, ***কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুনুনি মুসতাহলীল হাদীস*** (বৈরূতঃ দারু-কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৬১। শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, ***আল-গায়াতু ফী শারহিল হিদায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াত*** (বৈরূতঃ মাকতাবাতু আওলাদিশ শাইখ লিত-তুরাস, ১ম সং, ২০০১, খ্রি.), পৃ. ৬১।

আল-হাদীস ও আল-হুদুস বলতে কোন একটি অস্তিত্বহীন বিষয়ের অস্তিত্ব লাভ করা বুঝায়, তা মৌলিক অথবা অমৌলিক বিষয় হোক। মানুষের কাছে জাগ্রত অথবা ঘুমের মধ্যে কানে অথবা অহীর মাধ্যমে যে কথা পৌঁছায় তাকেও হাদীস বলে।[২১২]

আল-হাদীসের পারিভাষিক অর্থ

মুহাদ্দিসগণ আল-হাদীসের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, মান্না'আ আল-কাত্তান বলেনঃ

ما أُضِيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

পরিভাষায় আল-হাদীসে বলা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ-কর্ম, সম্মতিও গুণাবলীকে।[২১৩]

الإصطلاح مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا أَو فعلا أَو تقريراً أَو صفة، حَتَّى الحركات والسكنات فِي الْيَقَظَة وَالنَّوْم،

শামসুদ্দীন আস-সাখাভী বলেনঃ

পরিভাষায় আল-হাদীস হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং গুণাবলীসমূহ। এমনকি জাগরন ও নিদ্রাবস্থায় তার গতিবিধিও এর অন্তর্ভূক্ত।[২১৪]

আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলুভী বলেনঃ 'অধিকাংশ মুহাদ্দীসের মতে 'হাদীস বলা হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে। অনুরূপভাবে সাহাবা এবং তাবিঈগনের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়।[২১৫]

আল-হাদীসের কতিপয় পরিভাষাঃ

মুহাদ্দিসগণ আল-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কতিপয় পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন- আস-সুন্নাহ, আল-খবর ও আল আ'সার। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, এই পরিভাষাগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, এ গুলো সমার্থবোধক। আর এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।[২১৬]

নিম্নে আল-হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হল :

---

২১২ আর-রাগীব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন* (করাচী:নূর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ১১০

২১৩ মান্না'আ বিন খালীল আল-কাত্তান, *মাবাহিসু ফী 'উলুমিল কুরআন* (মাকতাবাতুল মা'আরিফি লিন নাশরি ওয়াত-তাওযী', ৩য় সং, ১৪২১ হি. ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২০।

২১৪ শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *আল-গায়াতু ফী শারহিল হিদায়া ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ* (বৈরূতঃ মাকতাবাতু আওলাদিশ শাইখ লিত-তুরাস, ১ম সং, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৬১।

২১৫ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলুভী, *আল-মুকাদ্দামাতু লি মিশকাতিল মাসাবীহ* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা.বি.),পৃ. ৩

২১৬ ড. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, *আন-নাহজুল হাদীস*, *মাসিক দাওয়াতুল হক* (মাক্কাতুল মুকাররামাহঃ রাবিতাতুল ইসলামী, ৪র্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, মার্চ ১৪০৫ হি.), পৃ. ২০।

আস-সুন্নাহ (السنة) :

'আস-সুন্নাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ- 'ত'রীকাহ বা চলার পথ, কর্ম পদ্ধতি, চলার পথ, কর্মনীতি ইত্যাদি। পরিভাষায় সুন্নাহ হল-'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কর্ম, চারিত্রক বৈশিষ্ট মৌনসম্মতি, দৈহিক গঠন অথবা তার জীবন চরিত। তা নবুয়াতের পরে হোক অথবা পরে হোক।[২১৭]

'আল-খবর'(الخبر) :

'আল-খবর' শব্দের অর্থ- সংবাদ। আল-হাদীস ও আল-খবর সমার্থবোধক শব্দ। তবে আল-হাদীস অপেক্ষা আল-খবর ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা প্রত্যেকটি হাদীসই খবর। কিন্তু প্রত্যেক খবর হাদীস নয়। অতএব উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক 'আম খাস মুতলাক'।[২১৮]

আল-আসার (الاثار) :

আল-আসার বলা হয় কোন কিছুর অবশিষ্ট অংশকে। আ'সার খবরের সমার্থবোধক শব্দ। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মারফু' এবং মাওকুফ বর্ণনাকে আল-আ'সার বলা হয়।[২১৯]

আল-হাদীসের উৎস :

আল-কুরআনের মতো আল-হাদীসের উৎসও ওহী। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'এবং সে (রাসূল) মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়'।[২২০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'আল্লাহ আপনার ওপর কিতাব এবং হিকমাহ নাযিল করেছেন'।[২২১]

আল্লামা ইব্ন কাসীর (রা.) বলেছেন, আয়াতের কিতাব (الْكِتَاب) মানে আল-কুরআন এবং আল-হিকমাহ (الْحِكْمَة) মানে সুন্নাহ বা আল-হাদীস। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে এসেছে:

عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آتَانِيَ اللَّهُ الْقُرْآنَ، وَمِنَ الْحِكْمَةِ مِثْلَيْهِ

---

২১৭ আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ* (বৈরূত: আদ-দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৩৮৪ হি.), পৃ. ২৩।

২১৮ আহমাদ ইবন 'আলী ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *নুযহাতুন নাযরি শারহি নুখবাতিল ফিকর* (দিমাশক: মুআস সাসাহ ওয়া মাকবাতুল খাফিফাইন, ১৪০০ হি.), পৃ. ১৮।

২১৯ যাফর আহমাদ আল-'উসমানী, '*ইলাউস সুনান* (করাচী: ইরাদাতুল কুরআন ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়াহ, তা. বি.), ১খ, পৃ. ১৯।

২২০ আল-কুরআন, **সূরা আন্‌-নাজম,** ৫৩:৩-৪।

২২১ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা,** ৪:১১৩।

হযরত মাকহুল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ আমাকে 'আল-কুরআন' দিয়েছেন। এর অনুরূপ 'হিকমাহ' ও দিয়েছেন।[২২২]

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

মিকদাম ইব্‌ন মা'দী কারাব আল-কিন্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জেনে রেখে, আমাকে দেয়া হয়েছে কিতাব (আল-কুরআন) এবং এরই মত আর একটি। জেনে রেখো আমাকে অবশ্যই দেয়া হয়েছে আল-কুরআন এবং এর ন্যায় আর একটি জিনিস।[২২৩]

وعن حسان بن عطية أنه قال : كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن

হাস্‌সান ইব্‌ন 'আতিয়্যাহ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জিবরীল সুন্নাহ (হাদীস) নিয়ে নাযিল হতেন। যেমন তিনি আল-কুরআন তার নিকট নাযিল করতেন। তিনি তাকে তা শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি তাকে আল-কুরআন শিক্ষা দিতেন।[২২৪]

ইসলামী শরী'আতে আল-কুরআনের পরেই আল-হাদীসের স্থান। আল-হাদীস আল্লাহর কথা নয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা বলে এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার কোন সুযোগ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীন সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেই কথা বলতেন। অনুমান নিজের থেকে কোন কথা বলতেন না।

মূলতঃ মুসলিম জাতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে দু'টি জিনিস প্রাপ্ত হয়েছে, আল-কুরআন ও আল-হাদীস। এ দু'টিরই উৎস ওহী। ফলে অপরিহার্য অনুসরণীয় বিষয় হিসেবে এ দু'টিরই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

---

২২২ আবূ দাউদ, ***আল-মারাসিল*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮ হি.), খ.৩, পৃ. ৫৯।

২২৩ মুহাম্মাদ বিন আল-ফারা আল-বাগুবী, ***মাসাবীহুস সুন্নাহ*** (বৈরূত: দারুল মা'রিফাতি লিত-তাবা 'আতি ওয়ান নাশর, ১ম সং, ১৪০৭ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

২২৪ মুহাম্মাদ আবূ যাহ, ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১১। আবূ দাউদ সুলাইমান বিন আশআছ, ***আল-মারাসীল,*** প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬১।

আল-হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

বর্ণনাকারী (راوى): বর্ণনাকারী শব্দের শাব্দিক অর্থ, বর্ণনাকারী, দানকারী ইত্যাদি।[২২৫] পরিভাষায় বর্ণনাকারী (راوى) বলা হয়, الراوى هو الذى ينقل الجديث باسناده سواء كان رجلا ام امرأة (যিনি সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি পুরুষ হন অথবা নারী।[২২৬]

কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, বর্ণনাকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি হাদীস বর্ণনা করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তার বর্ণিত বিষয়ে পারদর্শী হন অথবা না হন। কাজেই কেউ যদি হাদীস বর্ণনা করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা না করেন অথবা রাসূল, সাহাবা কিংবা তাবি'ঈ ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন, তবে তাকে বর্ণনাকারী বলা যাবে না।[২২৭]

রিজালুল হাদীস (رجال الحديث) :

رجال (রিজালুন) শব্দটি رجل শব্দের বহুবচন। এর একবচন। অর্থ ব্যক্তিগণ। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায়, হাদীসের বর্ণনাকারীগনকে বলা হয় রিজালুল হাদীস। আর যে শাস্ত্রে বর্ণনাকারীদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা হয় তাকে বলা হয় 'আসমাউর রিজাল' বা রিজাল শাস্ত্র।[২২৮]

রিওয়ায়াত (رواية) :

রিওয়ায়াত (رواية) শব্দের আভিধানিক অর্থ- কাহিনী, কোন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ। সাধারণ অর্থে হাদীস বা আ'সার বর্ণনাকে রিওয়ায়াত বলা হয়। আবার কোন কোন সময় হাদীস বা আ'সারকেও রিওয়ায়াত বলে।[২২৯] 'ইলমে হাদীসের পরিভাষায়, হাদীস বর্ণনা শব্দসমূহ দ্বারা হাদীস ও সনদ বর্ণনাকে রিওয়ায়াত বলা হয়। হাদীস বর্ণনায় শব্দসমূহ আটটি। যথা, ১. سمعت ২. حدثنى ৩. حدسنا ৪. قرأت, اخبرنا, اخبرنى,سمعت, ৫. اخبرنا ৬. قرأ عليه وانا ৭. اسمع ৮. انبأنى ناولنى

---

২২৫ মুহাম্মাদ 'আলাউদ্দীন আল-আযহারী, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৪১৩ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮৩।

২২৬ ড. সুবহী আস-সালিহ, ***'উলুমুল হাদীস*** (ইরান: মানওয়াতুর রিদা, ৫ম সং, ১৩৬৩ হি.), পৃ. ১০৬।

২২৭ ড. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, ***আন-নাহজুল হাদীস*** (মক্কা: রাবিতাতুল 'আলামিন আল-ইসলামী, ১৪০৫ হি.), পৃ. ২২।

২২৮ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, ***হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস*** (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ , ১৪১২ হি.),পৃ. ৪।

২২৯ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, ***হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

সনদ (سند)

সনদ শব্দের আভিধানিক অর্থ- প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি। যেহেতু সনদ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আল-হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও সভ্যতার প্রমাণ বহন করে তাই একে সনদ বলা হয়। আর পরিভাষায় সনদ হল:

هو الطريق الموصل إلى المتن

'মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছানোর পরস্পর বর্ণনাসূত্রই হচ্ছে সনদ।[২৩০]

অর্থাৎ আল-হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে পরস্পর বর্ণনা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে। এতে আল-হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। যেমন সাহীহ আল-বুখারীর প্রথম হাদীস:

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

এই হাদীসের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী (র) হতে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। এর মূল বক্তব্য إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হল মতন। সনদ ও মতনের সমন্বয়েই একটি হাদীস।[২৩১] মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের সনদ বর্ণনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া মতন বা মূল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয় না। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (রাহ.) বলেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো তবে যা যা খুশি তাই বলতো।[২৩২]

মুসনাদ (مسند) :

আল-হাদীসের 'মুসনাদ' পরিভাষাটি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা, ১. মুত্তাসিল মারফু রিওয়ায়াতকে মুসনাদ বলে ২. হাদীসের ঐ কিতাবকে মুসনাদ বলা হয় যাতে প্রত্যেক সাহাবীর

---

২৩০ আহমাদ আইয়ুব, ***মাবাহিসু ফীল হাদীসিল মুসলিসাস*** (বৈরূত: আল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২৮ হি./ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

২৩১ সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান, ***মীযানুল আখবার***, অনু. আলফাতুন কায়সার (ঢাকা: নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৯-১০।

২৩২ সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ*** (ঢাকা: ইফা প্রকাশনা, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৬খ্রি.), ২৫খ, পৃ. ১৩২-১৩৩।

বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সন্নিবেশিত করা হয় ৩. বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা পরম্পরাকে মুসনাদ বলা হয়। তখন এটি সনদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২৩৩]

মুসনিদ (مسند) :

মুসনিদ অর্থ: সনদ বর্ণনাকারী। পরিভাষায় বলা হয় :

المسند هو من يروى الحديث بأسناده أكان عنده علم به ام ليس له الا مجرد روايته

যিনি সনদসহ রিওয়ায়াত করেন তাকে মুসনিদ বলা হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিজ্ঞ হতেও পারেন নাও পারেন। তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন।[২৩৪]

ইসনাদ (اسناد) ঃ

ইসনাদ (اسناد) শব্দের আভিধানিক অর্থ: প্রমাণ, সংবাদ ইত্যাদি। পরিভাষায় বলা হয়: আল-হাদীসের সনদ বর্ণনাকে ইসনাদ বলা হয়। অর্থাৎ আল-হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে তার মূল বর্ণনাকারী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার নাম ইসনাদ। শাইখ যাকারিয়া (রাহ.) বলেন: মুহাদ্দিসগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ ও ইসনাদ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[২৩৫]

আদালাত (عدالة) :

'আদালাত শব্দের অর্থ: ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষ ইত্যাদি। যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করতে ও মিথ্যা আচারণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত বলে।

'আদিল

আদিল (عادل) শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ন। যে ব্যক্তি 'আদালাত গুণ সম্পন্ন তাকে 'আদ্ল বা 'আদিল বলে। অর্থাৎ যিনি আল-হাদীস সম্পর্কে কিংবা সাধারণ কথা বার্তায় কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি। যিনি অপরিচিত বর্ণনাকারীও নন। যিনি ফাসিক, কিংবা বিদ'আতী নন। তাকে আদিল বলা হয়।[২৩৬]

---

২৩৩ আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।
২৩৪ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
২৩৫ ড. 'উমর ইবন হাসান, ***আল-ওয়া'যু ফিল হাদীস*** (দামিশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি.), ১খ, পৃ. ৮।
২৩৬ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

আস-সিকাহ (الثقة) :

সিকাহ শব্দের অর্থ বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য। যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালাত অর্থাৎ শরী'আত নিষিদ্ধ কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া এবং পূর্ণ স্মরণ শক্তি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলা হয়।

যাবত (ضبط) :

যাবত শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা, আটক করা, বন্ধন। যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখনই তাকে সার্বিক ভাবে স্মরণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে আদায়ও করতে পারে তাকে যাবত বলে। যাবত দু'প্রকার : যাবতুস সদর ২) যাবতুল কিতাব।[২৩৭]

মুহাদ্দিস (المحدث) :

হাদীস বর্ণনাকারী, যিনি হাদীসের পাঠ দান করেন। 'ইলমে হাদীসের পরিভাষায় মুহাদ্দিস-এর ৩টি সংজ্ঞা বিদ্যমান: (ক) যিনি হাদীসের সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন এবংমতন সম্পর্কে যার পর্যাপ্ত দখল রয়েছে। (খ) যিনি হাদীসের নিগুঢ় অর্থ জানেন, সর্বদা হাদীসের গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করেন, হাদীসের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে এবং স্বীয় শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেছেন। (গ) যিনি হাদীস শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞান যেমন, হাদীসের সনদ, মতন, আসমাউর রিজাল, সানাদে 'আলী, সানাদে নাযিল, হাদীসের সূক্ষ দোষ-ত্রুটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং অধিকাংশ হাদীসের মতন যিনি আয়ত্ব করেছেন, সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে বাইহাকী, মু'জামুত তাবারানীসহ অন্তত এক হাজার জুয যার আয়ত্বধীন তাকে বলা হয় 'মুহাদ্দিস'।[২৩৮]

---

২৩৭ নূর মোহামাদ আযমী, ***মেশকাত শরীফ*** (বঙ্গানুবাদ), (ঢাকা : ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রী.), ১খ, পৃ.।

২৩৮ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

হাকিম (الحاكم) :

হাকিম শব্দের অর্থ, শাসক, শাসনকর্তা। হাদীস শাস্ত্রের পরিভায়ায়, হাকিম ঐ হাদিস বিশারদকে বলা হয়, যিনি সনদ ও মতন এবং জারাহ ও তা'দীল তথা বর্ণনাকারীগণের সার্বিক অবস্থাসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ব করেছেন। যেমন, ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন ও সাঈদ ইব্নুল কাত্তান।[২৩৯]

কেউ কেউ বলেন, যিনি সনদ ও মতন এবং জারাহ ও তা'দীলসহ আট লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলা হয়।[২৪০]

হাফিয (الحافظ) :

হাফিয শাব্দিক অর্থ : কণ্ঠস্থকারী, সংরক্ষণকারী, রক্ষাকারী, । পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতে হাফিয ও মুহাদ্দিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট 'হাফিয' 'মুহাদ্দিস' থেকে উঁচু স্তরের। তাদের মতে হাফিয হল : যিনি সনদ ও মতন সহকারে এক লক্ষ হাদীস হিফয রেখেছেন, সদা সর্বদা হাদীস চর্চা করেন, হাদীসের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে যার যথার্থ জ্ঞান আছে এবং নিজের শায়খ ও শায়খের শায়খ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত তিনিই মুহাদ্দিস।[২৪১] তবে কেউ কেউ:

من حفظ عالب اصول الحديث وفروعه بلا تخصيص الحفظ بعد معين كمائة الف حديث

হাফিয এমন হাদীসবিদকে বলা হয়, যিনি উসূল ও ফুরূ (মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস মুখস্থ করেছেন। তার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক যেমন এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করার শর্ত নেই।[২৪২]

আমিরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস (امير المومنين) :

এটি মুহাদ্দিসগণের সর্বোচ্চ ও সর্ব শেষ স্তর হিসেবে পরিগণিত। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যিনি রিওয়ায়াত ও দিরায়াত, জারাহ ও তা'দীল এবং রিজাল শাস্ত্রসহ খুঁটি নাটি যাবতীয় বিষয় আয়ত্ব করেছেন, তাকে 'আমিরুল মু'মিনীন ফীল' হাদিস বলা হয়।[২৪৩]

---

২৩৯ আমিমুল ইহসান, *তারিখে 'ইলমে হাদিস* (ঢাকা : মুফতি মানযিল, ১৪০০ হি.), পৃ. ১৫৫।
২৪০ 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৪১ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* (লাহোর: ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১ম সং, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ২৬।
২৪২ ইব্ন বাদরান, *মুকাদ্দামাতু তাহযীবি তারীখি দিমাশক* (বৈরূত : ১৩৯৯ হি. ২য় সংস্করণ), ২খ. পৃ. ২০।
২৪৩ মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১।

হুজ্জাত (الحجة) :

আল-হুজ্জাত (الحجة) শব্দের আভিধানিক অর্থ: প্রমাণ, দলীল ইত্যাদি। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় হাদীস বিশারদকে হুজ্জাত বলা হয়, যিনি সনদ ও মতনের যাবীয় বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ব করেছেন। ‘হাফিয’ এর ওপরের স্তর হল ‘হুজ্জাত’। হুজ্জাতগণ এতই প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী যে, একটি হাদীস দেখেই তারা হাদীসের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে বলে দিতে পারেন। যেহেতু তার বর্ণনা সমসাময়িকগণের ওপর দলীল (হুজ্জাত) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম বুখারী (রাহ.), ইমাম মুসলিম (রাহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রাহ) প্রমূখ।[২৪৪]

মতন (المتن) :

মতন শব্দের শাব্দিক অর্থ: কোন বস্তুর ওপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মজবুত ইত্যাদি।[২৪৫] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায়, হাদীসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) বলেন,

المتن ما النتهى اليه الاسناد

পরম্পরা সূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকেই বলা হয় মতন ।[২৪৬]

শায়খ (الشيخ) :

শায়খ শব্দের অর্থ সম্মানিত ব্যক্তি, উস্তাদ, ভদ্রমানুষ, বয়োবৃদ্ধ। শায়খ ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন। অধিকাংশ সময় হাদীস শিক্ষা গ্রহণে, হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যায়নে এবং হাদীস শিক্ষা গ্রহণে ও শিক্ষা দানে নিমগ্ন থাকেন। নিজের উস্তাদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা দানে অনুমতি প্রাপ্ত। হাদীসের নিগুঢ় অর্থ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত এবং রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে যার অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে।[২৪৭]

---

২৪৪ আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৪৫ আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২২০৭।
২৪৬ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; আব্দর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
২৪৭ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

শায়খাইন (شيخين) :

ইমাম বুখারী (রাহ.) ও ইমাম মুসলিম (রাহ.)-কে এক সাথে শাইখাইন (شيخين) বলা হয়।[২৪৮]

মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্ (متفق عليه) :

যে হাদীস একই সাহাবী হতে সাহীহ বুখারীতে ও সাহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে তাকে **মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্ (متفق عليه)** বলা হয়।[২৪৯]

সাহীহাইন (صحيحين):

সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম এ দু'হাদীসের কিতাবকে বলা হয় সাহীহাইন।

كتاب البخارى ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز"

কুরআন মাজীদের পরে সাহীহ বুখারী হল সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব। এর পরে সাহীহ মুসলিমের অবস্থান। সুয়ূতী, আল-বাহরুল্লাযী যুখখিরা ফী শারহি আসফিয়্যাতিল আসার (সৌদি আরব: মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসরিয়্যাহ, তা,বি.), খ. ২, পৃ. ৬৪৮।

আল-কুতুবুল খামসা (الكتب الخمسة) :

সাহীহ সিত্তাহ-এর 'সুনানে ইব্ন মাযাহ' ব্যতীত অন্য পাঁচ খানা কিতাবকে বলা হয় 'আল-কুতুবুল খামসা'। কোন একটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি কিতাবে ঐক্য মত প্রমাণিত হলে মুহাদ্দিসগণ সে ক্ষেত্রে রাওয়াহুল খামসাহ (رواه الخمسة) শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন।[২৫০]

সিহাহ সিত্তাহ (صحة الستة):

হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ ছয় খানা হাদীসের কিতাবকে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। তা হল : ইমাম বুখারী (রাহ.) সংকালিত সাহীহ বুখারী, ইমাম মুসলিম (রাহ.) সংকলিত সাহীহ মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) সংকলিত সুনানু আবী দাউদ, ইমাম তিরমিযি (রাহ.) সংকলিত আল-জামি'উত তিরমিযি, ইমাম নাসাঈ (রাহ.) সংকলিত সুনানু নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ (রাহ.) সংকলিত সুনানু ইব্ন মাজাহ। এই হাদীস গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হাদীস সাহীহ এবং আমলযোগ্য। তবে

২৪৮ নূর মোহাম্মাদ আযমী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৯।
২৪৯ মাহমুদ আত তাহতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২৫০ ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য চার খানা হাদীসের কিতাব ততোধিক বিশুদ্ধ নয়। কেননা এর মধ্যে সাহীহ হাদীসের সাথে যঈফ হাদীসও রয়েছে।

আস-সুনান (السنن) :

যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবল মাত্র শরী'আতের হুকুম আহকাম (বিধি বিধান) এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি, আদেশ-নিষেধ মূলক হাদীস সংকলিত করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে আস-সুনান বলা হয়। যেমন, - সুনানু ইব্‌ন মাজাহ ইত্যাদি।[২৫১]

আল-জামি' (الجامع) :

যে হাদীস গ্রন্থে আকাইদ, আহকাম, আদেশ-নিষেধ, ও শরী'আতের ব্যবহারিক নিয়ম, পানাহারের নিয়ম, তাফসীর, ইতিহাস, বিদেশ সফর, মুকিম, যুদ্ধ, সন্ধি, বাহিনী প্রেরণ ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত থাকে তাকে আল-জামি' বলা হয়।[২৫২]

আল-মু'জাম (المعجم) :

যে হাদীস গ্রন্থে আল-মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন সাহাবীর নিকট থেকে কিংবা এক একজন সাহাবীর নিকট থেকে কিংবা এক একজন উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় তাকে আল-মু'জাম বলে। যেমন, ইমাম তিবরানী (রাহ.)-এর আল-মু'জামুল কাবীর, আল-মু'জামুল আওসাত ও আল-মু'জামুস সাগীর ।[২৫৩]

আর-মুসনাদ (المسند) :

যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতার ভিত্তিতে পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে তাকে আল-মুসনাদ বলা হয়। যেমন, আবূ বকর (রা) বর্ণিত সকল হাদীস এক সাথে লিপিবদ্ধ করা। এরপর আরেক সাহাবী বর্ণিত সকল হাদীস এক স্থানে একত্রিত করা। যেমন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল সংকলিত আল-মুসনাদ।[২৫৪]

---

২৫১ মাওলানা আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫।
২৫২ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
২৫৩ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।
২৫৪ আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫।

আল-যুয (الجزء) :

যে সব হাদীস গ্রন্থে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়, তা তিনি সাহাবী হোন অথবা পরবর্তী পর্যায়ের কোন উস্তাদ, তাকে 'আল-জুয' বলা হয়। যেমন, ইমাম বুখারী (রাহ.) সংকলিত জুযউল কিরায়াত (جزء القرأة), যুজউ রাফ'উল ইয়াদাইন (جزء رفعاليدين)।[২৫৫]

আর-রিসালাহ (الرسالة) :

যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয় তাকে আর-রিসালাহ বলা হয়। যেমন, সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাহ.) রচিত কিতাবুত তাফসীর, ইব্ন খুজাইমা (রাহ.) রচিত কিতাবুত তাওহীদ।[২৫৬]

আল-গরীবাহ (الغريبة) :

হাদীসের কোন উস্তাদ যদি তাঁর বহু সংখ্যক শিষ্যদের মধ্য হতে শুধু মাত্র একজনকে বিশেষ কিছু হাদীস লিখিয়ে দেন তবে এরূপ সংকলনকে বলা হয় 'আল-গরীবাহ'।[২৫৭]

কিতাবুল আতরাফ (كتاب الاطراف) :

হাদীসসমূহের এমন কোন অংশের উল্লেখ করা যা থেকে অবশিষ্ট অংশও বোঝা যায়, এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় 'কিতাবুল আতরাফ' (كتاب الاطراف) বলে। এরূপ পদ্ধতিকে কখনো সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয় আবার কখনো কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়। যেমন, ইব্ন আসাকির আদ-দিমাশকী-এর সংকলিত 'আতরাফুস সুনানিল আরবা'আ'। মুহাম্মাদ তাহির আল-মাকদিসী-এর সংকলিত 'আতরাফুল কিতাবিস সিত্তাহ'।[২৫৮]

আল-মুসতাখরাজ (المستخرج) :

কোন হাদীস গ্রন্থকে সামনে রেখে ঐ গ্রন্থের সহায়ক হিসেবে পূর্বেকার হাদীসের সনদ ও মতন অবিকৃত রেখে অনুরূপ ধারায় (নিজের উস্তাদের মূল সংকলক অথবা সংকলকের উস্তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে) যে গ্রন্থ রচনা করা হয় তাকে আল-মুসতাখরাজ বলে।[২৫৯] যেমন, সাহীহ বুখারীর

---

২৫৫ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।
২৫৬ নূর মোহাম্মাদ আযমী, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২।
২৫৭ মাওলানা আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬।
২৫৮ আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।
২৫৯ আস-সুয়ূতী, ***আত্-তাদবীর***, ১খ. ৩৯; ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

ওপর আল-মুসতাখরাজ গ্রন্থ সংকলন করেছেন হাফিয আবূ বকর আল-ইসমাঈলী আল-জুরজানী, হাফিয আবূ বকর আল-বারকানী, হাফিয আবূ বকর আল মারদুইয়াহ প্রমূখ। সাহীহ মুসলিমের ওপর আল-মুসতাখরাজ সংকলন করেছেন হাফিয আবূ আওয়ানা ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক আল ইসফারাইনী, হাফিয আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাজা নিশাপুরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-জাওবাকী নিশাপুরী প্রমূখ।[২৬০]

আল-মুসতাদরাক (المستدرك) :

যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অথচ তা সেই গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্ত পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ। এরূপ হাদীস যে গ্রন্থে একত্রিত করা হয় তাকে 'আল-মুসতাদরাক' বলে। যেমন ইমাম আল-হাকেম সংকলিত المستدرك। ইমাম হাকেম দাবী করেন যে, শায়খাইন অথবা ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর যে কোন একজনের শর্তের মানদণ্ডে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ ও সাহীহ। কিন্তু তারা তাদের কিতাবে সংকলন করেননি। কিন্তু পরবর্তী হাদীস বিশারদগণ এই দাবী মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া ইমাম দারা কুতনী (রাহ.)ও আল-মুসতাদরাক সংকলন করেন।[২৬১]

কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل) :

দোষযুক্ত হাদীসসমূহ কোন গ্রন্থে সংকলিত করা হলে এবং সেই সঙ্গে হাদীসসমূহের দোষত্রুটিও পর্যালোচনা করা হলে তাকে কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل) বলা হয়।[২৬২] ইমাম বুখারী (রাহ.), ইমাম মুসলিম (রাহ.), ইমাম তিরমিযী (রাহ,), 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রাহ.) প্রত্যেকে কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل) সংকলন করেছেন।

---

২৬০ আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪-৪০৫; ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

২৬১ আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭; ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭; আবূ যাহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

২৬২ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াযী*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং. ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রী.), পৃ. ৫৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-হাদীসের প্রকারভেদ

গুণগত মান ও স্তর নির্ণয়ের সুবিধার্থে আল-হাদীসের অনেক প্রকার রয়েছে। যেমন, বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত :

১. মুতাওয়াতির (متواتر) ও ২. আ-হাদ (أحاد)

মুতাওয়াতির :

متواتر শব্দটি তাওয়াতুর (تواتر) মাসদার থেকে উদগত। পর্যায়ক্রমে একটির পর আরেকটি আসা। পরিভাষায় ঐ হাদীসকে মুতাওয়তির বলা হয়, যার সনদের প্রত্যেক স্তরেই (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়।[২৬৩] মুতাওয়াতির সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্দ্ধে থাকায় অনেনে দলীল ও যুক্তি দ্বারা এর সর্ব নিন্ম সংখ্যা ৪ আবার কেউ কেউ ৫, ৭, ১০, ১২, ২০, ৪০, ৭০, ৩১৩ উল্লেখ করেছেন।

মুতাওয়াতির হাদীস আবার দু'প্রকার : ১) লাফজী ও ২) মু'নুভী।

মুতাওয়াতির লাফযী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা শব্দ ও ভাব একই রূপে সকল যুগে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(আমার সম্পর্কে যে ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়)। এই হাদীসটি ৭০ জনের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত। পরবর্তী কালে উত্তরোত্তর প্রত্যেক যুগেই এর বর্ণনাকারী সংখ্যা বেড়েছে।[২৬৪]

মুতাওয়াতির মা'নুভী ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার শব্দ এক না হলেও মূলভাব বা অর্থটি সকল যুগেই অসংখ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন, দু'আ করার সময় দু'হাত উঠানো। এ প্রসংগে প্রায় একশত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার শব্দ এক না হলেও মর্মার্থ একই।[২৬৫]

---

২৬৩ ইবনে হাজার আসকালানী, ***নুখবাতুল ফিকার*** (কায়রো:১৩৫২ হি./১৯৩৪খ্রী.), পৃ. ৩; ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

২৬৪ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, প্র. ১৭৭-১৭৯। আল-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

২৬৫ আল- কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

আহাদ (أحاد) :

এক ব্যক্তির রিওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায়, যে বর্ণনা মুতাওয়াতির এর শর্তে উত্তীর্ন নয় (অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে আহাদ বলে।[২৬৬]

খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ‘ইলমে নাযরী লাভ হয়। ‘ইলমে নাযরী ঐ জ্ঞানকে বলে যা দলীল প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল দলীল প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। আর ‘ইলমে যরুরীর জন্য কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বিনা দলীলেই তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। যেমন, খবরে মুতাওয়াতির। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিকহবিদ ও উসূলবিদগণের মতে, সিকাহ (নির্ভর যোগ্য) বর্ণনাকারীকে খবরে ওয়াহিদ শরী‘আতের দলীল এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এর দ্বারা মুতাওয়াতিরের ন্যায় নিশ্চিত জ্ঞান (‘ইলমুল ইয়াকিন) লাভ হয় না বরং যন্ (ظن) লাভ হয়। অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। সার কথা হল, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যন্ লাভ হয়। এর অর্থ হল ইয়াকিনই লাভ হয়। তবে মুতাওয়াতির এর ন্যায় ইয়াকীন নয়।[২৬৭]

ক্বাদরিয়া ও শি‘আদের মতে, খবরে ওয়াহিদের ওপর আমল করা ওয়াজিন নয়। আবূ ‘আলী আল-জুবায়ী মু‘তাজিলীর মতে খবরটি দু‘জন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেউ কেউ চার জন বর্ণনাকারীর শর্তারোপ করেছেন। অর্থাৎ চার জন বর্ণনাকারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় নয়। কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে শুধু মাত্র সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর খবরে ওয়াহিদ এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।[২৬৮] এধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার : তা হল- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুর :

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে তিন জন বর্ণনাকারী বা তার অধিক বর্ণনাকারী রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে ‘মাশহুর’ বলে। ফকীহগণের পরিভাষায় একে ‘মুসতাফীয’ বলা হয়। খবরটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করার করাণেই একে মুসতাফীয বলা হয়ে থাকে। তবে মুসতাফীয-এর

২৬৬ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রগুক্ত, পৃ. ২১।
২৬৭ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।
২৬৮ আল-কাসিমী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৩।

ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, এর সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থা বিদ্যমান থাকতে হবে। এ হিসেবে এটি মাশহুর এর তুলনায় খাস।[২৬৯] যেমন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ- وَلَكِنْ يَقْبِضِ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ

(আল্লাহ বান্দগণের নিকট থেকে সাধারণত ‘ইলম ছিনিয়ে নেন না। বরং আলিমগণকে উঠিয়ে নিয়ে ‘ইলম তুলে নিবেন)। এ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল স্তরেই দু‘য়ের অধিক ছিল।[২৭০] কোন মাশহুর হাদীসকে নির্দিষ্টভাবে সাহীহ বা গায়রে সাহীহ বলা যায় না। বরং এর কোনটা সাহীহ কোনটা হাসান, কোনটা যঈফ এমনকি কোনটা মাওযু‘ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন খবর পারিভাষিকার্থে মাশহুর হিসেবে প্রমাণিত হলে তা আযীয ও গরীব হাদীস-এর ওপরে এবং মুতাওয়াতির-এর নিম্নে স্থান পাবে।[২৭১]

‘আযীয (عزيز) :

আযীয অর্থ স্বল্প ও বিরল। যেহেতু এধরনের হাদীস-এর অস্তিত্ব খুবই কম। তাই একে আযীয বলা হয়। عزيز শব্দটি عز – يعز থেকে যার অর্থ স্বল্প, বিরল। অথবা عز – يعز থেকে। এর অর্থ মযবুত, শক্তিশালী। এ হাদীস দ্বারা এর শক্তি সঞ্চয় হয় বলে একে আযীয বলা হয়ে থাক।[২৭২]

পরিভাষায় ঐ হাদীসকে ‘আযীয বলা হয়, যার সনদের সর্ব স্তরে কমপক্ষে দু‘জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরায় সর্বস্তরে অন্তত দু‘জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে সনদের কোন স্তরে তিন জন অথবা তার অধিক বর্ণনাকারী হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু শর্ত হল, অন্তত সনদের একটি স্তরে হলেও দু‘জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকতে হবে। কেননা এখানে সনদের সর্বনিন্ম স্তরটিই বিবেচ্য।[২৭৩]

---

২৬৯ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪। মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯।
২৭০ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
২৭১ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩-২৪।
২৭২ আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত , পৃ. ৬৬; আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৮১।
২৭৩ ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

গরীব (غريب) :

গরীব (غريب) শব্দের অর্থ একাকী, অপরিচিত, নিঃসঙ্গ, আপনজন থেকে দূরে অবস্থানকারী ইত্যাদি। পরিররভাষায় গরীব ঐ খবরকে বলা হয়, যার এক স্তরে শুধু এক জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গরীব বলা হয়। চাই সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাক কিংবা যে কোন একটি স্তরে। তবে সনদের কোন কোন স্তরে একাধিক বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এখানে সর্বনিম্নটাই বিবেচ্য। কোন কোন মুহাদ্দিস গরীব-এর অপর নাম দিয়েছেন 'আল-ফারদ' (الفرد)।

গরীব হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত। ১) গরীবে মুতলাক ও ২) গরীবে নিসবী।

যদি কোন হাদীসের মূল সানাদে (অর্থাৎ সাহাবীগণের স্তরে) বর্ণনাকারী একজন হয় তবে তাকে গরীবে মুতলাক বা ফারদে মুতলাক বলে। যেমন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

এ হাদীসটির মূল সানাদে সাহাবীগণের মধ্যে শুধু 'উমর ইব্ন খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে শুধু 'আলকামাহ রিওয়ায়াত করেছেন। 'আলকামাহ থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আক-কাইমী (রাহ.) তার থেকে ইয়াহইয়া ইব্ন সাইফ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইয়াহইয়া থেকে সকল স্তরেই বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ কারণে অনেকে একে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে (সনদ হিসেবে) একে মুতাওয়াতির বলা যায় না।[২৭৪]

যদি কোন রিওয়ায়াতের মধ্য সানাদে (সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরে) বর্ণনাকারী একজন হয়, তবে তাকে গরীবে নিসবী বা ফারদে নিসবী বলা হয়। যেমন,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

২৭৪ আস-সুয়ূতী, প্রগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৭৮; মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৮।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এ হাদীসটি শুধু ইমাম আয-যুহুরী (র.) এবং তাঁর থেকে ইমাম মালিক (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তার মাথার শিরস্তান ছিল।[২৭৫]

গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার:

১) মাকবুল হাদীস

২) মারদুদ হাদীস।[২৭৬]

মাকবুল হাদীস ওই বর্ণনাকে বলা হয়, গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী যে বর্ণনায় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। মাকবুল হাদীসের শর্তাবলী হল: হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল হবে, বর্ণনাকারী আদালাত ও পূর্ণমাত্রায় স্মরণ শক্তি সম্পন্ন হবে এবং বর্ণনাটি শায্ ও মু'আল্লাল হবে না।[২৭৭]

মাকবুল হাদীসের প্রকারভেদ:

মুহাদ্দিসগণ মাকবুল হাদীসকে চার ভাগে ভাগ করেছেন:

ক) সাহীহ লি-যাতিহী (صحيح لذاته) খ) হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته) গ) সাহীহ লি গাইরিহী (صحيح لغيره) ঘ) হাসান লি গাইরিহী (حسن لغيره)[২৭৮]

ক) সাহীহ লি-যাতিহী (صحيح لذاته) :

সাহীহ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য। 'ইলমে হাদীসের পরিভাষায়, ঐ হাদীসকে সাহীহ্ লি যাতিহী বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, প্রত্যেক বর্ণনাকারীই আদিল ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি শায্ নয় এবং মু'আল্লালও নয়। ফিকহবিদ্, উসূলবিদ্ এবং মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত হল, সহীহ হাদীস শরী'আতের নির্ভরযোগ্য দলীল এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।[২৭৯]

খ) হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته) :

হাসান শব্দের আভিধানিক অর্থ: সুন্দর, মনোরম ইত্যাদি। হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন: 'যে খবরে ওয়াহিদ এর বর্ণনাকারীগন আদিল, পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং যার সনদ মুত্তাসিল, হাদীসটি যদি মু'আল্লাল ও শায্ না হয় তবে তাকে সাহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি বর্ণনাকারীর পূর্ণ স্মরণ শক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি (দূর্বলতা) পরিলক্ষিত হয় তবে তাকে

---

২৭৫ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

২৭৬ ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমু ফাতাওয়া, ১৮খ, (মক্কা: তা.বি.), পৃ. ২৩।

২৭৭ ইসমাঈল ইবন আমর, ***আল-বাইসুল হাদীস,*** (করাচী: মাদানী কুতুব খানা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৬।

২৭৮ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মাহমুদ আত্তাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩২।

২৭৯ মাহমুদ আত্ তাহনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

হাসান লি-যাতিহী বলা হয়।[২৮০] এই সংজ্ঞার সার সংক্ষেপ এই যে, হাসান ঐ হাদীসকে বলে, যার সনদ মুত্তাসিল, বর্ণনাকারীগণ আদালাত সম্পন্ন তবে স্মৃতি শক্তিতে দূর্বলতা রয়েছে। আর হাদীসটি শায্ও নয় মু'আল্লালও নয়। উক্ত সংজ্ঞায় স্মৃতি শক্তির দূর্বলতার শর্তারোপ করে হাসান হাদীসকে সাহীহ হাদীস থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা সাহীহ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই পূর্ণ মাত্রায় স্মরণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।[২৮১]

হাসান হাদীস কিছুটা দূর্বল হলেও দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তা সাহীহ-এর সমমর্যাদা সম্পন্ন। একারণে সকল ফকীহবিদ্, হাদীস বিশারদ এবং উসূলবিদগণ একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর ওপর আমল করেছেন। তবে মুষ্টিমেয় কট্টরপন্থী এ ব্যপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আবার ইমাম আল-হাকীম, ইব্ন হাব্বান, ইব্ন খুযাইমা (রহ.)-এর মতে কিছু নরমপন্থী হাদীসবিদ একে সাহীহ হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য তরা একথা উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এটি (হাসান) সাহীহ থেকে নিম্ন স্তরের হাদীস। যেমনঃ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

এই হাদীসটি সুফইয়ান (র) 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আকীল (র) মুহাম্মাদ ইব্ন হানফিয়া (র) এবং 'আলী প্রমূখ বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণই আদিল। এর সনদ মুত্তাসিল হাদীসটি মু'আল্লাল বা শায্ও নন। কিন্তু অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্ন 'আকিল সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (রাহ.) বলেন, তাঁর স্মরণ শক্তি কিছুটা দূর্বল। উল্লেখ্য যে, ইমাম আত্ তিরমিযি (রাহ.)-ই সর্বপ্রথম হাসান হাদীসের পরিভাষাটি চালু করেন। তিনি হাদীসকে সাহীহ, হাসান, যঈফ এ তিন প্রকারে বিভক্তি করেছেন। তাঁর পূর্বের মুহাদ্দীসগণ হাদীসকে সাহীহ এবং যঈফ এ দু'ভাগে বিভক্ত করেন।[২৮২]

গ) সাহীহ লি গাইরিহী (صحيح لغيره) :

সাহীহ লি-গাইরিহী প্রকৃত পক্ষে ঐ হাসান লি-যাতিহী হাদীসকে বলা হয়, যা অনুরূপ আরেকটি সূত্রে বা তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ সাহীহ হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি স্মরণ শক্তির দূর্বলতা থাকে এবং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে যদি তা দূরীভূত হয়। তবে তাকে সাহীহ লি-গাইরিহী বলা হয়। যেহেতু সনদ হিসেবে হাদীস নয় বরং অন্যান্য

---

২৮০ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-৩০।
২৮১ ড. সুবহী আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
২৮২ ড. সুবহি সালেহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮; আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সহযোগীতায় এটি সাহীহ এর মানে স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই একে সাহীহ লি গাইরিহী বলা হয়।[২৮৩] যেমন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

এ হাদীসটি আবূ কুরাইব (রা), উবাদাহ ইব্ন সুলাইমান (র), মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র), আবু সালামাহ (র) এবং আবূ হুরাইরা (রা) প্রমূখ বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইব্নুস সালামাহ (রাহ.) বলেন, এহাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন ‘আলকামা (রাহ.) সততা ও আমানাতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী নয়। এমনকি কেউ কেউ তাঁর স্মৃতি শক্তির দূর্বলতার উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ তাঁর সততা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে তাকে সিকাহ বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযি এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এক সাহীহ প্রমাণ করেছে। এ ছাড়া এ হাদীসের সমর্থনে আল-আ‘রাজ সূত্রেও অপর একটি সাহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফলে দূর্বলতা কেটে হাদীসটি সাহীহ-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।[২৮৪]

ঘ) হাসান লি গাইরিহী (لغيره حسن) :

হাসান লি গাইরিহী ঐ যঈফ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়। তবে এর দূর্বলতার কারণে বর্ণনাকারী ফিসক বা মিথ্যাচার নয়। হাসান হাদীস গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে গণ্য। একে দীলল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২৮৫]

এ সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যঈফ রিওয়ায়াত নিম্নের দু‘টি কারণের কোন একটির ভিত্তিতে যঈফ থেকে হাসান লি গাইরিহী এর স্তরে উন্নীত হতে পারে। কারণ দু‘টি হল, ক) রিওয়ায়াতটি ঐ যঈফ সনদ ব্যতীত অনুরূপ অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী আরো এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া। খ) হাদীস দূর্বল হওয়ার কারণ হবে হয়তো বর্ণনাকারীর স্মৃতি শক্তির দূর্বলতা অথবা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা বর্ণনাকারী অপরিচিত (মাজহুল) হওয়া। যেমনঃ

أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " فَقَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আব্দুল্লাহ ইব্ন আমির থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, বণী ফাযার জনৈকা মহিলা দু‘টি জুতো মহরের বিনিময়ে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস

---

২৮৩ মাহমুদ আত্ তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; আলী মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২৮৪ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ১৭; মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
২৮৫ মাহমুদ আত্-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

করলেন, তুমি দু'টি জুতোর বিনিময়ে নিজকে বিয়ে দিতে রাজী আছো? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, তখন তিনি বিয়ের অনুমতি দিলেন। এ হাদিসটি শু'বা (র) 'আসিম ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (র) এবং তাঁর পিতা প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করে বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি 'উমর (রা.), আবূ হুরাইরা (রা.) এবং আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আসিম (রাহ.) তাঁর স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার কারণে যঈফ। কিন্তু অপরাপর সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ইমাম তিরমিযি একে হাসান বলেছেন।[২৮৬]

যদি কোন যঈফ হাদীস বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয় এবং বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করে তখন তাকে হাসান লি গাইরিহী বলা হয়।[২৮৭]

২) মারদুদ (مرضود) :

অর্থাৎ ঐ রিওয়ায়াতকে মারদুদ বলা হয়, শুধু সাহীহ নয় বরং হাসান-এর শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে না। বরং হাসান হাদীসের নিম্ন স্তরের রিওয়ায়াতকে মারদুদ বলা হয়। আর মারদুদ হাদীস ওই বর্ণনাকে বলা হয়, যে বর্ণনায় শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকে।[২৮৮]

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে হায়িয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা পিছনের দ্বার দিয়ে স্ত্রী সহবাস করে কিংবা অদৃর্শের বিষয়সমূহ বর্ণনা করে (গণক বা জ্যোতির্বিদ) সে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করল। এ হাদীসের সানাদে হাকীম আল আসরাম নামে জনৈক বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম বুখারী (রাহ.) ও ইব্‌ন হাজার আসকালানী (রা.) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দূর্বল বলেছেন।[২৮৯]

মারদুদ হাদীসের প্রকারভেদ :

মুহাদ্দিসগণ সনদ বিচ্ছিন্ন হবার কারণে ও বর্ণনাকারী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদুদ হাদীসকে পৃথক পৃথক ভাবে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা :

---

২৮৬ আস-সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৭৬-১৭৭।
২৮৭ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
২৮৮ ইসমাঈল ইবন আমর, *আল-বাইসুল হাদীস* (করাচীঃ মাদানী কুতুব খানা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৬।
২৮৯ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

সনদ বিচ্ছিন্ন হবার কারণে মারদুদ হাদীসের প্রধান কয়েক প্রকার:

১) আল-মু'আল্লাক (المعلق) ২) আল-মুরসাল (المرسل) ৩) আল-মুনকাতি (المنقطع)

৪) আল-মু'দাল (المعضل) ৫) আল-মুদাল্লাস (المدلس) ৬) আল-মু'আনআন (المعنعن)

৭) আল-মু'আন্নান (المعنن)

নিম্নে এসকল বিষয়ের ওপর যথাযথ আলোকপাত করা হল :

আল-মু'আল্লাক (المعلق) :

علق শব্দ থেকে معلق -শব্দটি এসেছে। এর অর্থ ঝুলন্ত। সনদের প্রারম্ভিক থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী পর পর বাদ পড়াকে মুআল্লাক বরা হয়।[২৯০] অর্থাৎ কোন সনদের সকল বর্ণনাকারীগণের নাম বিলুপ্ত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কথা বলেছেন, এরূপ বলে হাদীস বর্ণনা করা অথবা শুধু সাহাবী কিংবা সাহাবী ও তা'বীর নাম রেখে সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের নাম বিলুপ্ত করে হাদীস রিওয়ায়াত করা।

আল-মুরসাল (المرسل) :

মুরসাল অর্থ ছেড়ে দেয়া, বাদ পড়া। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের অভিমতে, হাদীসের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে আল-মুরসাল বলে। যেমন, কোন তাবি'ঈর উক্তি, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ বলেছেন কিংবা এরূপ করেছেন অথবা তার সামনে এরূপ করা হয়েছে ইত্যাদি।[২৯১]

আল-মুনকাতি (المنقطع) :

মুনকাতি অর্থ, বিচ্ছিন্ন। পরিভাষায়, সনদের যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হওয়াকে মুনকাতি বলা হয়। এটা খতীব আল- বাগদাদী, ইব্নু আব্দুল বার্ প্রমূখ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অভিমত।[২৯২] আল মুনকাতি এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল সবই এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুতাআখখির (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ মুনকাতিকে এমন এক বিশেষ অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল থেকে ভিন্নতর। তাদের মতে মুনকাতি বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদ মুত্তাসিল নয় এবং তা মুরসাল, মুয়াল্লাক কিংবা মু'দাল নয়। যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ তিন অবস্থা ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থা এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

২৯০ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ২১৯।
২৯১ ইবনে হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
২৯২ আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) এর মতে, সনদের বিভিন্ন স্থান থেকে (পর পর নয়) এক বা একাধিক বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত হওয়াকে মুনকাতি বলা হয়।[২৯৩] যেমন,

إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا،

এই হাদীসের সানাদে আস-সাওরী (রাহ.) ও আবূ ইসহাক (রা.) এর থেকে শুরাইক নামে এক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন। কেননা আস-সাওরী (রাহ.) সরাসরি আবূ আসহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি শুনেছেন শুরাইক (রাহ.)-এর নিকট থেকে। আর শুরাইক (রাহ.) শুনেছেন আবূ ইসহাক (রাহ.)-এর নিকট থেকে।[২৯৪]

আল-মু'দাল (معضل) :

মু'দাল অর্থ: দুর্বল, শক্তিহীন। পরিভাষায়, হাদীসের সনদ থেকে পর পর দু'জন অথবা তার অধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে আল-মু'দাল বলে।[২৯৫]

আল-মুদাল্লাস (المدلس)

التدليس থেকে مدلس| এর অর্থ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। অন্ধকার অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরিভাষায়, সনদের দোষত্রুটি গোপন রেখে হাদীসের সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে তাদলীস বলা হয়।[২৯৬]

তাদলীস প্রধানতঃ দু'প্রকার:

তাদলীলুল ইসনাদ ও তাদলীসুশ শুযূখ। মুহাদ্দিসগণ তাদলীসুল ইসনাদ-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছে আল-বাজ্জার এবং আবুল হাসান আল কাত্তান। তাদের মতে প্রদত্ব সংজ্ঞাটি এই যে: যে উস্তাদের সঙ্গে বর্ণনাকারীর সাক্ষাত ও শ্রবণ প্রমাণিত তাঁর থেকে এরূপ সম্ভাবনাময় শব্দ যেমন ক্বালা (قَالَ) অথবা আন (عَنْ) ইত্যাদি প্রয়োগে কোন হাদীস বর্ণনা করা যাতে বোাে যায় যে, তি তার নিকট থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। অথচ তিনি ঐ উস্তাদের নিকট থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে এরূপ করাকে তাদলীস বলা হয়। আর হাদীসটিকে বলা হয় মুদাল্লাস।[২৯৭]

---

২৯৩ ইবনে হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
২৯৪ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।
২৯৫ ইবনে হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
২৯৬ মাহমুদ আত তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
২৯৭ আমিমুল ইহসান, পৃ. ৪৮।

আবার অনেক সময় বর্ণনাকারী তাঁর শায়খকে অখ্যাত নাম, বা উপনাম কিংবা বিশেষ বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণনা করেন। ফলে তাকে চেনা যায় না। এক ব্যক্তিকেই দু'বক্তি বলে সন্দেহ জন্মে। এরূপ তাদলিসকে তাদলিশ শুযূখ বলে।[২৯৮] তাদলিসের প্রথম প্রকারটি খুবই খারাপ ও নিন্দনীয়। দ্বিতীয় প্রকারটি খারাপ হলে প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।[২৯৯]

আল-মু'আন্নান (المعنن) :

হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শর্তাবলী (যেমন, সামি'তু, হাদ্দাসানী, ও আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে ফুলান আন ফুলান (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল-মুআন'আন বলা হয়। আর হাদ্দাসানা, ফুলান আননা ফুলান, ক্বালা বলে হাদীস রেওয়ায়াত করাকে মু'আননান বলে।[৩০০] অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিকহবিদ, উসূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে মুআন'আন হাদীস ও মু'আননান হাদীস মুত্তাসিল বলে গণ্য হবে। শর্ত ৩টি : ক) বর্ণনাকারীর আদালাত প্রমাণিত হওয়া খ) শায়খের মধ্যে সাক্ষাৎ বা সমসাময়িক প্রমাণিত হওয়া গ) হাদীসটি তাদলিস থেকে মুক্ত হওয়া। ইমাম বুখারী (রাহ.) ও ইমাম 'আলী ইব্নুল মাদীনি (রাহ.) প্রমুখের মতে, মু'আন্নান হাদীসের ক্ষেত্রে শায়খ শুধু সমসাময়িক হলে হবে না বরং সমগ্র জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে। আর ইমাম মুসলিম (রা.) শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এ কারণে সাহীহ বুখারীর তুলনায় সাহীহ মুসলিমে মুআন্নান হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়।[৩০১]

বর্ণনাকারী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদুদ হাদীসের প্রকার:

১) আশ-শায (الشاذ) ২) আল-মুযতারাব (المضطرب) ৩) আল-মুনকার (المنكر) ৪) আল-মু'আল্লাল (المعلل) ৫) আল-মুদরাজ (المدرج) ৬) আল-মাকলুব (المكلوب) ৭) আল-মাতরুক (المتروك) ৮) আল-মুনকার (المنكر) ৯) আল-মাওযূ (الموضوء)।

আশ-শায (الشاذ) :

শায-এর আভিধানিক অর্থ হল: দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, একাকী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারীর

---

২৯৮ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
২৯৯ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৩০০ ড. সুবহি আস্-সালিহ, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪।
৩০১ আল কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

রিওয়ায়াতকে আশ-শায বলে। অধিক নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতটিকে আল-মাহফুয বলে। শায হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু মাহফুয হাদীস গ্রহণযোগ্য। অনেক সময় একই হাদীসের সানাদে ও মতনে বর্ণনাকারীগণ সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য হওয়া স্বত্তেও এমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, একটির সনদ ও মতন অপরটির বিপরীত মনে হয়। এমতাবস্থায় বর্ণনাকারীগণের স্মৃতি শক্তি ও সংরক্ষণ শক্তি এবং অনান্য দিক, যেমন বর্ণনার সংখ্যাধিক্য, বর্ণনাকারীগণের বুদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেটিকে প্রাধাণ্য দেয়া হয় থাকে আশ-শায বলা হয়।[৩০২]

আল- মুদতারাব (المضطرب) :

আল-মুদতারাব ঐ হাদীসকে বলা হয় যা পরস্পর বিরোধী এরূপ সানাদে বর্ণিত হয় যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। আর এ রিওয়ায়াতগুলো সার্বিকভাবে এরূপ সমমর্যাদা সম্পন্ন যে কোন দিক দিয়েই একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়। বর্ণনাকারীর স্মৃতি শক্তি দূর্বলতার কারণে হাদীসে এ রূপ ইদতিরায সংঘটিত হয়।[৩০৩] মুদতারাব রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হলে অর্থাৎ কোন একটি রিয়ায়াতকে প্রাধাণ্য দেয়া গেলে সেটিকে গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য তখন সেটিকে আর মুদতারাব বলা যাবে না।[৩০৪]

আল- মুনকার (المنكر) :

সিকাহ বর্ণনাকারীর বিপরীতে যঈফ বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াতকে আল-মুনকার বলে। এর বিপরীতটিকে বলা হয় আল-মা'রূফ। এ সংজ্ঞানুযায়ী শায ও মুনকার-এর মধ্যে পার্থক্য হল শায হাদীস-এর বর্ণনাকারী সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য কিন্তু মুনকার হাদীস যঈফ বা দূর্বল। মুনকার হাদীস সর্ব নিম্ন পর্যায়ের হাদীসের মধ্যে গণ্য। মাতরূক হাদীসের পরে এর স্থান। উদাহরণ:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ , وَآتَى الزَّكَاةَ , وَحَجَّ الْبَيْتَ , وَصَامَ رَمَضَانَ , وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবূ হাতিম (রাহ.) বলেন, এ রিওয়ায়াতটি মুকার। কেননা সিকাহ বর্ণনাকারীগণ আবূ ইসহাক (রাহ.) হতে মাওকুফ হিসেবে যে রিওয়ায়াতটি করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তা মা'রূফ। কাজেই এ হাদীসটি মুনকার হবে।[৩০৫]

৩০২ ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫।
৩০৩ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।
৩০৪ ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৮; ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৩০৫ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

আল- মু‘আল্লাল (المعلل):

আল-মু‘আল্লাল অর্থ মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া, ভুল যাওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় মু‘আল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে এমন ‘ইল্লাত (অস্পষ্ট, দোষ-ত্রুটি) বিদ্যমান থাকে। যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তঃকরণায় সৃষ্টি করে। অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে এ ‘ইল্লত থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।[৩০৬] পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ একে আল-মা‘লুল এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একে আল-মু‘আল্লাল বলে অভিহিত করেছেন। যেমন কোন বর্ণনাকারী, মাওসুল ও মারফু হাদীসকে নিজের সংশয় ও ভ্রম বশতঃ মুরসাল ও মাওকুফ রিওয়ায়াত করে দেয়া ইত্যাদি। সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই ‘ইল্লাত পরিলক্ষিত হয়। তবে সনদের ক্ষেত্রে ত্রুটি বেশী হয়ে থাকে।[৩০৭]

আল- মুদরাজ (المدرج) :

হাদীসের সনদের ও মতনের বহির্ভূত কোন অংশকে তার অংশ মনে করে রিওয়ায়াত করাকে আল-মুদরাজ বলা হয়। অর্থাৎ কোনরূপ পার্থক্যকরণ ছাড়া হাদীসের মতন অথবা সানাদে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে দেয়ার নাম আল-মুদরাজ।[৩০৮] এরূপ করাকে বলা হয় ইদরাজ। ইদরাজ মতনেও হতে পারে। আবার সনদের হতে পারে। যেমন, সূফী সাবিত ইব্‌নে মূসার ঘটনাটি, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন : যে রাতে অধিক নামাজ পড়বে দিনে তার চেহারা উজ্জল আলোকমায় হবে। প্রকৃত ঘটনা হল, সাবিত ইব্‌ন মূসা একদিন কাজী শুরাইক ইব্‌নে ‘আব্দুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তিনি তার ছাত্রদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং হাদীসের কিছু অংশ বলে তিনি চুপ রইলেন। যাতে তার ছাত্ররা তা লিখে নিতে পারে। অতঃপর কাজী শুরাইক সাবিতের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, من كثرت صلاته بالليل حسن একথার দ্বারা কাজী শুরাইকের উদ্দেশ্য ছিল, সাবিতের অধিক ইবাদাত বন্দেগী ও তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা। কিন্তু সাবিত এ উক্তিকে এ সনদের মতন মনে করে তা রিওয়ায়াত করতে থাকেন।[৩০৯]

---

৩০৬ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-৮৫।
৩০৭ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
৩০৮ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
৩০৯ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

আল- মাকলুব (المقلوب) :

হাদীসের সানাদে কিংবা মতনে কোন শব্দ রদ বদল করে অথবা আগে পরে উল্লেখের মাধ্যমে পরিবর্তন করাকে আল-মাকলুব বলা হয়। সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম আগে পরে উল্লেখ করাকে মাকলুবুস সনদ বলা হয়। যেমন, হাম্মাদ আন-নাসীবী আ'মাশ (রাহ.) থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, 'রাস্তায় কোন মুশরিকদের সাথে দেখা হলে প্রথমে তাদেরকে সালাম দেবে না'। এ হাদীসটি মাকলুব। কেননা হাম্মাদ হাদীসের মূল বর্ণনাকারীর নাম পরিবর্তন করে আ'মাশ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩১০] হাদীসের মতন পরিবর্তন করাকে মাকলুবুল মতন বলা হয়। এর দুটি অবস্থা হতে পারে। প্রথমত: হাদীসের মতনের পূর্বের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে পর্বে উল্লেখ করা। দ্বিতীয়তঃ একটি হাদীসের মতন ওলট পালট করে রিওয়ায়াত করা।[৩১১]

আল- মাতরুক (المتروك) :

মাতরুক শব্দের অর্থ, পরিত্যাজ্য। 'ইলমে হাদীসের পরিভাষায়, যে হাদীসের বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ কথা বার্তায় মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার বর্ণিত হাদীসকে আল-মাতরুক বলে। মাওযূ হাদীসের পরেই এর স্থান। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, আল- মাতরূক ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। প্রমাণিত। অথবা বর্ণনাকারী অধিক ভুল-ভ্রান্তকারী কিংবা পাপাচারী (ফিসক) অথবা অমনোযোগী।[৩১২]

আল- মুনকার (المنكر) :

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে বর্ণনাকারী যদি ফাসিক হয় অথবা বিদ'আতী হয় এবং তার বিদ'আত কুফরের নিকটতর হয় বা স্বীয় বিদ'আতের প্রচলনকারী হয় তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুনকার বলে।[৩১৩]

---

৩১০ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৭।
৩১১ ড. সুবহি আস-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।
৩১২ আল- কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৩১৩ দৌলতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

আল-মাওযূ (الموضوء):

মাওযূ বলা হয় ঐ হাদীসকে, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত-এর পার্থক্য করেছেন। সেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাকে আল-মাওযু নামে অভিহিত করেছেন। এবং ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাকে আল-বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩১৪]

মারদুদ হাদীসের ওপর আমল :

মারদূদ হাদীসের ওপর আমল করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, সাধারণ ভাবে এর ওপর আমল করা জায়েজ। এটি আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত। তিনি মারদুদ হাদীসকে ব্যক্তিগত রায়ের ওপর প্রাধান্য দিতেন। যেমন সালাতের মধ্যে অট্টহাসি দিলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। এটি সর্বসম্মতিক্রমে মারদুদ হাদীস। এটি কিয়াস বিরোধীও বটে। কেননা হাসি দেয়া অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেহেতু একটি মারদুদ হাদীস রয়েছে তাই তিনি কিয়াসের ওপর মারদুদ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে তার ওপর আমল করেছেন। ইহইয়া ইব্ন মুঈন, বুখারী, মুসলিম (রাহ.)-এর মতে মারদুদ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয নয়।[৩১৫]

তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে তিনিটি শর্ত সাপেক্ষে ফাযায়েলে আ'মাল-এর ক্ষেত্রে মারদুদ হাদীস-এর ওপর আমল করা মুস্তাহাব। ইবনে হাজার আসকালঅনী (রাহ.)-এর মতানুযায়ী শর্ত তিনটি হল, ১) হাদীসটি অধিক দূর্বল হবে না ২) হাদীসটি আমল উপযোগী হবে এবং শরী'আতের বিধিবিধানের এবং মূলনীতির পরিপন্থী হবে না ৩) হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। বরং সতর্কতার সাথে এর ওপর আমল করতে হবে।[৩১৬]

---

৩১৪ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩১৫ আমিমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৩১৬ মাহমুদ আত-তাহহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-হাদীসের উৎপত্তি, সংরক্ষণ ও সংকলন

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণের জন্য হযরত আদম (আ.) থেকে নবুয়াত ও রিসালাতের যে প্রক্রিয়া সূচনা করেছিলেন, তা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ যা তার ওপর নাযিল করা হয়েছিল। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী। এর মধ্যে মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যা আলোচনা করা হয়নি। কোন বিষয়ে তা বিস্তারিত আবার কোন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত। আবার এমন বিষয় রয়েছে যা দুর্বোধ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যে সুমহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছেল তা তিনি সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন। যুগে যুগে তাঁর জীবন ও জীবন চেতনা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। তার কথা ও কাজের বিবরণ এমনভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বিনষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল-কুরআনের বাস্তব বিশ্লেষণ।

আল-হাদীসের উৎপত্তি

রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীনের যে জ্যোতি মানব কল্যাণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন তা বিতারণের জন্য তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা করে গেছেন। তার আহবানে যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তারা হলেন সাহাবা। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে সর্বদা বসে থাকতেন। তিনি কোথাও গমণ করলে তাঁরা ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করতেন। মু'মিনগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

‘হে মু'মিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল লোকদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও’।[৩১৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর ওপর ‘ইলম অর্জন করা ফরয’)।[৩১৮] এই ‘ইলম দু‘প্রকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

‘ইলম দু’প্রকার (১) ক্বলবী ‘ইলম। এটাই উপাদেয় ‘ইলম (২) যবানী ‘ইলম। এটা হল সৃষ্টির ওপর আল্লাহর ওপর দলিল।[৩১৯]

‘ইলম আমলের পূর্বশর্ত। ফলে ‘ইলম অর্জন ও আমলের জন্য সাহাবাগণ সর্বদা তার সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করতেন। আবার কেউ কেউ পালাক্রমে তার মজলিসে আসতেন। তার কথা শ্রবণ করতেন। তাকে অনুসরণ করতেন। প্রশ্ন করে জটিল বিষয়ের উত্তর জানার চেষ্টা করতেন। প্রশ্ন করা ও জবাব দেওয়া দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য দ্বীনের দাওয়াত ও তা পালনের যে ব্যবস্থাপনার ছিল তা থেকে উৎপত্তি হয় আল-হাদীসের। আল-হাদীস যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন। কিন্তু এর মূল্যায়ন আল-কুরআনের ন্যায়।

সাহাবাগণকে দ্বীনে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিশতা জিবরীল আমীন (আ.) মানব বেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে আসতেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।[৩২০]

সাহাবাগণ ‘আমল করতেন ‘ইলম অর্জন করে। ফলে তারা কোন বিষয়ে অন্তঃকরণে প্রশ্নের অবতারণা হলেই রাসূল (সা.)-এর মজলিসে ছুটতেন এবং সে বিষয়ে অবগত হতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই সাহাবাগণকে প্রশ্ন করার তাগাদা দিতেন।

‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হলে তাঁকে গোসল করতে বলা হল। পরে সে ইন্তিকাল করে। এ ঘটনার রাসূলুল্লাহ (সা.) অবগত হয়ে রাগত

---

৩১৭ আল-কুরআন, *সূরা নিসা,* ৪:৫৯।

৩১৮ ইবন মাজাহ, *আস সুনান,* প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮১।

৩১৯ ইমাম কুরতুবী, *জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহ,* (সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৬৬১।

৩২০ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮২), খ.১,পৃ.২৭

স্বরে বলেন: আল্লাহ তা'আলা ঐ মানুষগুলোকে খতম করুন। তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞেস করলে না কেন? জিজ্ঞেস করাই কি সব অজ্ঞতার প্রতিবিধান নয়?[৩২১]

নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّ أَحَدَنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا جَالَ فِي نَفْسِكَ وَخَشِيتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে একটি প্রশ্ন করার জন্য দীর্ঘ একটি বছর মদীনায় অবস্থান করেছি। অবশেষে আমি তার নিকট থেকে 'বির' অর্থাৎ সৎকর্ম ও 'ইসম' তথা অসৎকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বির' হচ্ছে সৎ চরিত্র আর 'ইসম' হল তা-ই, যা তোমার অন্তঃকরণে খটকা জাগায় ও সংকোচের সৃষ্টি করে এবং তা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ কর না।[৩২২]

কেবল মদীনায় উপস্থিত লোকেরাই যে তার নিকট প্রশ্ন করতেন তা নয়, বরং দূর-দূরান্ত লোকেরা এসে তার কাছে অবস্থান করতেন ও প্রশ্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে আল-কুরআনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

একবার আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসুবিধা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحُرُمِ، حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ: إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. ق

(ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝে মুশরিক গোত্র রয়েছে। ফলে যে চার মাস যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ সে সময় ছাড়া অন্য সময়ে আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করুন যেন সে অনুযায়ী আমল করলে আমরা

৩২১ আহ্‌মদ ইব্‌ন হামল, ***মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল*** (মিসর: আল-মাতবা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৮৯৩), খ. ১, পৃ. ১৬০
৩২২ মুসলিম, ***আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত,*** খ. ৪,পৃ. ১৯৮০।

জান্নাতের অধিবাসী হতে পারি এবং আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে তদানুযায়ী 'আমল করার জন্য অবগত করাতে পারি)।[৩২৩]

বসরার বনূ লাইস ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন কিনান গোত্র হতে কিছু সংখ্যক যুবক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। এক সময়ে তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে বললেন:

إِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ - أَوْ قَالَ بِلَادِكُمْ - عَلِّمُوهُمْ» ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، «مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

(তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে যাও অথবা বলেছেন তোমাদের দেশে ফিরে যাও, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব দয়াবান ছিলেন। তিনি তাদেরকে সালাতের আদেশ দিলেন। আর যখন সালাত উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের একজন সকলের জন্য আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়জৈষ্ট সে তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে)।[৩২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই যুবক দলকে বিশ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ইবাদতের যাবতীয় নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে আল-হাদীসের উৎপত্তি হয়। যা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস। এমনকি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অমুসলিমগণও এ হাদীস সম্পদ থেকে উপকৃত হচ্ছে।

মূল কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় জানার প্রবণতা সকল সাহাবীর মধ্যেই বর্তমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষণ ও সাহাবাগণের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি যত কথাই বলেছেন, যত কাজই করেছেন এবং যত কাজের সমর্থন দিয়েছেন, তা সবই আল-হাদীস। আল-হাদীসের উৎপত্তি সম্পর্কে এক প্রামাণ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন আল্লামা বদরুদ্দিন (রা.)। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি তাদেরকে একত্রিত করে দ্বীনের বুঝ দান করতেন। সাহাবাগণের মধ্যে কিছু লোক তা স্মরণে রাখতেন। আবার কিছু লোক তা

৩২৩ আহমাদ ইব্ন ইসমাঈল, *আল-কাওসারুল জারী ইলা রিয়াদি আহাদিসিল বুখারী* (বৈরূত:দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৪৭।

৩২৪ তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২৮৭।

অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেন।[৩২৫]

আবূ যায়দ আনসারী (রা.) বলেন, একদিন মহানবী (সা.) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বারে উঠে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন। যোহরের সালাতের সময় পর্যন্ত এ ভাষণ চলল। যোহরের সালাত শেষে আবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করলেন। আসরের সালাত পর্যন্ত তা চলল। আসরের সালাতের পর আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ শুরু করলেন। এ ভাষণ সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত চলল। এই দীর্ঘ একদিনের ভাষণে তিনি আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কথাই বললেন। অধিকন্তু শুধু বলেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি; বরং আমাদেরকে অনেক বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।[৩২৬] আর এভাবে আল-হাদীসের উৎপত্তি হয়।

আল-হাদীস সংরক্ষণ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান দায়িত্ব ছিল সাহাবাগণকে আল-কুরআন শিক্ষা দেওয়া। এর জন্য তিনি যে ব্যবস্থাপনার আন্জাম দিয়েছিলেন সবই আল-হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হল আল-হাদীস। ফলে আল-কুরআনের শিক্ষা নিতে হল, প্রয়োজন আল-হাদীস। অতএব মানব জীবনে আল-হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই আল-হাদীস সংরক্ষণের প্রতি সাহাবাগণের আগ্রহ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম দিকে কুরআনের সাথে তাঁর কথা সংমিশ্রণের আশংকায় তা লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণের নিষেধ করেছিলেন। ফলে সাহাবাগণ আল-হাদীসকে হিফয করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে তাঁর বাণী হিফজ করে অন্যান্যদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর আদেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: (আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চির সবুজ করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কোন হাদীস শুনেছে অতঃপর তা অন্যান্যদের নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। কেননা অনেক হাদীস বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীস গ্রহণকারী অধিক ফকীহ হয়ে থাকে। আর কোন কোন হাদীস সংরক্ষণকারী ফকীহ্ তথা ফিকহ শাস্ত্রবিদ হয় না।)[৩২৭]

---

৩২৫ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আলম সালেহ, ***হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দীসগণের অবদান*** (ঢাকা:ইফাবা প্রকাশনী, ১৪৩৯ হি. / ২০১৮ খ্রী.) হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান, পৃ. ৪৭।

৩২৬ আহমাদ ইবন হাম্বাল, *মুসনাদ* (মিশর: আল-মাতবা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৮৯৩), খ. ১, পৃ. ১৬০।

৩২৭ মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি আত-তিরমিযী* (ভারত: মুখতার প্রাগুক্ত কোম্পানী, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৯৪।

আল-হাদীস সংরক্ষণ হয়েছে চারটি উপায়ে। যথা: ১) আল-হাদীস হিফয বা মুখস্থ করার মাধ্যমে ২) আল-হাদীস লিখনের মাধ্যমে। ৩) আল-হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে ও (৪) আল-হাদীস অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে।

প্রথম উপায়:

সাহাবীগণের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এক শ্রেণীর সাহাবা ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদেরকে 'আসহাবে সুফফা' বলা হয়ে থাকে। তারা সদা সর্বদা তাঁর খিদমাতে থাকতেন। এমনকি তারা একাধারে কয়েক দিন না খেয়েও থাকতেন। আরেক শেণীর ছিলেন, যারা পেশাজীবী; তারা সংসার ও ব্যবসা কিংবা পেশার কারণে তাঁর সোহবাতে থাকতে পারতেন না। তারা সময় সুযোগ পেলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাজলিসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতেন। তারা অন্যান্য সাহাবীগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কখন কি ঘটেছে? তিনি কি বলেছেন? তা আমল করার নিয়্যাত জানার চেষ্টা করতেন। আবার অনেকে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাযির হতেন। হযরত 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ইতবান ইব্ন মালিকের সাথে মসজিদে নাববী হতে অনেক দূরে অবস্থিত আওয়ালী এলাকায় বাস করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট হাযির থাকার জন্য আমরা পালা নির্ধারণ করলাম। তিনি একদিন হাযির থাকতেন। আর আমি একদিন হাযির থাকতাম। যেদিন আমি উপস্থিত থাকতাম সেদিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ আমি তাকে প্রদান করতাম। আর তিনি যেদিন হাযির থাকতেন সেদিন তিনি আমাকে জানাতেন। আমরা তাঁর নিকট বসতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। এরপর তিনি অন্য কোন কাজে চলে যেতেন, তখন আমরা তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা পর্যালোচনা করতাম। এরপর আমরা যখন তাঁর নিকট থেকে ফিরে যেতাম, তখন আল-হাদীস আমাদের অন্তঃকরণে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত যেন উহা আমাদের অন্তঃকরণে রোপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উপায়

আল-হাদীস সংরক্ষণের দ্বিতীয় উপায় হল লেখনী পদ্ধতি। আরবে তখনকার সময়ে লেখনীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না। তবে লেখার প্রচলন একেবারেই যে ছিল না তা নয়। বরং সাহাবীগণের অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আল-হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সাধারণভাবে আল-কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায় আল-হাদীস লেখার ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে

নিষেধাজ্ঞা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আমার থেকে হাদীস লিখো না, যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত হাদীস লিখে, সে যেন তা বিনষ্ট করে দেয়। আমার থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। সে সময়ে স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশেই কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আবার অনেক সাহাবী স্বীয় প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

তৃতীয় উপায়

আল-হাদীস সংরক্ষণের তৃতীয় উপায় হল শিক্ষাদান পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে আল-হাদীস সংরক্ষণ করতে আদেশ প্রদান করতেন, তেমনিভাবে তা যথাযথভাবে অন্যদেরকে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশও প্রদান করতেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (আমার নিকট থেকে একটি বাণী হলেও অপরকে পৌঁছে দাও)।[৩২৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন:

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়)।[৩২৯] আল-হাদীস বিস্তারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুকুম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সাহাবীগণের একটি বড় অংশ এ সুমহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) মক্কায়, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়শা বিন্ত আবি বকর (রা.),'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) মদীনায়, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বসরায়, 'আলী ইবনে আবি তালিব (রা), 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) তাঁরা সকলেই কুফায়, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) সিরিয়ায় এবং আমর ইব্ন আল-আস (রা.) মিশরে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য সাহাবীগণ নিজ নিজ বসবাসরত এলাকায় আল-হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ তাদের সোহবাতে থেকে আল-হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এভাবে আল-হাদীসের বিকাশ ও সংরক্ষণ হয়।[৩৩০]

---

৩২৮ দারেমী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৫৫।
৩২৯ দারেমী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৫৫।
৩৩০ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

চতুর্থ উপায়

সুন্নাত অনুযায়ী আমলের মাধ্যমেও আল-হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। সাহাবাগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা,)-এর জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির পূর্ণ অনুসারী। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন ধরণের অলসতা বা দ্বিধা ছিল। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়েছেন রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর'।[৩৩১] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

'বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না'।[৩৩২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي،

(তোমরা আমার দেখানো পদ্ধতি অনুসারে সালাত আদায় করো।)।[৩৩৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন: خذوا عني مناسككم (তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হাজ্জের নিয়মাবলী গ্রহণ কর)।[৩৩৪]

সাহাবীগণের ও তাবি'ঈগণও আল-হাদীস হিফজ, লিখন, শিক্ষাদান ও বাস্তব জীবনে আমলের দ্বারা আল-হাদীস চর্চা করেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হল তাবি' ও তাবি'তাবি'গণের যুগ। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) তাবি'ঈগণের উদ্দেশ্যে

৩৩১ আল-কুরআন, **সূরা হাশর,** ৫৯:৭।
৩৩২ আল-কুরআন, **সূরা আল-ইমরান,** ৩ :৩২।
৩৩৩ ঈমাম শাফি'ঈ, ***মুসনাদ*** (কুয়েত: শিরকাতু গারাসি লিন নাশরী ওয়াত তাওযী'ঈ, ১ম সং., ১৪২৫ হি.,/২০০৪ খ্রী.), খ.১ পৃ.১০৩।
৩৩৪ ইমাম শফি'ঈ, ***মুসনাদ*** (বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩৫০; ইব্ন 'আবদিল বার, ***জামি উবায়ামিস 'ইলম*** (মিশর: ইদরোতুল মাকতাবাতিস মুনারিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯০।

বলেনঃ (তোমরা পরস্পর হাদীস চর্চা করবে। পারস্পারিক আলোচনা হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়)।[৩৩৫]

সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব বলেন, আমি মাত্র একটি হাদীস জানার জন্য একাদিক্রমে কয়েকদিন ও কয়েক রাত সফর করতাম। তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈগণের অনেকেই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ হযরত কাতাদা (রা.), হযরত আমর (রা.), ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসার (রা.) প্রমূখ। সাহাবীগণের ন্যায় তাবি'ঈ ও তা'বি তাবি'ঈগণও আল-হাদীস হিফয করার সাথে সাথে লিখন কার্যেও অবদান রাখেন। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও আল-হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩৩৬]

আল-হাদীস সংকলন

সাহাবাগণের যুগ থেকেই ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু আরবদের ন্যায় অনারবদের পক্ষে শুধু মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা আল-হাদীস সংরক্ষণ করা ছিল অসম্ভব। ইসলামের সোনালী যুগের শেষের দিকে হিজরী প্রথম শতকের মধ্যভাগ হতে অনেক নতুন বাতিল ফিরকার উদ্ভব শুরু হয়।[৩৩৭] তাদের মধ্যে খারেজি ও শিয়া অন্যতম। সে সময়ে সামগ্রিকভাবে আল-হাদীস সংকলিত না থাকায় বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারীরা নিজেদের মতের পক্ষে জাল হাদীস তৈরির সূচনা করে। এভাবে তারা বহু জাল হাদীস তৈরী করে সমাজে প্রচলন করতে সমর্থ হয়। শিয়াদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাদীস জালকারী মুখতার ইব্‌ন আবি 'উবাইদ। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎকালে জনৈক মুহাদ্দিস বলেছিলেন, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে এমন কিছু হাদীস রচনা করে দাও, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে, আমি তার পরেই খলিফা হব। সে সময়ে উমাইয়া খালীফা খালীফা ছিলেন 'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযিয। তিনি এ সকল কার্যক্রম দেখে অতি অল্প সময়ে আল-হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও তা সুবিন্যস্ত করার অতীব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইমাম মালেক (রা) বলেন, সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন করেন ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী।[৩৩৮]

জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (রা.)-এর মতে, সর্বপ্রথম আল-হাদীস সংকলনের কাজ করেন ইমাম শা'বী (রাহ.)। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর মতে, ইব্‌ন সুবাহ (রাহ.) সর্বপ্রথম আল-

---

৩৩৫ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩৩৬ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩৩৭ ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, হাদীছ নিয়ে বিভ্রান্তি (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৩৩১ হি.) পৃ. ১৫।
৩৩৮ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

হাদীস সংকলন করেন। তার মতে, সা'দ ইব্ন আবি 'আরাবা এবং আরো অনেকেই ইমাম মাফহুল (রাহ.)-এর গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার পূর্বেই 'কিতাবুস সুনান' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে আল-হাদীস সংকলন করেন। আবার অনেকের মতে, মদীনার ইব্ন হাযম (রা.) ও সালিম যুহরী (রা.) প্রথম হাদীস সংকলন করেন।[৩৩৯]

এ সময়ে ইমাম শা'বীসহ কুফার মুহাদ্দীসগণ অধ্যায় ভিত্তিতে হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ করেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মাঝে মুয়াত্তা ইমাম ও জামি' সুফীয়ান আস সাওরী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকেই ইমাম আহমদ (রাহ.)-এর সংকলিত আল-মুসনাদকে এ যুগের সামিল করেছেন।[৩৪০]

আল-হাদীসের চর্চা ও প্রসারের অর্থাৎ সংরক্ষণ ও সংকলনের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধনের সময় হল- হিজরী তৃতীয় শতকের পর হতে পঞ্চম শতকের শেষ পর্যন্ত। আল-হাদীসের ইতিহাসে প্রায় তিন শতাব্দীর এ যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। আল-হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের দ্বিতীয় যুগের মুহাদ্দিসগণ সব ধরণের সনদের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করতেন। কারণ তখনও পর্যন্ত আল-হাদীস নিয়ে কোন সন্দেহ কিংবা শংকা তৈরী হয়নি। কারণ এসময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা অনুসারে উত্তম সময় ছিল। উভয় বর্ণনাকারীদের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানও হয়নি। বর্ণনাকারীদের পারস্পারিক পরিচিতি সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেই অবহিত ছিলেন। এছাড়া আল-হাদীস চর্চাকারীগণ তখন মাত্র কয়েকটি নগরীতেই অবস্থান করতেন। কিন্তু তৃতীয় যুগে এসে সনদ বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। কারণ সাহাবীদের যুগ থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে সনদ বা সূত্রও দীর্ঘায়িত হয়। ইসলাম বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করায় সকল বর্ণনাকারীর প্রয়োজনীয় পরিচয় জানা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে-ই সময়ে বাতিল ফিরকাসমূহ বিস্তৃত হচ্ছিল। তারা নিজেদের ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করল কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য সাহাবীগণ স্বপক্ষীয় হাদীসটির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সানাদে হাদীস পেশ করেন। যেমন, দুই কুল্লা-এর হাদীসটি প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য ইমাম দারাকুতনী ৫৪টি সনদ বর্ণনা করেছেন। ফলে এ সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য এই যুগে সনদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[৩৪১]

---

৩৩৯ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
৩৪০ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
৩৪১ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

এ যুগে বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, নৈতিকতা, জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়। ফলে 'ইলমে হাদীসে দুটি নতুন শাস্ত্রের জন্ম হয় যথাঃ ১) জারাহ্ তাদীল ২) আসমাউর রিজাল। এ বিষয়ে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আল-মাহদী (রাহ.), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রাহ.), শু'বা ইব্‌নুল হাজ্জাজ (রাহ.), 'আলী ইব্‌ন আল-মাদানী (রাহ.) প্রমূখ।[৩৪২]

মুহাদ্দিসগণ হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ থেকে হাদীসের মধ্য থেকে সাহাবীগণের এবং তাবি'গণের কথাসমূহ আলাদা করে শুধু 'হাদীসে নববী' সংকলনের উদ্যোগ নেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.)-এর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ দ্বারা এর শুভ সূচনা হয়। এ যুগে এসে সনদের ভিত্তিতে সহীহ হাদীস সংকলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[৩৪৩] এ যুগেই সংকলিত হয়। হাদীসের ছয়টি বড় গ্রন্থ। ১. বুখারী ২. মুসলিম ৩. নাসাঈ ৪. তিরমিযি ৫. ইব্‌ন মাযা ৬. আবু দাউদ।

হিজরী পঞ্চম শতকের পর থেকে হাদীস শাস্ত্রে অধ্যায় বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ, টিকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু হয়। এযুগের মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তীদের কিতাবের আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে সনদ বিশ্লেষণ, সংক্ষেপায়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহ একত্র করে আল-হাদীস বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিভিন্ন কিতাব থেকে হাদীস নির্বাচন করে পৃথকভাবে আল-হাদীস সংকলন করেন। আল-হাদীসের দূর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা এবং কেউ কেউ আল-হাদীস সংশ্লিষ্ট অপরাপর 'ইলমের উৎকর্ষ সাধনের প্রতিবেশী মনোযোগী হন। কেউ কেউ আবার সমস্ত সাহীহ, যা'ঈফ এবং মাওদূ' হাদীসকে একত্রিত করে পৃথক পৃথক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। আবার অনেকে সাহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহকে একত্রিত করেন। এযুগের প্রসিদ্ধতম ব্যক্তির্গের অন্যতম হলেনঃ ইব্‌নুল ফারাত (রাহ.), আবু নাসর হুসায়দী (রাহ.), আল-বাগাবী (রাহ.) এবং বাকানী (রাহ.) প্রমূখ।[৩৪৪]

এই যুগে আবুল হাসান ইব্‌ন মু'আবিয়া আবদারী, ইব্‌নুল খারাত ও কুতুবুদ্দীন সিন্ধী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সিহাহ সিত্তাহর হাদীসমূহ একত্রিত করেন। এ সময়ে অনেকে বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনার চেষ্টা করেন। এরূপ গ্রন্থকে সাধারণতঃ জামি' বা জাওওয়ামি' বলা হয়। এসময়ে যারা জামি' গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ

---

৩৪২ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৩৪৩ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৩৪৪ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

করেন তারা হলেন, আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্ন আহমদ আস-সমরকন্দী (রাহ.), ইব্ন জাওযী (রাহ.), ইব্ন কাছীর (রাহ.), নূরুদ্দীন আবুল হাসান হায়সামী (রাহ.) ও জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রাহ.)।[৩৪৫]

আবার কেউ কেউ আল-হাদীসের মূল কিতাব থেকে অতি প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ নির্বাচন করে হাদীসের সংকলন তৈরি করেন। যেমন, মাসাবিহুস সুন্নাহ (আল-বাগুবী কর্তৃক সংকলিত) ও মাশারিকুল আনওয়ার (হাসান মাগানী আল-লাহোরী কর্তৃক সংকলিত)।

এ যুগে আহকাম বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত করে হাদীস সংকলিত হয়। যেমনঃ ১) বুলূগুল মুরাম। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন ইব্ন হাজর আসকালানী (রাহ.)। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন ২) দালায়িলুল আহকাম। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন ইব্ন শাদ্দাদ হালাবী (রা.) ৩) আল আহকামুল কুবরা ও আল আহকামুল সুগরা। এই গ্রন্থ দু'টি সংকলন করেন ইব্নুল খারাত (রাহ.) ৪) আল-আহকামুস সুগরা। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমামুদ্দিন ইব্ন কাছীর (রাহ.) ৫) ই'লাইস সুন্নান। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন যাফর আহমদ উসমানী, ৬) 'উমদাতুল আহকাম। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন আব্দুল গণি আল- মাকদেসী (রাহ.) ৭) আল-মুহররার। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমামুদ্দিন ইব্ন কুদামাহ (রাহ.) ৮) আসারুস সুনান। এ গ্রন্থটি রচনা করেন জাহীর আহসান শাওক নিমুবী (রাহ.)।[৩৪৬]

---

৩৪৫ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।
৩৪৬ ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আযম সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন। এর মৌলিক উৎস দু'টি। আল-কুরআন ও আল-হাদীস। ফলে ইসলামী জীবন বিধানে আল-কুরআনের পাশাপাশি আল-হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সব-ই মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি আদম (আ.)-কে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর যুগে যুগে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করেছেন অগণিত নবী ও রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মানুষের প্রতি 'অনুগ্রহ' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার ওপর নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। এ গ্রন্থে রয়েছে বিগত আসমানী কিতাবসমূহের সারনির্যাস। ফলে এ কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এ কিতাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর রিসালাতের যে কর্তব্য অর্পিত হয়েছে তার পূরোটই এই কিতাব সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ ইসলাম ওহী নির্ভর জীবন ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় কথা, কাজ ও সমর্থন ওহী। ফলে আল-হাদীসকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কাজেই মানব জীবনে বিভিন্ন আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দায়িত্ব পালন

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নাবী-ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত মানুষের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য দু'টি বিষয় অব্যহত রেখেছিলেন। ১. আসমানী কিতাব ২. নাবী-রাসূল। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর আল-কুরআনুল কারীমকে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল দায়িত্ব ছিল, লোকজনের কাছে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা তার মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

‘প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে’।[৩৪৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছিলেন যা আল-হাদীসে সু-সজ্জিত রয়েছে। অতএব আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিভিন্ন দায়িত্ব সহকারে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

‘যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়’।[৩৪৮]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃতি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্‌মাত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে’।[৩৪৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, তিনি এ সকল দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। আল-হাদীস হল আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

ওপরোক্ত আয়াতে ৪টি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল:

১) আয়তসমূহ পাঠ করে শোনানো ২) তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দিককে পরিশুদ্ধ করা। ৩) তাদেরকে কিতাব আল-কুরআন শিক্ষা দেয়া ৪) হিকমাত শিক্ষা দেয়া। এই দায়িত্বসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আয়াতে প্রথম

---

৩৪৭ আল-কুরআন, **সূরা আন-নাহ্‌ল,** ১৬:৪৪।
৩৪৮ আল-কুরআন, **সূরা আল-বাকারা,** ২:১৫১।
৩৪৯ আল-কুরআন, **সূরা আল-জুমু‘আ,** ৬২:২।

দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে- লোকদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা অর্থাৎ তাদেরকে আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো। তৃতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিতাবের তা'লিম দেয়া অর্থাৎ কিতাবের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া। কিতাব বলতে বুঝানো হয়েছে আল-কুরআনকে। আল-কুরআনে আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের স্বরূপ ও প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এই দু'টি কাজ আদৌ এক নয়। এক হলে একই আয়াতে উল্লেখ হত না। মূলত: কিতাবের শিক্ষা দ্বারা বুঝানো যে, এর শব্দসমূহের, বিষয়সমূহের, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা। আর এগুলো হল আল-হাদীস। আয়াতের হিকমাত কথাটি ব্যাখ্যা করলেও আল-হাদীসের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। হিকমাত হল, আল-কুরআনের বিশুদ্ধ ও যথার্থ জ্ঞান ও সে অনুযায়ী সঠিক কাজ। ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী (রাহ.) বলেন,

والصواب من القول عندنا في"الحكمة"، أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها، وما دل عليه ذلك من نظائره

(হিকমাত সম্পর্কে আমাদের নিকট সঠিক কথা হল, যার জ্ঞান লাভ করা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা ব্যতীত অসম্ভব। এ সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম পরিচিতি লাভ করা এবং এর সাথে সমঞ্জস্য হয় এমন সব বিষয়ও এর অন্তর্ভূক্ত)।[৩৫০]

ইমাম রাগেব আল-ইস্পাহানী বলেন: إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى

(দেখা যায়, প্রতি কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিকমাত হল সকল জিনিস ভাল করে জানা এবং চুড়ান্ত বিধানের ওপর ভিত্তি করে নতুন জিনিসের বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও উত্তম কর্ম সম্পাদন)।[৩৫১] ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন:

فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন আল-কিতাব। এর উদ্দেশ্য আল-কুরআন। এবং উল্লেখ করেছেন হিকমত, আল-কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ আস্থা ভাজন লোকদের বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ-ই হিকমাত)।[৩৫২]

---

৩৫০ আত-তাবারী, ***জামি'উল বায়ান ফী তাবিলীল কুরআন*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি. /২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৮৭।

৩৫১ রাগিব ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন***, (বৈরূত: দারুলকালাম, ১ম সং১৪১২খ্রি.) পৃ. ২৪৯।

৩৫২ ইমাম শাফি'ঈ, ***তাফসীর*** (সৌদি আরব: দারুত তাদমিরিয়্যাহ, ১ম সং. ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৪।

ইমাম শাফি’ঈ (রাহ.) আরো বলেন: وسنة الحكمة التى ألقى فى روعه عن الله عزوجل

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত হল সেই হিকমাত যা তার দিল মোবারাকে আল্লাহর নিকট হতে উদ্রেক করা হয়েছে।[৩৫৩] আবু হানিফা (রাহ.) এ বিষেয়ে বলেন:

لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن

(হাদীস না থাকলে আমরা কেউই কুরআন বুঝতাম না)।[৩৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মহান দায়িত্ব হল, মানুষকে ‘হিকমাত’ শিক্ষা দেয়া। হিকমাত বলতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতকে বোঝানো হয়েছে।[৩৫৫] আল্লামা বদরুদ্দীন ‘আয়নী (রাহ.) বলেন: সুন্নাত ও হাদীসকে সুন্নাত বলার মর্ম এই যে, এর দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।[৩৫৬]

ইব্ন জাবির আত-তাবারী (রাহ.) বলেন: হিকমাত হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার বিধিবিধান সম্বলিত যা রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বিশ্লেষণ ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব।[৩৫৭] অতএব হিকমাত সম্পর্কে জ্ঞান ও তার বাস্তবায়নের জন্য আল-হাদীসের শরনাপন্ন হওয়া জরুরী।

২. ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের পরতে পরতে প্রতিটি কাজ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পালন করার নাম-ই ইবাদাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে’।[৩৫৮]

আল্লাহ তা‘আলা সালাত আদায়ের নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

---

৩৫৩ কুশাইরী, ***কিতাবুর রিসালাহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩৫৪ মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, ***কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুনুনি মুসতালিহুল হাদীস*** (বৈরূল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৫২।

৩৫৫ যাফর আহমাদ উসমানী, **মা’আরিফুল হাদীস** (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২২-২৩।

৩৫৬ আবু মুহাম্মাদ ‘আইনী, **উমদাতুল ক্বারী,** (দিল্লী: মাকতারাতে রাশিদীয়া), খ. ২. পৃ. ৬২।

৩৫৭ আত-তাবারী, ***জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন***(বৈরূত: দারুল মা’আরিফা, ১ম সং, ২৩২৯ হি.) খ.২৮, পৃ.৬২

৩৫৮ আল-কুরআন, **সূরা যারিয়াত,** ৫১:৬৫।

‘সালাত প্রতিষ্ঠা কর, নিশ্চয় সালাত সকল প্রকার অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে’।[৩৫৯]

ইসলামী শরী‘আতে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার পর একজন মু‘মিনের ওপর দায়িত্ব হল, সালাত আদায়সহ ফরয ইবাদাতসমূহ আদায় করা। সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অর্থাৎ হাদীসের ‘ইলম ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাহ.)-এর সাথে এক ব্যক্তির কথপোকথন থেকে এর বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। হাসান (রাহ.) বলেনঃ

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ , كَانَ جَالِسًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُهْ , فَدَنَا , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ فِيهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَصَلَاةَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا , تَقْرَأُ فِي اثْنَتَيْنِ , أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

(একবার ইমরান ইব্ন হুসাইন তার সাথীদের নিয়ে বসা ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনি আমাদের নিকট কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করবেন না। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তিনি তাকে নিকটে ডাকলেন। সে তার নিকটবর্তী হল। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে যদি শুধু আল-কুরআনের ওপর নির্ভরশীল করে দেখা হয়, তবে কি তুমি তাতে যুহরের চার রাকা‘আত, ‘আসরের চার রাকা‘আত ও মাগরিবের তিন রাকা‘আত সালাতের উল্লেখ পাবে? তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে যদি শুধু কুরআনের ওপর নির্ভরশীল করে দেখা হয়, তবে কি তুমি তাতে সাত বার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়া পর্বতে তাওয়াফ পাবে)।[৩৬০] কাজেই মানব জীবনে আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় অপরিসীম।

৩. আল্লাহ তা‘আলার ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

আল্লাহ তা’আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তার-ই ধারাবাহিকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তা’আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ তার বান্দা। আল্লাহ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাকে আনুগত্য করার পরই তাঁর রাসূলের

---

৩৫৯ আল-কুরআন, **সূরা আনকাবুত,** ২৯:৪৪।

৩৬০ আল-খাতিব আল-বাগদাদী, ***আল-কিফায়াতু ফী ‘ইলমির রিওয়ায়া*** (মদীনা:আল-মাকতাবাতুল ‘ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৫।

আনুগত্য করার হুকুম দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা-ই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

'কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি'।[৩৬১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

'বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না'।[৩৬২] তিনি আরো বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শ্রবণ করছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না; এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বলে, 'শ্রবণ করলাম; বস্তুত তারা শ্রবণ করে না'।[৩৬৩]

ওপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য হল আল্লাহ ও তার রাসূলকে আনুগত্য করতে হবে। আল-কুরআনে আল্লাহকে আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়ে হয়েছে। আবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব নয়, এ কারণে আল-হাদীসকে বাদ দিয়ে আল-কুরআন অনুযায়ী আমল করাও অসম্ভব। সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার করা। আল্লাহর আনুগত্য করার পদ্ধতি হল, আল-কুরআনের আদেশ-নির্দেশ মান্য করা। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করার পদ্ধতি হল, তার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করা। আল্লাহর হুকুম আহকাম আল্লাহর কালাম আল-কুরআনে বর্তমান। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ নিষেধ রয়েছে তার কথা, কাজ ও সমর্থনে। অর্থাৎ আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[৩৬৪] আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের অবাধ্যতার পরিনাম সম্পর্কে বলেন:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

---

৩৬১ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪: ৮০।

৩৬২ আল-কুরআন, **সূরা আল-ইমরান,** ৩ :৩২।

৩৬৩ আল-কুরআন, **সূরা আনফাল,** ৮:২০-২১।

৩৬৪ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস*** (ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ১৪১৫ হি./২০০৪ খ্রি.),পৃ. ৬৯।

‘আর কেউ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে’।[৩৬৫] এ অবাধ্যতা আল-কুরআন অবাধ্যতার-ই-নামান্তর।[৩৬৬] রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যথাযথভাবে অরনুসণ করা হবে। আল্লাহ আ'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

‘রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা তোমার নিকট আসলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে’।[৩৬৭]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

‘আল্লাহ্ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে’।[৩৬৮]

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

‘বল হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু

---

৩৬৫ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪:১৪।

৩৬৬ মুহাম্মাদ সাদিক ‘আরজুন, ***আল-মাওসূআতু ফী সামাহাতিল ইসলাম*** (কায়রো: মুয়াস্ সাসাতু সাজালিল আরব, ১৯৭২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৬৮।

৩৬৭ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪:৬৪।

৩৬৮ আল-কুরআন, **সূরা আহযাব**, ৩৩:৩৬।

ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও'।[৩৬৯]

৪. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা

আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার জন্য নবীজী (সা.)-কে অনুসরণ অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[৩৭০]

এই আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার কার্যত পন্থা হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য-অনুকরণ করা। ঈমানের অপরিহার্য দাবী হল, আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য-অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন ও পাপ মোচনের জন্য অনিবার্য করণীয় হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ না করলে কেউ মু'মিন থাকে না, কাফের হয়ে যায়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য করা ফরয । প্রথমতঃ আল্লাহকে অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য না করা যেমন কুফরী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য না করা কুফরী। অর্থাৎ আল্লাহ-কে আনুগত্য না করলে যেমন বান্দা কাফির হয়ে যায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য না করলে বান্দা কাফির হয়ে যায়।[৩৭১] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও সম্মতি-ই হল আল-হাদীস। কাজেই আলা-হাদীসে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

৫. উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) মু'মিনের জন্য উসওয়াতুন হাসানাহ বা উত্তম আদর্শ। জীবনের সকল কর্মধারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শে প্রচালিত করা ইমলামের দাবী এবং অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

---

৩৬৯ আল-কুরআন, **সূরা আরাফ**, ৭: ১৫৮।
৩৭০ আল-কুরআন, **সূরা আল-ইমরান**, ৩: ৩১।
৩৭১ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম রাহ. ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

‘তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ’।[৩৭২]

সূতরাং মহানবী (সা.) এর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে তিনি যে শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় অপরিহার্য।

৬. আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-কে ভালবাসা

ঈমানের শাখা প্রশাখার অন্যতম হল আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলকে ভালবাসা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم

‘বলুন (হে রাসূল) তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ গুনাহ মার্জনাকারী, দয়াশীল।[৩৭৩]

আল্লাহকে ভালবাসার অনিবার্য দাবী ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে, রাসূলে কারীম (সা.)-কে অনুসরণ করে চলা। আল্লাহকে ভালবাসার উপায় হচ্ছে রাসূলে কারীম (সা.)-কে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহ ভালবাসা ও তাঁর নিকট থেকে গুনাহের মার্জনা লাভ সম্ভব নয়। এমনকি এ ছাড়া মানুষ মু’মিনই হতে পারে না। মুসলিমও থাকতে পারে না; বরং কাফির হয়ে যায়।[৩৭৪] আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসার উপায় হল আল্লাহ ও তার রাসূল সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তাদের হুকুম আহকাম যথার্থরূপে পালন করা। এজন্য আল-হাদীস শিক্ষা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা অতীব জরুরী।

৭. আল-কুরআনের মর্মার্থ জানা

আল-কুরআনে সব কিছুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কোন বিষয়ে বিস্তারিত ও কোন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত। আল-কুরআনের মর্মার্থ জানার জন্য আল-হাদীসের বিকল্প নেই। আবার কোন কোন সময় তিনি সাহাবাগণের জিজ্ঞাসায় অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা দিতেন। যেমন, আল্লাহ তা’আলা বলেন:

---

৩৭২ আল-কুরআন,সূরা আহযাব, ৩৩:২১।
৩৭৩ আল-কুরআন, **সূরা আলে-ইমরান**, ৩:৩১।
৩৭৪ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেননি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত'।[৩৭৫] এ আয়াতটি সাহাবাগণের নিকট দুর্বোধ্য হলে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বললেন:

أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم

(ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে যুলুম করেনি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এখানে যুলুম অর্থ শিরক। তোমরা কি লোকমান (আ.) কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে দেওয়া উপদেশ শুননি? তিনি পুত্রদের বলেছিলেন, হে বৎস, তুমি আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চয় শির্ক এক বড় যুলুম)।[৩৭৬] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

'সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগমণ পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।[৩৭৭]

এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবী 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা বালিসের নিচে রাখলেন। রাত গভীর হলে তিনি সেই কাল সুতা ও সাদা সুতা বার বার বের করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তার নিকট সাদা-কালোর মাঝে কোন পার্থক্য প্রতিভাত হয়নি। তিনি সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট হয়ে ঘটনাটি খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ (না এ দু'টি সুতা নয় বরং রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো)[৩৭৮]

---

৩৭৫ আল-কুরআন, **সূরা আন'আম,** ৬:৮২।

৩৭৬ ইব্‌ন তাইময়্যাহ, ***আল-ঈমান*** (আম্মান:আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৫ম সং, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৬৮

৩৭৭ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৮৭।

৩৭৮ বুখারী, আস্-সাহীহ, প্রাগুক্ত. খ.৩. পৃ.২৮।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

'এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর, অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যা আমারই'।[৩৭৯]

এ আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তিনটি কাজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন:

১)আল-কুরআনের সংরক্ষণ করা, পাঠ করানো ও আল-কুরআনের শিক্ষা দান। প্রথম দু'টি কাজের জন্য আল্লাহ জিবরাইল (আ.) মারফত আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পাঠ করিয়েছেন, হযরত জিবরাইল পাঠ করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও সেই পাঠের অনুসরণ করতে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও তার অধ্যায়ন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তঃকরণে কুরআনকে সঞ্চিত ও সু-সংবদ্ধ করে দিয়েছেন। এইভাবে প্রথম দুটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়টি, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কুরআনের অর্থ, ভাব, তাৎপর্য ও কঠিন অংশের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআন থেকে স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। মূলতঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কর্তৃক শিক্ষা দেয়া যাবতীয় বিষয় হাদীসের মধ্যে নিহিত রয়েছে।[৩৮০] ইমাম আওযায়ী (রাহ.) বলেন: আল-কুরআন সুন্নাহ-এর প্রতি তার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী যতটুকু সুন্নাত কুরআনের প্রতি মুখাপেক্ষী।[৩৮১] এ জন্য ইমাম শাতিবী (রাহ.) বলেছেন:

ইমাম শাতেবী (রা.) বলেন,

فلا تجد فى السنة امرا الا والقران قد دل على معناه

(অধিকন্তু আল-হাদীসের পুরোটা আল-কুরআন সমর্থিত।[৩৮২] অতএব উপরোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন আল-হাদীসের মুখাপেক্ষী। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী। এই বাণী মানুষকে শিক্ষা দেয়ার অর্থ, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। এই ব্যাখ্যাই হল,

৩৭৯ আল-কুরআন, **সূরা আল-কিয়ামাহ**,৭৫:১৭-১৯।

৩৮০ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস*** (ঢাক: খায়রুম প্রকাশনী, ১৪১৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

৩৮১ ড. মুস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী, ***ইসলাম শরীয়াহ ও সুন্নাহ***, অন. এ, এম, এ, সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: ইয়ারা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ৪১৪)।

৩৮২ আবূ বকর ইব্ন 'আলী শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ*** (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১২।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুপম বাণী যা আল-হাদীস বলে পরিচিত। মূলত: আল-হাদীস বা সুন্নাতে যা আছে তা আমল করা, আল-কুরআনের ওপর আমলেরই নামান্তর।[৩৮৩]

আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রায়োগ

আল-কুরআনে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে, যেমন- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে আল-কুরআন শুধু নির্দেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ গুলোর স্বরূপ ও প্রয়োগ বিধির বর্ণনা দিয়েছেন। বাস্তবতা হল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-র প্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া এগুলোর ওপর আমল করা অসম্ভব। যেমন তিনি সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

(তোমরা আমার দেখানো পদ্ধতি অনুসারে সালাত আদায় করো। যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের কেউ একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজেষ্ঠ্য তোমাদের ইমামতি করবে)।[৩৮৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে'।[৩৮৫] সালাত আদায়ে অন্তঃকরণের উপস্থিতি অতি অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه"

(আল্লাহ এমন সালাতের দিকে তাকান না যে সালাতে সালাত আদায়কারী তাঁর শরীরের সাথে তাঁর অন্তঃকরণ উপস্থিত করে না)।[৩৮৬] হযরত আল-হাসান আল বাসরী (রাহ.) বলেন:

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الْقَلْبُ فَهِيَ إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ

---

৩৮৩ ড. মুহাম্মাদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন* (কায়রো: দারুল ইলম আল-আরাবী, ১৪০৯ হি.), পৃ. ২১।

৩৮৪ ঈমাম শাফি'ঈ, *মুসনাদ* (কুয়েত: শিরকাতু গারাসি লিন নাশরী ওয়াত তাওযী'ঈ, ১ম সং., ১৪২৫ হি.,/২০০৪ খ্রী.), খ.১ পৃ.১০৩।

৩৮৫ আল-কুরআন, **সূরা 'আনকাবূত**, ২৯:৪৪।

৩৮৬ 'আব্দুর রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, *আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

(যে সালাতের মধ্যে অন্তঃকরণ উপস্থিত থাকবে না, সে সালাত দ্রুত শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে)।[৩৮৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন: خذوا عني مناسككم (তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হাজ্জের নিয়মাবলী গ্রহণ কর।)[৩৮৮]

বাস্তবতা এই যে, আল-কুরআনের অনুপম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হল আল-হাদীস। এ জন্য আল-হাদীস মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। আল-হাদীসকে বাদ দিয়ে আল-কুরআন বোঝা ও বোঝানোর প্রচেষ্টা করা ব্যর্থ। আল-কুরআনকে জানতে ও বুঝতে হলে অবশ্য আল-হাদীসকে যথার্থভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ

'সেই দিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষীরূপে তাদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম'।[৩৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হ'লো, আল্লাহ সকল বিষয়কে বর্ণনা করেছেন- কখনো প্রত্যক্ষ দলীলের (بطريق النص) মাধ্যমে আবার কখনো হাদীস বা সুন্নাতের মাধ্যমে আল-কুরআনের ব্যাখ্যারূপে।

হযরত মিকদাম ইব্‌ন্ মা'দিকারাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (সাবধান আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে। সাবধান! সম্ভবত কোন সুখি ব্যক্তি তার আসনে উপবিষ্ট হয়ে বলতে শুরু করবে যে, তোমরা কেবল এ কুরআন অনুসরণ কর। এতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম বলে মেনে নাও। প্রকৃত বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর ঘোষিত হারামেরই নামান্তর)।[৩৯০] মুহাদ্দিসগণ এ কারণে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

اصول جامع المسائل ذكرت فى القرأن- واما تفاريعها فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم-

---

৩৮৭ ফাখরুদ্দীন রাযী, ***মাফাতিহুল গাইব*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০ হি.), খ. ২৩, পৃ. ২৬০।

৩৮৮ ইমাম শফি'ঈ, ***মুসনাদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩৫০; ইব্‌ন 'আবদির বার, ***জামি উবায়ামিস 'ইলম*** (মিশর: ইদরোতুল মাকতাবাতিস মুনারিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯০।

৩৮৯ আল-কুরআন, **সূরা নাহ্‌ল,** ১৬:৮৯।

৩৯০ ড. মুহাম্মাদ আবু যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

(সমগ্র বিষয়েরই মূল বিধান আল-কুরআনে উল্লেখিত রয়েছে কিন্তু এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনায় সুমহিত)।[৩৯১] ইমাম আবূ হানিফা (রাহ.) বলেন:

لو لا السنة ما فهم احد منا القرأن

(সুন্নাত (হাদীস) না থাকলে আমাদের মধ্যে কেউ আল-কুরআন অনুধাবন করতে পারত না)।[৩৯২]

শাহ ওয়ালিউল্যাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) বলেন:

'ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের তুলনায় সর্বাধিক উন্নত, উত্তম এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। মূলত: এই 'ইলম অন্ধকারের মধ্যে আলোক স্তম্ভ, চতুরদিক উজ্জলকারী মধু পুর্ণিমা। যে ব্যক্তি আল-হাদীস অনুসরণ করবে এবং একে আয়ত্ব করবে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে এবং প্রভূত কল্যান লাভ করবে। আর যে অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে পথভ্রষ্ট হবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক বিষয়ের আদেশ করেছেন আবার নিষেধও করেছেন অনেক বিষয়ে। সৎকর্মের উত্তম প্রতিদানের সু-সংবাদ দিয়েছেন আর পাপাচারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তিনি লোকদের উপদেশ দিয়েছেন। কাজেই আল-হাদীস আল-কুরআনের অনুরূপ গুরুত্বের দাবিদার অথবা বিশেষ আরো অধিক।[৩৯৩] উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট যে, মানব জীবনে আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর'।[৩৯৪]

৩৯১ খালীল আহমাদ যাহারানপুরী, ***বাবলুল মাজহুদ*** (মুলতান: মাকতাবায়ে কাসেমিয়া, ১৪০৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৬।
৩৯২ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, ১০৩।
৩৯৩ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী, ***হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*** (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, ১ম সং, ১৩৭৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১।
৩৯৪ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪: ৫৯।

এ আয়াত তিনটি বিভিন্ন সত্তার আনুগত্য করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ মহান আল্লাহর আনুগত্য, দ্বিতীয়তঃ রাসূলে কারীম (সা.)- এর আনুগত্য এবং তৃতীয়তঃ মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য। আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রসংগে স্পষ্ট ভাষায় দু'দু' বার। 'আনুগত্য কর' (أَطِيعُوا) বলার কারণে উভয় আনুগত্যই মৌলিক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে আল-কুরআন মেনে চললেই কার্যত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হতে পারে। কিন্তু 'আনুগত্য কর রাসূলের' (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)-এ আদেশ কার্যকর করার কি উপায় রয়েছে?[৩৯৫] উপরোক্ত আয়াতে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার কি উপায় হতে পারে? উপায় হল রাসূলে কারীম (সা.)-এর সুন্নাত ও হাদীসকে গ্রহণ ও অনুসরণ করা। তা করা হলেই কেবল আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ পালন করা সম্ভব, তাছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। তাই ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মায়মুন ইব্ন মেহরান বলেছেন: আল্লাহ্র প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি ফিরানো এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি ফিরানোর অর্থ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেমনটি সাহাবীগণ পেশ করতেন ঠিক তেমনি তাঁরই নিকট পেশ করা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর জান কবয করে নিয়েছেন, তখন এর বাস্তব অর্থ তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরানো।

৮. ক্বালবকে গুনাহমুক্ত রাখা

মানুষ যে পাপ করে তা ক্বালবে কালো দাগরূপে প্রতিভাত হয়। পাপের কারণে পার্থিব জগতে মানুষ নিন্দনীয় হয়। পাপ থেকে বিরত না থাকলে ক্বালব কালো দাগে ভরে যায়। তখন পাপী বান্দা পাপ করতে ভালবাসে। এক সময় সে ঈমান হারিয়ে ফেলে। এই পদস্খলন হল বান্দার জন্য খুবই মন্দ পরিনাম। ফলে উচিৎ হল ক্বালবকে গুনাহমুক্ত রাখা। ক্বালবকে রোগমুক্ত ও গুনাহমুক্ত রাখার জন্য নাফসকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। নাফসের কাজ হল প্রাথমিক স্তরে বান্দাকে সব সময় মন্দ কাজে প্ররোচিত করা। প্রবৃত্তির কারণে তা ব্যহত হয়। কিয়ামতে বান্দা উপকৃত হবে 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' নিয়ে উপস্থিত হলে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেন:

---

৩৯৫ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন পাবলিকেশন, ১৪১৫ হি. / ২০০৪ খ্রী.) পৃ. ৬৯।

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي – وَادْخُلِي جَنَّتِي .

'হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৩৯৬] আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে'।[৩৯৭]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষা এই যে, 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' ও 'ক্বালবে সালিম' অর্জনের জন্য 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই। যখন নাফস শরী'আতের বিধান প্রতিপালনে এবং মন্দ প্রবৃত্তির বিরোধীতায় অটল থাকে, তখন সে নাফসকে নাফসে মুতমাইন্নাহ বলা হয়।[৩৯৮] আর ক্বালবে সালিম বলা হয় সুস্থ অন্তঃকরণকে।[৩৯৯] মূলতঃ ক্বালবে সালিম মু'মিনের ক্বালব।[৪০০] গুনাহমুক্ত ক্বালবকে বলা হয় ক্বালবে সালিম। ক্বালবে সালিম-ই মু'মিনের ক্বালব।[৪০১] আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের ক্বালব তৈরীর প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। এর জন্য যা কিছু করণীয় ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সবই রয়েছে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের মধ্যে। অতএব আল-হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ভাল কাজে আত্মনিয়োগ ও মন্দ কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ

আল-কুরআন ও আল-হাদীস অনুযায়ী যাবতীয় ভাল কাজে আত্মনিয়োগ ও সমস্ত মন্দ কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাফসে আম্মারাহ-কে নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ উন্নীত না করলে ক্বালব পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয় না। নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্জিত হলে সব ধরণের করণীয় আমল বান্দার নাফসের দাবীতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

৩৯৬ আল-কুরআন, **সূরা আল-ফাজ্‌র,** ৮৯:২৭-৩০।

৩৯৭ আল-কুরআন, **সূরা আশ-শু'আরা'** ২৬:৮৮-৮৯।

৩৯৮ হাবী, সাঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩৯৯ আবূ হাফস সিরাজুদ্দীন আন-নু'মানী, ***আল-লুবাবু ফী 'উলুমিল কিতাব*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ.৫০।

৪০০ আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ সালিহ, ***মুফসিদাতুল কুলুব,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪০১ আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ সালিহ, ***মুফসিদাতুল কুলুব,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্‌ তো শাস্তি দানে কঠোর’।[৪০২]

মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা‘আলা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানরূপে মনোনীত প্রদান করেছেন। মানবজাতিকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবুয়াত ও রিসালাতের যে মহত্তর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতেই প্রাপ্ত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গরূপ। ফলে স্বভাবতই এ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামকে জানতে হলে আল-কুরআনের সাথে সুন্নাতে রাসূলকেও জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে। আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইব্‌ন মুসা আশ-শাতিবী (রাহ.) বলেছেনঃ আল-হাদীস হচ্ছে আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত অর্থের বিস্তারিত বর্ণনা দানকারী, আল-কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বোধক তথ্য ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দানকারী এবং কুরআনের ইঙ্গিতের বিস্তৃত বিবরণদানকারী।[৪০৩] মানব জাতির জন্য বিশেষ করে মুত্তাকীদের হিদায়াত নামা হল, আল-কুরআন। তিনি আল-কুরআনের বিধি বিধান বাস্তবায়নের জন্যই যা বলেছেন, করেছেন-সবই ওহী। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

‘এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়’।[৪০৪]

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদের জীবনকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইসলামকে একটি নিষ্প্রান ও স্থবির ধর্মে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে হাদীসের প্রামাণিকতা, বিশুদ্ধতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা চলে আসছে। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে কিছু স্ব-ঘোষিত ব্যক্তিবর্গ হাদীসের সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে নানা অবান্তর প্রশ্ন তুলে এর বিশুদ্ধতাকে মুসলিম জনমনে নতুন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মতে কুরআনই ইসলামী শরী‘আতের একক ও একমাত্র উৎস। এর মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল-হাদীস নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত নয়। তাই একে শরীয়অতের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া যাচ্ছে না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আল-হাদীসকে অস্বীকার করে আল-কুরআন অনুযায়ী আমল করা আদৌ সম্ভব নয়।

---

৪০২ আল-কুরআন, **সূরা আল-হাশর,** ৫৯:৭।

৪০৩ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম আল-লাখমী, ***আল-মুযফিকাতু ফী উসূলিল আহকাম*** (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৫ ইং), খ. ৪, পৃ. ১২।

৪০৪ আল-কুরআন, **সূরা নাজম,** ৫৩:৩-৪।

তৃতীয় অধ্যায়

তাযকিয়াতুন নাফস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	তাযকিয়াতুন নাফস-এর প্রকৃতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	নাফস-এর স্তর
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	তাযকিয়াতুন নাফস-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাযকিয়াতুন নাফস-এর প্রকৃতি

রিসালাতের চারটি মৌলিক দায়িত্বের অন্যতম হল-‘তাযকিয়াতুন নাফস’ বা আত্মিক পরিশুদ্ধিকরণ। ইসলামী শরী‘আতে ‘তাযকিয়াতুন নাফস’ বা আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা করা ফরজে আইন। নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য মন্দ কর্মপ্রবণতা। নাফস পরিশুদ্ধ না হলে ঈমান ও আমল কখনো বিশুদ্ধ ও আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব মু‘মিনের কর্তব্য হল, নাফসের পরিশুদ্ধি অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। নতুবা পার্থিব জীবনে রয়েছে অশান্তি ও দুর্ভোগ এবং পরজীবনে ভোগ করতে হবে মর্মান্তিক শাস্তি। দুনিয়ায় পরিশুদ্ধি অর্জন ছাড়া আখিরাতে সফলতার প্রত্যাশা অসম্ভব। এটি একটি নিয়ম মাফিক দৈনন্দিন সাধনার বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার বিষয় নয়। নাফসের পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তন-ই সমাজ ও উম্মাহর পরিবর্তনের সোপান। এ কারণে ইসলামী শরী‘আত আত্মশুদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এতে ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগ কলুষমুক্ত হবে। ফলে বান্দা ইহকালে উপভোগ করবে সুখ-শান্তি ও পরকালে পাবে চিরস্থায়ী পরিত্রাণ।

তাযকিয়াতুন নাফস-এর পরিচিতি

তাযকিয়াতুন নাফস কথাটি দু‘টি শব্দ যোগে গঠিত। এর একটি হল তাযকিয়াহ (تَزْكِيَةٌ) আর অন্যটি হল নাফস (نَفْسٌ)। তাযকিয়াতুন নাফস (تَزْكِيَةُ النَّفْسِ) অর্থ আত্মশুদ্ধি।[৪০৫] আল-কুরআন ও আল-হাদীসে আত্মশুদ্ধির ওপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। মানব জীবনে আত্মশুদ্ধি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। নিম্নে তাযকিয়াতুন নাফস-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উপস্থাপন করা হল:

নাফস (نَفْسٌ) শব্দের বিশ্লেষণ

নাফস (نَفْسٌ) আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি একবচন। এর বহুবচন أَنْفُسٌ অথবা نُفُوسٌ । অর্থ: ‘ব্যক্তি, যেমন, عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْساً (আমার নিকট পনের

---

৪০৫ সম্পাদনা পরিষদ, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং, ১৪৩১ হি./ ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৫৮।

জন লোক আছে)। কু-দৃষ্টি, যেমন, أَصَابَتْهُ نَفْسٌ (তার কু-দৃষ্টি লাগল)। নিজে, স্বয়ং, খোদ, কখনো দৃঢ়তা প্রকাশ করে, যেমন, جَاءَنِي هُوَ نَفْسُه أو بِنَفسِهِ (সে স্বয়ং আসল)। নিজের প্রতি আস্থা, بَذَلَ النَّفْس (সে আত্মোৎসর্গ করল), بَذَلَ النَّفْس والنَّفِيس (সে সব কিছু বিসর্জন দিল)। নাফস শব্দটি আরো অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন, মানুষ, প্রাণী, রক্ত, আত্মা, মন, সাহস, সম্মান, আত্মমর্যাদা, অভিমত, ইচ্ছা, বিবেচনা, দোষ, শাস্তি, পানি, প্রবৃত্তি ইত্যাদী।[৪০৬] আবূ ইসহাক বলেন: 'আরবী ভাষায় নাফস (نَفْسٌ) শব্দটি প্রাণ ও ব্যক্তি সত্তা অর্থে প্রয়োগ হয়'। যেমন, আরবগণ বলে থাকে যে, خَرَجَتْ نَفْسُه، أي رُوحُه।[৪০৭] তবে মৌলিকার্থে নাফস (نَفْسٌ) শব্দটির দু'টি অর্থ বিদ্যমান- ক) মানব প্রবৃত্তি। নিন্দনীয় ও বর্জনীয় গুণাবলীর সকল উপাদানই হল নাফস। খ) মানুষের ব্যক্তিসত্তা। যা অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হয়ে থাকে।[৪০৮]

নাফসের পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে 'নাফস' সম্পর্কে বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'হে মু'মিনগণ, তোমাদের নাফসসমূহের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন'।[৪০৯]

এ আয়াতের মর্ম হল, ব্যক্তিমানুষ ও নাফস দু'টি একই সত্তা নয়। বরং পৃথক পৃথক দু'টি সত্তা। নাফস ব্যক্তিমানুষের ওপর ন্যাস্ত। ব্যক্তিমানুষই নাফসের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে।

মানব সৃষ্টির মূলে রয়েছে দু'প্রকার রূহ। ১) স্বর্গজাত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ জাগতিক রূহ ও ২) মর্ত্যজাত অর্থাৎ নিম্ন জগতিক রূহ। ঊর্দ্ধ জাগতিক রূহ হল মূল রূহ। আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি,

---

৪০৬ সম্পাদনা পরিষদ, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./ ২০১০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৬২।

৪০৭ মুরতাদা আয-যাবায়দী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ***তাজুল 'আরূসি মিন জাওয়াহিরিল কামূস*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ৫৫৬।

৪০৮ হাবী, সাঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ*** (কায়রো: দারুস সালাম, ৪র্থ সং. ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

৪০৯ আল-কুরআন, ***সূরা আন'আম,*** ৫:১০৫।

যা একটি সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট কিন্তু বস্তুবিহীন। স্বর্গজাত রূহকে কাশ্‌ফ বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়। তবে এর আসল স্বরূপ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কাশ্‌ফসম্পন্ন মনীষীগণের নিকট এর আসল স্থান আরশের ওপরে নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব হয়। পাঁচটি স্তর যথা- ক্বালব, রূহ, সির্‌, খাফী ও আখফা। এগুলি 'আলমে আম্‌র অর্থাৎ আদেশের জগতের অতিশয় সূক্ষ্ম তত্ব এবং একটি অপরটি অপেক্ষা সূক্ষ্ম। মর্ত্যজাত রূহ হ'লো, যা মানব শরীরের চার উপাদান- আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাস্প। এ মর্ত্যজাত অর্থাৎ নিম্ন জগতিক রূহকেই বলা হয় 'নাফস'। আল্লাহ তা'আলা মর্ত্যজাত রূহ অর্থাৎ নাফসকে স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। সূর্যের বিপরীতে আয়না রাখলে যেমন আয়নার মধ্যে সূর্যের যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সে প্রতিবিম্ব আলো দেয়, তাপ দেয়, তেমনিভাবে ঊর্দ্ধ জাগতিক রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। নাফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াই প্রতিটি ব্যক্তির আংশিক রূহ বা শাখাগত রূহ বলা হয়। স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণসহ নাফস সর্বপ্রথম মানবদেহের হার্ট তথা হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত হয়। রূহের সাথে নাফসের এ সম্পর্কের নাম হল হায়াত বা জীবন। এ সম্পর্কের দ্বারা হৃৎপিন্ডে যে জীবন ও বোধশক্তি সৃষ্টি হয় তা মূলতঃ নাফস (মর্ত্যজাত রূহ) স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। অতঃপর সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়ে দেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। নাফস অর্থাৎ নিম্ন জাগতিক রূহ এভাবে ঊর্দ্ধ জাগতিক রূহকে ধারণ করার পর সে আবার ক্বালবের সাথেও সম্পৃক্ত হয়।[৪১০]

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রাহ.) বলেনঃ 'মানুষের দেহকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আব, আতশ, খাক, বাদ (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস)-এই চার প্রকার মৌলিক পদার্থের দ্বারা। এই চার প্রকার স্থুল পদার্থের সংমিশ্রনে এবং ভাঙ্গন-গড়নে গ্যাসের মত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ শক্তি হয়। একেই বলে নাফস। নাফসের মধ্যে রয়েছে জাগতিক প্রবৃত্তি বা চাহিদা'।[৪১১]

নাফসের মধ্যে চাহিদার উৎপত্তির মূলে রয়েছে 'হাওয়া' (هوى)। মানুষ বস্তু উপাদানে গঠিত। ফলে সে বেঁচে থাকার জন্য বস্তু উপাদানের মুখাপেক্ষী। বস্তু কেন্দ্রিক মানুষের এই প্রবৃত্তিগত ক্রিয়াকে বলা হয় 'হাওয়া'। যা তৈরী হয় বস্তু এবং বস্তুজাত প্রভাব দ্বারা। এই হাওয়া-ই হল মানুষের নাফসানী অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব। পার্থিব জগতে নাফস ব্যক্তিমানুষের অধীনে অংগীভূত অবস্থায় বিরাজমান। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের (দেহধারী) নাফস পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক নয় বরং

৪১০ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্‌ (রহ.), *তাফসীরে মাযহারী* (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৭-৩৮।
৪১১ মাওলানা, শামছুল হক ফরিদপুরী রাহ. *তাসাওউফ তত্ত্ব* (ঢাকা: বিশ্ব কল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩০।

ব্যক্তিমানুষই নাফসের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি (হাওয়া) হতে নাফসকে বিরত রাখে, জান্নাত-ই হবে তার আবাস'।[৪১২]

ওপরোক্ত আয়াতের মর্ম থেকে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিমানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অন্তঃকরণে ভয় রাখে এবং নিজের নাফসকে মন্দপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে তবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। কাজেই মু'মিন জীবনে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন অতি অপরিহার্য।

আল-কুরআনে নাফস (نَفْسٌ) শব্দের ব্যবহার

আল-কুরআনে নাফস শব্দটি প্রধানত পাঁচটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে:

১. নাফস (نفس) অর্থাৎ মর্ত্যজাত রূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'হে মু'মিনগণ, তোমাদের নাফসসমূহের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন'।[৪১৩]

২. ক্বালব (قلب) অর্থাৎ অন্তঃকরণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً

'আর তুমি তোমার প্রতিপালককে অন্তঃকরণে বিনীত ও সশংকচিত্তে স্মরণ কর'।[৪১৪]

৩. রূহ (روح) অর্থাৎ প্রাণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ

---

৪১২ আল-কুরআন, **সূরা নাযি'আত,** ৭৯:৪০-৪১।

৪১৩ আল-কুরআন, ***সূরা আন'আম,*** ৫:১০৫।

৪১৪ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ,** ৭:২০৫।

‘যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশতাগণ তাদের হাত প্রসারিত করে বলবে, ‘তোমরা তোমাদের প্রাণসমূহ বের কর!’ ।[৪১৫]

৪. জাসাদ (جسد) অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা বা মানব শরীর। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

‘প্রত্যেক প্রাণী (শরীর) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে’ ।[৪১৬]

৫. হাওয়া (هوى) অর্থাৎ মানবপ্রবৃত্তি। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

‘সে (ইউসূফ আ.) বলল, ‘আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই নাফস স্বভাবতই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন’ ।[৪১৭]

নাফস, ক্বালব ও রূহের মধ্যে পার্থক্য

অনেকে মনে করেন, নাফস, ক্বালব ও রূহ একই জিনিস। অবস্থা ভেদে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এক দলের মধ্যে নাফস ও রুহের মধ্যে সত্তাগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে উভয়ের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। আরেক দলের মধ্যে রূহ ও নাফস অভিন্ন বস্তু নয়। বরং মানুষের মধ্যে হায়াত রুহ এবং নাফস রয়েছে। যখন মানুষ ঘুমায় তখন তার নাফস বের হয়ে যায়। যা দ্বারা সে বস্তুকে বুঝতে পারে। কিন্তু দেহ থেকে তা একেবারে পৃথক হয়ে যায় না। বরং তার বের হওয়াটা এমন লম্বা রশির ন্যায় যা থেকে আলোক রশ্মি বের হয়। অতএব ঘুমন্ত ব্যক্তি তার বের হওয়া নফসের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে থাকে। আর তার দেহের মধ্যে হায়াত ও রূহ সঞ্চালিত হয়ে থাকে। অতঃপর যখন যে সে জাগ্রত হয় তখন চোখের পলকে নাফস দেহের মধ্যে ফিরে আসে। আবার যদি ঘুমের মধ্যে আল্লাহ কারো মৃত্যু ঘটাতে চান তখন দেহ থেকে বের হওয়া নাফসকে তিনি আটকে দেন। যা আর ফিরে আসতে পারে না।[৪১৮] মূল কথা- ক্বালব, রূহ ও নাফস মানব সৃষ্টির উপাদান। ক্বালব এবং রূহ আলমে আম্‌র অর্থাৎ আদেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত।

---

৪১৫ আল-কুরআন, **সূরা আন‘আম,** ৬:৯৩।

৪১৬ আল-কুরআন, **সূরা আম্বিয়া,** ২১:৩৫।

৪১৭ আল-কুরআন, **সূরা ইউসূফ,** ১২:৫৩।

৪১৮ লেখক মন্ডলী, ***আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ***(ঢাকা: ইফাব প্রকাশনা, ১৪৪২ হি./২০২১ খি.), খ. ৬, পৃ. ৬২৭

নাফস আলমে খাল্‌ক অর্থাৎ জড় জগতের অন্তর্ভূক্ত।[৪১৯] এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। ক্বালব নাফস ও রূহের পাত্র। রূহের প্রভাব কার্যকরী হলে ক্বালব উত্তমগুণে গুণান্বিত হয়। নাফসের প্রভাব বিজয়ী হলে ক্বালব মন্দগুণে গুণান্বিত হয়।[৪২০] রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি, যা একটি সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট কিন্তু বস্তুবিহীন।[৪২১] রূহ মানুষের জীবনীশক্তি বা প্রাণ। মানব দেহে যত দিন রূহ থাকবে তত দিন মানুষের জীবন জারী থাকবে। ঘুমের সময় এটা ওপরে ওঠে যায়। আবার জাগ্রত হলে ফিরে আসে।[৪২২] নাফসকে রূহও বলা হয়। তবে তা মর্ত্যজাত অর্থাৎ নিম্ন জগতিক রূহ। আর স্বর্গজাত অর্থাৎ উর্দ্ধ জাগতিক রূহ হল মূল রূহ অর্থাৎ মানুষের মূল প্রাণ বা জীবনীশক্তি।[৪২৩]

ক্বালব পাত্র বিশেষ। ক্বালবের ওপর দুষ্কর্মের যে বিন্দু বিন্দু কালিমা জমতে থাকে। হাদীসে তাকে চাটাইয়ের পাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা একটি একটি করে বুনুনের শৃংখলে এসে যোগ হতে থাকে। হাদিসের একথাও বলা হয়েছে যে, দুষ্কর্মের ক্বলব গুলো দুধরনের হয়ে থাকে। ক্বলব ফিতনার (দুষ্কর্ম) সম্মুখীন হতেই তার দ্বারা প্রবাহিত হয়। তা ফিতনাকে এমন ভাবে শোষন করে নেয় যেমন, তুলা পানিকে শুষে নেয় এবং এর ওপর কালো তিলক চিহ্ন পড়ে যায়।[৪২৪]

কোন কোন দার্শনিক বলেন:

মানুষের দু'টি নফস রয়েছে। একটি জীবাত্মা অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর পরমাত্মা হল امر الله বা আল্লাহ এমন নির্দেশ। যা বিবেক বিবেচনার মূল বিষয় এবং আল্লাহর নির্দেশনা এই পরমাতাকে লক্ষ্য করেই সম্পাদিত হয়। এই পরমাত্মা ঘুমের সময় দেহ থেকে পৃথক হয়)। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আল্লাহ্‌ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসে নি তাদেরও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং

---

৪১৯ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৪হি./২০০৩ খ্রি.),খ.৭, পৃ.৩৭।

৪২০ আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, ***রূহুল মা'আনী***, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ১৪, পৃ. ২৪১।

৪২১ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭।

৪২২ আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল কারীম, ***আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ*** (মিশর: আল- মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৯৭।

৪২৩ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭।

অপরগুলি ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য’ ।[৪২৫]

আল-হাদীসে নাফস (نفس) শব্দের ব্যবহার

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" مَا تَقُولُونَ فِي صَاحِبٍ لَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ أَكْرَمْتُمُوهُ وَأَطْعَمْتُمُوهُ وَكَسَوْتُمُوهُ أَفْضَى بِكُمْ إِلَى شَرِّ غَايَةٍ وَإِنْ أَهَنْتُمُوهُ وَأَعْرَيْتُمُوهُ وَأَجَعْتُمُوهُ أَفْضَى بِكُمْ إِلَى خَيْرِ غَايَةٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا شَرُّ صَاحِبٍ فِي الْأَرْضِ. قَالَ:" فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَنُفُوسُكُمُ الَّتِي بَيْنَ جنوبكم"

মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের এমন সঙ্গীর ব্যাপারে কী বল, তোমরা যদি তাকে সম্মানিত কর, খাদ্য খাওয়াও, পোশাক পরিধান করাও, তাহলে সে তোমাদেরকে নিন্দনীয় কাজের দিকে নিয়ে যায়? অপর দিকে তোমরা যদি তাকে অপমান কর, বস্ত্রহীন করে রাখ, ক্ষুধার্ত রাখ, সে তোমাদেরকে নিয়ে যায় কল্যাণের দিকে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জমীনের বুকে সে খুবই নিকৃষ্ট সাথী। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় সে হল তোমাদের নাফসসমূহ যা তোমাদের পার্শ্বদেশে অবস্থিত ।[৪২৬]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে এই নাফস অর্থাৎ মানবপ্রবৃত্তিকে তাযকিয়াহ অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

নাফস ও প্রবৃত্তি মানুষের একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষ কখনো এর থেকে পৃথক হতে পারে না এবং এটাকে বর্জনও করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা-ই মানুষের মধ্যে নাফস দিয়েছেন। ফলে মানুষের মধ্যে চাহিদা থাকবে, আসক্তি থাকবে। এ আসক্তি ভাল ও মন্দ উভয় দিক থেকে হয়ে থাকে। ভাল কিংবা মন্দ উভয় চাহিদার উৎস হল এই নাফস। নাফস এমন একটি চালক যার ব্যাপক ও অভিনব ভাল কিংবা মন্দ চাহিদা প্রতিনিয়্যাত প্রকাশ পায়। এই চাহিদা পূরণে মানব শরীর পতিত জমি বা জড় পদার্থের মত আনজাম দিয়ে থাকে।[৪২৭] নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল- মন্দ কর্মপ্রবণতা। যেমন- লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার,

---

৪২৪ মুহাম্মাদ আল গাযালী, ***ইসলামী আকীদা*** (অনু. মুহাম্মদ মূসা), খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৩, খ্রি.), পৃষ্টা-২১৪।

৪২৫ আল কুরআন, ***সূরা জুমার,*** ৩৯:৪২।

৪২৬ কুরতুবী, আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাকর, ***আল-জামি‘উ লি আহকামিল কুরআন*** (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৯৬৪ হি./১৩৮৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১০২।

৪২৭ হাবী, সা‘ঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ*** , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

প্রদর্শনেচ্ছা, সম্মান লিপ্সা, লোভ, মোহ, কৃত্রিমতা, কাম-ক্রোধ, ক্ষোভ, স্বার্থপরতা, কলহ-বিবাদ, পরনিন্দা, পরচর্চা, কৃপণতা, লৌকিকতা, কৃপণতা ইত্যাদি গর্হিত আচরণ। নাফসের এই মন্দ কর্মপ্রবণতা তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ নাফস স্বভাবগতভাবে মন্দ কর্মপ্রবণ হয়ে থাকে। এটি নাফসের প্রথম স্তর। নাফসের স্বভাবগত স্বরূপ সম্পর্কে আল-কুরআনে এসেছে:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

'সে (ইউসূফ আ.) বলল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই নাফস স্বভাবতই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন'।[৪২৮]

মানুষের ক্বালব (قلب) বা অন্তঃকরণের মধ্যে নাফসের স্বভাবগত স্তর থেকে মন্দ ভাবনার উদ্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ وكل بالنفوس شَيْطَان يُقَال لَهُ اللهو فَهُوَ يخيل إِلَيْهَا. 'নাফসসমূহের সাথে এক শয়তান মোতায়ন করা থাকে, যাকে বলা হয় আল-লাহউ। সে নাফসের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয়'।[৪২৯] অন্তঃকরণে নাফসের প্ররোচনা ও শয়তানের প্ররোচনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, নাফস যখন তার স্বভাবগত চাহিদা ও আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য ক্বালব বা অন্তঃকরণকে প্ররোচিত করে, তখন খুবই পিড়াপিড়ি করে। মানব শরীর যতক্ষণ তা কার্যকর না করে ততক্ষণ পর্যন্ত নাফস তার প্ররোচনা করা থেকে বিরত হয় না। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা এর ব্যতিক্রম। তার প্ররোচনায় অন্তঃকরণ সাড়া না দিলে শয়তান সে প্ররোচনা বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি মন্দ বিষয়ের প্ররোচনা করে।[৪৩০] নাফস সর্বদা মানুষের অন্তঃকরণের মধ্যে বিভিন্ন খারাপ ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিতেই থাকে। এই পর্যায়ে নাফস হল এমন একটি চালক যে মানুষকে খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় নাফস থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ কর্মপ্রবণ। এই স্তরের নাফসের কাজ হল ক্বালব বা মানুষের অন্তঃকরণে মন্দ কাজের প্রণোদনা সৃষ্টি করা। ক্বালব যদি সে প্রেরণা সমর্থন করে তবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে কাজ বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যদি শক্তিশালী না হয় তবে অনায়াসে মানুষ পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নাফস প্রথমতঃ মানুষের অন্তঃকরণে মন্দ কাজের আসক্তি প্রেরণ করলে তা বুদবুদসম চিন্তায় রূপ নেয়। নাফসের এই প্ররোচনা ক্বালবে প্রতিহত না হলে তা ইচ্ছা থেকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপ নেয়। এখানেও

---

৪২৮ আল-কুরআন, **সূরা ইউসূফ, ১২ : ৫৩।**

৪২৯ আত-তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আল-হাসান, ***নাওয়াদিরুল উসূলি ফী আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*** (বৈরূতঃ দারুল যাইল, তা. বি.), খ. ৩. পৃ. ১১৭।

৪৩০ আবূ মুহাম্মাদ, রাজবাহান ইব্ন আবী নাসর, ***মাশরাফুল আরওয়াহ*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৬৩।

প্রতিহত করতে না পারলে তা সাধারণ ইচ্ছা থেকে উন্নীত হয়ে প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির রূপ নেয়। এখানেও প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে তা রূপ নেয় দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায়। এ পর্যায়েও ব্যর্থ হলে নাফসের প্ররোচনা বাস্তবে রূপ নেয়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা কার্যে পরিনত হয়। মু'মিন যদি কোন মন্দ কর্ম করে ফেলে, অতঃপর তাওবাহ-ইস্তিগফার এবং বিপরীত কোন ভাল কাজ দ্বারা তাকে প্রতিহত না করে, তবে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন ক্রমাগত কামনা বাসনার চোরাবালিতে মু'মিনের ধ্বংস নিশ্চিত হয় এবং তা থেকে ফিরে আসা মু'মিনের জন্য কষ্টকর হয়।[৪৩১]

নাফসের এ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে যদি প্রতিহত ও পরিবর্তন না করা হয়, তবে সে ক্রমাগত মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করতে থাকে। নাফসের প্ররোচনায় মানুষ একটি পাপ করলে তার ক্বালব বা অন্তঃকরণে পাপের একটি কালো দাগ পড়ে। ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে ক্বালব কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং ক্বালব বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন মানুষ পাপ পংকিলতা থেকে ফিরে আসতে পারে না। এ কারণে নাফসের স্বভাবগত প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

'হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে'।[৪৩২]

---

৪৩১ ইব্নল জাওযী, মুহাম্মাদ ইব্ন বকর ইব্ন আইউব, ***আল-ফাওয়াইদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩৯৩ হি. / ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩১।

৪৩২ আল-কুরআন, **সূরা সোয়াদ**, :৩৮২৬

তাযকিয়াহ (تَزْكِيَةٌ) শব্দের বিশ্লেষণ

তাযকিয়াহ (تَزْكِيَةٌ) আরবী শব্দমূল। বাবে তাফ‘ঈল এর একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থ: পবিত্রকরণ, পবিত্রতা। تَزْكِيَةُ الشُّهُود (স্বাক্ষীদের সততার সনদ প্রদান)। فاز بالتزكية (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করল)। تَزْكِيَةُ النَّفْسِ (আত্মশুদ্ধি)।[৪৩৩] ইব্নু মানযুর বলেন:

أصل الزكاة فى اللغة الطهارة والنماء و البركة والمدح

অর্থাৎ অভিধানে যাকাত শব্দের প্রকৃত অর্থ- পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া, প্রাচুর্যতা, প্রশংসা।[৪৩৪]
রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন:

أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى

অর্থাৎ যাকাতের মৌলিকার্থ হল আল্লাহ তা‘আলার দেয়া বরকত হতে প্রাপ্ত প্রবৃদ্ধি । ইসলামী শরী‘আত মতে সম্পদ থেকে যে অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অর্থাৎ গরীব-মিসকীনদের মাঝে যে অর্থ বিলিয়ে দেয়া হয় তাকে এ জন্য যাকাত (زكاة) বলা হয় যে, এর মাধ্যমে সম্পদে কল্যাণ হয়। এ জন্য আরবগণ কোন ভূমিতে ফসলের প্রবৃদ্ধি-প্রাচুর্য দেখলে বলে থাকে- زكا الزرع يزكو । অথবা এর মাধ্যমে নাফসের পবিত্রতা আসে। আর নাফসের পরিচ্ছন্নতার দ্বারা মানুষ পার্থিব জগতে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, দুনিয়ায় সে প্রশংসিত হয় এবং পরকালে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে।[৪৩৫]

ইসলামী শরী‘আতে তাযকিয়াহ (تَزْكِيَةٌ) শব্দটি ব্যাপক অর্থে এসেছে। এতে ঈমান ও আখলাকের পরিশুদ্ধি এবং সম্পদের যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।[৪৩৬] ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ বলেন:

إصلاح النفوس وتطهيرها، عن طريق العلم النافع. والعمل الصالح، وفعل المأمورات وترك المحظورات

(উপকারী ‘ইলম অর্জন, সৎকর্ম, আদিষ্ট বিষয়সমূহ প্রতিপালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করার মাধ্যমে নাফসকে পরিশুদ্ধ করা)।[৪৩৭] অর্থাৎ অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধি করা শিরক হতে, দেহকে

---

৪৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪১৩ হি./ ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৫৮।

৪৩৪ ইব্ন মানযুর, ***লিসানুল ‘আরব*** (বৈরূত: দারুল ফিকর, ৩য় সং. ২০০৪ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৪৬।

৪৩৫ রাগিব আল-ইস্পাহানী, আবুল কাসিম হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*** (করাচী: নূর মুহাম্মাদ কারখানা তিজারাত কুতুব, তা.বি), পৃ. ২১৩।

৪৩৬ মুফতী, মুহাম্মদ শফী (রহ.), ***মা‘আরেফুল কোরআন***, অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২১হি./২০০০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৭৫৭।

৪৩৭ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ, ***মা‘আলিমু ফীস সুলূকি ওয়া তাযকিয়াতিন নুফূস*** (বৈরূত: দারুল অতন, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৭।

নাপাকী হতে, ধন-সম্পদকে যাকাত প্রদানের দ্বারা, অন্তঃকরণ দিয়ে আল্লাহর স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে, নিজের সত্তাকে নিন্দনীয় চরিত্র থেকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সব ধরণের গুণাহ থেকে পরিশুদ্ধ করার নাম তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ।[৪৩৮]

তাযকিয়াতুন নাফস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

তাযকিয়াতুন নাফস ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মৌলিক বিষয়। তাযকিয়াতুন নাফস-এর কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক. আবূ বকর আল-জাযায়িরী বলেনঃ

تزكية النفس: تبرئتها من الذنوب والآثام.

'আত্মশুদ্ধি হলঃ এটাকে (নাফসকে) সকল অন্যায় ও গুনাহ্ হতে মুক্ত রাখা ।[৪৩৯]

খ. শিহাবুদ্দীন আল-আলূসী (রাহ.) বলেনঃ

الاستقامة على التوحيد واخلاص العمل لله تعالى والتبري عن الشرك

'একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় থাকা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নেক আমল করা ও শিরক করা থেকে বিরত থাকা।[৪৪০]

গ. সা'ঈদ হাবী (রাহ.) বলেনঃ

أمور التصوف ان تزكية النفس هى إحدى أمهات

'নিশ্চয় তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি হল, তাসাউফের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক একটি বিষয়।[৪৪১]

অতএব, মু'মিন বান্দা নিজের নাফসের স্বভাবগত মন্দ প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সকল পর্যায়ের সৎ কাজে আত্মনিয়োগ এবং যাবতীয় পাপ পংকিলতা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে স্বীয় নাফস অর্থাৎ আত্মাকে প্রশান্ত ও ক্বালব অর্থাৎ অন্তঃকরণকে নিষ্কলুষ বা রোগমুক্ত করবে, এটিই তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি।

---

৪৩৮ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৬হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১৮১-১৮২।

৪৩৯ আল-জাযায়িরী, আবূ বকর, ***আইসারুত তাফাসীর লি কালামিল 'আলিয়িল কাবীর*** (মাদীনাঃ মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ৫ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ.১. পৃ. ৪৯০।

৪৪০ আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, ***রূহুল মা'আনী,*** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ১৮, পৃ. ১৫৭

৪৪১ হাবী, সা'ঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

তাযকিয়াতু নাফস-এর নির্দেশনা

নাফস যেহেতু স্বভাবগত ভাবে মন্দপ্রবণ, ফলে সর্বদা সে মানুষকে মন্দের দিকে প্ররোচিত করতেই থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিককে পরিশুদ্ধ করতে চান। তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দার পরিশুদ্ধির বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।'[৪৪২]

এ আয়াতের وَيُزَكِّيهِمْ প্রসঙ্গে ইমাম নাসাফী (রহ.) বলেন:

ويطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان

'তাদেরকে কুফরীর অপবিত্রতা ও অবাধ্যতা হতে ঈমানের দ্বারা পবিত্র করেছেন'।[৪৪৩]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃতি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্‌মাত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে'।[৪৪৪]

ওপরোক্ত আয়াতের يُزَكِّيهِمْ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর (রহ.) বলেন:

ويطهرهم من دنس الكفر.

(তাদেরকে কুফরীর অপবিত্র থেকে পবিত্র করবেন)।[৪৪৫] সাইয়্যিদ আবূ তুরাব বলেন:

هى تزكية النفوس وتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرزائل

৪৪২ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান, ৩:১৬৪**।

৪৪৩ আন-নাসাফী, আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ, ***মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল*** (বৈরূত: দারু কালামিত-তৃীব, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.). খ. ১, পৃ. ৩০৮।

৪৪৪ আল-কুরআন, **সূরা জুমু'আ, ৬২:২**।

৪৪৫ আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযিদ, ***জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ৩৭২।

(সেটি হচ্ছে, নাফসকে উত্তম গুণাবলীর মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা এবং অন্যায়-অপরাধ ও পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত করা)।[৪৪৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়'।[৪৪৭]

মানুষ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পাপ করে থাকে। আল্লাহ সকল পাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

'তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে'।[৪৪৮]

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে। এজন্য প্রয়োজন পাপের প্ররোচক 'নাফস'কে পরিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ নাফসের স্বভাবগত মন্দ কর্মপ্রবণতাকে বিনষ্ট করে দেয়া। তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ হয় না। আর ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ না হলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। এ কারণে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে আত্মশুদ্ধির তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সে-ই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে'।[৪৪৯] আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا-قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا-

'সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে'।[৪৫০]

---

৪৪৬ সাইয়্যিদ আবূ তুরাব, ***রুহবানুল লাইল*** (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, ৪র্থ সং, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৭

৪৪৭ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৫১।

৪৪৮ আল-কুরআন, **সূরা আন'আম,** ৬:১২০।

৪৪৯ আল-কুরআন, **সূরা আ'লা,** ৮৭:১৪।

৪৫০ আল-কুরআন, **সূরা শাম্‌স,** ৯১:৯-১০।

প্রত্যেক মু‘মিন-মুসলিমের ওপর আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা ফরয । যদিও বিশেষ করে এ ফিতনার যুগে এই প্রচেষ্টা চালানো খুবই কঠিন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার কারণে বিচারের দিবসে মু‘মিন বান্দা অনুপম স্বাদ ও আরাম উপভোগ করবে। অন্যরা যখন শাস্তিতে দগ্ধ হতে থাকবে, তখন মন্দ প্রবৃত্তি থেকে বিমুক্ত মু‘মিন থাকবে পরম সুখে। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

‘পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নাফসকে বিরত রাখে, জান্নাত-ই হবে তার আবাস’।[৪৫১]

আল-হাদীস এসেছে, আবূ যার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً،

(সে ব্যক্তি সফলকাম, আল্লাহ যার অন্তঃকরণকে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন, তার হৃদয়কে নিষ্কলুষ করেছেন, রসনাকে করেছেন সত্যভাষী এবং নাফসকে করেছেন প্রশান্ত)।[৪৫২]

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

(বুদ্ধিমান সে-ই, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর নির্বোধ সে-ই যে ব্যক্তি নাফসের স্বভাবগত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নিকট দীর্ঘ আশা পোষণ করে)।[৪৫৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে নিজের নাফসের সাথে আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করে)।[৪৫৪]

---

৪৫১ আল-কুরআন, **সূরা নাযি‘আত**, ৭৯:৪০-৪১।

৪৫২ আবূ ‘আব্দুল্লাহ, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ*** (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৩৫, পৃ. ৩৩৯।

৪৫৩ ইব্ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ, ***আস-সুনান*** (বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৪২৩।

৪৫৪ নাসায়ী, আবূ ‘আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু‘আইব, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৮৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাফস- এর স্তর

প্রত্যেক মানুষের একটি নাফস রয়েছে। অবস্থা ভেদে নাফস তিনটি স্তরে বিভক্ত। অল-কুরআনে ও আল-হাদীসে নাফসের পরিশুদ্ধি ও নাফসের বিরুদ্ধে যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে, সে হুকুম বাস্তবায়নের জন্য কঠিন সাধনার প্রয়োজ। সাধনার মাধ্যমে নাফসের স্তর অতিক্রম করতে হয়। ফলে নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হয়। নাফসের স্তরটি। নিম্নে এ তিনটির বর্ণনা দেয়া হল:

১. **নাফসে আম্মারাহ :** নাফসে আম্মারাহ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

'সে (ইউসূফ আ.) বলল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই নাফস স্বভাবতই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন'।[৪৫৫]

যে নাফস মজ্জাগতভাবে ব্যক্তিকে সর্বদা অশ্লীল মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার প্ররোচনা দান করে তাকে নাফসে আম্মারা (النفس الأمارة) বলা হয়।

وَأما النَّفس الأمارة فَهِيَ المذمومة فَإِنَّهَا الَّتِي تَأمر بِكُل سوء وَهَذَا من طبيعتها إِلَّا مَا وفقها الله وثبتها وأعانها فَمَا تخلص أحد من شَرّ نَفسه إِلَّا بِتَوْفِيق الله لَهُ

নাফসে আম্মারাহ হল মন্দ নাফস। কেননা সে সকল খারাপ কাজের আদেশ দেয়। এটা তার স্বভাবগত প্রবণতা। তবে সে নিরাপদ, আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন এবং এর ওপর সূদৃঢ় রাখেন, তাকে সহযোগিতা করেন, তবে আল্লাহ যাতে তাওফীক দেন সে ব্যতীত কেউ তার নাফসের খারাবী থেকে মুক্ত হতে পারে না।[৪৫৬]

মানুষের নাফস যখন মন্দ প্রবৃত্তির আওতাধীন হয়ে যায়, শয়তানের প্ররোচনায় শর'য়ী বিধি নিষেধকে অবজ্ঞা করে তখন সে নাফসকে বলা হয় 'নাফসে আম্মারাহ'।[৪৫৭] ক্বালবের (অন্তঃকরণ) অভিপ্রায় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলের কারণে নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার স্বভাবগত মন্দ কর্মপ্রবণতা পরিবর্তিত হতে থাকে।

---

৪৫৫ আল-কুরআন, **সূরা ইউসূফ,** ১২:৫৩।
৪৫৬ ইব্‌নল কায়্যিম, *আর-রূহ,* পৃ. ২২৬।
৪৫৭ হাবী, সাঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ***, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

নাফসে আম্মারার সঙ্গী শয়তান। সেই মানুষের নাফসের মধ্যে বাতিলের উদ্ভব ঘটায়। মানুষকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে। নেক কাজ থেকে বিরত রাখে। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ও আখিরাতের প্রতি বিমুখ করে তোলে।

২. **নাফসে লাওওয়ামাহ :** নাফসে লাওওয়ামাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

'আমি আরো শপথ করছি তিরষ্কারকারী নাফসের।[৪৫৮]

নাফস প্রথম স্তরে থাকে মন্দ কর্মপ্রবণ। অর্থাৎ সে ক্বালবকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে। যখন মু'মিন আল্লাহর স্মরণে যত্নবান হয় এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ আকর্ষণ তাকে টেনে নেয়, তখন তার কাছে নিজের মন্দত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং তার সামনে পরিষ্ফুটিত হয় যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে বাতিলের মধ্যে ডুবে আছে। তখন সে নিজকে তিরষ্কার করে। তখন এ স্তরের নাফসকে বলা হয় 'নাফসে লাওওয়ামাহ'।[৪৫৯]

লাওওয়ামাহ শব্দের সাধারণ অর্থ অত্যাধিক ভর্ৎসনা ও তিরস্কারকারী। শব্দটির উৎপত্তি স্থল নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে لوامة শব্দটি تلوم শব্দ থেকে উদ্‌গত। এর অর্থ উদ্বেগ প্রকাশ করা, উৎকণ্ঠা। কোন কোন আলিমের মতে لوامة শব্দটি لوم শব্দ থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা বা ধিক্কার দেয়া। লাম বর্ণে পেশ যোগে لُوامة তখন এর অর্থ হবে الحاجة। বা প্রয়োজন। দার্শনিক, সূফী, ইমাম গাজ্জালী ও রাগেব আল-ইস্পাহানী প্রমুখ মনীষীর মতে, নাফস কোন শরিরী বা অশরিরী বস্তু নয়। বস্তুতঃ এটি مدة (মূল ধাতু) থেকে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বস্তু যা কোন কিছুর অধীনস্থ নয়। দেহের ব্যবস্থাপনা সঞ্চালনের জন্য দেহের সাথে সংযুক্ত একটি বস্তু।

اللّوامة: هي الّتي تلوم على الخير والشّر.

নাফসে লাওওয়ামাহ এমন নাফস যা ভাল ও মন্দের ওপর তিরস্কার করে।[৪৬০]

মুজাহিদ (রাহ.) বলেন:

هِيَ الَّتِي تَلُومُ عَلَى مَا فَاتَ وَتَنْدَمُ، فَتَلُومُ نَفْسَهَا عَلَى الشَّرِّ لِمَ فَعَلَتْهُ، وَعَلَى الْخَيْرِ لِمَ لَا تَسْتَكْثِرُ مِنْهُ

---

৪৫৮ আল কুরআন, **সূরা ক্বিয়ামাহ,** ৭৫:২।

৪৫৯ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** , প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৭৮।

৪৬০ আবূ বকর ইস্পাহানী, ***তাফসীর ইবন ফাওরক মিন আওয়ালি সূরাতিল মু'মিন ইলা আখিরাতে সূরাতিস সিজদাহ*** (সৌদি আরব: উম্মুল কুরা, ১ম সং. ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩, পৃ. ৯২।

নাফসে লাওওয়ামা এমন নাফস যে তার খারাপ কাজের কারণে নিজকে তিরস্কার করে, কেন এটা করলাম না কেন ভাল কাজ করলাম না কেন এটা বেশী করলাম না?[৪৬১]

২) এটি মু'মিনের নাফসঃ হাসান বাসরী (রাহ.) বলেনঃ

أَن الْمُؤمن لَا ترَاهُ إِلَّا يلوم نَفسه دَائِما يَقُول مَا أردْت بِهَذَا لم فعلت هَذَا كَانَ غير هَذَا أولى أَو نَحْو هَذَا من الْكَلَام

(তুমি মু'মিন মাত্রকেই দেখবে দুনিয়ায় সে নিজেকে তিরস্কার করে বলছে আমি কি উদ্দেশ্যে এ কথা বললাম, কেন এ কাজ করলাম, এর চেয়ে অন্যটি তো উত্তম ছিল অথবা এরূপ অন্যান্য কথা)।[৪৬২]

আরেক দল আলেম বলেন, প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন তার নাফসকে তিরস্কার করবে। গুণাহগার তার গুনাহের কারণে এবং নেককার নাফস অবহেলার কারণে নিজেকে তিরস্কার করবে।[৪৬৩]

কেউ কেউ বলেন নাফসে লাওয়ামা দ্বারা সেই নাফসকে বুঝানো হয়েছে, যে বলে আমি যদি এরূপ করতাম বা ঐ রূপ না করতাম তাহলে এমন হত। আসলে সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে না। সে স্বীকার করে না যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং তিনি তাকদীরে যা রেখেছেন তাই হয়েছে।[৪৬৪]

নাফসে লাওওয়ামাহ দু'প্রকার

১) লাওয়ামাহে মালূমাহ অর্থাৎ জাহিল ও যালেম নাফস, যাকে আল্লাহ এবং তার ফিরিস্তাগণ তিরস্কার করেন।

২) লাওয়ামহে গায়রে মালুমাহ অর্থাৎ এমন নাফস যে আল্লাহর পথে কঠোর চেষ্টা সাধনার পরেও স্বীয় ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নিজেকে সদা সর্বদা তিরস্কার করে। বস্তুতঃ উৎকৃষ্টতম নাফস হল যা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে নিজেকে তিরস্কার করে এবং তার সন্তুষ্ট অর্জনে তিরস্কারকারীদের তিরস্কার সহ্য করে। প্রকৃতপক্ষে সেই নাফসই আল্লাহর তিরস্কার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের আমলের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে নিজেকে তিরস্কার করে না এবং আল্লাহর রাস্তায় তিরস্কারকারীদের তিরস্কার সহ্য করে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-ই তাদের তিরস্কার করেন।[৪৬৫]

---

৪৬১ কুরতুবী, ***আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৯৩।
৪৬২ ইব্নল কায়্যিম, ***আর-রূহ*** বৈরূত :দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২২৫।
৪৬৩ ইব্নল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।
৪৬৪ ইব্নল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।
৪৬৫ ইব্নল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩. **নাফসে মুতমাইন্নাহ :** আল্লাহ তা‘আলা ‘নাফসে মুতমাইন্নাহ’ সম্পর্কে বলেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي .

‘হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর’।[৪৬৬]

নাফস সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট লাভের চেষ্টা করতে থাকে, যখন শরী‘আতের আদেশ-নিষেধ পালনের মজ্জাগত বিষয় হয়ে যায় এবং শরী‘আত বিরোধী কার্যাকলাপের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে তখন সে নাফসকে বলা হয় নফসে মুতমাইন্নাহ্ ।[৪৬৭]

قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا المطمئنة المصدقة وَقَالَ قَتَادَة هُوَ الْمُؤمن اطمأنت نَفسه إِلَى مَا وعد الله وَقَالَ الْحسن المصدقة بِمَا قَالَ الله تَعَالَى وَقَالَ مُجَاهِد هِيَ النَّفس الَّتِي أيقنت بِأَن الله رَبهَا الْمسلمَة لأمر فِيمَا هُوَ فَاعل

নাফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা.) বলেন: المطمئنة المصدقة ‘বিশ্বাসী নাফস’। হাসান (রা.) বলেন: المصدقة بما قال تعالى ‘আল্লাহ যা বলেছেন তার প্রতি বিশ্বাসই হল নাফসে মুতমাইন্নাহ’। মুজাহিদ (রাহ.) বলেন: هى النفس التى ابقنت بان الله ربها المسلمة لأمر فيما هو فاعل بها ‘যে নাফস দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার রব এবং যা কিছু করেন সে তা মেনে নেয়’।[৪৬৮]

শরী‘আতের বিধান পালনে যখন নাফস অটল থাকে এবং মন্দ প্রবৃত্তির বিরোধীতায় স্থির থেকে সকল অস্থিরতা থেকে বিমুক্ত থাকে, তখন সে নাফসকে নাফসে মুতমাইন্নাহ বলা হয়।[৪৬৯] কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (রাহ.)নাফসে মুতমাইন্নাহ প্রাপ্তি ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন। আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মনোনয়ন বা আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ-অনুকরণের কারণে বান্দা যখন আল্লাহর রহমত লাভে সক্ষম হয়, তখন তার নাফস পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে যায় শান্ত ও পরিতৃপ্ত। তখন সে উপযুক্ত হয়ে যায় আল্লাহ তা‘আলার এ সম্বোধনের;

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي[৪৭০].

---

৪৬৬ আল-কুরআন, **সূরা ফাজ্‌র,** ৮৯:২৭-৩০।

৪৬৭ মুফতী, মুহাম্মদ শফী‘ (রহ.), ***তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন,*** অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪২৫ হি.), খ. ৮, পৃ. ৬৮১।

৪৬৮ ইবনল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

৪৬৯ হাবী, সাঈদ, *আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৪৭০ আল-কুরআন, **সূরা ফাজ্‌র,** ৮৯:২৭-৩০।

আল্লাহ নাফসের এ স্তরের অধিকারী বান্দার অসৎকর্ম গুলোকে সৎকর্মে পরিবর্তিত করে দেন। আদেশ জগতের সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর জ্যোতি সহ্য করতে পারে না, নাফসে মুতমাইন্নাহ তাও সহ্য করতে উপযুক্ত হয়ে যায়।[৪৭১] সাধকের এই অবস্থায় আল্লাহ বলেনঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের নাফসকে বিলীন করেছে, আল্লাহ ঐ ইবাদাতকারীর প্রতি অনুগ্রহশীল'।[৪৭২]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্থাৎ প্রশান্ত নাফসকে জান্নাতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য মু'মিন বান্দা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো চর্চা করলে তার কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, লৌকিকতা, রাগ, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, অতিরিক্ত কথা, অতিরিক্ত খাওয়া, কৃপণতা, পরনিন্দা, অপবাদ দেওয়া, চোগলখুরি, কুধারনা, অর্থহীন কাজ, অনাধিকার চর্চা ইত্যাদি নির্মূল হতে শুরু করে এবং সুকুমার বৃত্তি অর্থাৎ বিনয়, সততা, নিষ্ঠা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, পরষ্পরকে শ্রদ্ধা, স্নেহ, ক্ষমা, মানুষের প্রতি দয়া ও উদারতা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদী প্রতিপালনের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তাযকিয়াতুন নাফসের উপায়গুলো সঠিক পদ্ধতিতে চর্চা করলে ক্রমাগত বান্দার নাফস 'নাফসে আম্মারাহ' থেকে পর্যায়ক্রমে 'নাফসে মুতমাইন্নাহ'-এ উন্নীত হয়। আর নাফস যখন 'মুতমাইন্নাহ' হয়ে যায় তখন যাবতীয় উত্তম কাজ নাফসের দাবীতে পরিণত হতে থাকে।

বস্তুতঃ নাফসে মুতমাইন্নাহ হল, সন্দেহ থেকে নিঃসন্দেহে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, বিস্মৃতি থেকে স্মৃতির দিকে, গুনাহ থেকে তাওবার দিকে, রিয়া থেকে ইখলাসের দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, অলসতা থেকে কর্মের দিকে, আত্মতুষ্টি থেকে বিনয় ও নম্রতার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নাফস। আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষার জন্য নাফসে আম্মারাহ ও নাফসের লাউয়ামাহর সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে নাফসে লাওওয়ামাহ নাফসে দ্বারা তাকে সম্মানিত করেছেন। মূলতঃ নাফস একটি। অবস্থা ভেদে তা আম্মারাহ, লাওওয়ামাহ ও মুতমাইন্নাহ পরিণত হয়। তবে সর্বোত্তম হল মুতমাইন্নাহ। এ নাফসের সঙ্গী হল ফিরিশতাগণ। তারা এ নাফসকে মন্দ কাজের নিরুৎসাহিত করে। ভালো কাজে উৎসাহিত করে। যাবতীয় নেক কাজ দ্বারা এ নাফস সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

---

৪৭১ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৬৬।

৪৭২ আল কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:২০৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। নাফস আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং মানব সৃষ্টির একটি উপাদান। এ কারণে মানুষের মধ্যে নাফস থাকবে। প্রবৃত্তিও থাকবে। মানব জীবনে প্রবৃত্তি নিন্দনীয় নয়। কিন্তু শরী'আতের বর্জনীয় বিষয়ের প্রতি প্রবণতা নিন্দনীয়। নাফস এমন একটি উপাদান বা সত্তা যার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল মন্দ কর্মপ্রবণতা। অর্থাৎ নাফস প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক মন্দ কর্মপ্রবণ হয়ে থাকে। সে অহর্নিশ মানুষের ক্বালব বা অন্তঃকরণে নিন্দনীয় কর্ম সংঘটিত করার প্ররোচনা দিতে থাকে। মু'মিন বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, নাফসের এই মন্দ প্রবণতাকে সাধনার মাধ্যমে বিনষ্ট করা। বান্দার সাফল্য প্রকৃত ঈমান ও সঠিক আমলের মধ্যে নিহিত। ক্বালবের মধ্যেই ঈমান ও আমলের অবস্থান। নাফসের প্ররোচনা ক্বালবে প্রতিহত না হলে ক্বালব কলুষিত হয়ে পড়ে। ক্বালব পরিশুদ্ধ না হলে ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ হয় না। কাজেই মু'মিনের সলতার জন্য তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্থাৎ প্রশান্ত নাফসকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي .

'হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৪৭৩] কাজেই পার্থিব জীবনে প্রশান্তি ও পরকালীন জীবনে সফলতার প্রত্যাশায় নাফসের বিশুদ্ধতা ও উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা করা অপরিহার্য। এ জন্য মানব জীবনে তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিম্নে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল:

---

[৪৭৩] আল-কুরআন, **সূরা ফাজ্‌র**, ৮৯:২৭-৩০।

১. আত্মশুদ্ধিকরণ রিসালাতের দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভূক্ত

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম সুমহান দায়িত্ব ছিল তাঁর সাহাবাগণের অভ্যন্তরীণ দিককে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল'।[৪৭৪]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃতি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্‌মাত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে'।[৪৭৫]

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়'।[৪৭৬]

ওপরোক্ত আয়াতের يُزَكِّيهِمْ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ

(তাদেরকে কুফ্‌রী এবং গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন)।[৪৭৭]

---

৪৭৪ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান,** ৩:১৬৪।

৪৭৫ আল-কুরআন, **সূরা জুমু'আ,** ৬২:২।

৪৭৬ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৫১।

৪৭৭ কুরতুবী, ***আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৯২।

ويطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان

(তাদেরকে কুফ্রীর অপবিত্রতা ও অবাধ্যতা হতে ঈমানের দ্বারা পবিত্র করেন)।[৪৭৮]

يطهّرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له

(তাদেরকে তাদের গুনাহ থেকে তাঁরই অনুসরণ ও আনুগত্যের দ্বারা পবিত্র করেন।[৪৭৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

'নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করল, যে পরিশুদ্ধি অর্জন করে'।[৪৮০]

তাযকিয়াতুন নাফসের উত্তম আদর্শ মহানবী (সা.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার নাফসকে বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন।[৪৮১] তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি বলেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً،

(সে ব্যক্তি সফলকাম, আল্লাহ যার অন্তঃকরণকে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন, তার হৃদয়কে নিষ্কলুষ করেছেন, রসনাকে করেছেন সত্যভাষী এবং নাফসকে করেছেন প্রশান্ত)।[৪৮২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

(বুদ্ধিমান সে-ই, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর নির্বোধ সে-ই, যে ব্যক্তি নাফসের স্বভাবগত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করে)।[৪৮৩] তিনি আরো বলেন:

الْمُجَاهِدُ منْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে নিজের নাফসের সাথে আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করে)।[৪৮৪]

---

৪৭৮ আন-নাসাফী, আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ, ***মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল*** (বৈরূত: দারু কালামিত-ত্বীব, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.). খ. ১, পৃ. ৩০৮।

৪৭৯ আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযিদ, ***জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৭৯।

৪৮০ আল-কুরআন, **সূরা আ'লা**, ৮৭:১৪।

৪৮১ ড. আহমাদ ফারীদ, ***তাযকিয়াতুন নুফূসি ওয়া তারবিয়াতুহা*** (বৈরূত: দারুল কালাম, তা. বি.), পৃ. ১১।

৪৮২ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***(বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) খ.৩৫,পৃ.৩৩৯

৪৮৩ ইব্ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ, ***আস-সুনান*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৪২৩।

৪৮৪ নাসায়ী, আবূ 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৮৬।

২. সফলতার পূর্বশর্ত

আখিরাতে সফলতার পূর্বশর্ত হল পার্থিব জীবনে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বান্দার সফলতাকে তাযকিয়াতুন নাফসের সাথে সংযুক্ত করেছেন।[৪৮৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'সে-ই সফলকাম হবে, যে নাফসকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নাফসকে কলুষাচ্ছন্ন করবে'।[৪৮৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وخاب من دس نفسه في المعاصي

(যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্ম দ্বারা নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ করেছে সে-ই সাফল্য লাভ করেছে। আর যে তার নাফসকে পাপে ডুবিয়েছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে)।[৪৮৭]

হযরত হাসান বাসরী (রাহ.) বলেন:

قد أفلح من زكّى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عزّ وجلّ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قال: من أهلكها وأضلّها وحملها على معصية الله عزّ وجلّ،

(যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করতে পেরেছে, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নাফসকে ধ্বংস করলো, বিপদগামী করলো এবং তাকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিয়োজিত করলো, সে ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ হল)।[৪৮৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে আগুন ব্যতীত আর কিছু ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে'।[৪৮৯] এ আয়াতের মর্মার্থ হল, পার্থিব জগতের পরিশুদ্ধি ব্যতীত আখিরাতে পরিশুদ্ধি লাভ সম্ভব নয়।

---

৪৮৫ ড. আহমাদ ফারীদ, ***তাযকিয়াতুন নুফূসি ওয়া তারবিয়াতুহা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৮৬ আল-কুরআন, **সূরা শাম্স**, ৯১:৯-১০।

৪৮৭ কুরতুবী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাকর, ***আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৭৭।

৪৮৮ ছা'লাবী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আল-কাশফু ওয়াল বায়ানু 'আন তাফসীরিল কুরআন*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২১৪।

৪৮৯ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:১৭৪।

কাজেই আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের প্রতি যে ব্যক্তি আশা রাখে তার কর্তব্য হল তাযকিয়াতুন নাফসকে গুরুত্ব দেয়া।[৪৯০]

৩. মানব দেহের পবিত্রতা

মানব দেহের উপাদানসমূহের মূল হল ক্বালব (অন্তঃকরণ)। ক্বালবের সাথে নাফসের আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। নাফস ও শায়তানের প্ররোচনায় ক্বালবের সঠিকতা ও সুস্থতা ব্যাহত হয়। ক্বালব যদি পরিশুদ্ধ থাকে তবে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ থাকে। আর ক্বালব যদি অপবিত্র থাকে তবে সমস্ত শরীর অপবিত্র থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(জেনে রাখ, মানব শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যায়। আর তা যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর-ই অপবিত্র হয়ে যায়। জেনে রাখ, এটিই হল ক্বালব)।[৪৯১] ইসলাম মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিককে পরিশুদ্ধ করার তাকিদ দিয়েছে। তবে আত্মিক পরিশুদ্ধি-ই হল মূল এবং বাহ্যিক পরিশুদ্ধি তার অনুগামী ও সম্পূরক। কাজেই 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ নাফস বিশুদ্ধ করা অতি অপরিহার্য।

৪. ইবাদাতের বিশুদ্ধতা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। মানুষের মুনিব আল্লাহ। মানুষ হল তাঁর গোলাম। গোলামের কর্তব্য মনিবের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে'।[৪৯২]

ইবাদাত দু'প্রকার। ১. প্রকাশ্য কথা ও আমল ২. অপ্রকাশ্য কথা ও আমল। প্রথমটিকে ইবাদাতে বাদানিয়্যাহ বা বাহ্যিক ইবাদাত ও দ্বিতীয়টিকে ইবাদাতে ক্বালবিয়্যাহ বা অভ্যন্তরীণ ইবাদাত বলা হয়। প্রত্যেক ইবাদাতেরও দু'টি দিক রয়েছে। প্রকাশ্য দিকটি হল- মুখের কথা এবং অঙ্গ-

---

৪৯০ ড. আহমাদ ফারীদ, *তাযকিয়াতুন নুফূসি ওয়া তারবিয়াতুহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৪৯১ ইব্ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ, *আস-সুনান* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩১৮।
৪৯২ আল-কুরআন, **সূরা যারিয়াত**, ৫১:৬৫।

প্রত্যঙ্গের আমল। অপ্রকাশ্য দিকটি হল- অন্তঃকরণের কথা ও আমল। ইব্‌নুল কায়্যিম (রাহ.) বলেন:

..أن لله على العبد عبوديتين عبودية باطنة وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية ولبها فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموت بلا روح.

(..বান্দার ওপর আল্লাহর ইবাদাত দু'ধরনের। ১) অপ্রকাশ্য ইবাদাত ও ২) প্রকাশ্য ইবাদাত। কাজেই বান্দাকে তাঁর ক্বালব (অন্তঃকরণ) দিয়ে ইবাদাত করতে হয় এবং জিহবা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ইবাদাত করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ইবাদাতের বিশেষত্ব ছাড়া প্রকাশ্য ইবাদাতের রূপ সৌন্দর্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। এ ধরনের ইবাদাতে কোন সাওয়াবও পাওয়া যায় না এবং এ আমল কবুলও হয় না। আসল উদ্দেশ্য হল ক্বালবের এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। কাজেই ক্বালবের আমলই ইবাদাতের প্রাণ ও দিল। যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ক্বালব থেকে পৃথক হবে তখন তা হবে প্রাণ ছাড়া মৃত শরীরের ন্যায়)।[৪৯৩]

দু'প্রকার ইবাদাত এবং ইবাদাতের দু'দিক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাযিল আয়াতে আদেশকৃত ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। দু'টির কোন একটি কমতি করা হলে তা মূল ইবাদাতের মধ্যে কমতি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে আমলসমূহ ঠিক রাখা হলেই তা ইবাদাত বলে বিবেচিত হবে না। ফলে তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না।

অভ্যন্তরীণ ইবাদাত ক্বালবের সাথে এবং প্রকাশ্য ইবাদাত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। অভ্যন্তরীণ ইবাদাত বিশুদ্ধ না হলে প্রকাশ্য ইবাদাতের কোন মূল্য নেই। অভ্যন্তরীণ ইবাদাতের সঠিকতা ক্বালবের সুস্থতা ও বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। আর ক্বালবের বিশুদ্ধতা নাফসের পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কাজেই নাফসের পরিশুদ্ধি ব্যতীত কোন ইবাদাতই সঠিক ও শুদ্ধ হয় না। অতএব সহজেই প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনে তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

[৪৯৩] ইব্‌নুল কায়্যিম, ***বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ*** (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১৯২।

৫. পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা

মানুষ বাহ্যিক ও আত্মিক দিক দিয়ে পাপে নিপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপের কারণে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

'তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে'।[৪৯৪]

পাপকর্মের প্ররোচক 'নাফস'। মানুষের অন্তঃকরণে নাফসের স্বভাবগত স্তর থেকে মন্দ ভাবনার উদ্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:. (নাফসসমূহের সাথে এক শায়তান মোতায়ন করা থাকে, যাকে বলা হয় আল-লাহউ। সে নাফসের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয়)।[৪৯৫]

প্রাথমিক অবস্থায় বা স্তরে নাফস থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ কর্মপ্রবণ। এই স্তরের নাফসের কাজ হল মানুষের অন্তঃকরণে মন্দ কাজের প্রণোদনা সৃষ্টি করা। ক্বালব যদি সে প্রণোদনা সমর্থন করে তবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে কাজ বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যদি শক্তিশালী না হয় তবে মানুষ অনায়াসে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নাফস প্রথমতঃ মানুষের অন্তঃকরণে মন্দ কাজের আসক্তি প্রেরণ করলে তা বুদবুদসম চিন্তায় রূপ নেয়। নাফসের এই প্ররোচনা ক্বালবে প্রতিহত না হলে তা ইচ্ছা থেকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপ নেয়। এখানেও প্রতিহত করতে না পারলে তা সাধারণ ইচ্ছা থেকে উন্নীত হয়ে প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির রূপ নেয়। এখানেও প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে তা রূপ নেয় দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায়। এ পর্যায়েও ব্যর্থ হলে নাফসের প্ররোচনা বাস্তবে রূপ নেয় অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তা কার্যে পরিণত করে। মু'মিন যদি সাথে সাথে তাওবাহ-ইস্তিগফার এবং বিপরীত কোন ভাল কাজ দ্বারা তাকে প্রতিহত না করে, তবে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।[৪৯৬] কাজেই পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রকৃত পথ হল 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ নাফসকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা।

---

৪৯৪ আল-কুরআন, **সূরা আন'আম,** ৬:১২০।

৪৯৫ আত-তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আল-হাসান, ***নাওয়াদিরুল উসূলি ফী আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*** (বৈরূত: দারুল যাইল, তা. বি.), খ. ৩. পৃ. ১১৭।

৪৯৬ ইব্‌নুল কায়্যিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আইউব, ***আল-ফাওয়াইদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩৯৩ হি. / ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩১।

৬. সর্বোত্তম ব্যক্তি হওয়া

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি দ্বীনের একটি অপরিহার্য বিষয়। নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল বান্দার অন্তঃকরণ থেকে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলিয়ে রাখা। যাতে আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি বান্দার আকর্ষণ এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ একমাত্র তাক্বওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি মানুষকে গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। এজন্য আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাযকিয়াতুন নাফস-কে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন: مَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ (হে আল্লাহর রাসূল! ব্যক্তিকর্তৃক তার নাফসের পরিশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়)? তিনি (উত্তরে) বললেন, يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ مَعَهُ حَيْثُ مَا كَانَ (ব্যক্তির নাফসের পরিশুদ্ধি হল, সে এই মর্মে বিশ্বাস করবে যে, সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, আল্লাহ তার সাথেই আছেন)।[৪৯৭] বান্দার এই অবস্থা তখন-ই অর্জন হয়, যখন বান্দার নাফস পরিশুদ্ধি লাভ করে। কারণ এই উপলব্ধি বান্দার অন্তঃকরণেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তঃকরণ সামান্য কদর্য হলে সুদৃঢ়ভাবে এরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাযকিয়াতুন নাফসের ফলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ তৈরী হয়। আর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট মু'মিনই সর্বোত্তম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ مَخْمُومُ الْقَلْبِ صَدُوقُ اللِّسَانِ» ، قِيلَ لَهُ: وَمَا الْمَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: التَّقِيُّ لِلَّهِ , النَّقِيُّ , لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ , وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মু'মিন ও সত্যভাষী ব্যক্তি। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ কী? তিনি বললেন, সে হল আল্লাহর জন্য পূতঃপবিত্র, নিষ্কলুষ ব্যক্তি, যার কোন গুনাহ নেই, নেই অবাধ্যতা, শত্রুতা ও হিংসা।[৪৯৮]

৭. আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় বান্দা হওয়া

ইসলাম ক্বালব বা অন্তঃকরণের বিষয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছে। কেননা 'ঈমান ও কুফরী, হিদায়াত ও গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও সততার মূল হল যা বান্দার অন্তঃকরণে সম্পন্ন হয়ে থাকে'।[৪৯৯]

---

৪৯৭ বাইহাকী, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬১।

৪৯৮ তাবারানী, সুলাইমান ইব্ন আহমাদ, ***মুসনাদুশ শামিয়্যীন*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২১৭।

৪৯৯ খালিদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুসলিহ, ***সালাহুল কুলুব,*** অনু. আব্দুন নূর ইব্ন 'আব্দুল জব্বার (রিয়াদ:ওয়াকালাতু মাতবু'আতি ওয়াল বাহছিল 'ইলমী, ১৪৩০ হি.), পৃ. ১৭।

সকল উত্তম কর্মাবলীর উৎস হল তাক্বওয়া। এই তাক্বওয়ার অবস্থানও অন্তঃকরণে।[৫০০] অন্তঃকরণ সঠিক, সুস্থ ও শক্তিশালী না হলে নাফসের কুমন্ত্রণায় তা অপবিত্র, নোংরা ও কুৎসিত হয়ে যায়। অথচ ক্বালবের আমলই বাহ্যিক আমলের প্রাণ। কাজেই ক্বালবের বিশুদ্ধতা অতি অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্বালবকে তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দ্বারা বহুমুখী কার্যের জন্য মনোনীত ও নির্দিষ্ট করেছেন।

হিদায়াতের মূল কেন্দ্র হল ক্বালব। এটি হল পরিচয়ের মাধ্যম। বান্দা তার প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করতে থাকে এই ক্বালব দিয়ে। এর মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর ওহী ও তাঁর মাখলুকাত যেমন, দিন, রাত, চন্দ্র এবং দিগন্ত ও সুদূর প্রান্তের নিদর্শন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে থাকে। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে তালা লাগানো থাকে, তারা চিন্তা-গবেষণায় উপকৃত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ'?[৫০১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

'তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃকরণ ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ না, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত অন্তঃকরণ'।[৫০২] ফলে অন্তঃকরণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাবও গৌরবময়।

আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে শারীরিক অধিক আমলের ওপরে নির্ধারণ করেননি। বরং তা নির্ধারিত হয়েছে অন্তঃকরণের আমলের ওপর। অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতার কারণেই হযরত আবূ বকর (রা.) অন্যান্য সাহাবাগণের থেকে অগ্রবর্তিতা লাভ করেছিলেন। সালাত, সাওম অথবা অন্য কোন ইবাদাতের আধিক্যে নয়।[৫০৩] ফলে আল্লাহর গ্রহণীয় বন্দেগীর জন্য ক্বালবের বিশুদ্ধতার বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা অন্তঃকরণ সংশোধন ও বিশুদ্ধতার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন।

---

৫০০ সাফার ইব্‌ন 'আব্দুর রাহান, *সিলসিলাতু আ'মালিল কুলুব,* (রিয়াদ: আনওয়ারুত তাওহীদ, ১ম সং. ১৪৩৪ হি./২০১৪ খ্রি.) পৃ. ১০।

৫০১ আল-কুরআন, **সূরা মুহাম্মাদ,** ৪৭:২৪।

৫০২ আল-কুরআন, **সূরা হাজ্জ,** ২২:৪৬।

৫০৩ খালিদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুসলিহ, *সালাহুল কুলুব,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃহত্তর ও সুমহান যা নিয়ে এসেছেন তা হল অন্তঃকরণের সংশোধন, সুবাসিত ও সুগন্ধযুক্ত করার ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তঃকরণে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত'।[৫০৪]

মানুষকে ক্বালব দেয়া হয়েছে ভাল-মন্দ উপলব্ধি করে সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার জন্য। যারা ক্বালব দিয়ে শোনা, দেখা ও বোঝার চেষ্টা করে না আল-কুরআনে তাদেরকে পশু এবং এর চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'আমি তো বহু জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তঃকরণ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দিয়ে শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল'।[৫০৫]

ক্বালব দ্রুত পরিবর্তনশীল। মিকদাদ ইব্ন আল-আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْيًا

(আদম সন্তানের অন্তঃকরণ হাড়ির টগবগ করে ফোটা পানি হতে অধিক দ্রুত পরিবর্তনশীল)।[৫০৬] ফলে নাফসের প্রণোদনায় ক্বালব সহজেই প্রভাবিত হয়। কাজেই মানব জীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

৮. কু-প্রবৃত্তিমুক্ত নাফস

ইসলামে প্রবৃত্তি (هوى)-র অনুগমণ ও অনুসরণকে নিষেধ করা হয়েছে। প্রবৃত্তি (هوى)-র অর্থ-আকাঙ্খা, প্রেম, প্রেমাষ্পদ।[৫০৭] অন্তঃকরণ যা কামনা-বাসনা করে তা-ই করতে যাওয়ার নাম

---

৫০৪ আল-কুরআন, **সূরা ইউনুস,** ১০:৫৭।

৫০৫ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ,** ৭:১৭৯।

৫০৬ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ*** (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি.), খ. ৩৯, পৃ. ২৩৮।

৫০৭ সম্পাদনা পরিষদ, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং, ১৪৩৭ হি./ ২০০১০ খ্রি.), খ. ২,পৃ. ১০৪১।

প্রবৃত্তি।[৫০৮] প্রবৃত্তির অনুসরণ অর্থ প্রবৃত্তির দাসত্ব করা। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে'।[৫০৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا-أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

'তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?'। তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট'![৫১০]

এ আয়াতের মর্ম হল যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে প্রকৃতপক্ষে তারা পশু অথবা এর চেয়ে নিকৃষ্ট। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) প্রবৃত্তি সম্পর্কে বলেন:

الْهَوَى إِلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(প্রবৃত্তি এক প্রকার ইলাহ, আল্লাহকে উপেক্ষা করে যার ইবাদাত করা হয়)।[৫১১] অন্যত্র বলা হয়েছে:

الْهَوَى إِلهُ يعبدُونَهُ من دُونِ اللَّهِ.

(প্রবৃত্তি এক প্রকার ইলাহ, আল্লাহকে অবজ্ঞা করে তারা তার ইবাদাত করতো)।[৫১২]

---

৫০৮ ইব্নুল কায়্যিম, ***আত-তিববুর রূহানী*** (কায়রো:মাকতাবাতুল মাদানী, ১ম সং, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৮।

৫০৯ আল-কুরআন, **সূরা সোয়াদ,** :৩৮২৬

৫১০ আল-কুরআন, **সূরা ফুরকান,** ২৫:৪৩-৪৪।

৫১১ কুরতুবী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাকর, ***আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫।

৫১২ আবূ হাফস সিরাজুদ্দীন আন-নু'মানী, ***আল-লুবাবু ফী 'উলুমিল কিতাব*** (বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪৬৭।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নাফসকে বিরত রাখে, জান্নাত-ই হবে তার আবাস'।[৫১৩]

এ আয়াতের শিক্ষা হল, নাফসকে هوى থেকে মুক্ত করতে হবে। কেননা এর প্রভাবে ক্বালব তার সঠিকতা হারায় এবং রূহের আমলও ফলদায়ক হয় না। ক্বালব, রূহ ও নাফস মানব সৃষ্টির উপাদান। ক্বালব এবং রূহ আলমে আম্‌র অর্থাৎ আদেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত। নাফস আলমে খাল্‌ক অর্থাৎ জড় জগতের অন্তর্ভূক্ত।[৫১৪] এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। ক্বালব নাফস ও রূহের পাত্র। রূহের প্রভাব কার্যকরী হলে ক্বালব উত্তমগুণে গুণান্বিত হয়।

নাফসের প্রভাব বিজয়ী হলে ক্বালব মন্দগুণে গুণান্বিত হয়।[৫১৫] রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি, যা একটি সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট কিন্তু বস্তুবিহীন।[৫১৬] রূহ মানুষের জীবনীশক্তি বা প্রাণ। মানব দেহে যত দিন রূহ থাকবে তত দিন মানুষের জীবন জারী থাকবে। ঘুমের সময় এটা ওপরে ওঠে যায়। আবার জাগ্রত হলে ফিরে আসে।[৫১৭] নাফসকে রূহও বলা হয়। তবে তা মর্ত্যজাত অর্থাৎ নিম্ন জগতিক রূহ। আর স্বর্গজাত অর্থাৎ উর্দ্ধ জাগতিক রূহ হল মূল রূহ অর্থাৎ মানুষের মূল প্রাণ বা জীবনীশক্তি।[৫১৮]

৯. ক্বালবকে কালো দাগমুক্ত করা

নাফসের কুমন্ত্রণায় ক্বালব প্রভাবিত হয়ে গর্হিত কর্মে লিপ্ত হলে ক্বালবে কালো দাগ পড়ে। ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে ক্বালব কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল পাপ ও পাপের উদ্দীপক বিষয় থেকে দূরে থাকা। একমাত্র আত্মশুদ্ধির সঠিক পদ্ধতি অনুশীলন করলে বান্দা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে এবং তার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ থাকবে।

---

৫১৩ আল-কুরআন, **সূরা নাযি'আত**, ৭৯:৪০-৪১।

৫১৪ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৪হি./২০০৩ খ্রি.),খ.৭, পৃ.৩৭।

৫১৫ আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, ***রূহুল মা'আনী***, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ১৪, পৃ. ২৪১।

৫১৬ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭।

৫১৭ আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল কারীম, ***আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ*** (মিশর: আল- মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৯৭।

৫১৮ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ:

(মু'মিন বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তঃকরণে একটি কালো দাগ পড়ে। যখন সে তাওবাহ করে, গুনাহ থেকে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়ে যায়। যদি সে অনবরত পাপ করতে থাকে তখন অন্তঃকরণে কালো দাগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তার অন্তঃকরণ কালো দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এটাই হল 'রাইন'। যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'কখনই নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তঃকরণে জঙ্ ধরিয়েছে'[৫১৯]।[৫২০] অর্থাৎ তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে ক্বালব থেকে কালো দাগ মুছে যায়।

১০. ক্বালবকে রোগমুক্ত করা

ক্বালব রোগে আক্রান্ত হয়।[৫২১] নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নাফসে আম্মারাকে আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিহত ও পরিবর্তন না করলে সে ক্রমাগত মানুষকে মন্দ কাজে প্রণোদনা করতে থাকে। নাফসের প্ররোচনায় মানুষ ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে তা তার মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। ফলে কালো দাগে ক্বালব আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মন্দ কর্ম এবং এর উপসর্গসমূহ ক্বালবী রোগের নমুনা। পাপকর্ম মজ্জায় পরিণত হলে তা রোগের রূপ নেয়। অর্থাৎ তখন ক্বালব রোগাক্রান্ত বলে বিবেচিত হয়। এ সময়ে বান্দা অনায়াসে গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। কেননা রোগাক্রান্ত বান্দার ক্বালবের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। তার নিকট উত্তম বিষয়টি মন্দ আর মন্দ বিষয়টি উত্তম বলে অনুভব হয়।[৫২২] তখন ক্বালবের রোগ আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিজেই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।[৫২৩] আল-কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয়, 'আল্লাহ তাদের রোগ বৃদ্ধি করেছেন'। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

---

৫১৯ আল-কুরআন, **সূরা মুতাফফিফিন**, ৮৩:১৪।

৫২০ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৩।

৫২১ সাফার ইব্‌ন 'আব্দুর রাহান, ***সিলসিলাতু আ'মালিল কুলুব***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫২২ আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ সালিহ, ***মুফসিদাতুল কুলুব*** (রিয়াদ: মাজমু'আতু জাদ লিন নাশর, ১ম সং. ১৪৩৭ হি./২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১১।

৫২৩ আবূ বাকর আল-জাযায়িরী, ***আয়সারুত তাফাসীর লি কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*** (মাদীনা: মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ৫ম সং., ১২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ.২৪।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

'তাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী'।[৫২৪]

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত না; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমন ভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তঃকরণে যাদের ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে'।[৫২৫] অর্থাৎ যারা ক্বালবী ব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা পাপরাশির পরিবেষ্টনে অবস্থান করে। আল-কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'।[৫২৬]

আত্মশুদ্ধি চর্চার অবর্তমানে ক্বালবী ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কঠিন বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। যেমন,

ক) ক্বালবে তালা পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ?[৫২৭]

খ) ক্বালবে মরিচা ধরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'কখনই নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তঃকরণে জঙ্ ধরিয়েছে'।[৫২৮]

গ) ক্বালবে আবারণ পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ

---

৫২৪ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১০।
৫২৫ আল-কুরআন, **সূরা আহযাব,** ৩৩:৩২।
৫২৬ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:৮১।
৫২৭ আল-কুরআন, **সূরা মুহাম্মাদ,** ৪৭:২৪।
৫২৮ আল-কুরআন, **সূরা মুতাফফিফিন,** ৮৩:১৪।

‘তারা বলেছিল, ‘আমাদের অন্তঃকরণ আচ্ছাদিত’ বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদেরকে লা‘নত করেছেন’।[৫২৯]

ঘ) ক্বালবে বোঝার শক্তি হারিয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘আমি তো বহু জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তঃকরণ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দিয়ে শ্রবণ করে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল’।[৫৩০]

ঙ) ক্বালব বক্র হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

‘স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না’।[৫৩১]

চ) ক্বালব অন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

‘তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃকরণ ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ না, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত অন্তঃকরণ’।[৫৩২]

ছ) ক্বালবে ছাপ পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ এভাবে তাদের অন্তঃকরণে ছাপ মেরে দেন’।[৫৩৩]

---

৫২৯ আল-কুরআন, **সূরা বাকার**, ২:৮৮।
৫৩০ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ**, ৭:১৭৯।
৫৩১ আল-কুরআন, **সূরা সাফ্ফ**, ৬১:৫।
৫৩২ আল-কুরআন, **সূরা হাজ্জ**, ২২:৪৬।
৫৩৩ আল-কুরআন, **সূরা রূম**, ৩০:৫৯।

জ) ক্বালবে মোহর মারা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও অন্তঃকরণ মোহর করে দিয়েছেন এবং চক্ষুর ওপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[৫৩৪]

নাফসের কারণে ক্বালব বা অন্তঃকরণের এই পদস্খলন খুবই মারাত্মক। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ হল আল্লাহ বিমুখ হওয়া। এর সমাপ্তি হল অন্তঃকরণে সীলমোহর ও ছাপ এবং অবশেষে মৃত্যু। অতএব ক্বালবকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালীর করার জন্য তাযকিয়াতুন নাফসের বিকল্প নেই।

১১. রিয়ামুক্ত আমল

ইবাদাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া পার্থিব স্বার্থ বিদ্যমান থাকার নাম রিয়া। নাফস পরিশুদ্ধ না হলে বান্দা রিয়া বা লোক দেখানো আমল করতে অভ্যস্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা রিয়াযুক্ত আমল কবুল করেন না। রিয়ার কারণে আমল বিনষ্ট আর ইখলাসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করার নাম ইখলাস। ইখলাস ক্বালব বা অন্তঃকরণের আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল আমলের মূল ভিত্তি। ইখলাসের কারণে আমল আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে'।[৫৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) রিয়াকে ছোট শির্ক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

(আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল ছোট শির্ক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শির্ক কী? তিনি বললেন, রিয়া (আত্মপ্রদর্শন)।

---

৫৩৪ আল-কুরআন, **সূরা জাছিয়া,** ৪৫:২৩।

কিয়ামতের দিন মানুষকে যখন যার যার প্রতিদান দেয়া হবে তখন আল্লাহ রিয়াকারীদেরকে বলবেন, তাদের কাছে গিয়ে দেখ, কোন প্রতিদান পাও কি না? যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা দুনিয়াতে আমল করতে)।[৫৩৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) লোক দেখানো আমলের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ-

(কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে একজন শাহীদ। তাকে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নি'আমাতসমূহের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এতে তুমি কি আমল করেছিলে? সে বলবে আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করেছি, এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন (আল্লাহ) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে। এরপর আদেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে)।[৫৩৭] রিয়ামুক্ত আমলের জন্য প্রয়োজন পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ। একমাত্র নাফসের পরিশোধনে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়।

১২. ঈমান ও আমল সঠিক হওয়া

মানুষের জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতসমূহের মধ্যে ঈমান ও আমল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার সৎকর্মশীলদেরকে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।[৫৩৮]

এ কারণে বান্দার ঈমান ও আমল সঠিক ও সুবাসিত হওয়া অপরিহার্য। তবে ঈমান ও আমল ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তঃকরণ সঠিক না হবে।

---

৫৩৫ আল-কুরআন, **সূরা বায়্যিনাহ,** ৯৮:৫।
৫৩৬ আবূ 'আব্দুল্লাহ, আহমাদ ইব্ন হান্বাল, ***আল-মুসনাদ*** প্রাগুক্ত, খ. ৩৯, পৃ. ৩৯।
৫৩৭ মাহমুদ মুহাম্মাদ খালীল, ***আল-মুসনাদ আল-জামি'*** (বৈরূত: দারুল জায়লি লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযি'), ১ম সং, ১৪১৩ হি. ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১৮, পৃ. ৪৬৮।
৫৩৮ আল-কুরআন, **সূরা আল-বাকারা,** ২:২৫

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

(ক্বালব সঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোন বান্দার ঈমান সঠিক হয় না। জ্বিহবা সঠিক না হওয়া পর্যন্ত ক্বালব ঠিক হয় না)।[৫৩৯]

হযরত আলী (রা.) বলেন:

الْإِيمَانُ يَبْدَأُ نُقْطَةً بَيْضَاءَ فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ، وَالنِّفَاقُ يَبْدَأُ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا، حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ»

(ঈমান ক্বালবের মধ্যে সাদা দাগরূপে প্রকাশ পায়। যখনই ঈমান বৃদ্ধি পায় সাদা দাগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি পূর্ণ অন্তঃকরণ সাদা দাগে ভরে যায়। কিন্তু নিফাক ক্বালবের মধ্যে কালো দাগরূপে প্রকাশ পায়। নিফাক বৃদ্ধির সাথে সাথে কালো দাগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এক সময় অন্তঃকরণ কালো দাগে ভরে যায়। সে সত্তার শফত, যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমরা কোন মু'মিনের অন্তঃকরণ ফেড়ে দেখ, তবে অবশ্য তোমরা তার মধ্যে শুভ্রতা দেখতে পাবে। আর যদি কোন মুনাফিকের অন্তঃকরণ ফেড়ে দেখ, তবে তোমরা অবশ্য তার অন্তঃকরণকে কালো দেখতে পাবে)।[৫৪০] কাজেই অন্তঃকরণ যখন কালো দাগে ভরপুর থাকে অর্থাৎ কুৎসিত ও নোংরা হয়, তখন ঈমানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা ত্রুটিযুক্ত ঈমান ও আমল কবুল করেন না। অতএব শুভ্রু অন্তঃকরণের জন্য তাযকিয়াতুন নাফস-এর চর্চা করা অপরিহার্য।

১৩. ঈমানের অবস্থান ক্বালবে

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয়সমূহ যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, বিস্তারিত হোক বা সংক্ষিপ্ত; তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনে প্রাণে এগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করার নাম ঈমান। হাদীসে জিব্‌রীলে ঈমান সম্পর্কে বলা হয়েছে:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

---

৫৩৯ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩৪৩।

৫৪০ ইব্‌নু আবী শায়বাহ, 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ***আল-মুসান্নাফ*** (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০৯ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৫৯।

(তুমি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাতের দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে)।[৫৪১] এ বিশ্বাসগুলো সব ক্বালবের সাথে জড়িত। তাই বলা হয়, মু'মিন বান্দার ক্বালবে ঈমানের অবস্থান। ঈমানের শাখা প্রশাখা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ: أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

(ঈমানের সত্তর-এর অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম শাখাটি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা)।[৫৪২]

সাহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী'-এর লেখক আল্লামা বাদরুদ্দীন 'আইনী (রাহ.) ঈমানের সাতাত্তরটি শাখার বর্ণনা দিয়েছেন। এ সাতাত্তরটি শাখা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানুষের ক্বালব (অন্তঃকরণ), রূহ (আত্মা) ও নাফস (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের সমন্বয়ে গঠিত দৃশ্যমান দেহ বা শরীর)-এর ওপর। ক্বালবের ৩০টি, রূহের প্রকাশস্থল জবানের ৭টি, আর নাফস অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ৪০টি। নাফস পরিশুদ্ধ না হলে এ সাতাত্তরটি শাখার প্রতিপালন কখনো সম্ভব না। বিশেষ করে ক্বালবের ৩০ টি শাখার প্রতিপালন ক্বালবের সুস্থতা, সঠিকতা ও পরিশুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। ক্বালবের ৩০ টি শাখা নিম্নরূপঃ

১.আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনা ২. আল্লাহ ছাড়া অন্য সবই তাঁরই সৃষ্টি-এ বিষয়ে ঈমান আনা ৩. ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা ৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা ৫. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ৬. তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা ৭. কিয়ামতের ওপর ঈমান আনা ৮. জান্নাতের প্রতি ঈমান আনা ৯. জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা ১০. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা ১১. কারো সাথে আল্লাহর জন্য মুহাব্বাত রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশমনি রাখা ১২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মুহাব্বাত রাখা ১৩. ইখলাস অর্থাৎ সব কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা ১৪. তাওবাহ করা ১৫. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা ১৬. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা ১৭. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ১৮. হায়া বা লজ্জা ১৯. আল্লাহ তা'আলার শুক্র বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ২০. অঙ্গীকার রক্ষা করা ২১. সবর বা ধৈর্য ২২. বিনয় নম্রতা ও বড়দের প্রতি সম্মান বোধ ২৩. স্নেহ মমতা ও জীবের প্রতি দয়া ২৪. তাক্বদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা

৫৪১ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, *আস-সুনান* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যা, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ২২৩।

২৫. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভর করা ২৬. নিজেকে বড় ও ভাল মনে না করা ২৮. রাগ না করা ২৯. কারো প্রতি মন্দ ধারণা না করা ৩০. দুনিয়ার মুহাব্বাত ত্যাগ করা।[৫৪৩] অতএব তাযকিয়াতুন নাফস মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা ইসলামকে অবমাননা করার শামিল।

১৪. তাক্বওয়ার স্থান পরিশুদ্ধ করা

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার ক্বালবকে দেখার স্থান বানিয়েছেন। ক্বালবের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার আমল জমা থাকে। সকল উত্তম আমলের উৎস হল তাক্বওয়া। যার মূল হল আল্লাহ ভীতি। তাক্বওয়ার অবস্থান মু'মিনের ক্বালব বা অন্তঃকরণে। এই তাক্বওয়া-ই আল্লাহর নিকট পৌঁছায়। সুতরাং ক্বালব পরিশুদ্ধ রাখা অতি অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া।[৫৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

(আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর এবং চেহারার দিকে তাকান না বরং তোমাদের ক্বালবের দিকে তাকান)।[৫৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

(আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা এবং সম্পদের দিকে তাকান না বরং তোমাদের অন্তঃকরণ ও আমলের দিকে তাকান)।[৫৪৬] কাজেই মু'মিন বান্দার কর্তব্য হল, তাযকিয়াতুন নাফস চর্চার মাধ্যমে ক্বালবকে বিশুদ্ধ, সঠিক ও শুভ্র অবস্থায় রাখা।

---

৫৪২ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, ***আস-সুনান***, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৯।

৫৪৩ বাদরুদ্দীন আল-'আইনী, ***'উমদাতুল ক্বারী*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ২৮-২৯।

৫৪৪ আল-কুরআন, **সূরা হাজ্জ,** ২২:৩৭।

৫৪৫ কুশায়রী, মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ, ***আল-মুসনাদুস সাহীহ*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৮৬।

৫৪৬ কুশায়রী, মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ, ***আল-মুসনাদুস সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৪৭।

১৫. সর্বোত্তম জিহাদ

ইসলাম তাযকিয়াতুন নাফস-কে সর্বোত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে ময়দানে জিহাদ অর্থাৎ লড়াই করার ওপর নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[৫৪৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ

(প্রকৃত) মুজাহিদ সে-ই যে আল্লাহর জন্য নিজের নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে)।[৫৪৮]

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(প্রকৃত) মুজাহিদ সে-ই যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে)।[৫৪৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ

(আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য নিজের নাফস ও লালসার বিরুদ্ধে জিহাদ করা)।[৫৫০]

নাফসের বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলার মর্মার্থ হল, বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের ওপর অবিচল থাকার জন্য নাফসকে পরিশুদ্ধ করার চর্চায় কোনরূপ অবহেলা করার সুযোগ নেই। কেননা নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ব্যতীত আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। ইব্নুল কায়্যিম (রাহ.) বলেন: নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ওপর অগ্রগণ্য এবং এর মূল। যদি কেউ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ না করে তবে তার পক্ষে বাইরে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া সম্ভব হবে না।[৫৫১]

---

৫৪৭ ইব্নুল কায়্যিম, ***যাদুল মা'আদ,*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সং, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.). খ. ৩, পৃ. ৫।

৫৪৮ আবূ বাকর ইব্ন আবী 'আছিম, ***আল-জিহাদ*** (মদীনা: মাকতাবাতু 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫২।

৫৪৯ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***, প্রাগুক্ত, খ. ৩৯, পৃ. ৩৮৬।

৫৫০ ফাখরুদ্দীন রাযী, ***মাফাতিহুল গাইব*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০ হি.), খ. ১০, পৃ. ২৬৯

৫৫১ ইব্নুল কায়্যিম, ***যাদুল মা'আদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৩. পৃ. ৬।

১৬. তাযকিয়াতুন নাফস-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দু'আ

আল্লাহর নিকট দু'আ করা ঈমানের শাখাসমূহের অন্যতম। দু'আ মু'মিনের এক প্রকৃষ্ট পন্থা, যা দ্বারা তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

'আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, (তাদেরকে বলে দেবেন) আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই'।[৫৫২] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পঠিত ও শেখানো অনেক দু'আ রয়েছে যা তাযকিয়াতুন নাফসকে আরও গুরুত্ববহ করে তোলে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দু'আর মধ্যে বলতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

(হে অন্তঃকরণের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তঃকরণকে তোমার দ্বীনের প্রতি স্থির রাখ)।[৫৫৩]

اللهمّ آت نفسى تقواها أنت وليّها ومولاها وزكّها أنت خير من زكّاها.

(হে আল্লাহ! আমার নাফসে সংযম শক্তি দান করুন। আপনিই এর অভিভাবক। আপনি তাকে পরিশুদ্ধ করেন। আপনিই নাফসের সর্বোত্তম পরিশুদ্ধি দানকারী)।[৫৫৪]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

(হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ১) এমন 'ইলম হতে যা উপকারী নয়; ২) এমন ক্বালব হতে যা (আল্লাহ তা'আলার ভয়ে) ভীত নয়; ৩) এমন নাফস হতে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ৪) এরূপ দু'আ হতে যা কবুল হয় না)।[৫৫৫]

শাকাল ইব্‌ন হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন, তিনি বললেন, তুমি বল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আমার শ্রবণের মন্দ থেকে, আমার দৃষ্টির মন্দ থেকে,আমার জিহবার মন্দ থেকে, আমার অন্তঃকরণের মন্দ থেকে, আমার গোপনাঙ্গের অনিষ্ট থেকে)।[৫৫৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) এক জনৈক সাহাবীকে নিম্নোক্ত দু'আটি শিক্ষা দেন।

---

৫৫২ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৮৬।

৫৫৩ আহমাদ ইবন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ২৫৯।

৫৫৪ ছা'লাবী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, ***আল-কাশফু ওয়াল বায়ানু 'আন তাফসীরিল কুরআন*** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২১৪।

৫৫৫ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২।

৫৫৬ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ , وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ , وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ

(হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নাফসের জন্য প্রার্থনা করছি, যা আপনার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট এবং যা আপনার সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখে, আপনার সিদ্ধান্ত সানন্দে মেনে নেয় এবং আপনার দানের ওপর তুষ্ট)।[৫৫৭]

১৭. নাফসের পরিবর্তন-ই সমাজ ও জাতির পরিবর্তনের সোপান

তাযকিয়াতুন নাফস শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন সাধন করে না। বরং সমাজ ও জাতিরও পরিবর্তন নিশ্চিত করে। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

'মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে, একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই'।[৫৫৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'তা এ জন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নয় যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।[৫৫৯]

১৮. তাযকিয়াতুন নাফস ও বিশ্বশান্তি

তাযকিয়াতুন নাফসের চর্চার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি বিশ্বশান্তি লাভ করা সম্ভব। বিশ্বের জন্ম ব্যক্তি থেকে। অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে বিশ্বের জন্ম। এ কারণে

---

৫৫৭ তাবারানী, সুলাইমান ইব্ন আহমাদ, ***মুসনাদুশ শামিয়ীন*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪০৯।

৫৫৮ আল কুরআন, **সূরা রা'দ, ১৩:১১**।

৫৫৯ আল কুরআন, **সূরা আনফাল, ৮:৫৩**।

ব্যক্তি থেকেই সূচিত হয় বিশ্বশান্তির মূল চেতনা। আর ব্যক্তিসত্তার মূল হল তার অন্তঃকরণ। ব্যক্তির অন্তঃকরণের সঠিকতা, শুদ্ধতা ও পরিশুদ্ধ মানে তার শরীর বিশুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(জেনে রাখ, মানব শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যায়। আর তা যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর-ই অপবিত্র হয়ে যায়। জেনে রাখ, এটিই হল ক্বালব)।[৫৬০]

অতএব বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের প্রভাব পড়ে ব্যক্তির শরীরে। অতঃপর ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়ে তার পরিবারে এবং পরিবার থেকে সমাজে। এভাবে সমাজ থেকে রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্র থেকে বিশ্বে। কাজেই পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ থেকে সূচিত হবে বিশ্বশান্তির কর্মসূচি। তাযকিয়াতুন নাফস-এর কর্মপদ্ধতি তো অন্তঃকরণকে ঘিরেই। প্রশ্ন আসতে পারে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব হল বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ওপর। তারা সবাই মিলে আন্তর্জাতিক বৈঠকে বিশ্ব সংকট নিরসনে কর্মসূচি ও কর্ম পদ্ধতি তৈরী করবেন। এক্ষেত্রে তাযকিয়াতুন নাফসের কী ভূমিকা থাকতে পারে? এর উত্তর এই যে, বর্তমানে বিশ্ব অশান্তির মূলে যত কারণ তার সবগুলো গর্হিত কর্ম এবং এগুলো থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা তাযকিয়াতুন নাফসের অপরিহার্য পদ্ধতি। অপর দিকে তাযকিয়াতুন নাফসের উত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.)। তিনি কর্মক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (মুসলিম সে-ই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ)।[৫৬১] তিনি আরো বলেছেন, (সে-ই মু'মিন, যার নিকট মানুষ তার জান-মাল নিরাপদ মনে করে)।[৫৬২] তিনি সকল ধর্মের মানুষের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনার সনদ' রচনা করেছেন।[৫৬৩] তিনি কয়েদীকে ক্ষমা করেছেন। শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করে বিশ্ব নযীর স্থাপন করেছেন।[৫৬৪] তাযকিয়াতুন নাফসের সাধনায় বিশ্বশান্তি লাভ করা যায়, বিশ্ব উলামা সম্মেলন থেকেও এই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব 'উলামা সম্মেলন' ২০০৭ খ্রি. ২

---

৫৬০ ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩১৮।

৫৬১ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ*** (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৬৬।

৫৬২ নাসায়ী, আবূ 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব, ***আস-সুনানুস সুগরা*** (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১০৪।

৫৬৩ সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩০১।

৫৬৪ সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৭৬, ৪৮২-৪৮৪।

ফেব্রুয়ারীতে মত প্রকাশ করা হয় যে, বিশ্বমানবতার সংকট সমাধানে সূফিবাদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।[৫৬৫] আর তাযকিয়াতুন নাফস হল সূফিবাদের মূল আলোচনা ও চর্চার বিষয়।

১৯. আখিরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ

একজন প্রকৃত মু'মিনের আশা-আকাঙ্খা হল আখিরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। এজন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ ঈমান ও আমল। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন। ঈমান ও আমলের স্থান হল বান্দার ক্বালব বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ সঠিক ও বিশুদ্ধ না হলে বান্দার ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ হবে না। এ জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও সঠিক ক্বালব। কাজেই নাফসকে পরিশুদ্ধ ও উন্নয়ন করা অতীব জরুরী। কেননা নাফসকে সংশোধন না করলে ক্বালব পরিশুদ্ধি লাভ করে না। আল-কুরআন ও আল-হাদীস অনুযায়ী যাবতীয় ভাল কাজে আত্মনিয়োগ ও সমস্ত মন্দ কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাফসে আম্মারাহ-কে নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ উন্নীত না করলে ক্বালব পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয় না। নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্জিত হলে সব ধরণের করণীয় আমল বান্দার নাফসের দাবীতে পরিণত হয়ে যায়। তখন তার ক্বালব ক্বালবে সালিমে পরিণত হয়। আখিরাতে এমন বান্দা উপকৃত হবে যে 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' ও 'ক্বালবে সালিম' নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي – وَادْخُلِي جَنَّتِي .

'হে প্রশান্ত নাফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৫৬৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে'।[৫৬৭]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষা এই যে, 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' ও 'ক্বালবে সালিম' অর্জনের জন্য 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই। যখন নাফস শরী'আতের বিধান প্রতিপালনে এবং মন্দ প্রবৃত্তির বিরোধীতায় অটল থাকে, তখন সে নাফসকে নাফসে মুতমাইন্নাহ

৫৬৫ ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ***তাসাউফ,*** (চট্টগ্রাম: মাইজভাণ্ডারী একাডেমী পত্রিকা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১৬।
৫৬৬ আল-কুরআন, **সূরা ফাজ্‌র,** ৮৯:২৭-৩০।
৫৬৭ আল-কুরআন, **সূরা শু'আরা'** ২৬:৮৮-৮৯।

বলা হয়।[৫৬৮] আর ক্বালবে সালিম বলা হয় সুস্থ অন্তঃকরণকে।[৫৬৯] মূলতঃ ক্বালবে সালিম মু'মিনের ক্বালব।[৫৭০]

মানব জীবনে ঈমান, আমল এবং পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেন:

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

'এবং যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তার জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই, যারা পরিশুদ্ধ'।[৫৭১]

---

৫৬৮ হাবী, সাঈদ, *আত-তারবিয়াতুর রূহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৫৬৯ আবূ হাফস সিরাজুদ্দীন আন-নু'মানী, *আল-লুবাবু ফী 'উলুমিল কিতাব* (বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ.৫০।

৫৭০ আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ সালিহ, *মুফসিদাতুল কুলুব,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫৭১ আল-কুরআন, ২০:৭৫-৭৬।

চতুর্থ অধ্যায় : তাযকিয়াতুন নাফস-এর পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আত্মনিয়োগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং মূল উপকরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়োগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং মূল উপকরণ

নাফসের স্বভাবগত প্রবণতা হল মন্দ কাজের জন্য ক্বালব বা অন্তঃকরণকে প্ররোচিত করা। আর ক্বালবের কাজ হল, সেই প্ররোচনা সমর্থন করা অথবা প্রতিহত করা। ক্বালব যদি শক্তিশালী হয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ থাকে তবে সে মন্দ কাজের প্ররোচনাকে আদৌ সমর্থন করে না এবং পাত্তা দেয় না। আর ক্বালব যদি পরিশুদ্ধ না থাকে তখন সে নাফসের প্ররোচনা-উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। অতঃপর সেই প্ররোচনা পর্যায়ক্রমে ক্বালবে চিন্তা, সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প এবং প্রতিজ্ঞায় রূপ নেয়। এরপর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্ররোচিত মন্দকর্ম বাস্তবায়ন করে। অতএব তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য করণীয় হল, আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত আমলের অব্যাহত অনুশীলন। এই আমলের অনুশীলন করার পন্থা দু'টি। যথা: এক: আত্মনিয়োগ ও দুই: আত্মনিয়ন্ত্রণ।

একজন মু'মিনের দায়িত্ব হল, সব ধরণের ইতিবাচক অর্থাৎ প্রশংসিত ও উত্তম কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং মন্দ, গুনাহ ও অনর্থক কর্মে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথমটিকে বলা হয়, আত্মনিয়োগ এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর'।[৫৭২]

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাকে পাপাচার ও তাক্বওয়ার জ্ঞান দান করেছেন। মানুষের মাঝে আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এ কারণে, যেন সে নিজেকে বর্জণীয় আমল থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও করণীয় আমলে আত্মনিয়োগ করতে পারে।[৫৭৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

---

৫৭২ আল-কুরআন, **সূরা আল-হাশর**, ৫৯:৭।

৫৭৩ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ২৩০।

'যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তার প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য' ।[৫৭৪]

আয়তের ব্যাখ্যায় কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (র) বলেন - যদি কেউ পরিশুদ্ধ ঈমানদারের সাথে আখিরাতের কল্যাণের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করে অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে আদিষ্ট বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করে আল্লাহর নিকট তা কবুল হয় তার জন্য তাদেরকে প্রতিদান করা হবে ।[৫৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তাঁর অসৎকর্ম ও তাঁর অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন' ।[৫৭৬]

আত্মশুদ্ধির জন্য বর্জনীয় আমল অর্থাৎ মন্দকর্ম থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও করণীয় আমল অর্থাৎ প্রশংসনীয় কর্মে আত্মনিয়োগ উভয়ই জরুরী। তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট মন্দ আমল ত্যাগ করা অপেক্ষা উত্তম আমল করা বেশী পছন্দ। কেননা করণীয় আমল না করে শুধু বর্জনীয় আমল ত্যাগ করলে কোন ধরনের আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতি অর্জিত হয় না ।[৫৭৭]

আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল উপকরণ

আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল উপকরণ হল প্রকৃত আলিমগণের সোহবাতে থাকা। উত্তম কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মূল কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচী সূচিত হবে উপযুক্ত আলিমগণের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে। আল-কুরআন ও আল-হাদীস শরী'য়াতের মূল নির্দেশনা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে 'আকাঈদ, ফিক্হ ও তাযকিয়াহ। তাযকিয়ার প্রকৃত কর্তা আল্লাহ তা'আলা। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

'তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন' ।[৫৭৮]

তিনি মানব জাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাযকিয়াহকে রিসালাতের দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

---

৫৭৪ আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১৯।

৫৭৫ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাজহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, পৃ. ২৭০।

৫৭৬ আল-কুরআন, **সূরা শাম্স, ৯১:৭-৮।**

৫৭৭ ইবনল জাওযী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন আইউব, ***প্রাগুক্ত***, পৃ. ১১৯।

৫৭৮ আল-কুরআন, **সূরা নূর, ২৪:২১।**

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃতি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্মাত'।[৫৭৯]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অপরাপর দায়িত্বের পাশাপাশি অন্যতম দায়িত্ব ছিল, সাহাবাগণের বাহ্যিক ও আত্মিক দিককে পরিশুদ্ধ করে তোলা। বর্তমানে উম্মাতকে পরিশুদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব ঐ সকল আলিমের ওপর, যারা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর ওয়ারিস। অতএব আত্মশুদ্ধির জন্য মু'মিনের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, উপযুক্ত আলিমগণের সোহবাতে থাকা এবং তাদের অনুসরণ নিশ্চিত করা। যারা শিক্ষক হিসাবে তাকে আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলি বাস্তবায়িত করার দিক-নির্দেশনা দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত বান্দার পথ-প্রদর্শন ও সংশোধনের জন্যে দু'টি ধারা অব্যহত রেখেছেন।

১. আসমানী গ্রন্থসমূহের ধারা।
২. নবী-রাসূলগণের ধারা।

অর্থাৎ আসমানী বিধান এই যে, বান্দার জন্য জরুরী হল- এক দিকে আসমানী গ্রন্থ অন্য দিকে শিক্ষক। মানুষের শিক্ষক মানুষ হয়। গ্রন্থ কখনো শিক্ষক হয় না। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হিদায়াত ও পরিশুদ্ধির জন্য দু'টি বিষয় অপরিহার্য। ১) আল-কুরআনের হিদায়াত ২) আল-কুরআন বোঝা ও অনুসরণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরী'আত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।[৫৮০]

মন্দ স্বভাব থেকে নাফসকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিশুদ্ধ না করার কারণে মু'মিন বান্দার অন্তঃকরণে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ অশিষ্ট উপসর্গ ও রোগ সৃষ্টি করেছেন, রোগ থেকে মুক্তির চিকিৎসা ও চিকিৎসক সৃষ্টি করেননি? বস্তুতঃ আল-কুরআন ও আল-হাদীসে আত্মিক রোগ ও তার চিকিৎসার ওপর অনেক বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নিজেই নিজের আত্মিক রোগের চিকিৎসা করা অসম্ভব। এ কারণে আত্মিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে সক্ষম এমন পারদর্শী আলিমগণের শিক্ষা-সান্নিধ্য ও অনুসরণ একান্ত জরুরী।

---

৫৭৯ আল-কুরআন, **সূরা জুমু'আ, ৬২:২**।

৫৮০ মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন,*** অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪২৫ হি.), খ, ১ পৃ. ২৭১-৩৭২।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

'কাজেই তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর'।[৫৮১]

রাছূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের মূল লক্ষ্য তিনটি। (১) আল-কুরআন তিলাওয়াত (২) আসমানী কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন ও হিকমাত শিক্ষাদান ও (৩) মানুষের চরিত্র সংশোধন।[৫৮২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের কার্যধারা থেকেই প্রমাণিত যে, আল-কুরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা সৌভাগ্য লাভ ও চিরমুক্তির উপায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্তব্যসমূহের মধ্যে আল-কুরআন তিলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআন তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্যের মর্যাদা দিয়ে হুশিয়ারী করা হয়েছে যে, কুরআনের শব্দ তিলাওয়াত, শব্দের সংরক্ষণ এবং যে ভঙ্গিতে তা নাযিল হয়েছে সে ভঙ্গিতে তা পাঠ করা একটি স্বতন্ত্র ফরয । এমনিভাবে এ কর্তব্যটির সাথে কিতাব শিক্ষাদানকে পৃথক একটি কর্তব্য সাব্যস্ত করার শিক্ষা হল, আল-কুরআন বোঝার জন্য শুধু আরবী ভাষায় পান্ডিত্ব অর্জন করা যথেষ্ট হয়। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী এর শিক্ষা লাভ করাও অতি অপরিহার্য।

আল-কুরআন মুত্তাকীদের হিদায়াত বা পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

'এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত'।[৫৮৩]

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গ্রন্থের ভাষা জানা বা সে ভাষায় পারদর্শী হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত শাস্ত্রটি কোন সুদক্ষ শিক্ষকের নিকট থেকে ভালভাবে অর্জন করা নয়। বর্তমান সময়ে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাদি সাধারণত ইংরেজি ভাষায় রচিত। কিন্তু সবাই অবগত যে, শুধু ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এবং গৃহে অবস্থান করে চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাদি পাঠ করেই কেউ চিকিৎসক হতে পারেনি এবং পারেও না। প্রকৌশল বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে কেউ প্রকৌশলী হতে পারে না। বড় বড় শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে দৈনন্দিন সাধারণ কর্মপদ্ধতিও শিক্ষকের কাছে না শিখে শুধু পুস্তক অধ্যায়ন করে কেউ অর্জন করতে পারে না। আধুনিক যুগে প্রতিটি শিক্ষা ও কারিগরি বিষয়ে

---

৫৮১ আল-কুরআন, **সূরা নাহ্‌ল,** ১৬:৪৩।

৫৮২ মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র), তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩৬৭।

৫৮৩ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২।

শত শত পুস্তক রচিত হচ্ছে। চিত্রের সাহায্যে কাজ শেখার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তক দেখে কেউ কোন দর্জি, কর্মকার অথবা বাবুর্চি হতে পারেনি। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সব কিছু হাতের নাগালে। ঘরে বসে আজ গোটা পৃথিবীর খবরাখবর জানা যায়। অথচ এর পিছনেও হাতে কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। যদি শাস্ত্র অর্জন শাস্ত্রের গ্রন্থ বোঝার জন্য ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট হত, তবে যে ব্যক্তি সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা জানে সে জগতের সব শাস্ত্র অর্জন করতে পারত। এখন অনুধাবনের বিষয় যে, যখন সাধারণ শাস্ত্র বোঝার জন্য ভাষা জ্ঞান যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষকের প্রয়োজন, তখন সম্পূর্ণ ওহী নির্ভর আসমানী গ্রন্থ 'আল-কুরআন'-এর বিষয়বস্তু যার মধ্যে ধর্ম বিদ্যা থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা ও দর্শন প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান, কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞান দ্বারাই কেমন করে তা অর্জিত হতে পারে?

আল-কুরআনের সারমর্ম সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার সারমর্ম- صِّرَاطَ لْمُسْتَقِيمَ। এখানে صِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর সন্ধান দিতে গিয়ে আল-কুরআনের পথ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পথ ও মত বলার পরিবর্তে কিছু 'আল্লাহ ওয়ালা'-এর সন্ধান দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে صِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم 'সিরাতে মুস্তাকিম' হচ্ছে, তাদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নি'আমাত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয় যারা আযাবে গযবে পতিত ও বিপদগামী। আল-কুরআনের অন্যত্র নি'য়ামতপ্রাপ্তদের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً

'আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম'।[৫৮৪]

হিদায়াত ও পরিশুদ্ধির জন্য শুধু কিতাব নয়, বরং ব্যক্তি মানুষের শিক্ষাও অপরিহার্য তা রাসূলুলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। যেমন,

'আব্দুল্লাহ ইব্ন যাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিদায় হাজ্জে আরাফার দিবসে কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহণ করে ভাষণ দিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

৫৮৪ আল-কুরআন, সূরা নিসা, ৪:৬৯।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

('হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, এদু'টিকে শক্তভাবে আকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন')। [৫৮৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমার পরে তোমরা আবূ বাকর ও 'উমরকে অনুসরণ কর।[৫৮৬]

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (তোমাদের কর্তব্য হল, আমার পরে আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধরা। তোমরা তা শক্ত করে আঁকড়িয়ে থাকবে।)[৫৮৭]

এ ব্যাপারে হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া (রা.) থেকে বর্নিত অন্য একটি হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে দাড়ালেন এবং অত্যান্ত মর্মাস্পর্শি ভাষায় আমাদেরকে উপদেশ দান করলেন। এতে আমাদের অন্তঃকরণে ভীতি সঞ্চার হল এবং চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এলো। তখন জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি আমাদের বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যায় উপদেশ দান করলেন। অতএব এ ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সরাসরি সু-নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর শুনবে ও অনুসরণ

৫৮৫ আত-তিরমিযি, আস-সুনান (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৩১।

৫৮৬ আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, ফাদাইলুল খুলাফায়িল আরবা'আতি ওয়া গায়রিহিম, (মদীনা: দারুল বুখারী লিন নাশরী ওয়াত তাওযী', ১ম সং. ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৯৪।

৫৮৭ আবূ যা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, শারহু মুশকিলুল আসার (বৈরূতঃ মুয়াসসামাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি. /১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২২৩।

করবে। যদিও তোমাদের নেতা হাবশি গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতোবিরোধ দেখবে। তখন তোমাদের ওপর আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শের ওপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্ত করে আঁকড়িয়ে থাকবে। সাবধান! তোমরা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতি গোমরাহ।[৫৮৮]

ফল কথা এই যে, মানুষের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য দুটি বস্তু অপরিহার্য। ১) আল-কুরআনের শিক্ষা ২) আল-কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরী'আত বিশেষজ্ঞ প্রকৃত আলিমগণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রের প্রকৃত অনুসারীগণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

এই শিক্ষা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের। এই নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহর ও তার রাসূল। প্রকৃত আনুগত্য তার-ই। আমল করা ও করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন একটি উপায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য এ দিক দিয়েই করা হয় যে, তা হুবহু আল্লাহরই আনুগত্য।[৫৮৯]

আর আলিমগনের সোহবাতে থাকা ও তাদের আনুগত্য করা হুবহু রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আনুগত্য করা। অতএব আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সবই প্রকৃত আলিমগণের নিকট থেকে জেনে নিয়ে আত্মশুদ্ধির চর্চা করা অপরিহার্য। শুধুমাত্র আলিমগণের বক্তৃতা শ্রবণ করে অথবা ধর্মীয় পুস্তক অধ্যায়ন করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায় না। বরং আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী আল-কুরআন ও আলিমগণের সোহবাত এ দু'টির সমন্বয়ে অর্জিত হবে আত্মশুদ্ধি।

বর্তমান সময়ে 'ইলমে ক্বালব ও আত্মশুদ্ধির জন্য প্রকৃত আলিম পাওয়া এবং তাদের আদর্শ-যোগ্যতা নিয়ে মুসলমানদের মনে দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। মূলতঃ পূর্ব যামানায়' 'ইলমে লিসানী ও 'ইলমে ক্বালব অর্জন একই উস্তাযের কাছে সুসম্পন্ন হত। কিন্তু আত্মিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার কারণে উভয়' 'ইলমের শিক্ষা ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান হয়ে গিয়েছে। যিনি শুধু আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভাষা এবং বিষয়বস্তু চর্চা করেন ও শিক্ষা দেন তাকে বলা হয় উস্তায বা

---

৫৮৮ ইব্‌ন মাযাহ, আস-সুনান (বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরাবী, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১৫। আবূ দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২০০।

৫৮৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র), তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন, প্রাগুক্ত, খ, ১ পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

শিক্ষক। আর যারা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভাষা এবং বিষয়বস্তু সঠিকভাবে শিক্ষা করার পর' 'ইলমে ক্বালবে বুৎপত্তি অর্জন করতঃ সনদ হাসিলকারী প্রকৃত আলিমের সোহবাতে থেকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের সূক্ষ্ম তত্ব অর্থাৎ 'ইলমে ক্বালব পূর্ণরূপে শিক্ষা করেছে তারাই প্রকৃত আলিম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওয়ারিস। 'ইলমে তাসাওউফে তাদেরকে বলা হয় শায়খ বা পীর।[৫৯০]

আত্মশুদ্ধির জন্য শায়খের হাতে বায়'আত হওয়া সুন্নাত। বায়'আত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'যারা তোমার হাতে বায়'আত করে তারা তো আল্লাহর হাতে ব বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিনাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরুস্কার দিবেন'।[৫৯১]

আওফ ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা নয় জন বা আট জন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে ছিলাম। এসময়ে তিনি বললেন, তোমরা কী আমার হাতে বায়'আত করবে না? তিনি একথা তিন বার বললেন। আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন বিষয়ের উপর বায়া'আত করব? তিনি বললেন, এসব বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে)।[৫৯২]

আল-হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট সাহাবাগণ হিজরত, জিহাদ, কখনো কাফিরদের সাথে লড়ায়ে অবিচল থাকার লক্ষ্যে, কখনো সুন্নাহ আকড়ে থাকার ওপর, আবার কখনো বিদ'আত থেকে দূরে থাকার ওপর, আবার কখনো ইসলামের বিধান মেনে চলার ওপর বায়'আত করেছেন।[৫৯৩]

একারণে 'ইলমে তাসাওউফে শায়খের হাতে বায়'আত হয়ে তাযকিয়াতুন নাফসের আমল করতে হয়।[৫৯৪]

---

৫৯০ শামসুল হক ফরীদপুরী, *ধর্মের আসল উদ্দেশ্য কী?* (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সং. ২০২০ খ্রি.), পৃ.১৪।

৫৯১ আল-কুরআন, **সূরা ফাতাহ**, ৪৮:১০।

৫৯২ বায়হাকী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, প্র. ২৭১।

৫৯৩ মুফতী মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, *তাসাওউফ ও তরীকাত:প্রসঙ্গ কথা* (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২২।

৫৯৪ মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহ.), ***তাছাওয়ফ-তত্ত্ব***, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির অর্জনের জন্য প্রকৃত আলিমগণের নিকট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি অনুশীলন করতে হয়। এর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কর্মসূচী। ইসলামে সে সকল বিষয় অপরিহার্য করণীয় ও উত্তম কর্ম বলে সাব্যস্ত হয়েছে সেসকল কর্মে আত্মনিয়োগ করা অপরিহার্য। আত্মনিয়োগের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। সে ক্ষেত্রসমূহ হতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

শার‘ঈ ‘ইলম অন্বেষণ করা

দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের ‘ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মু‘মিনের ওপর ফরয। ঈমানের পরে ‘ইলমের অবস্থান। আল-কুরআনের একই আয়াতে এই দু‘নি‘আমাতের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং যাদেরকে ‘ইলম দান করা হয় আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করেন’।[৫৯৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ‘ইলম অর্জন করা ফরয)।[৫৯৬] ‘ইলম ছাড়া ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ হয় না। ‘ইলম দু‘প্রকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ

(‘ইলম দু’প্রকার (১) ক্বালবী ‘ইলম। এটাই উপকারী ‘ইলম (২) যবানী ‘ইলম। এটা হল সৃষ্টির ওপর আল্লাহর দলিল)।[৫৯৭]

---

৫৯৫ আল-কুরআন, **সূরা মুজাদালাহ,** ৫৮:১১।

৫৯৬ ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, ***আস সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১।

৫৯৭ কুরতুবী, ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, ***জামি‘উ বায়ানিল ‘ইলমি ও ফাদলিহ*** (সৌদি আরব: দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৬১।

ইবাদাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে ক্বালব বা অন্তঃকরণকেও উপস্থিত রাখতে হয়। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমলের কারণেই রয়েছে প্রকাশ্য পাপ ও অপ্রকাশ্য পাপ। ফলে 'ইলম বলতে ক্বালবী ও লিসানী উভয় 'ইলম অন্বেষণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর নাযিল প্রথম বাণী:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না'।[৫৯৮]

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

'বল, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বল, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?" বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে'।[৫৯৯]

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

'এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[৬০০]

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৬০১]

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন:

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا

(রাতে এক ঘন্টা 'ইলম চর্চা করা রাত জেগে ইবাদাত করা চাইতে উত্তম।)[৬০২] অর্থাৎ ইসলামী শারীআতে 'ইলম চর্চাকে নাফল ইবাদাতের ওপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

---

৫৯৮ আল-কুরআন, সূরা আলাক, ৯৬:১-৫।

৫৯৯ আল-কুরআন, **সূরা আয্-যুমার,** ৩৯:৯।

৬০০ আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫:২৮।

৬০১ আল-কুরআন, সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:১১।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

مَنْ غَدَا يَطْلُبُ عِلْمًا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالْمَلَائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

(যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। আর ফিরিশতাগণ 'ইলম তালাশকারীর জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেয়।)[৬০৩]

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) আরো বলেনঃ

مُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ

আমার নিকট সারা রাত জেগে ইবাদাত করা অপেক্ষা রাতে এক ঘন্টা 'ইলম নিয়ে মোযাকারা করা বেশী পছন্দ।)[৬০৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

(যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জনের জন্য সফর করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। আর নিশ্চয় ফিরিশতাগণ 'ইলম হাসিলের জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করে। এমন কি পানির মাছও। নিশ্চয় 'আলিমের মর্যাদা 'আবিদের ওপর, যেমন চন্দ্রের মর্তবা সমস্ত তারকারাজির ওপর। নিশ্চয় আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী, আর নবীগণ দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তারা মিরাস হিসেবে রেখে যান 'ইলম। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে যেন বিরাট হিস্‌সা লাভ করল।[৬০৫]

বিশুদ্ধ ঈমান ও আকীদাহ পোষণ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের কল্যাণের জন্য তাযকিয়াহ-কে রিসালাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব ঈমান ও 'আকীদাহ বিশুদ্ধ করা অপরিহার্য। ঈমানের বিষয়গুলি অন্তঃকরণে সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়, সে জন্য এগুলিকে 'আকীদাহ বলা হয়। আরবের বেদুঈনরা বলেছিল 'আমরা

---

৬০২ দারিমী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৪।
৬০৩ তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৬।
৬০৪ বাইহাকী, আল-মাদখালু ইলাস্ সুনানিল কুবরা (বৈরূতঃ দারুল খুলাফায়ে লিল কুতুবিল ইসলামী, তা. বি.), পৃ. ৩০৫
৬০৫ ইবন মাযাহ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১।

ঈমান এনেছি'। মূলতঃ তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিল। তারা ঈমানের বিষয়বস্তুকে তাদের অন্তঃকরণে গভীরভাবে স্থান দেয়নি। আল-কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

'বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'। (হে রাসূল) বল, 'তোমরা ঈমান আননি'। বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি'; কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করেনি।[৬০৬]

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

'আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা'।[৬০৭]

অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঈমান ও 'আকীদাহ পোষণ করা অবস্থায় আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করলে তাদের জন্যই থাকবে জান্নাত। আল-হাদীছে বলা হয়েছে, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) বলেন:

وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ»

(অবশ্যই মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, তারা মাসজিদসমূহে একত্রিত হবে। কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও মু'মিন থাকবে না)।[৬০৮] অর্থাৎ তাদের ক্বালব বিশুদ্ধ ঈমান ও 'আকীদাহশুন্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের আকীদাকে গাছের শিকরের সাথে ও আমলকে গাছের ডাল পালার সাথে তুলনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

'কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।'[৬০৯]

মু'মিনের জীবনে আকীদার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আকীদার দৃঢ়তার ওপরেই আমলের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে এবং তা যতই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে তার আমলের প্রতিফলন সেভাবে ঘটতে থাকে। এজন্য নাফসের পরিশুদ্ধ ও দৃঢ়তার প্রয়োজন রয়েছে।

---

৬০৬ আল-কুরআন, **সূরা হুজরাত,** ৪৯:১৪।

৬০৭ আল-কুরআন, **সূরা ত্বা-হা,** ২০:৭৫।

৬০৮ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আস-সুন্নাহ*** (রিয়াদঃ দারুর রাবাহ, ১ম সং, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ.৫, পৃ. ৫৯।

৬০৯ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:২৬

তাক্বওয়া অবলম্বন

আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করার আদেশ করেছেন তা করা এবং যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার নাম তাক্বওয়া। মু'মিনের অর্জিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আখিরাতের সর্বোত্তম পাথেয়। এর মূল হল অন্তঃকরণে আল্লাহভীতি। সকল প্রকার ভালকর্ম এই তাক্বওয়া থেকে উদ্ভূত। এর মাধ্যমে অন্তঃকরণে প্রশান্তি আসে। এ কারণে অন্তঃকরণে যথার্থরূপে ত্বাকওয়া জাগারুক রাখা অতি অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ করেছেন: وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ 'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।[৬১০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর'।[৬১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।[৬১২] আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

(যেখানে থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করে চলবে। গুণাহের পর উত্তম আমল করবে। উত্তম আমল গুণাহকে মুছে দেয়। আর মানুষের সাথে ভাল আচরণ করবে)।[৬১৩] মু'আজ ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا , وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

(আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, হে মু'আজ! যেখানে থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করে চলবে। গুণাহের পর উত্তম আমল করবে; উত্তম আমল গুণাহকে মুছে দেয়। আর মানুষের সাথে ভাল আচরণ করবে)।[৬১৪]

---

৬১০ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৯৭।

৬১১ আল-কুরআন, **সূরা তাগাবুন,** ৬৪:১৬।

৬১২ আল-কুরআন, **সূরা মায়িদা,** ৫:২।

৬১৩ দারিমী, ***আস- সুনান*** (সৌদি আরব: দারুল মুগনী লিন্নাশরী ওয়াত তাওযী'ঈ, ১ম সং, ১৪১২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৩৫।

৬১৪ তাবারানী, সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ, ***আল-মু'জামুস সাগীর*** (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম সং, ১৪০৫ হি.), খ. ১, পৃ. ৩২০।

সালাত প্রতিষ্ঠা

আত্মশুদ্ধির প্রকৃত উপাদান হল সালাত প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অস্থির। ফলে মানুষের মধ্যে রয়েছে অসচেতনতা ও উম্মত্ততা। যা আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের বড় অন্তঃকরণায়। এই অস্থিরচিত্ত সালাত প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রশান্ত হয়। আত্মিক সজিবতা ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন সবই সালাত প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - إِلَّا الْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

'মানুষ সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত, যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত'।[৬১৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

'তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে; যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য'।[৬১৬] সালাতই মু'মিন বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল-কুরআনের বাণী:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে'।[৬১৭]

ছালাত আদায়ে অন্তঃকরণের উপস্থিতি অতি অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه

(আল্লাহ এমন সালাতের দিকে তাকান না যে সালাতে সালাত আদায়কারী তাঁর শরীরের সাথে তাঁর অন্তঃকরণ উপস্থিত করে না)।[৬১৮] হযরত আল-হাসান আল বাসরী (রাহ.) বলেন:

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الْقَلْبُ فَهِيَ إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ

(যে সালাতের মধ্যে অন্তঃকরণ উপস্থিত থাকবে না, সে সালাত দ্রুত শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে)।[৬১৯]

---

৬১৫ আল-কুরআন, **সূরা মা'আরিজ**, ৭০:১৯-২৩।

৬১৬ আল-কুরআন, **সূরা ফাতির**, ৩৫:১৮।

৬১৭ আল-কুরআন, **সূরা 'আনকাবূত**, ২৯:৪৪।

৬১৮ 'আব্দুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

৬১৯ ফাখরুদ্দীন রাযী, ***মাফাতিহুল গাইব*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০ হি.), খ.২৩,পৃ. ২৬০

আর চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সুগন্ধি ও স্ত্রীগণকে আমার জন্য প্রিয় করা হয়েছে। আর ছালাতের মধ্যে আর চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।[৬২০] তিনি আরো বলেন:

يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ.

হে বিলাল, সালাতের ব্যবস্থা করে আমাদের শান্তি দাও।[৬২১]

মূলতঃ সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে অন্তঃকরণে আল্লাহর স্মরণ প্রগাঢ় হয়। ফলে বান্দার আক্বল অর্থাৎ বিবেক শক্তি প্রদীপ্ত ও সজীবতা লাভ করে। বিবেক শক্তিই তাকে তিরস্কার করে এবং মন্দত্বের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে। ক্বালব বা অন্তঃকরণের এই পবিত্রতা ও সজিবতা নাফসের শক্তিকে হ্রাস করে। এর ফলে নাফস থেকে কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

সিয়াম সাধনা

সিয়াম অর্থ রোজা। এটির পুরোটাই গোপনীয় আমল। সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধির জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ। এর উদ্দেশ্য হল তাক্বওয়া অর্জন। তাক্বওয়ার স্থান ক্বালব বা অন্তঃকরণ। সকল পর্যায়ের অপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার নাম তাক্বওয়া। সকল ধরনের অসৎগুণাবলী বর্জন করে সিয়াম পালন করলে আল্লাহ সেই সিয়াম গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

(কোন ব্যক্তি (রোজা পালনে) মিথ্যা, পাপাচার থেকে বিরত না থাকলে, তার খাওয়া-পেওয়া বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই)।[৬২২] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

مَنْ صامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় সিয়াম সাধনা করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে)।[৬২৩]

---

৬২০ ইবন কাসির, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরূত:দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ), ১ম সং, ১৪১৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪০৩

৬২১ ইবন কাসির, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৩।

৬২২ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ, *আস-সুনান* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩০৭

৬২৩ বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *আস-সাহীহ* (বৈরূত: দারু তাওক্বিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১পৃ. ১৬।

অতএব মু'মিন সিয়াম সাধনার দ্বারা প্রথমতঃ সকল মন্দ আমল থেকে দূরে থাকে। সাথে সাথে পূর্ব থেকে তার অন্তঃকরণে পতিত পাপের কালো দাগ মুছে যায় এবং এর ফলে মু'মিন বান্দার নাফস পরিশুদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ সাওমের মধ্যে এক বিশেষত্ব রেখেছেন। এই ইবাদাত রিয়া মুক্ত। এজন্য এর পুরস্কার আল্লাহ দেবেন। আল-হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, (যার হাতে আমার জীবন, তার শফত, আল্লাহর নিকট সিয়াম সাধনাকারীর মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধি থেকে উত্তম। বান্দা একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পানাহার পরিত্যাগ করেছে। তাই যেহেতু যে শুধু আমার জন্যই রোজা রাখে। অতএব আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।)[৬২৪]

মানুষের মধ্যে স্বভাবগত দু'টি বিষয় থাকে। (১) প্রবৃত্তি (২) বিবেক বুদ্ধি। বিবেক বুদ্ধি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সৃষ্টিতে এবং সমাজ জীবনে সংহতি, ঐক্য প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে মানুষকে অসংযত, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খলে পরিণত করে। কখনো এর অসংযত আচারণের ফলে মানুষ পশুত্বের চরম নিম্নস্তরে নেমে যায়। লোভ লালসা, হিংসা বিদ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। এজন্য এসব অসৎ গুণ ও স্বভাবকে দাহন করে নাফসকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করবার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা সিয়ামের প্রবর্তন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

'এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না, কারও নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।[৬২৫]

মানুষের মধ্যে যে সহজাত পাপ প্রবণতা রয়েছে, রোজা মানুষকে পাপ প্রবনতা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়া এর দ্বারা মু'মিন বান্দাকে জীবনের সব দিক ও বিভাগে আদর্শ চরিত্র অর্জন করে।

---

৬২৪ ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা (আমিরাতঃ মুয়াসসাসাতু সায়দ, ১ম সং, ১৪২৫ হি. / ২০০৫ খ্রী), খ. ৩, পৃ. ৩৫।

৬২৫ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১২৩।

সুলাইমান ইব্ন মুসা (রাহ.) বলেন:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً»

(যখন তুমি রোজা রাখবে, তখন যেন, তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাও মিথ্যাচার ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। অধিকন্তু তুমি (তোমার) খাদিমকেও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। রোজার সময় যেন তোমার চলনে-বলনে সৌম্য ও গাম্ভীর্যভাব প্রকাশ পায়। রোযার দিনটিকে অন্যন্য দিনের মতো বানিয়ে দিও না।)[৬২৬]

যাকাত প্রদান

সম্পদের যাকাত দেওয়া ইসলামের একটি রোকন। কৃপণতা নাফসের মন্দ প্রবণতার একটি বিষয়। এটি মানুষের অন্তঃকরণকে সংকীর্ণ করে তোলে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতা অন্তঃকরণের সংকীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে মুক্তি পায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ

(যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সে কৃপণতা থেকে মুক্ত। যে যাকাত প্রদান করে, অতিথিদের আপ্যায়ন করে, মানুষকে বিপদের সময় দান করে) ।[৬২৭]

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত, সালাত আদায় করা যেমন ফরয। যাকাত আদায় করতে অনুরূপ ফরয। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীসে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

'হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হইবে এবং তা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া

৬২৬ আবদুল্লাহ ইবন মোবারাক, আয-যুহদু ওয়ার রিকাক (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১৫৬।
৬২৭ বাইহাকী, আহমাদ ইবন আল-হুসাইন, *শু'আবুল ঈমান* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদি লিন্নাশরি ওয়াত তাওযী'ঈ, ১ম সং, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩২০।

হইবে সেদিন বলা হইবে, 'এই সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর'।[৬২৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

সম্পদের মালিক, যে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে না তাকে জাহান্নামের আগুনে জালানো হবে। সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীকে তাদের ললাটে, পাশ্বদেশে এ পিঠে আগুনের সেঁক দেয়া হবে।[৬২৯]

হাজ্জ

সামর্থ্যবান মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর হাজ্জ আদায় করা ফরয।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ – فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায়। তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য'।[৬৩০]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

'হে ইবরাহীম) তুমি হজ্জের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার নিকটে পদব্রজে অথবা ক্ষীণকায় উষ্ট্রে আরোহণপূর্বক সুদূর পথ অতিক্রম করে আগমন করবে।[৬৩১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ

(হে লোক সকল, আল্লাহ তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করেছেন (সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে)।[৬৩২]

---

৬২৮ আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ, ৯:৩৪-৩৫।

৬২৯ **বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, প্রগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭।**

৬৩০ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান,** ৩:৯৬-৯৭।

৬৩১ আল কুরআন, সূরা হাজ্জ, ২২:২৭।

৬৩২ বাইহাকী, আহমাদ ইবন আল-হুসাইন, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩৫।

দৈহিক কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে হাজ্জ সম্পন্ন করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী ঈমান এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-এর পরে উত্তম আমল হল 'হাজ্জুন মাবরুর' (حج مبرور)।[৬৩৩] ত্রুটিমুক্ত হাজ্জ আদায় ও হাজ্জের পরে গুনাহমুক্ত জীবনের অধিকারী হওয়া মাবরুর হাজ্জের লক্ষণ। ফলে এই পর্যায়ের হাজ্জ পালনে মু'মিন বান্দার অন্তঃকরণ থেকে দুনিয়ার আকর্ষণ লোপ পায় এবং আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজেই হাজ্জ আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

(যে হাজ্জ সম্পদন করল, কিন্তু কোন অবাঞ্ছিত ও গর্হিত কোন কাজ করেনি, সে এমনভাবে ফিরে আসে যে, তার মাতা তাকে প্রসব করেছে)[৬৩৪]

তিনি আরো বলেনঃ

وَقَالَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

হাজ্জে মাবরুরের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া কিছু নয়।

আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ

(হাজ্জ সম্পাদনকারী দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি অনুরাগী হয়ে প্রত্যাবর্তন করাই হল হাজ্জে মাবরুর।)[৬৩৫]

হাজ্জ দীর্ঘ সময় ধরে নাফসের কামনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই চলে আত্মশুদ্ধির বাস্তব মহড়া। এখানে পাপ কিংবা খারাপ কিছু করার কোন সুযোগই থাকেনা। হাজ্জের দ্বারা বান্দা নাফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পাপ বর্জনের প্রশিক্ষণ পায়।

বৈধ উপার্জন

মু'মিন হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। শুধু খাওয়া ও পান করা নয়। বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আর্থিক কার্যক্রম হালাল উপার্জন দিয়ে সম্পন্ন হতে হবে।

---

৬৩৩ কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, ***আল-মুসনাদুস সাহীহ*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৮৮।

৬৩৪ কাদী আবূ বাকর ইব্‌ন আল-আরাবী, আহকামুল কুরআন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং. ১৪২৪ হি. / ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯০।

৬৩৫ কুরতুবী, আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ২খ. ৪০৮।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী থেকে বৈধ উপার্জনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

(হারাম উপার্জনের আহার্য দিয়ে যে শরীর গঠিত সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না)।[৬৩৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي ثَوْبِهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

(দশ দিরহাম দিয়ে কোন ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করল, যার একটি দিরহাম অবৈধ্য উপার্জনের। কাপড়টি যতদিন তার পরিধানে থাকবে ততদিন আল্লাহ তার কোন সালাত কবুল করবেন না।)[৬৩৭] মু'মিন বান্দার ওপর বৈধ উপর্জন ও সঠিক পথে ব্যয় ও ভক্ষণ অপরিহার্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ،

(নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। তবে উভয়ের মধ্যে কতিপয় সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। যা অনেক লোকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পাবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার উপমা সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রেখ, প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, আরো জেনে রেখ, আল্লাহর যমীনে তার সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ।[৬৩৮] এই হাদীসের মর্মার্থ হল, ইসলামে হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। কাজেই সন্দেহযুক্ত আয় উপার্জন থেকে মু'মিন বান্দার বিরত থাকা আবশ্যকীয় কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

---

৬৩৬ আবূ ই'আলা, আহমাদ ইব্ন 'আলী, *আল-মুসনাদ* (দামিশ্ক: দারুল মা'মুন লিত্তুরাস, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ, ১, পৃ. ৮৪।

৬৩৭ বাইহাকী, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন, ***শু'আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ, ২১০।

৬৩৮ মুসলিম, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২১৯।

(আল্লাহ তা'আলা পূত-পবিত্র। কাজেই তিনি পবিত্র ছাড়া অপর কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ মু'মিন বান্দাদেরকে যে নির্দেশই দান করেছেন যা তিনি তাঁর রাসূলগণকে দিয়েছিলেন।)[৬৩৯]

তিনি বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সৎ কর্ম কর। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি আরো বলেনঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত বিষয় থেকে পবিত্র বস্তুগুলোই ভক্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ কোন মুসাফির দীর্ঘ সফর শেষে মমিন বদলে দু'হাত বিস্তার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, ইয়া রাব! অথচ তার আহার্য হারাম তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম, অধিকন্তু যে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে; তা হলে কীভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে?[৬৪০]

এই হাদীসে হালাল রুজি উপর্জন করা এবং হালাল খাদ্য ভক্ষণ করার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বিশ্বাসী পেশাজিবীকে পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

(নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবী ঈমানদার বান্দাদেরকে ভালবাসেন।)[৬৪১]

একবার ইবরাহীম আন-নাখই (রাহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এক ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে কেবল আল্লাহর ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে আর অপর এক ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি জবাব দেন, (التاجر الأمين) বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীই।[৬৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী।[৬৪৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(কিয়ামতে বিশ্বস্ত সৎ ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শাহীদগণের সাথে থাকবেন।)[৬৪৪]

---

৬৩৯ আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.) খ. ৫, পৃ. ১৯।

৬৪০ মুসলিম, আস-সাহী হা. ২৯৯৩।

৬৪১ সূয়ূতী, জালালুদ্দীন, আদ-দুররুল মানসুর (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৮, পৃ. ২৩৮।

৬৪২ ইব্‌নু মুফলিছ, আশ-আদাবুশ শারিইয়্যাহ, খ. ৭৩, পৃ. ৪৩০।

৬৪৩ ইব্‌ন 'আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রাশীদিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৯ হি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৫।

৬৪৪ আবদুল হুমাইদ ইব্‌ন হুমাইদ, আল-মুনতাখাব (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম সং, ১৪০৮ হি./১৯৪৪ খ্রী, পৃ. ২৯৯

আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেনঃ

لَيْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّنْيَا طَلَبُكَ مَا يُصْلِحُكَ فِيهَا،

দুনিয়ায় প্রয়োজনীয় জীবন উপকরণ তালাশ করা এটা তোমার দুনিয়া প্রীতির লক্ষণ নয়।[৬৪৫]

কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ

নাফসের স্বভাবগত কাজ হল ক্বালব বা অন্তঃকরণে মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দেওয়া। ক্বালবে নাফসের কুমন্ত্রণা ঢুকলেই প্রতিহত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নাফসকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস'।[৬৪৬]

কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত না করলে তা চিন্তায় রূপ নেয়। এই চিন্তাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে পর্যায়ক্রমে তা ইচ্ছা, সাধারণ ইচ্ছা, প্রচণ্ড ইচ্ছা, দৃঢ় প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞায় রূপ নিয়ে অগ্রসর হয় অপকর্মের দিকে। এক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় অপকর্ম।[৬৪৭] অতএব প্রথমে অন্তঃকরণে প্রেরিত কুমন্ত্রণা ও খারাপ ভাবনাকে করতে হবে প্রতিবাদ ও প্রতিহত। প্রতিহত করার পদ্ধতি হল, নিজেকে আল্লাহর ওপর সোপার্দ করা, অন্তঃকরণে আল্লাহকে ভয় করা। যখনই ক্বালবে প্ররোচনা দানা বাধবে তখন বান্দা বলবে, إِنِّي أَخَافُ اللهَ (আমি অবশ্যই আল্লাকে ভয় করি)।[৬৪৮]

শায়তানও অশ্লীল কাজে প্ররোচিত করে। শায়তান মানুষের জাত শত্রু। যে মানুষের শিরা-উপশিরা ইত্যাদিতে প্রবেশ করে অশ্লীলতা ও কু কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে। অবশেষে তাকে বিভ্রান্ত করে দেয়। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(সে তো কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।)[৬৪৯]

---

৬৪৫ যায়নুদ্দীন, জামি'উল উলুমি ওয়াল হিকাম (বৈরূতঃ মুয়াস সাতুর রিসালাহ, ৭ম সং, ১৪২২ হিঃ / ২০০১ খ্রি), খ. ২, পৃ. ১৯৩।

৬৪৬ আল-কুরআন, **সূরা নাযি'আত,** ৭৯:৪০-৪১।

৬৪৭ ইবনলু জাওযী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন আইউব, ***আল-ফাওয়াইদ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৬৪৮ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩।

৬৪৯ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৬৯।

জাবির ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইবলিস পানি ওপর তার মসনদ স্থাপন করে। এরপর মানুষে বিপথগামী করার জন্য তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। যে সবচেয়ে বড় ফিতনা ও অপকর্ম করে আসতে পারে। সে তার নিকট সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। তাদের এক একজন তার নিকট এসে বলতে থাকে আমি এই করেছি।

তাওবাহ ও ইস্তিগফার

মু‘মিন সর্বদা গুনাহমুক্ত থাকার প্রচেষ্টা করবে। গুনাহগার মু‘মিন আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তা‘আলা তার ক্বালবে পতিত গুনাহের কালো দাগ উঠিয়ে দেন। তখন তার অন্তঃকরণ গুনাহমুক্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

‘আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ কবুল করেন যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবাহ করে, এরা তারা, যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন’।[৬৫০] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

‘কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে’ ।[৬৫১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

التَّائِبُ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(গুনাহ থেকে তাওবাকারী যেন গোনহমুক্ত ব্যক্তির মত হয়)।[৬৫২]

তাওবা করার নিয়ম- ১) বর্তমানে যে গুনাহে লিপ্ত আছে তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। ২) অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয ত্যাগ করে থাকলে আদায় করতে হবে। অথবা কাযা আদায় করতে হবে। গুনাহ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন সম্পদ ফেরত দিবে অথবা মাফ করিয়ে নিতে হবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার

৬৫০ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:১৭।ই
৬৫১ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:১১০।
৬৫২ তাবারানী, ***আদ-দু‘আ***, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১০।

ওয়ারিসদের নিকট ফেরত দিবে। কোন ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দিবে। যদি বায়তুল মালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয়, তবে যার হক তার নামে আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিবে। এমন কোন হক হলে যেমন কাউকে গালি দিল, অন্যায়ভাবে কষ্ট দিল, অথবা কারও গীবত করল, যে ভাবেই হোক তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।[৬৫৩]

আল-কোরআনে খাঁটি তাওবা করার জন্য মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করে দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্‌ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সংগীদিগকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে । তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।[৬৫৪]

হাসান বসরী বলেন, توبة نصوحا খাঁটি তাওবা হয় অপরাধকে ঘৃণা করা ও তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তাওবা করলে আল্লাহ পূর্বকৃত পাপ মার্জনা করে দেন।[৬৫৫]

তাওবাহ ইস্তিগফার করার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ قَالَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

(যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পরে তিন বার এবং আসরের সালাতের পর তিন বার أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পাঠ করবে তার সকল গুনাহ মার্জনা করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির মত হয়।)[৬৫৬]

---

৬৫৩ লেখক মন্ডলী, আল-কুরআন সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪৩৬ হি. / ২০১৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪২।
৬৫৪ আল্- কুরআন, সূরা তাহরীম, ৬৬:৮।
৬৫৫ তাফসীরে ইবনে কাসীর- খ. ১১, পৃ. ১৯১ ইফাবা প্রকাশনা, ৪র্থ স, ২০০৭ খ্রি.
৬৫৬ ইব্‌নস সুন্নী, আহমাদ ইব্‌ন মহাম্মাদ (বৈরূত: দারুল কিবলাতিলিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১১২।

হযরত ‘আলীকে তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাওবা ছয়টি জিনিসের সমষ্টি।

১) অতীত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া। ২) ছুটে যাওয়া ফরযসমূহ পুনরায় আদায় করা। ৩) পাওনা ফিরিয়ে দেয়া। ৪) দাবিদারকে সন্তুষ্ট রাখা। ৫) পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। ৬) আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থেকে মনকে পবিত্র রাখা।[৬৫৭]

যিকির করা

যিকির অর্থ স্মরণ করা।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

‘সুতরাং তোমরা আমাকেই স্বরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না’।[৬৫৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

‘জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণের দ্বারা অন্তঃকরণসমূহ প্রশান্ত হয়’।[৬৫৯]

যিকির অন্তকরণের জং পরিষ্কার করে। অন্তঃকরণের ওপর পাপ-পংকিলতার যে আবরণ পড়ে তা দূর করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَة، وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ،

(প্রত্যেক বস্তুর শানযন্ত্র আছে। নিশ্চয় ক্বালবসমূহের শানযন্ত্র আল্লাহ যিকির)।[৬৬০]

আল্লাহর স্মরণে অবহেলার পরিণতি ঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নহেঃ? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্র স্বরণে পরাঙ্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে’।[৬৬১]

---

৬৫৭ কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, ১২, ৩১৬ পৃ. ইদারা ১৯৯৭ খ্রি.

৬৫৮ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ১৫২।

৬৫৯ আল-কুরআন, **সূরা রা‘দ,** ১৩:২৮।

৬৬০ বাইহাকী, আহমাদ ইবন আল-হুসাইন, ***শু‘বুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৬২।

৬৬১ আল- কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯:২২।

যিকির সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ -

'যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি, আল্লাহ্‌র স্বরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়-বহু কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী'।[৬৬২]

আল্লাহর যিকির করা অর্থই হচ্ছে তার ওপর ভরসা করা। তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া, তার প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা, তার পক্ষ থেকে বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা। তাকে যখন আহ্বান করা হয় তখন তিনি নিকটেই থাকেন।[৬৬৩]

আল্লাহর স্মরণ বিমুখ ব্যক্তির জীবনযাপন সংকুচিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'যে আমার স্বরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়'।[৬৬৪]

আল্লাহর যিকির শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

'যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়'।[৬৬৫]

জীবন সংকুচিত হওয়া থেকে উদ্দেশ্য হল মনের অতৃপ্তি ও অতুষ্টি। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপ প্রকাশ করেছেন যে, যারা আল্লাহর স্মরণ ও ফিকির বিমুখ হবে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।[৬৬৬]

---

৬৬২ আল-কুরআন, সূরা হাদীদ: ৫৭:১৬।
৬৬৩ যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন, পৃ. ৭২
৬৬৪ আল-কুরআন, সূরা তা হা, ২০:১২৪।
৬৬৫ আ-কুরআন, **সূরা আ'রাফ,** ৭:২০১।
৬৬৬ কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭২।

দু‘আ করা

দু‘আ মু‘মিনের এক প্রকৃষ্ট পন্থা, যা দ্বারা তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। মু‘মিনের কর্তব্য হল আত্মশুদ্ধির জন্য দু‘আ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

‘আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, (তাদেরকে বলে দেবেন) আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্‌বান করে, আমি তার আহ্‌বানে সাড়া দেই’।[৬৬৭]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

(দু’আ ইবাদাতের মগজ)।[৬৬৮]

হুসাইন ইব্‌ন উবাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছেন:

يَا حُصَيْنُ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ " فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ الَّتِي وَعَدْتَنِي، قَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي "

(হে হুসাইন তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে দু’টি বাক্য শিক্ষা দেব, তোমাকে উপকার দেবে। যখন হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করে তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হাজির হয়ে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বাক্য দুটি শিখিয়ে দিন, যেভাবে আপনি ওয়াদা করেছিলেন।[৬৬৯]

আল্লাহর নিকট দু’আ করলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

‘আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলিতে পারে’।[৬৭০]

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

---

৬৬৭ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১৮৬।
৬৬৮ তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৩
৬৬৯ তাবারানী, আদ-দু'আ, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪১২।
৬৭০ আল-কুরআন, সূরা-বাকারা, ২: ১৮৬।

‘তোমাদের প্রতিপালক বলেন, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ‘ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে’।[৬৭১]

আত্মশুদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো অনেক দু‘আ আছে। যেমন, শাকাল ইব্ন হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে একটি দু‘আ শিখিয়ে দেন, তিনি বললেন, তুমি বলঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

(হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আমার শ্রবণের মন্দ থেকে, আমার দৃষ্টির মন্দ থেকে, আমার জিহবার মন্দ থেকে, আমার অন্তঃকরণের মন্দ থেকে, আমার গোপনাঙ্গের অনিষ্ট থেকে)।[৬৭২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَدْعُوهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মহা অনুগ্রহশীল। যখন কোন বান্দা তাঁর সামনে তার দুই হাত ওপরে তুলে দু’আ করে তখন সে হাত দু’টি শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[৬৭৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত পাঠ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত পাঠ করা একটি অতি আবশ্যকীয় আমল। আল্লাহ তা’আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও’।[৬৭৪]

আল-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ.

(দু‘আসমূহ আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানে স্থগিত থাকে। ততক্ষণ তা ওপরে ওঠে না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত পাঠ করা হয়)।[৬৭৫] এর বহু উপকার রয়েছে।

---

৬৭১ আল-কুরআন, সূরা মু'মিন ৪০:৬০।

৬৭২ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ‘আছ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২।

৬৭৩ জুরযানী তারতীবুল আমালীল খামিসিয়্যাহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ২৯৯

৬৭৪ আল- কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩:৫৬।

৬৭৫ বাগুবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্ন মাস‘উদ, ***শারহুস সুন্নাহ*** (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২০৫।

তন্মধ্যে আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে যাওয়া এবং নাফসের পরিশুদ্ধি অর্জন অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلاَةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ

(আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি তার অন্তঃকরণ থেকে নিষ্ঠার সাথে আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। তার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, দশটি নেকী লিখে দেওয়া হয় এবং তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে দেওয়া হয়)।[৬৭৬] তিনি আরো বলেন: صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ

(তোমরা আমার ওপর সালাত পড়, নিশ্চয় আমার ওপর পঠিত সালাত তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে)।[৬৭৭]

অতএব নাফসের পরিশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাম পাঠ করা। আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসজিদ থেকে বের হয়ে কোন এক খেজুর বাগানে ঢুকে পড়লেন। আমি তাঁর পেছনে অনুসরণ করলাম। অতঃপর তিনি সাজদারত হলেন। তার সাজদা খুবই দীর্ঘায়িত হল। এমনকি আমি এতে খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। না জানি আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করলেন এবং জান কাবয করে নিলেন। তারপর আমি তাঁর খুব কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। তিনি মাথা উঠিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুর রহমান, তুমি এখানে কেন এসেছ? আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, আমি আমার ভীতিকর অবস্থার কথা বললাম। অতঃপর তিনি বললেন:

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِي: أَلا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

(নিঃসন্দেহে জিবরীল আমাকে বললো, আমি কি আপনাকে সু-সংবাদ দেবো না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর সালাত পাঠ করে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পেশ করে আমি তার শান্তি বিধান করি।)[৬৭৮]

---

৬৭৬ নাসায়ী, আবূ 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব, *আস-সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩১।

৬৭৭ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ, ***সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ২৮।

৬৭৮ আহমাদ, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ.৩. পৃ. ২০০।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা তার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হবে যে আমার ওপর অধিক মাত্রায় সালাত পাঠ করবে।)[৬৭৯] আর যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পড়ে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ،

(যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হয়, সে যেন তৎক্ষণাৎ আমার ওপর সালাত পাঠ করে।)[৬৮০]

أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(তোমরা জুম'আর দিন ও রাতে আমার ওপর বেশী করে সালাত পাঠ করো। যে ব্যক্তি এরূপ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।)[৬৮১]

আত্মসমালোচনা

অন্তঃকরণে তাক্বওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ভয় থেকে আত্মসমালোচনার তাগিদ আসে। তাক্বওয়ার মূল হচ্ছে আত্মসমালোচনা। কাজের আগে ও পরে আত্মসমালোচনা করা উত্তম। বিশেষ করে ফরযসমূহ আদায়, শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন, জিহবা, হাত, পা, চোখ, নাক ও মুখের সমালোচনাসহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বর্জনীয় আমল থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর আত্মসমালোচনা করা অতি জরুরী। ফলশ্রুতিতে ক্বালবে নাফসের প্ররোচনা প্রতিহত হয়। ক্বালবের রোগ বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত'।[৬৮২]

---

৬৭৯ আশ-শাশি আল-বিনকাছী (মদীনা: মাকতাবাতুল 'উলমি ওয়াল হিকাম, ১ম সং ১৪১০ হি.) খ. ১, পৃ. ৪০৮।

৬৮০ নাসাঈ, 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি.) পৃ. ১৫৬।

৬৮১ বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৪।

৬৮২ আল-কুরআন, **সূরা হাশ্‌র,** ৫৯:১৮।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

(বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নাফসের সমালোচনা করে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নাফসের কামনা বাসনার অনুকরণে চলে এবং আল্লাহর নিকট বড় বড় আশা পোষণ করে)।[৬৮৩]

আল্লামা ইব্নুল কায়্যিমু (রহ.)বলেনঃ আত্মার চিকিৎসা ও দৃঢ়তার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে মুরাকাবা ও মুহাসাবা। তিনি আরো বলেন, মুহাসাবায় আলস্য বিশিষ্ট হয়।[৬৮৪]

হযরত 'উমর (রা.) বলতেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا

(তোমরা তোমাদের কর্মের হিসাব নিকাশ করো, কিয়ামতের দিন হিসাবের মুখোমুখী হওয়ার আগে এবং নিজেদের পরিমাপ কর কিয়ামতের দিন আমলের পরিমাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে।)[৬৮৫]

আল-কুরআন অধ্যয়ন

আল-কুরআনের হক হল, মু'মিন বুঝে বুঝে, মর্ম উপলব্ধি করে, চিন্তা-ভাবনা এবং বিধি নিষেধ অনুযায়ী চলার সংকল্পে কুরআন অধ্যয়ন করবে। এর দ্বারা ক্বালবের মরিচা দূরীভূত হয়।

আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارً

('আমি নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে'।)[৬৮৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا جَلَاؤُهَا؟ قَالَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

---

৬৮৩ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, *আল-মুসনাদ* (মিশরঃ দারু হিজর, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ, ২, পৃ. ৪৪৫

৬৮৪ যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন, পৃ. ৭৩.

৬৮৫ আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর, মুসনাদু আমীরিল মু'মিনিন আবী হাফস 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (বৈরূতঃ দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪১১ হি. / ১৯৯১ খ্রী.), খ. ২, পৃ. ৬১৮।

৬৮৬ আল-কুরআন, বনী ইসরাইল, ১৭:৮২।

(মানুষের ক্বালবসমূহে মরিচা ধরে, যেমন লোহায় মরিচা ধরে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে এই মরিচা দূর করতে হয়? তিনি বলেন, কুরআন পাঠ)।[৬৮৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

اقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ

(কুরআন পাঠ কর, যা তোমাকে নিষেধ করেছে, কুরআন তা থেকে যদি তোমাকে বিরত রাখতে না পারে, তবে তুমি যেন কুরআনই পাঠ করলে না)।[৬৮৮] অতএব নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন অধ্যয়ন করলে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তবে তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ?'[৬৮৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

(উম্মাতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হল কুরআন পাঠ।[৬৯০]

হযরত 'আলী (রা.) বলেন :

وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا

(যে পড়ার মধ্যে কোন চিন্তা গবেষণা নেই তা প্রকৃত অর্থে পড়াই হয়নি।)[৬৯১]

আল-হাসান আল বাসরী (রাহ.) এ সম্পর্কে বলেন:

وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُهُ بِعِلْمِهِ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَمَا أُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ،

"আর আল-কুরআনের আয়াতের ওপর চিন্তা-ভাবনার অর্থই হল তার বিধি নিষেধ মেনে চলা। আল্লাহর কসম। কুরআনের বর্ণগুলো মুখস্থ হল, কিন্তু তার বিধি নিষেধের সীমারেখা লঙ্ঘন করা হল, এরূপ কর্মনীতি কোনভাবেই কুরআন নিয়ে চিন্তা ফিকরের পর্যায়ে পড়বে না। এমনটি কেউ

---

৬৮৭ 'আলাউদ্দীন, 'আলী ইব্‌ন হুসামিদ দ্বীন, ***কানযুল 'উম্মাল*** (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সং, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৪৫।

৬৮৮ আল-কুদা'ঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ, ***মুসনাদুশ শিহাব*** (বৈরূত:মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪৫।

৬৮৯ আল-কুরআন, ***সূরা মুহাম্মাদ,*** ৪০:২৪।

৬৯০ বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫।

৬৯১ আবূ নাঈম আল-ইস্পাহানী, ***হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৭৭।

কেউ তো এরূপ কথাও বলে যে, আমি পুরো কুরআন পড়েছি। একটি অক্ষরও বাদ দেইনি। আল্লাহর কসম! সে পুরো কুরআনই বাদ দিয়েছে। কেননা তার কোন চরিত্র ও আমলের মধ্যে কুরআনের কোন নিদর্শনই তুমি দেখতে পাবে না।[৬৯২]

এই কারণে পাক পবিত্রতা সহকারে পূর্ণ ঈমান ও ভক্তি সহকারে ধীরে ধীরে, চিন্তা-ভাবনা সহকারে, আয়াতের মর্মানুযায়ী, সুন্দর স্বরে পাঠ করবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল-কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর হিফাযাত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তিনি তার পরিবার পরিজনদের থেকে এমন দশ ব্যক্তির জন্য শাফা'আত কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল।[৬৯৩]

ইখলাস

একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করার নাম ইখলাস। ইখলাস অন্তঃকরণের আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল আমলের মূল ভিত্তি। ইখলাসের কারণে আমল পরিশুদ্ধ ও খাঁটি হয়ে থাকে এবং আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হয়। ইখলাস বর্জিত আমল আত্মশুদ্ধির অন্তঃকরণায়। কাজেই সকল ইবাদাতে রিয়া বর্জন করতে হবে। ইবাদাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া পার্থিব স্বার্থ বিদ্যমান থাকার নাম রিয়া। পার্থিব স্বার্থে ইবাদাত করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না। ইখলাস অবলম্বনের জন্য আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে'।[৬৯৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে বলেছিলেন:

أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ

(তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর। অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে)।[৬৯৫] অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালন কর।

---

৬৯২ আব্দুর রাজ্জাক আস-সান আ'নী, ***আল-মুসান্নাফ,*** প্রগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩।
৬৯৩ ইবন মাযাহ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮।
৬৯৪ আল-কুরআন, **সূরা বায়্যিনাহ,** ৯৮:৫।
৬৯৫ বাইহাকী, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন, ***শু'আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৪।

ইব্‌নুল কায়্যিম বলেনঃ

تصفية العمل من كل الشوائب

(ইখলাস হল আমলকে সকল প্রকার কদর্যতা থেকে মুক্ত করা।)[৬৯৬]

ফুদাইল ইব্‌ন ইয়াদ (রাহ.) বলেনঃ

تَرْك العمل من أجل الناس رياءٌ، والعملُ من أجل الناس شركٌ، والإخلاصُ أن يعافيَكَ الله منهما

(মানুষের নিন্দার ভয়ে, কোন কাজ ত্যাগ করা রিয়া (লৌকিকতা)-এর মধ্যে শামিল এবং মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোন কাজ করা শিরকের নামান্তর। আর ইখলাস হল, এ দু'টি প্রান্তিক অবস্থা থেকে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন।[৬৯৭]

ফুদাইল ইব্‌ন ইয়াদ (রাহ.) বলেনঃ

إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة.

(আমল যদি খালিস হয়, কিন্তু তা বিশুদ্ধ না হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে আমল যদি বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু খালিস না হয়, তাও গ্রহণযোগ্য হবে না, যে যাবৎ না তা খালিস ও নিখুঁতভাবে আদায় করা না হয়। আর খালিস হল যে, কোন আমল কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়। আর বিশুদ্ধ হল, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরিকা অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়।)[৬৯৮]

ইব্‌নুল কাসীর (রাহ.) বলেন :

فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صواباً موافقاً للشريعة، وأن يكون خالصاً من الشرك

(আল্লাহ কোন আমলকে কবুল করেন না, যে যাবৎ না তাতে দু'টি মৌলিক বিষয় পাওয়া যায়। একটি হল- আমলটি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পালিত হতে হবে। অপরটি হল তা শিরক থেকে মুক্ত করা হবে। অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো অংশীদারিত্ব থাকতে পারবে না।)[৬৯৯]

---

৬৯৬ হামদ ইবন ইবরাহীম, *আত-তাওহিদু ওয়া আসরুহু ফী হায়াতিল মুসলিম* (রিয়াদঃ দারুল অতন, ১ম সং, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খ্রী.) পৃ. ৬৫।

৬৯৭ ড. সা'ঈদ ইব্‌ন আলী, *আকীদাতুল মুসলিম ফী দু'য়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ* (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুল যারিসী), খ. ২, পৃ. ৫৭৩।

৬৯৮ ইবন তাইমিয়্যাহ, *তাহযীবু ইকতিদায়ীস সিরাতিল মুসতাকিম* (মিশরঃ মাকতাবাতু দারি উলুম)।

৬৯৯ সাঈদ ইব্‌ন নাসির, *হাকীকাতুল বিদআতি ওয়া আহকামিহা* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩৬।

এ ক্ষেত্রে নিয়্যাত বিশুদ্ধ করতে হবে। কেননা নিয়্যাত অনুযায়ী ব্যক্তি ফলাফল পায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

(আমলের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে নিয়্যাত অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করবে।)[৭০০]

সততা

মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ থাকবে যথার্থভাবে সততার গুণে গুণান্বিত। এর ফলে নাফসের কুমন্ত্রণায় অন্তঃকরণ কোনরূপ প্রভাবিত হবে না। ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাস ও বিধি-বিধান পালনে যে কোন সংশয়, প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং অন্য কিছুর সংশ্রব ইত্যাদি কারণে সততা বিনষ্ট হয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধির জন্য সত্যনিষ্ঠ-ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিকল্প নেই। আল- কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীরূপে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়'।[৭০১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ (ব্যবসায়ীরা কিয়ামত দিবসে মহাপাপী হিসেবে উঠবে। তবে ঐসব ব্যবসায়ী নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে, উত্তম পন্থায় লেনদেন করে এবং ব্যবসা পরিচালনা করে সততার সাথে)।[৭০২] আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি অবনত রাখার জন্য বলেনঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'।[৭০৩]

---

৭০০ বুখারী. আস সাহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬।
৭০১ আল-কুরআন, সূরা নিসা, ৪:১৩৫।
৭০২ তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা, *আস-সুনান* (মিশর: শিরকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবা'আতি মুস্তাফা, ২য় সং, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৭।
৭০৩ আল-কুরআন, *সূরা নূর*, ২৪:৩০।

সততার প্রসঙ্গে ইমাম আল-গাযালী (রাহ.) বলেন:

(জেনে রাখ যে, সততা নিয়্যাত ও ইচ্ছায় সততা, সিদ্ধান্তে সততা, সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সততা, কাজ কর্মে সততা ও দ্বীনের প্রত্যেকটি মাকাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সততা। অতএব, যে ব্যক্তি এ সব ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবে তিনি হলেন সিদ্দীক।)[৭০৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ'।[৭০৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হক অথবা বিত্তহীন (হ'উক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন'।[৭০৬]

রাসূলল্লাহ (সা.) বলেন:

مَن شَهِدَ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ صِدقاً مِن قَلبِهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি তার অন্তঃকরণে সততার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।[৭০৭]

---

৭০৪ গাযালী, ***ইহইয়াউল উলুমিদ দ্বীন,*** খ. ৪, পৃ. ৩৮৮।

৭০৫ আল-কুরআন, ***সূরা হুজরাত*** ৪৯:১৫।

৭০৬ আল-কুরআন, ***সূরা নিসা,*** ৪:১৩৫।

৭০৭ কালিমাতিল ইখলাস, যায়নুদ্দীন, ***শারহু কালিমাতিল ইখলাস*** (মিশর: দারু ইব্নিল জাওযী, ১ম সং, ১৪৩৫ হি. / ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১১।

ইব্‌নু রাজাব (রাহ.) বলেন:

وَأَنَّ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، فَلِقِلَّةِ صِدْقِهِ فِي قَوْلِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِذَا صَدَقَتْ طَهَّرَتْ مِنَ الْقَلْبِ كُلَّ مَا سِوَى اللَّهِ، فَمَنْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُحِبَّ سِوَاهُ، وَلَمْ يَرْجُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَمْ يَخْشَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَلَمْ تَبْقَ لَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ إِيثَارِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ، وَمَتَى بَقِيَ فِي الْقَلْبِ أَثَرٌ لِسِوَى اللَّهِ، فَمِنْ قِلَّةِ الصِّدْقِ فِي قَوْلِهَا

আর এ কালিমার পাঠকদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তা তাদের এ কথার সততায় স্বল্পতার কারণেই হবে। কেননা এ কালিমাটি যদি কারো থেকে যথার্থ খাঁটি মনে উচ্চারিত হয়, তা হলে তার অন্তঃকরণ আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক কিছু থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। যদি কেউ সত্যিকারভাবে এ কালেমা উচ্চারণ করে, তা হলে সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভাল বাসবে না। তিনি ব্যতীত কারো কাছে কিছু আশা করবে না, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, তাকে ছাড়া অপর কারো ওপর ভরসা করবে না এবং তার নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার প্রাধান্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। পক্ষান্তরে, যদি অন্ত:করণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোন ছাপ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা হবে তার এ কথার সততায় স্বল্পতার কারণে।[৭০৮]

রাসূলুল্লা (সা.) বলেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

যে ব্যক্তি প্রতারণা করলো, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।[৭০৯]

সত্য কথা বলা

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকী স্বভাব। মু‘মিন যত পাপ কাজ করে তার অধিকাংশই জবানের সাথে সংশ্লিষ্ট। জবান সততার গুণে গুণান্বিত না হলে তার দ্বারা পাপকর্ম হতেই থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

‘এই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য তা উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু এইগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা হতে’।[৭১০]

---

৭০৮ যাইনুদ্দীন, **জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম**, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২৬।

৭০৯ আবূ বাকর আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ*** (রিয়াদ: দারুর রাবাহ, ১ম সং, ১৪১০ হি. / ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৭০।

৭১০ আল-কুরআন, **সূরা হাজ্জ**, ২২:৩০।

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ এর অর্থ হলে তোমরা আল্লাহর ওপর বানোয়াট কিছু আরোপ ও মিথ্যা আরোপ করা থেকে দূরে থাক। আবূ বাকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبَائِرِ قُلْنَا: بلَى يَا رَسُول الله قَالَ: الْإِشْرَاك بِاللَّه وعقوق الْوَالِدين - وَكَانَ مُتكئا فَجَلَسَ- فَقَالَ: أَلا وَقَول الزُّور أَلا وَشَهَادَة الزُّور فَمَا زَالَ يكررها حَتَّى قُلْنَا ليته سكت

(আমি কি তোমাদেরকে অতি বড় গুনাহ সম্বন্ধে অতিবাহিত করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, অতি বড় গুনাহ হল- আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, এ কথা বলার সময়ে তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন, আর বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা, খবরদার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এ কথাটি তিনি পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন। এতদূর পর্যন্ত যে, আমরা বলাবলি করলাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন, তবে কতইনা ভাল হত।)[৭১১]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'এবং তারা বেহুদা ও মিথ্যা কথায় যোগদান করে না। আর যদি বেহুদা কথা ও কাজের আসরে গিয়ে পড়ে তবে ভদ্রভাবে তা এড়িয়ে চলে'।[৭১২]

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা একটি জঘন্যতম মানবিক অপরাধ। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শিরকের পর্যায়ভুক্ত।[৭১৩] ফলে এটা বৃহত্তম কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا،

(তোমরা সত্যবাদিতাকে আকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা ন্যায়ের দিতে চালিত করে। আর ন্যায় জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। কোন বান্দা সত্য কথা বলতে এবং সত্য অনুসন্ধানে রত হলে তার নাম আল্লাহর নিকট সিদ্দীক (সত্যবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়)।[৭১৪]

---

৭১১ সুয়ূতী, ***আদ্ দুর্‌রুল মানসুর*** (বৈরূতঃ দারুল ফিকহ্, তা.বি.), খ. ৬. পৃ. ৪৪।

৭১২ আল-কুরআন, **সূরা ফুরকান,** ২৫:৭২।

৭১৩ ইবন আবী শায়বা, ***মুসান্নাফ,*** প্রাগুক্ত খ. ৫, পৃ. ৩৬৬।

৭১৪ তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮।

অতএব, এহেন গুনাহ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এটা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাট অন্তঃকরণায় এবং আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশী ব্যক্তিদের অন্ততঃপক্ষে আল্লাহর ক্রোধ থেকে যোজন দূরে অবস্থান করতে হবে।

ওয়াদা পালন করা

মু'মিন ব্যক্তি ওয়াদা অর্থাৎ অঙ্গীকার করলে তা বাস্তবায়ন করবে। ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা নিফাকী আচরণ। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীগণের পরিচয়ে উল্লেখ করেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী'।[৭১৫]

অঙ্গীকার পালন করা আল্লাহ তা'আলা'র হুকুম। তিনি বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

'হে মু'মিনগণ? তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে'।[৭১৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

(যার ওয়াদা পালনের দায়বদ্ধতা নেই প্রকৃত পক্ষে তার দ্বীন নেই)।[৭১৭]

---

৭১৫ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা, ২:১৭৭**।

৭১৬ আল-কুরআন, **সূরা মায়িদা, ৫:১**।

৭১৭ তাবারানী, সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ, ***আল-মু'জামুল কাবীর*** (কায়রো:মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, ৩য় সং, তা.বি.), খ. ১১, পৃ. ২১৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই উক্তি প্রমাণ করে যে, ওয়াদা বাস্তবায়ন করা দ্বীনের অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি মুসলিমের পরিচয়ে উল্লেখ করেন:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

(মুসলিমগণ তার কথার ওপর অটল থাকে)।[৭১৮]

ওয়াদা প্রতিপালন করা মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্যগুণ। একজন মু'মিনের প্রতি ঈমানের একান্ত দাবী হল, সে সর্বাবস্থায় কৃত ওয়াদা পালন করে যাবে। ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি প্রধান লক্ষণ বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا – أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ – حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ "

(যার মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে চারটি গুণের একটি থাকবে সে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষন সে তা ত্যাগ না করে। ১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। ২) যখন সে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে আমানাত রাখা হয় খিয়ানাত করে। ৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন গালিগালাজ করে।[৭১৯] অতএব আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায় হল ওয়াদা বাস্তবায়ন করা।

আমানাত আদায়

মু'মিনের প্রতিটি ক্ষেত্র আমানাত রক্ষার সাথে জড়িত। আমানাতের হিফাজাত করা মু'মিনের একটি বৈশিষ্ট্য। আমানাত আদায় না করা নিফাকী স্বভাব। ইসলামে আমানাত কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা জীবনের সকল বিষয়কে শামিল করে। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই প্রকৃত আমানাত। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

'আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানাত পেশ করেছিলাম, তারা বা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল'।[৭২০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, (...অবশেষে আল্লাহ আদম (আ.)-এর প্রতি আমানাত পেশ করে বললেন, আদম! তুমি কি আমার আমানাত যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে? আদম জিজ্ঞাসা করলেন,

---

৭১৮ তাবারানী, সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ, ***আল-মু'জামুল কাবীর,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ২২।

৭১৯ বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩১।

৭২০ আল-কুরআন, **সূরা আহ্‌যাব,** :৩৩৭২।

আপনার নিকট এর কি বিনিময় পাব? আল্লাহ বললেন, হে আদম, তুমি যদি উত্তম কাজ কর, আনুগত্য কর এবং যথাযথভাবে আমানাতের সংরক্ষণ কর তবে আমার নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা হবে এবং জান্নাতে এর উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আর যদি তুমি অবাধ্য হও এবং যথাযথভাবে আদায় না কর, তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিব এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আদম (আ.) বললেন, হে রব, আমি এতে রাজি। আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার ওপর এ আমানাত অর্পণ করলাম)।[৭২১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ،

(যার আমানাত রক্ষার প্রতি দায়িত্ববোধ নেই বস্তুত তার ঈমান-ই নেই)।[৭২২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।[৭২৩]

যার নিকট যে আমানাত অর্থাৎ দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্বের ব্যাপারে কিয়ামতে বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ

(তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা জনগণের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চাকর তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৭২৪]

---

৭২১ ইব্‌ন কাসির, *তাফসীরে ইবনে কাসীর* (ঢাকা ঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২১ হি.), খণ্ড. ৯, পৃ. ১৯৮-১৯।
৭২২ তাবারানী, সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ, *আল-মু'জামুল আওসাত* (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৯৮।
৭২৩ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:৫৮।
৭২৪ মু'আম্মার ইবন আবী ***'আমর আল-জামি'*** (পাকিস্তান:আল-মাজলিসুল 'ইলমী, ৩য় সং, ১৪০৩ হি.), খ.১১, পৃ. ৩১৯।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : (যে ব্যক্তি বিশ্বাস ঘাতকতা করল, কাউকে ঠকালো, সে আমার উম্মতভূক্ত নয়)।[৭২৫]

আমানাত আদায়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন:

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ: يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ قَالَ: يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا، فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا،

(আল্লাহর পথে শাহাদাত সকল পাপকেই মোচন করে দেয়। তবে আমানাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। কিয়ামতের দিন বান্দাহকে হাজির করা হবে। যদিও সে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে এবং তাকে বলা হবে তোমার আমানাত আদায় করো। সে বলবে, ইয় রাব্ব! এখন কিভাবে আমানাত আদায় করবো, দুনিয়া তো নিঃশেষ হয়ে গেছে? তখন ফিরিশতাগণকে বলা হবে, একে তোমরা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে।[৭২৬]

ধৈর্য্য

ইসলামে ধৈর্য্য হল, নাফসের যাবতীয় মন্দ প্রবণতাকে প্রতিহত করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গর্হীত কর্ম থেকে বিরত রাখা, অন্তঃকরণকে স্বচ্ছ-শুভ্র রাখা, সর্বদা ন্যায়-নিষ্ঠার ওপর অটল থাকা এবং পরীক্ষা ও বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করা। আল-কুরআনে ধৈর্য্য ধারণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈয্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ'।[৭২৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ। (ধৈর্য্য ঈমানের অর্ধেক)।[৭২৮] ধৈর্য্য অবলম্বনের কারণে মু'মিন বান্দা গর্হিত কর্ম থেকে বিরত থাকে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য করে এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পায়। এর প্রভাব নাফসের ওপর পতিত হলে ক্রমান্বয়ে নাফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট বিনষ্ট হয় ।

ইসলামে 'সাবর' বলতে সাধারণভাবে ধৈর্য্যের চাইতে অনেক বৃহত্তর ধারণা প্রকাশিত হয়। কেননা 'ধৈর্য্য' বলতে সাধারণত ভাগ্যের প্রতি নেতিবাচক নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পন বা অনুমোদনের ধারণা

---

৭২৫ ইব্‌ন মানদাহ, ***আল-ঈমান*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৬১৬।

৭২৬ মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর, ***মাকারিমুল আখলাকি ওয়া মাহমুদু তারায়িকুহা*** (কায়রো: দারুল আফাকীল আরাবিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৬৯।

৭২৭ আল-কুরআন, **সূরা আহ্‌কাফ,** ৪৬:৩৫।

৭২৮ আল-কুদা'ঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ, ***মুসনাদুশ শিহাব,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬।

প্রকাশিত হয়। আর ইসলামে ‘সাবর’ কোনো নেতিবাচক গুণ নয়; এটা সক্রিয় ও গতিশীল গুণ।[৭২৯]

রাগিব আল-ইস্পাহানী (রাহ:) বলেনঃ

الصبر حيس النفس على ما حبسها عنه

(সাবর হল বিবেক বৃদ্ধি কিংবা শারী’আত অথবা দু’টির দাবি অনুযায়ী নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করা।)[৭৩০]

ইব্‌নুল কায়্যিম (রা.) বলেনঃ

حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ. وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى. وَحَبْسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِيشِ

(‘সাবর’ হল নাফসকে অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টি থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিরত রাখা।)[৭৩১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

أَوَّلُ مَنْ يدعى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

(জান্নাতের দিকে সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ জানানো হবে সে সব লোককে, যারা সুখ-দুঃখ নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা। [৭৩২]

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল অর্থ আল্লাহর ওপর ভরসা করা। তাওয়াক্কুল অন্তঃকরণে তাওহীদ বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাওয়াক্কুলের প্রকৃত তত্ত্ব হল, আল্লাহ রিজিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা, জীবিতকারী, মৃত্যুদানকারী, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি ব্যতীত কোন রব নেই এ বিশ্বাস নিয়ে নির্দেশিত মাধ্যম গ্রহণসহ আল্লাহর ভরসা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ‘আর আল্লাহর প্রতিই যেন মু‘মিনগণ ভরসা করে’।[৭৩৩] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

---

৭২৯ ড. আহমদ আলী, ***তাযকিয়াতুন নাফস*** (ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, ২০১৬ খ্রি.) পৃ. ১৩০-১৩১।

৭৩০ রাগিব আল-ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

৭৩১ ইব্‌নল কায়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘আরাবী, ৩য় সং.১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫৫

৭৩২ আস-সা‘লাবী, ***আল-জাওয়াহিরুল হাস্‌সান ফী তাফসীরিল কুরআন*** (বৈরূত:দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরাবী, ১ম সং, ১৪১৮ হি.), খ.১. পৃ. ৬৬।

৭৩৩ আল-কুরআন, **সূরা আলে-‘ইমরান, ৩:১২২।**

'যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা'।[৭৩৪] তাওয়াক্কুলের দ্বারা মু'মিন বান্দা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকে। ফলে তাঁর নাফস পরিশুদ্ধ হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দু'আ থেকে তাওয়াক্কুল যে গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হযরত 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

(তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওক্কাল (ভরসা) কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দেবেন, যেমন তিনি রিযিক দেন পাখিদেরকে। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে)।[৭৩৫]

তাওয়াক্কুলের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। আবু বাকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا

(হিজরতের সময় গুহায় অবস্থান কালে আমি মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন তারা আমাদের মাথার ওপর ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর! এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারনা, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ)?[৭৩৬]

উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

(নবী (সা.) যখন ঘর থেকে বের হতেন, বলতেন, আল্লাহর নামে বের হলাম, তার ওপর তাওক্কাল করলাম, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই আর আমাকে যেন পথ ভ্রষ্ট করা না হয়। আমার যেন পদস্খলন না হয় বা পদস্খলন করা না হয়। আমি যেন কারো ওপর অত্যাচার না করি বা কারো দ্বারা অত্যাচারিত না হই। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি বা আমার সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ না করা হয়।[৭৩৭]

---

৭৩৪ আল-কুরআন, **সূরা তালাক,** ৬৫:৩।

৭৩৫ আবদুল্লাহ ইবন মুবারাক, ***আয-যুহদু ওয়ার রিকাইক,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

৭৩৬ আহমাদ ইবন হাম্বাল, ***ফাদাইলুস সাহাবাহ*** (বৈরূত:মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩৫২

৭৩৭ আহমাদ ইবন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪৪, পৃ. ২৩০।

ক্ষমা

অন্যের দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া মু'মিনের জন্য একটি আবশ্যকীয় মহৎগুণ । আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যম হল অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া। ক্ষমার বহুবিধ উপকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[৭৩৮] অপরাধী যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন ক্ষমা না করলে (ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হলে) তা গুনাহের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ مَعْذِرَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ (যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট নিজের অপরাধের জন্য ওজর পেশ করে, অথচ তার ওযর কবুল করেনি, তবে এতটুকু পাপ হল যতটুকু একজন অবৈধ শুল্ক আদায়কারীর হয়ে থাকে)।[৭৩৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্ষমার অনুপম নযীর দেখিয়ে ছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন। তিনি যখন মক্কা বিজয়ের জন্য অভিযান করলেন, তিনি দু'টি সশস্ত্র দলের একটির ওপর হযরত যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা.)কে এবং অপর দলের ওপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা.)কে নেতৃত্বদান করেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি দলের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন। আমি লাব্বাইক বলে হাজির হলাম। তিনি আনসারদের ডাকার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদেরকে ডাক দিলে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দাঁড়ালো। মনে হচ্ছিল যেন তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জড়ো হয়েছে। উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ওহে আনসার সম্প্রদায়। কুরাইশরা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য জড়ো হয়েছে। যখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হবে তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে হত্যা করবে। এতদূর পর্যন্ত যে, তোমরা সাফা পর্বতে আমার সাথে মিলিত হবে। সাফা পাহাড়ে মিলিত হওয়ার স্থান ঘোষিত হল। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমরা যাকে সামনে পেলাম হত্যাকরে সামনে অগ্রসর হলাম। আবূ সফিয়ায় এসময়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কুরাইশদের প্রাণোচ্ছল লোকদের হত্যার আদেশ দিয়েছে। আজকের দিনের পর আর কোন কুরাইশ থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি তার দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ, যে আবূ সুফিয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে অস্ত্র সমর্পণ করবে যে নিরাপদ লাভ করবে। কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ কা'বায় জড় হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বা তাওয়াফ করেন। তিনি কা'বা ঘরে

৭৩৮ আল-কুরআন, **সূরা নূর**, ২৪:২২।

স্থাপিত ৩৬০ টি মূর্তির সামনে দিয়ে গমনকালে লাঠি দ্বারা আঘাত করে বললেন, সত্য সমাগত অসত্য বিদূরিত। অসত্য তো ধ্বংস হবেই। যখন তিনি এমন কাজ থেকে মুক্ত হলে সালাত আদায় করলেন। তখন কা'বা শরীফের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজার ওপর হাত রেখে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা কি বলবে? তারা বলল আমরা বলব! আপনি কারো ভ্রাতুস্পুত্র, কারো চাচাতো ভাই, আপনি দয়ালু আপনি মর্যাদাবান। তিনি পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারা একই জবাব দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যেমনি আমার ভাই ইউসুফ বলেছিল, আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন। তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু ও দাতা।)[৭৪০]

কল্যাণ কামনা

অন্যের কল্যাণ কামনা করাই দ্বীন। নিজের ক্ষতি ও অধিকার ক্ষুন্ন হলেও অন্যের প্রয়োজন পূরণ করা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তা পছন্দ করার নাম কল্যাণ কামনা। এই আমলের দ্বারা মু'মিনের অন্তঃকরণ সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে প্রশস্ততা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে)।[৭৪১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

(দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা,।[৭৪২] অপরের কল্যান কামনা করা এমন একটি প্রয়োজনীয় গুণ। যা প্রতিপালনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সাহাবীর নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন। জারীর ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

---

৭৩৯ তাবারানী, সুলাইমান ইব্ন আহমাদ, ***আল-মু'জামুল কাবীর,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৫।

৭৪০ নাসা'ঈ, ***আস-সুনানুল কুবরা,*** প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৪।

৭৪১ বাগুবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ, ***শারহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬০।

৭৪২ আবূ দাউদ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৬।

(আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ওপর বাই'আত গ্রহণ করলাম।)[৭৪৩]

অন্যের কল্যাণ কামনা করলে অন্তঃকরনে কোন দ্বিধা থাকে না। কোন কুটিলতা থাকে না। ফলে এর দ্বারা নাফ বিশুদ্ধ হয়।

শুকর

শুকর অর্থ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। বান্দা আল্লাহ প্রদত্ব নিয়ামত উপভোগ করে। অন্তঃকরণ, জবান ও অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়ে এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শুকর আদায়ের দ্বারা অন্তঃকরণ থেকে অহমিকাভাব দূরীভূত হয়। ফলে বান্দা আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনেক নি'আমাত দান করেছেন। যেমন, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাতে মানবমণ্ডলী শুকর আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'।[৭৪৪]

শুকর আদায়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর'।[৭৪৫] আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে শুকর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

'সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না'।[৭৪৬]

আল-কুরআনে শুকর ও ঈমান একত্র করেছেন:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

---

৭৪৩ আল-হুমাইদী, *মুসনাদ* (দামিশক:দারুস সাকা, ১ম সং. ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৬।

৭৪৪ আল-কুরআন, **সূরা নাহল**, ১৬:৭৮।

৭৪৫ **আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম**, ১৪: ৭।

৭৪৬ আল-কুরআন, **সূরা বাকারা**, ২:১৫২।

‘তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কি, কাজ? আল্লাহ্‌ পুরস্কার- দাতা, সর্বজ্ঞ’।[৭৪৭]

শোকরের কারণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

‘তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদিগকে তা অবহিত করবেন। অন্তঃকরণে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত’।[৭৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلاَ صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلاَ صَابِرًا.

(যার মধ্যে দু’টি বৈশিষ্ট্য থাকে তাকে আল্লাহ শোকর গোজার এবং ধৈর্য্যশীল হিসেবে লিখে দেন। আর যার মধ্যে তা নেই, তাকে আল্লাহ তা’আলা শোকরকারী ও ধৈর্য্যশীল লেখেন না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে তার চেয়ে ওপরের লোকের দিকে তাকায়, অত:পর তার অনুসরণ করে এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে নিচের লোকের দিকে তাকায় এবং তার ওপর আল্লাহ যে দয়া করেছেন যে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে। তবে আল্লাহ তাকে শোকর গুজার বান্দা ও ধৈর্যশীল হিসেবে লিখে দেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে তার চেয়ে নিচের ব্যক্তি দিকে তাকায় এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে ওপরের ব্যক্তির দিকে তাকায় অতঃপর তার থেকে যা দুনিয়া ছুটে গেছে সে জন্য আফসোস করে। তাকে আল্লাহ শোকর গোজার বান্দা ধৈর্য্যশীল লিখেন না।[৭৪৯]

কৃতজ্ঞ হওয়ার উপায় বান্দার শোকরীয়া আদায় করা। কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তবে বান্দাকে অনেক সময় আল্লাহ অন্য বান্দার মাধ্যমে নিয়ামত দান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ঐ

---

৭৪৭ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:১৪৭।

৭৪৮ আল-কুরআন, **সূরা যুমার,** ৩৯:৭।

৭৪৯ তিরমিযি, **আস-সুনান,** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬।

বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও তা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এজন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

'আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট'।[৭৫০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

(যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।)[৭৫১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

(যাকে কোন কিছু দান করা হল অত:পর সে সক্ষম হল, তার কর্তব্য হল দানকারীকে কিছু প্রতিদান দেয়া। আর যদি সক্ষম না হয় তবে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করল সে শোকর আদায় করলো। আর যে গোপন করল সে অকৃতজ্ঞ প্রকাশ করল।) আবূ দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৫।

বিনয়

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয় এবং তাঁর বান্দা ও সৃষ্টিকুলের প্রতি বিনয়ভাব প্রদর্শন করা অন্তঃকরণের আমলের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। এই আমলের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে,

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي لا أَتَقَبَّلُ الصَّلاةَ إِلاَّ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي

(আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কেবল তাদের সালাতই গ্রহণ করি যারা আমার মাহাত্মের সামনে বিনয়াবনত হয় এবং আমার বান্দাদের ওপর তা প্রলম্বিত করে না)।[৭৫২]

---

৭৫০ আল-কুরআন, **সূরা লুকমান,** ৩১:১৪।

৭৫১ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩৮০।

৭৫২ রাযযার, আহমাদ ইব্ন 'আমর, *আল-মুসনাদ* (মদীনা : মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১০৫।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

(আল্লাহ আমার নিকট এই ওহী করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। যাতে তোমাদের কেউ কারো ওপর অহংকার প্রদর্শন করতে না পারে। কেউ কারো ওপর চড়াও হতে না পারে)।[৭৫৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

من تواضع لله رفعه الله فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس كبير ومن تكبر وضعه الله فهو فى أعين الناس صغير وفى نفسه كبير حتّى لهو أهون عليهم من كلب او خنزير

(যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তার মার্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজের চেয়ে ছোট কিন্তু মানুষের চোখে বড়। আর যে অহংকারী হয় তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেন। যে মানুষের দৃষ্টি ছোট কিন্তু নিজের কাছে নিজে বড়। এমনকি মানুষের কাছে যে কুফুর অথবা শুকুরের চেয়ে অধম।)[৭৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله

(যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে অহংকার করে আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করেন।)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

(নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হও যাতে কেউ কারো ওপর গর্ব ও অহংকার না করে এবং কেউ কারো ওপর জুলুম না করে)।[৭৫৫]

অল্পে তুষ্ট থাকা

অল্পে তুষ্ট থাকা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত। এই নিয়ামতের কারণে মু'মিন বান্দার মধ্যে উগ্রতা, নাশুকরী, লোভ-লালসা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি অশিষ্ট আচরণ অবশিষ্ট থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ (তোমাদের ওপর জরুরী যে, তোমরা অল্পে তুষ্টভাবকে শক্ত করে ধরে রাখবে। কারণ এটি এমন এক সম্পদ, যা নিঃশেষ হয়ে

৭৫৩ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ২৭৪।
৭৫৪ কাযী ছানাউল্লাহ, *আত-তাফসীরুল মাযহারী* (পাকিস্থানঃ মাকতাবাতুর রুশদিয়্যাহ, ১৪১২ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪৫১।
৭৫৫ বাইহাকী, *আল-আদাব* (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৮ হি. ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮০।

যায় না)।[৭৫৬] তিনি আরো বলেন: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ (আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বণ্টন করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক। তাহলে তুমি মানুষের মাঝে সবচেয়ে ধনী বলে গণ্য হবে)।[৭৫৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

(যে ব্যক্তি সফল হয়েছে সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হল। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর প্রদত্ত রিযিকের ওপর সন্তুষ্টি দান করেছেন।[৭৫৮]

অল্পে তুষ্ট না থাকলে তাকদীরের ওপর বিশ্বাসে ঘাটতি হয়। এ জন্য এ গুণ বাড়াতে রাসূলুল্লাহর সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

(তোমরা তোমাদের নিম্ন স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে। তোমাদের ওপরের স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে না। তাহলে তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ রূপে দেখতে পাবে না।[৭৫৯]

ন্যায় নিষ্ঠাবানদের সাহচর্য

আত্মশুদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট উপাদান হল সত্যপরায়ণদের সাহচর্য গ্রহণ। আল-কুরআনে মু'মিনগণকে আদেশ করা হয়েছে: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হও'।[৭৬০] ন্যায়-নিষ্ঠবানদের সাথে সংস্রব রাখার ফলে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। কেননা 'মু'মিনের অন্তঃকরণ আয়না স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ

(একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়না স্বরূপ। এক মু'মিন আরেক মু'মিনের ভাই)।[৭৬১] ফলে তাদের সাহচার্যে থাকায় ত্রুটি-বিচ্যুতির 'ইলম অর্জন, করণীয় আমল সংরক্ষণ ও বর্জনীয় আমল ত্যাগ করার ফলে নাফস পরিশোধিত হয়। সাহাবাগণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

---

৭৫৬ 'আলাউদ্দীন, ***কানযুল 'উম্মাল***, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩।

৭৫৭ তাবারানী, সুলাইমান ইব্ন আহমাদ, ***আল-মু'জামুল আওসাত,*** প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৫।

৭৫৮ আহমা ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৩৪।

৭৫৯ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৭৬।

৭৬০ আল-কুরআন, **সূরা তাওবাহ,** ৯:১১৯।

৭৬১ বাইহাকী, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন, ***আল-আদাব*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুল কুতুবিস সাক্বাফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩৭।

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْكِيرِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ شَرَارِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

(-- সৎসঙ্গীর উপমা হল মেশক বহনকারীর মত। তুমি যদি তার থেকে মেশক নাও পাও, তবে সুঘ্রাণ অবশ্যই পাবে। অপর দিকে অসৎ সঙ্গীর উপমা হল হাফরে ফুঁকদানকারী সদৃশ। তার হাফরের আগুন তোমার শরীরে না লাগলেও অবশ্যই ধোঁয়া লাগবে)।[৭৬২]

বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও সংশ্রব প্রভৃতি ক্রিয়াশীল। এর দ্বারা মানুষ স্বভাবতই দ্রুত প্রভাবিত হয়। আর ন্যায় নিষ্ঠাবানদের সংশ্রবে আরো গভীর প্রভাব ফেলে। এই কারণে বিপদগ্রস্থ মানুষ ভাল মানুষের সংশ্রবে গেলে মানসিক তৃপ্তি পায়। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, নাফসের সংশোধন ও চরিত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠ লোকদের সুহবাত একটি অতি কার্যকরী ও উপকারী ব্যবস্থা। ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেনঃ

وَمَعْلُومٌ فِي الْعَادَاتِ أَنَّ ذَا الرَّأْيِ بِمُجَالَسَتِهِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى يَزْدَادُ رَأْيًا، وَأَنَّ الْعَالِمَ يَزْدَادُ بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ عِلْمًا، وَكَذَلِكَ الصَّالِحُ وَالْعَاقِلُ بِمُجَالَسَةِ الصُّلَحَاءِ وَالْعُقَلَاءِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ ذُو الْخُلُقِ الْجَمِيلِ يَزْدَادُ حُسْنَ خُلُقٍ بِمُجَالَسَةِ أُولِي الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ

(স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন জ্ঞানীদের সাথে উঠা-বসা করে, তখন তার (বুদ্ধিমত্তা) আরো বৃদ্ধি পায়। একজন আলিম যখন অন্য আলিমগণের সংস্পর্শে আসে, তখন তার ‘ইলম আরো বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে একজন সৎ ন্যায়বান ও জ্ঞানী লোক অন্য সৎ, ন্যায়বান ও জ্ঞানী লোকদের সুহবাতে এলেও তা-ই হয়। কাজেই সৎ গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের সুহবাতে একজন সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন হবে, এটাই অনস্বীকার্য।[৭৬৩]

আল্লাহ তা’আলা দলভুক্ত হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

‘তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের

---

৭৬২ বাগুবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্‌ন মাস‘উদ, ***শারহুস সুন্নাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩১।

৭৬৩ বাইহাকী, ***শু’আবুল ঈমান***, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৫১।

প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পাইতে পার'।[৭৬৪]

মু'য়াজ ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

(মেষপালের জন্য যেমন নেকড়ে বাঘ রয়েছে, তেমনি শায়তান হল মানুষের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে বাঘ দল থেকে বিচ্ছিন্ন। দূরে অবস্থানকারী ও এক পাশে অবস্থানকারী মেঘকে পাকড়াও করে। কাজেই তোমরা লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে পাহাড়ে পর্বতে অবস্থান করা থেকে বেঁচে থাকো। তোমরা দল ও সাধারণ জনগণের সাথে বসবাস করো।[৭৬৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

(তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের সূর্য-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে চাইবে সে যেন দলকে আঁকড়ে ধরে। কেননা শায়তান একজনের সাথে বিদ্যমান থাকে। সে দু'জন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।)[৭৬৬] তিনি আরো বলেন:

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ

আল্লাহর হাত দলের ওপর। যে দল থেকে পৃথক হয়ে যায় শায়তান তার সাথে সঙ্গী হয়।[৭৬৭]

নাফল ইবাদাত ও আমল

ফরয ও ওয়াজিবের পরে বেশী বেশী নাফল ইবাদাত আল্লাহর মুহাব্বত ও নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। এমতাবস্থায় মু'মিন বান্দার অন্তঃকরণ ও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী চলে। তখন ক্বালবের প্রভাব নাফসের ওপর পতিত হলে নাফস পরিশুদ্ধ হতে থাকে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحْبَبْتُهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

---

৭৬৪ আল-কুরআন, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:১০৩।

৭৬৫ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***, প্রাগুক্ত, খ. ৩৬, পৃ. ৪২১।

৭৬৬ আদ-দারেমী, আবূ হাতিম, ***আল-ইহসান ফী তাকরীবে সাহীহ ইব্ন হায়্যান*** (বৈরূত: মুয়াসসাতুর রিসালা, ১ম সং, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. খ. ১২, পৃ. ৪০০।

৭৬৭ তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কাবীর***, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১৪৪।

(আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য ফরয আদায়ের চাইতে প্রিয় কোন আমল করে না। আর নাফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই। যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে)।[৭৬৮]

আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন:

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

'সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না এবং সিজ্‌দা কর ও আমার নিকটবর্তী হও'।[৭৬৯]

অর্থাৎ নফল ইবাদাত ও আমল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের প্রকৃত রাস্তা। মূলত ফরয আদায় করা ব্যতীত নাফল ইবাদাত কোনো উপকারেই আসবে না এ কারণে ফরয আদায়ে পরপরই নাফল ইবাদাত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়। নাফল ইবাদাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ النَّوَافِلَ تَجْبُرُ الْفَرَائِضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নাফলসমূহ কিয়ামতের দিবসে ফরযের ক্ষতি পুশিয়ে দেবে।[৭৭০]

এই হাদীসের দ্বারা বোঝা যায, ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায় নাফলে তা পুশিয়ে দিতে সাহায্য করে। তামীম আদ-দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ الْمَكْتُوبَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ"

(সর্বপ্রথম বান্দাহর ফরয সালাতের হিসাব করা হবে। যদি সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে; তা হলে তো ভালই। অন্যথায় বলা হবে, দেখো, তার কোন নাফল সালাত আছে কিনা? তার ফারযের ত্রুটিগুলো তার নাফল দ্বারা পূরণ করে দেয়া হবে। যদি ফরয ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা না হয় এবং তার কোন নাফলও না থাকে তা'হলে তার দু'পার্শ্ব ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৭৭১] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

---

৭৬৮ বাগুবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্‌ন মাস'উদ, ***শারহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯।

৭৬৯ আল-কুরআন, **সূরা আলাক,** ৯৬:১৯।

৭৭০ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, ***মাজমুউল ফাতওয়া*** (সৌদি আরব: মাজমা উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬ হি.), খ. ৬, পৃ. ৪২৯)

৭৭১ নাসর ইবন আল-হাজ্জাজ, ***তা'জিম কাদরিস সালাহ*** (মদীনা: মাকতাবুতুদদার, ১ম সং, ১৪০৬ হি.), খ. ১, পৃ. ২১৬।

(তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে সালাত আদায় করবে। কেননা ফরয সালাত ছাড়া মানুষের উত্তম সালাত হল তার গৃহাভ্যন্তরের সালাত।)[৭৭২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

('তোমাদের যে কেউ মাসজিদে যখন সালাত আদায় করবে তার উচিত ঘরের জন্য সালাতের কিছু অংশ নির্ধারণ করা। কেননা তার ঘরের সালাতের মধ্যেও আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।)[৭৭৩]

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

'এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে'।[৭৭৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَافْعَلْ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

(আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ ভাগে বান্দার সব চাইতে কাছে চলে আসেন। কাজেই তুমি যদি পার, তা হলে তুমি ঐ সময়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের মধ্যে শামিল হও। কেননা ঐ সময়ের সালাত ফিরিশতাগণ সূর্যোদয় পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন।[৭৭৫]

আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন:

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থণা করত'।[৭৭৬]

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ-

'তারা ধৈর্য্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী'।[৭৭৭]

---

৭৭২ আবূ দাউদ, ***আস-সুনান***, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯।

৭৭৩ ইবনু আবী শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ***, প্রগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০।

৭৭৪ আল-কুরআন, **সূরা ইসরা**, ১৭:৭৯।

৭৭৫ আবূ যাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ***শারহু মুশকিলুল আসার*** (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি.), খ. ১০, পৃ. ১৩২।

৭৭৬ আল-কুরআন, **সূরা যারিয়াত**, ৫১:১৭-১৮।

৭৭৭ আল-কুরআন **সূরা আল-ইমরান**, ৩: ১৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়সমূহ

বর্তমান সময়ে ফিতনা ও মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচনার উপকরণ অতি তীব্র মাত্রায় বিদ্যমান। প্রকাশ্যে সংঘটিত হচ্ছে অন্যায় অপারাধ। মন্দ কাজ থেকে বাধাদানকারীর সংখ্যা তো একবারেই কম। অধিকন্তু অশ্লীলতা পাপাচারের প্রতিই আহবান চলছে ব্যাপকভাবে। এমন পরিস্থিতিতে গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিস্থিতি যেমনই হোক প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত। নিজেকে সবধরনের মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত রেখে আত্ম নিয়ন্ত্রন করবে প্রবৃত্তির কামনা বাসনায় পতিত হওয়া থেকে- এটা তার জন্য অপরিহার্য। বস্তুত, যার আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি যা যত শক্তিশালী, সে ততটা নিজকে পাপচার থেকে মুক্ত ও দূরে রাখতে পারবে। পক্ষান্তরে যার আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি হয় দূর্বল, তার জন্য পাপচার থেকে বেঁচে থাকা বেঁচে থাকা কঠিনই বটে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ছোট একটি শব্দ। কিন্তু এর তাৎপর্য অপরিশীম। মন্দ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেকে সামলানো হল আত্মনিয়ন্ত্রণ। একজন মুমিনে জীবনের পদে পদে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গুণাহ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সামান্য দূর্বলতা প্রদর্শনও গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরী যে, সে অন্যায় অশ্লীলতার পথ পরিহার করে চলবে। মন্দে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবেই তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগের ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অনেক বিষয় রয়েছে। সে বিষয়সমূহ হতে অতি অপরিহার্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

লোভ-লালসা

আদম সন্তান আর লোভ-লালসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের যত হীনতা প্রকাশ পায়, তার কেন্দ্র হল এই গর্হিত আচরণ। এটি এতটাই ভয়াবহ যে, বয়োবৃদ্ধ হলে তা আবার ক্রমশঃ সতেজ হতে থাকে। দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে লোভ-লালসা সর্বাধিক বিপদজনক।

রাসূলুল্লাহ (সা.) লোভ-লালসা সম্পর্কে উল্লেখ করেন:

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

(ছাগলপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের জন্য ততটুকু বিপদজনক নয়, যতটুকু মানুষের সম্পদ ও সম্মানের লালসা তার দ্বীনদারীর জন্য বিপদজনক)।[৭৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْئًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(যদি আদম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিকও হয় তবু সে আরো একটি স্বর্ণের উপত্যকা পেতে লালায়িত হবে। তার মুখ কখনো ভরাট হবে না। তবে একমাত্র (কবরের) মাটিই তাকে ভরাট করতে পারে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে এমন মনোবিষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলাও তার এ মনোনিবেশকে কবুল করেন।)[৭৭৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ، وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْحَيَاةِ، وَحُبِّ الْمَالِ قَالَ سُرَيْجٌ: حُبِّ الْحَيَاةِ، وَحُبِّ الْمَالِ

(বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির অন্তঃকরণ দুটি বিষয়ে সতেজ ও সক্রিয় থাকে। এগুলো হল, দীর্ঘায়ু ও সম্পদের প্রতি মোহ।[৭৮০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তদ্দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী'।[৭৮১]

মানুষ পার্থিব জীবনে দু'নিয়ার জন্য যা করে সবই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। ইব্ন 'উমর (রা.) বলেন: রাসূল (সা.) একদিন আমার দু'কাধ ধরে বললেন:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

(তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস কর; যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা পথিক।)[৭৮২]

---

৭৭৮ ইবনু আবী শায়বা,'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আল-মুসনাদ*** (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১ম সং, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৮।

৭৭৯ মুসলিম, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৩।

৭৮০ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৭৯।

৭৮১ আল-কুরআন, **সূরা ত্ব-হা,** ২০:১৩১।

৭৮২ মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৯।

বস্তুতঃ দুনিয়া এমন এক স্থান যেখানে লোভ-লালসার সুযোগ নেই। হযরত ইব্ন ‘উমর (রা.) বলতেন :

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

(যখন তুমি বিকালে পৌঁছাবে, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না। আর যখন তুমি সকালে পৌঁছাবে, তখন বিকালের জন্য অপেক্ষা করো না। কাজেই তুমি সুস্থ থাকতেই রুগ্ন অবস্থার জন্য এবং জীবন থাকতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।)[৭৮৩]লোভ-লালসা নাফসের অন্য সব মন্দ প্রবণতার মূল উৎস। অতএব আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য লোভ-লালসা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা করার অর্থ হল কারো প্রতি আল্লাহ প্রদত্ব বিশেষ অনুগ্রহ যেমন- অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদিকে অপছন্দ করা এবং এ অনুগ্রহের অপসারণ কামনা করা। আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করাই হিংসা করা। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে অন্তঃকরণের মধ্যে যে মন্দ প্রভাব বাকি রয়ে যায় তা-ই বিদ্বেষ। মানুষের অন্তঃকরণ এমন একটি পাত্র যা ভাল প্রভাবের মত মন্দ প্রভাবও ধরে রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিংসা-বিদ্বেষ পরিহারের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،

(পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ তোমাদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। তা হল হিংসা ও ঘৃণা। ঘৃণা ব্লেডের ন্যায়। এটি কারো মাথা না মুণ্ডালেও ধর্মের মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, একে অপরকে ভাল না বাসলে তোমরা কখনো মু‘মিন হতে পারবে না...)।[৭৮৪] আল-হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে, إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা ভাল আমলকে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে), যেমন

৭৮৩ বাইহাকী, *আল-আদাব,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

৭৮৪ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ*** (বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৯।

কাঠ আগুনকে খেয়ে ফেলে)।[৭৮৫] লোভ-লালসার ন্যায় হিংসা-বিদ্বেষও নাফসের মৌলিক মন্দ স্বভাব। যা আত্মশুদ্ধির অন্তঃকরণায়। ফলে আত্মশুদ্ধির জন্য হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

(দু'জন বাদে কারো সাথে হিংসা করা চলে না। একজন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং তা ন্যায় কাজে ব্যয় করার তৌওফিক দিয়েছেন। অন্যজন, যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সে তদানুযায়ী বিচার করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।)[৭৮৬]

কাজেই যে ব্যক্তি তার অন্তঃকরণে হিংসা অনুভব করবে, তার কর্তব্য হল, তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করা। তাহলে সে আপনা আপনি তার অন্তঃকরণে হিংসাকে ঘৃণা শুরু করবে।

নিফাকী আচারণ

মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, আমানাত রক্ষা না করা ও ঝগড়ার সময় গালি-গালাজ করা মুনাফিকী স্বভাব। এই চারটি গুণ যার মধ্যে একত্র হয়, সে প্রকৃত মুনাফিক। এই সকল স্বভাব থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

(যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে প্রকৃত মুনাফিক। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে খেলাপ করে। আমানাত রাখলে আদায় করে না। আর যখন সে ঝগড়া করে তখন গালি গালাজ করে। যার মধ্যে এই গুণগুলির যে কোন একটি থাকবে সে যতদিন পর্যন্ত তা পরিহার না করবে তার মধ্যে নিফাকের একটি গুণ থাকবে)।[৭৮৭]

আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

৭৮৫ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ, ***আস-সুনান***, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৬।
৭৮৬ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৫।
৭৮৭ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০২।

‘এরাই তারা, যাদের অন্তঃকরণে কী আছে আল্লাহ্ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং এদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বল’।[৭৮৮]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে নিফাকের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে সহজেই অনুমেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতে এর ফলাফল খুবই বিভাষিকাময়। নিফাকী আচরণ এতটা জঘন্য যে, এ গর্হিত কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য।

ইব্‌নু ‘আবী মুলাইকা (রা.) বলেন আমি রাসূল (সা.)-এর ত্রিশজন সাহাবীকে দেখেছি যারা নিফাকের ভয় করতেন।[৭৮৯]

মুনাফিকের পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

‘মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না’।[৭৯০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দোযখের নিম্ন অংশে লোহার সিন্দুক থাকবে, সেই সিন্দুকের মধ্যে মুনাফিকরা আবদ্ধ থাকবে। বাগাবী আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সিন্দুকের মধ্যে মুনাফিকরা আবদ্ধ থাকবে। ঐ সিন্দুকগুলোর মধ্যে মুনাফিকদের ওপরে নীচে অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জলতে থাকবে। ইবনে ওয়াহাব বলেন- দোযখের একটি বদ্ধ কূপ রয়েছে। কূপটি বন্ধ করার পর আর খোলাই হয়নি। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রত্যহ দোযখ তার উষ্ণতা থেকে আল্লাহ তা’আলার কাছে প্রার্থনা করছে। দোযাখের নিম্নস্তর এটিই মুনাফিকরা দোযখের নিম্ন স্তরের উপযোগী সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এরা কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তাদের মধ্যে কুফরীর সাথে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা রয়েছে।[৭৯১]

ক্রোধ

ক্রোধ মানুষের এক স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। উসকানিমূলক কোন কিছু শুনলে ও দেখলই সারা দেহ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সাধারণতঃ ক্রোধের কারণে মানুষ প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অহংকারী হয়ে ওঠে। ক্রোধ সংবরণ করা মু‘মিনের অন্যতম গুণ।

---

৭৮৮ আল কুরআন, *সূরা নিসা,* ৪:৬৩।
৭৮৯ ড. নাসির ইবনে সুলাইমান আল-উমর, ***যেভাবে আত্মশুদ্ধ করবেন*** (ঢাকা: হুদহুদ প্রকাশন, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ৩৬।
৭৯০ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:১৪৫।
৭৯১ কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, ***তাফসীরে মাযহারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের গুণাবলী প্রসংগে বলেন:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন'।[৭৯২]

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ

(এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ কর না। সে কয়েক বার একই অনুরোধ করে। উত্তরে তিনি বললেন, রাগ কর না)।[৭৯৩]

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ নাফস পরিশুদ্ধির জন্য ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা অতি অপরিহার্য। ক্রোধের কারণে বান্দা বহু নি'আমাত হারিয়ে ফেলে। অনেক দুর্ঘটনার শিকার হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

(সে প্রকৃত শক্তিশালী নয়, যে কাউকে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত শক্তিশালী যে, ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।)[৭৯৪]

ক্রোধে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকটবর্তী ব্যক্তি সেও আতংকিত হয়। বরং একটি বিপদজনক অবস্থা তৈরী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

('তোমাদের কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তার উচিৎ সাথে সাথে বসে পড়া, আর রাগ না থামা পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকা। অন্যথায় তার উচিত শোয়ে পড়া।)[৭৯৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

নিশ্চয় রাগ শায়তানের থেকে উৎপত্তি হয়। আর শায়তান আগুনের শিখা থেকে তৈরী। পানির দ্বারা আগুন নিভে যায়। অতএব যদি কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়ে সে যেন উযু করে নেয়।[৭৯৬]

---

৭৯২ আল-কুরআন, **সূরা আলে-'ইমরান,** ৩:১৩৪।
৭৯৩ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ, ৮, পৃ. ২৮।
৭৯৪ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.২৮।
৭৯৫ আবূ দাউদ, ***আস্-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৪৯।
৭৯৬ আবূ দাউদ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ. ৪৯।

প্রদর্শনেচ্ছা

প্রদর্শনেচ্ছা হল নিজের আমলের মাধ্যমে অন্যের প্রশংসা কামনা করা। আমল দ্বারা আল্লাহকে চাওয়া আবার মানুষের প্রশংসাও চাওয়া। প্রদর্শনেচ্ছা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। প্রদর্শনেচ্ছার কারণে উত্তম আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে থাকে। যে আমলে প্রদর্শনেচ্ছাযুক্ত থাকে সে আমল আল্লাহ কবুল করেন না। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ

(আমিই সর্বোত্তম সকল শরীকি থেকে (সবার থেকে মুখাপেক্ষী)। সুতারাং যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকেও অংশীদার করে, তাহলে আমি তার থেকে মুক্ত। সে তাদেরই দলভুক্ত হবে, যাদেরকে সে অংশীদার করেছে)।[৭৯৭]

আত্মনিয়ন্ত্রণের এই উপকরণ এমন এক বিষয় যা থেকে অধিকাংশ মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটি মুনাফিকদের স্বভাব। তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

'নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন |আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্বরণ করে'।[৭৯৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

('যে ব্যক্তি সুনামের উদ্দেশ্যে আমল করে আল্লাহ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে আল্লাহ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন'।)[৭৯৯]

লোক দেখানো আমলের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষনা:

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব'।[৮০০]

---

৭৯৭ শাওকানী, ***ফাতহুল ক্বাদীর*** (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাসীর, ১ম সং, হি.১৪১৪), খ. ৩, পৃ. ৩৭৭।
৭৯৮ আল-কুরআন, **সূরা নিসা,** ৪:১৪২।
৭৯৯ বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ১০৪।
৮০০ আল-কুরআন, **সূরা ফুরকান,** ২৫:২৩।

আত্মপ্রীতি

প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মপ্রীতি দোষের নয়। কেননা এর মাধ্যমে নিজের উন্নতি সাধন ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন তা শায়তানের কুমন্ত্রণায় আত্মকেন্দ্রিকতায় রূপ নেয় তখন তা বিপদজনক হয়ে ওঠে। যারা আত্মপ্রীতিতে ভোগে, তারা সব সময় সবার ওপর নিজেকে প্রাধান্য দেয়। সব ক্ষেত্রে নিজেকে উপযুক্ত মনে করে। নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে সে মিথ্যা, চোগলখোরী, দোষ চর্চা, অপবাদ দেয়া এমনকি অন্যের অনিষ্ট সাধন করতে দ্বিধা করে না। ফলে সে পরিবার ও সমাজ জীবনে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ

(আত্মপ্রীতি হল সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রবৃত্তি)।[৮০১] অতএব আত্মপ্রীতি থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক প্রেরণার অন্যতম আত্মপ্রীতি। আত্মপ্রীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে বড় যোগ্য ভাবে। সমালোচনা তার নিকট আপ্রীতিকর। মানুষের নিকট এ কারণে সে নন্দিত না হয়ে নিন্দিত হয়। পরিবার ও সমাজে সে মূল্যহীন হয়ে যায়। তার কারণে অন্যরা অশান্তিতে ভোগে।

দুনিয়া প্রীতি

মানুষ পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ, এর সাময়িক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে ঝুঁকে পড়লে আখিরাত ভুলে যায়। তখন অন্তঃকরণ নাফসের প্ররোচিত পার্থিব আকর্ষণের দাবি পূরণ এবং এর জন্য যা কিছু করণীয় ও ব্যবস্থাপনা, তা বাস্তবায়নেই লিপ্ত থাকে। এই প্রবৃত্তির পরিণাম ও পরিণতি ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

'কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি; পরে এর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।[৮০২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (পার্থিব জীবনের প্রতি ভালবাসা সকল পাপের মূল)।[৮০৩]

---

৮০১ বাইহাকী, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন, ***শু'আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, ৯খ, পৃ. ৩৯৬।
৮০২ আল-কুরআন, **সূরা ইস্‌রা, ১৭-১৮**।
৮০৩ ইব্ন 'আবীদ দুনইয়া, ***আয্ যুহদ*** (দামেশক:দারু ইব্ন কাসীর, ১ম সং, ১৪২০ হি./২১২ হি.), খ. ১, পৃ. ২১২।

আল্লাহ দুনিয়া প্রীতিকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী'।[৮০৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا وَلَا تَعْجَبْ يَا مُحَمَّدُ مِمَّا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ وَمَنَازِلَ وَمَرَاكِبَ وَمَلَابِسَ وَمَطَاعِمَ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ كَالزَّهْرَةِ الَّتِي لَا بَقَاءَ لَهَا وَلَا دَوَامَ، وَإِنَّهَا عَمَّا قَلِيلٍ تَفْنَى وَتَزُولُ. وَالْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم فالمراد أمته وهو كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ شَيْءٍ عَنِ النَّظَرِ فِي زِينَةِ الدُّنْيَا وَأَعْلَقَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَهُوَ الْقَائِلُ فِي الدُّنْيَا

(এ আয়াতের অর্থ হল, হে মুহাম্মাদ আপনি এতে আশ্চর্য হবেন না। যা আমি কাফিরদের উপভোগের জন্য দিয়েছি। সম্পদ সন্তান ঘর বাড়ি, বাহন পোশাক খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি থেকে নিশ্চয় এগুলো দুনিয়ার চাকচিক্য মাত্র। যার কোন স্থায়িত্ব নেই। এগুলি যেমনি কম তেমনি ক্ষণস্থায়ী। এখানে সম্বোধন যদিও নবী (সা.), কিন্তু উদ্দেশ্য তার উম্মত। কেননা হযরত নবী (সা.) দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে তার প্রতি সংযুক্ত ছিলেন, অন্য যে কারো চেয়ে বেশী মাত্রায় তিনি বলেছেন-

مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

(দুনিয়া নিজে অভিশপ্ত এবং তার মধ্যে যা আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল তা ব্যতীত যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।)[৮০৫]

দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন:

---

৮০৪ আল-কুরআন, *সূরা তা-হা*, ২০:১৩১।

৮০৫ তাফসীরুল বাহরুল মুহীত, খ. ৭, পৃ. ৩৯৯।

فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟»،

(‘উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) তিনি নবী (সা.) তার স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকলেন, এ সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করে তিনি বলেন- (অতঃপর রাসূলের নিকট প্রবেশ করলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শোয়া ছিলেন। আমি বসলাম। তিনি তার ওপর লুংগী নামিয়ে নিলেন। তখন তার গায়ে এ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। চাটাইয়ের চিহ্ন তার পার্শ্ব দেহে অংকিত হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার চক্ষু দ্বারা নবী করীম (সা.) এর ঘরের আসবাবপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখলাম, তা হল একটি পাত্রে এক সা (সাড়ে ৩ কেজি) এর মত যা ছিল। কক্ষের এক কোনে অনুরূপ পরিমাণ সলম বৃক্ষের পাতা ছিল এবং একটা পানির মশক ঝুলান্ত ছিল। তিনি বলেন, আমার চক্ষুদ্বয় ক্রন্দন করতে লাগল। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, হে খাত্তাব তনয়, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কেন কাঁদবো না? এ চাটাই আপনার শরীরে চিহ্ন একে দিয়েছে। আর আপনার সঞ্চয় বলতে এখানে যা দেখছি তা ব্যতীত আর কিছুই দেখি না। আর ঐ কায়সার ও কিসরার রাজাগণ ফলমূল ও নদীনালা দ্বারা বেষ্টিত আছে। অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল ও নির্বাচিত ব্যক্তি। আর এই আপনার সঞ্চয়। তখন নবী (সা.) বললেন, হে ইব্‌নুল খাত্তাব, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য হবে আখিরাত আর তাদের জন্য হবে দুনিয়া। আমি বললাম, হ্যাঁ।[৮০৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পার্থিব জীবনকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন তা নিম্নের হাদীস হতে উপলব্ধি করা যায়।

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لاَ تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তুমি আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ এবং মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকিনদের দলভূক্ত করে কিয়ামত দিবসে আমাকে হাশরের ময়দানে উঠাও। আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেন? জবাবে রাসূল (সা.) বললো, কেননা তারা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। হে আয়েশা, তুমি মিসকিনদের ফেরত দেবে না। যদিও তা একটুকরা খেজুরের দ্বারা হয়। তাদেরকে আমার নিকটবর্তী কর। তাহলে আল্লাহ তোমাকেও কিয়ামত দিবসে নৈকট্য দান করবেন।[৮০৭]

দুনিয়া প্রীতি মু'মিনের জীবনে বিপত্তি ডেকে আনে। মানুষের অন্তঃকরণে থাকে দুনিয়ার প্রতি গভীর অনুরাগ। একটি সীমা পর্যন্ত এই অনুরাগ ও আকর্ষণ আপত্তিকর নয়। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলে ঘটে বিপত্তি। আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের, প্রতি আসক্তি মানুষেরনিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু । আর আল্লাহ্, তারই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল'।[৮০৮]

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার'।[৮০৯]

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পারিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ভতিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ

---

৮০৬ মুসলিম, *আস-সাহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১০৫।
৮০৭ তিরমিযি, *আস-সুনান,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৫।
৮০৮ আল-কুরআন, **সূরা আলে-ইমরান**, ৩:১৪।
৮০৯ আল-কুরআন, **সূরা তাগাবুন**, ৬৪:১৫।

দেখতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত: হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়'।[৮১০]

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا

'এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো'![৮১১]

দুনিয়া প্রীতির পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

(অচিরেই তোমাদের ওপর অন্য জাতিগুলো ঝাপিয়ে পড়বে। যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন জিজ্ঞেস করলো, তখনকি আমরা সংখ্যায় খুব কম থাকবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না তোমরা বরং সংখ্যায় বেশী হবে। কিন্তু তোমরা বন্যার স্রোতের ওপরে ভাসমান ফেনার মত হবে। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তঃকরণ থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। তোমাদের অনুতঃকরণে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেবেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, সেই দূর্বলতা কি? তিনি বললেন, দুনিয়া প্রীতি এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা।[৮১২]

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তদ্দারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী'।[৮১৩]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্বরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ'।[৮১৪]

---

৮১০ আল-কুরআন, **সূরা হাদীদ**, ৫৭: ২০।
৮১১ আল-কুরআন, **সূরা আনকাবুত**, ২৯:৬৪।
৮১২ আবু দাউদ, **আস-সুনান**, প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ.১১১।
৮১৩ আল-কুরআন, **সূরা ত্বহা**, ২০:১৩১।
৮১৪ আল-কুরআন, **সূরা মুনাফিকুন**, ৬৩: ৯।

গর্ব-অহংকার

বংশ মর্যাদা, ধন-সম্পদ, বিদ্যা- বুদ্ধি অথবা আমল-আখলাকে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করার কারণেই অন্তঃকরণে অহংকারের জন্ম হয়। অহংকারের লক্ষণ হল নাক সিটকানো, দম্ভ ভরে চলা, বড়াই করা এবং মানুষের আত্মসম্মান লিপ্সা ইত্যাদি। এই প্রবণতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ 'তিনি (আল্লাহ) তো অহংকারীদের পছন্দ করেন না'।[৮১৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

(যার মনে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না)।[৮১৬]

আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদের ক্বালবে মোহর মেরে দেন। তিনি বলেন:

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

'যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল- প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কতায় লিপ্ত হয়। তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর মেরে দেন'।[৮১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ.

(মানুষ অহংকার করতে থাকে, এক পর্যায়ে তার নাম স্বৈরাচারীদের তালিকায় লেখা হয়। তারপর যা জুটবে, তার ভাগ্যেও তা-ই জোটে)।[৮১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর, আমার বড়ত্ব আমার পোশাক। যে এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। ইব্‌ন মাজাহ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৫৭।

---

৮১৫ আল-কুরআন, **সূরা নাহ্‌ল,** ১৬:২৩।

৮১৬ কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, ***আল-মুসনাদুস সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ .১, পৃ. ৯৩।

৮১৭ আল-কুরআন, **সূরা মু'মিন,** ৪০:৩৫।

৮১৮ তিরমিযি ,***আস সুনান,*** প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ১৩০।

আল-কুরআন ও আল হাদীসের বিভিন্ন স্থানে অহংকারের নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার "ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।[৮১৯]
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রা.) বলেন, অহংকারীদের অবস্থান খুবই নিকৃষ্ট অর্থাৎ যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার বশে বিমুখ হয়েছে এবং রাসূলগণের অনুসরণ করা থেকে বিরত রয়েছে তাদের ঠিকানা কতই নিকৃষ্ট। মৃত্যুর পর থেকে তাদের আত্মা জাহান্নামে প্রবেশ করে। কবরের মধ্যে তাদের শরীর জাহান্নামের উত্তাপ ভোগ করতে থাকবে। আর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তাদের আত্মা তাদের শরীরে প্রবেশ করে অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।[৮২০] আল্লাহ কিয়ামত দিবসে অহংকারীদের ডেকে বলবেন:

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

'সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা স্থায়ী হইবে। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট'![৮২১]
মানুষ সাধারণত বংশকুল, রূপ-সৌন্দর্য, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামথ্য, বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীর প্রাচুর্যে অহংকার করে থাকে।

অন্যের দোষ খোঁজা

অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা এই আত্মঘাতী আমল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَلَا تَجَسَّسُو 'তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না'।[৮২২] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتْبَعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ

---

৮১৯ আল-কুরআন, **সূরা মুমিন,** ৪০:৬০।
৮২০ ইবন কাসীর, ***আত-তাফসীর,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৭।
৮২১ আল-কুরআন, **সূরা নাহল,** ১৬:২৯।
৮২২ আল-কুরআন, **সূরা হাশ্‌র,** ৪৯:১২।

(তোমরা মুসলমানদের দোষ খুঁজো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করেন, সে অপমানিত হয়ে-ই থাকে। যদিও সে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকুক)।[৮২৩]

এটি এমন এক ত্রুটি যা জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। অন্যের দোষ তালাশে ব্যস্ত ব্যক্তি-বর্গের নিকট নিজের ত্রুটি নিজের কাছে ধরা পড়ে না। শুধু অন্যের দোষ তার চোখে ধরা পড়ে। এর ফলে সে আত্মপ্রীতি ও আত্মগর্বে ফেটে পড়ে। অন্যের ওপর নিজকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। অন্যের দোষ অন্বেষণে লিপ্ত থাকা ব্যক্তি গীবতে জড়িয়ে পড়ে। অন্যের সম্মানহানীর কারণ হয়। এক পর্যায়ে সে এমন পংকিলতায় ডুবদিতে শুরু করে, সেখানে বেরিয়ে তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনর্থক কথা ও কাজ

যে কথায় ও কাজে উপকারিতা নেই, তা থেকে বিরত থাকা মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনর্থক কথা ও অর্থহীন কাজ মানব জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের গুণাবলী বর্ণনায় বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون

'যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে'।[৮২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(ক্বালব সঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোন বান্দার ঈমান সঠিক হয় না। জ্বিহবা সঠিক না হওয়া পর্যন্ত ক্বালব ঠিক হয় না। আর এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়)।[৮২৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

---

৮২৩ বাইহাকী, আহমাদ ইব্‌ন আল-হুসাইন, ***শু'আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, পৃ. খ, ১২, ১৬০।

৮২৪ আল-কুরআন, **সূরা মু'মিনূন,** ২৩:৩।

৮২৫ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩৪৩।

‘আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু’।[৮২৬]

উত্তম কথা বলার নির্দেশ আল্লাহর। জবান তার-ই দেয়া নিয়ামত।

আল-কুরআনে ঘোষনা হয়েছে- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ‘তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে’।[৮২৭]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

‘স্মরণ কর, যখন ইস্রাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়েছিল’।[৮২৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

(যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, যে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিরব থাকে।)[৮২৯]

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ রেখে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত’।[৮৩০]

আল্লাহ তা’আলা তার রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

---

৮২৬ আল-কুরআন, **সূরা আল-ইসরা,** ১৭:৫৩।

৮২৭ আল-কুরআন, **সূরা আর-রাহমান,** ৫৫:৪।

৮২৮ আল-কুরআন, **সূরা বাকারাহ,** ২:৮৩

৮২৯ বুখারী, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০।

৮৩০ আল-কুরআন, ***সূরা নাহ্ল,*** ১৬:১২৫।

তুমি যখন দেখ, 'তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাদের হতে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না'।[৮৩১]

এ সকল আয়াতে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হল তাঁর উম্মত। উকবাহ ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا النَّجَاةُ؟ ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুক্তি কোন্ পথে? তিনি জবাব দিলেন, أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ (তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণ করো)।[৮৩২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেনঃ

لاَ تُكْثِرُوا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القَلْبُ القَاسِي.

(তোমরা আল্লাহর যিকির বিহীন অধিক কথা বার্তা বল না, কেননা আল্লাহর যিকির বিহীন কথা বার্তা অন্তঃকরণকে কঠিন করে তোলে। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য থেকে সব চাইতে বেশী দূরে অবস্থানকারী হল কঠিন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি)।[৮৩৩]

চোগলখোরী

একজনের কথা অন্য জনের নিকট বলে বেড়ানো, যাতে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ও বিচ্ছেদ তৈরী হয়, এই বর্জনীয় আমলের নাম চোগলখোরী করা। এই মন্দ কর্মের জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হয়। বরং উপর্যপুরি মিথ্যা বলার কারণে তাদের ওপর মিথ্যার শাস্তিও আরোপ করা হয়। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ 'পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়'।[৮৩৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

(চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না)।[৮৩৫]

---

৮৩১ আল-কুরআন, **সূরা আল-আনআম**, ৬:৬৮।
৮৩২ ইব্‌নুল মোবারাক, **আয-যুহুদু ওয়ার রিকাক**, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩।
৮৩৩ তিরমিযি, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬।
৮৩৪ আল-কুরআন, **সূরা কালাম,** ৬৮:১১।
৮৩৫ বাইহাকী, আহমাদ ইব্‌ন আল-হুসাইন, ***শু'আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, পৃ. খ. ১৩, পৃ. ৪৪০।

‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেনঃ

(আমার কোন সাহাবী অপর কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা আমার কাছে পৌঁছবে না। কারণ আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন সবার প্রতিই আমার মন পরিষ্কার থাকুন- এটাই আমি পছন্দ করি।)[৮৩৬]

চুগলখোরী করার কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা অথবা মদীনার কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে গমণ করছিলেন। সেখানে তিনি দু’জন এমন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে কবরের শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

وَرَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَبِرَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّمِيمَةِ،

(তাদের একজনকে কবরে শাস্তি দেয় হচ্ছে কেননা সে পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করত না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কবরে সাজা দেয়া হচ্ছে যে, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো।[৮৩৭]

হযরত কাতাদাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কবরের আযাবের এক তৃতীয়াংশ হবে গীবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সাবধান না থাকার কারণে এবং এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর কারণে। যেহেতু গীবতকারী ও চোগলখোর মিথ্যা কথাও বলে থাকে; তাই সে মিথ্যাবাদীর শাস্তিও ভোগ করবে।[৮৩৮]

কৃপণতা

প্রয়োজনীয় কাজে খরচ না করাকে কৃপণতা বলে। এই বদ আমল অনেক অপরাধের উৎস তৈরী করে এবং এর কারণে অন্তঃকরণ শক্ত ও সংকীর্ণ হয়ে যায়। যারা কৃপণতামুক্ত তারাই সফলকাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘যারা অন্তঃকরণের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম’।[৮৩৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) কৃপণতা বর্জনের ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

---

৮৩৬ আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ, ২৬৫।
৮৩৭ বায়হাকী, ***শু‘আবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৩৯।
৮৩৮ ইবন রাজাব, ***আহওয়ালুল কাবর,*** পৃ. ৮৫।
৮৩৯ আল-কুরআন, **সূরা তাগাবুন,** ৬৪:১৬।

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

'তোমরা কার্পণ্য করা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের পূর্ববর্তী অনেককে কৃপণতা ধ্বংস করেছে। এটি তাদেরকে কৃপণতা করতে বলেছে, তারা তাই করেছে। এটিই তাদেরকে সম্পর্ক নষ্ট করতে বলেছে, তাই তারা করেছে। এটিই তাদেরকে পাপাচারে জড়াতে বলেছে, তারা তাই করেছে।[৮৪০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন:

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ؛ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ

(দু'টি স্বভাব মু'মিনের মাঝে কখনো একত্রিত হতে পারে না। কৃপণতা ও দুশ্চরিত্র)।[৮৪১]

কৃপনতা একটি নিন্দনীয় স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ 'মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপন'[৮৪২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রাহ.) বলেন: মানব প্রবৃত্তি থেকে কামনা বাসনা-লোভ অন্তর্নিহিত হয় না। কৃপণতা তার মধ্যে সব সময়ে বিদ্যমান থাকে।[৮৪৩]

কৃপণতা একটি মারাত্মক খারাপ অভ্যাস। এটা অত্যন্ত হীন ও সংকীর্ণ মন-মানষিকতার পরিচায়ক। কৃপণ ব্যক্তি যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত। তেমনি মহান আল্লাহর নিকট ও ঘৃনিত। আল-হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ

(আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু যে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিরাট আকারের একটি অজগর সাপ বানোনো হবে। যার চোখের উপরিভাগে দু'টি কালো ফোঁটা চিহ্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন সেটা তার গলায় বেড়ী হিসেবে দেয়া হবে। অতঃপর সে তার দু'চোয়াল কামড়ে ধরে বসবে। আর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভান্ডার।[৮৪৪]

---

৮৪০ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩।

৮৪১ তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৩।

৮৪২ আল-কুরআন **সূরা নিসা**, ৪:১২৮।

৮৪৩ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৩।

৮৪৪ ইমাম বুখারী, ***আস-সাহীহ***, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এতে যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এ তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত'।[৮৪৫]

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

'এবং কেউ কর্পণ্য করল ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল। আর যা উত্তম তা অস্বীকার করল। তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পথ'।[৮৪৬]

আবূ হুরাইয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: প্রতিদিন দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলে,

اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

(হে আল্লাহ! দানকারীকে প্রতিদান দিন। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।[৮৪৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন:

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ،

(দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষদের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। আর মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কৃপণ ইবাদাতকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয়)।[৮৪৮]

পাপের উদ্দীপক বস্তু

পাপের উদ্দীপক বস্তু থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, পাপের উদ্দীপক বস্তু কাছে রাখা। অথবা তার নৈকট্যে অবস্থান করা। কেননা এর ফলে সহজে অথবা অনিচ্ছায় পাপে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সম্পর্কিত

---

৮৪৫ আল-কুরআন, **আলে ইমরান,** ৩:১৮০।

৮৪৬ আল-কুরআন, **সূরা লাইল,** ৯২:৮-১০।

৮৪৭ মুসলিম, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০০।

৮৪৮ তিররমিজি,***আস- সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ, ৩. পৃ ৪০৭।

অনেক বিষয় থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল, রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা। কেননা এতে অনিচ্ছা ভাবেও বিভিন্ন পাপে জড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

(তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে একে অপরে কথা বলি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, রাস্তার হক হল, চক্ষুকে অবনত করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরানো, সালামের উত্তর দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা)।[৮৪৯]

আধুনিক যুগে সর্বত্রই রয়েছে নোংরা পোষ্টার ও বেপর্দা নারীদের অবাধ চলা-ফেরা। এগুলো একজন মানুষের মাঝে আসক্তির জন্ম দেয় এবং তাকে অপকর্ম করতে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া গান বাজনা, সিনেমা, ক্যাফে, রেস্তোরা, খেলাধুলার অনুষ্ঠান, ইন্টারনেট, ফেসবুক এবং অশ্লীল পত্র-পত্রিকা সবই আত্মশুদ্ধির অন্তঃকরণায়। ফলে এসব বিষয় থেকে প্রত্যেক মু'মিন যথাসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে।

নেতৃত্ব

নেতৃত্ব প্রার্থনা করা সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। নাফসকে পরিশুদ্ধ করতে হলে প্রয়োজনে নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা এতে ঝুঁকি রয়েছে। তা হল- ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সময়ের অপচয়। সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব লাভের পর তা থেকে অপসারিত হওয়া। কিয়ামতের দিবসে এই দায়-দায়িত্বের হিসাব দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(যে ব্যক্তি দশ জন কিংবা তার চেয়ে বেশী মানুষের নেতৃত্ব লাভ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন গলায় সিকল পরা অবস্থায় হাজির করা হবে। তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে বাঁচাবে। আর অন্যায়

---

৮৪৯ আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪ পৃ. ৫৬।

অবিচার তাকে ধ্বংস করে দেবে। নেতৃত্বের প্রথম ধাপ সমালোচিত হওয়া, মধ্যম ধাপ অনুশোচনা করা এবং শেষ ধাপ হল বিচারের দিন লাঞ্চিত হওয়া)।[৮৫০]

আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

(আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে গভর্নর বানাবেন না? তিনি আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, হে আবূ যার! তুমি তো দুর্বল, আর দায়িত্ব হল আমানাত। কিয়ামতের দিবসে এটি হবে চরম লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ; তবে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে তা পালন করবে এবং তার দায়িত্ব বাস্তবায়ন করবে তার কথা ভিন্ন)।[৮৫১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

ويل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا

(ধ্বংস শাসকদের জন্য, ধ্বংস দায়িত্বশীলদের জন্য। ধ্বংস হিসাব রক্ষকদের জন্য। কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ অনুশোচনা করবে যে, তাদেরকে কোন দায়িত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যদি তাদের কপালের চুলগুলো সুরাইয়া তারকার সাথে ঝুলানো থাকতো এবং তারা আসমান জমীনের মাঝখানে স্থির থাকতো (তবুও ভাল হত)।[৮৫২] কাজে আত্মশুদ্ধির জন্য নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

উল্লাস

উল্লাস যত বেশী হবে পরিণাম হবে তত বেশী। অতি আনন্দ মঙ্গলজনক নয়। এতে রক্তকণা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অন্তঃকরণ থেকে উল্লাসের উদ্দীপনা পরিহারে ব্যর্থ হলে তা ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। উল্লাসকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না'।[৮৫৩]

---

৮৫০ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ***আল-মুসনাদ***, প্রাগুক্ত, খ .৩৬, পৃ.৬৩৫।

৮৫১ কুশায়রী, মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ, ***আল-মুসনাদুস সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৭।

৮৫২ আবূ দাউদ, ***আল-মুসনাদ,*** খ. ৪, পৃ. ২৫৭।

৮৫৩ আল-কুরআন, **সূরা কাসাস,** ২৮:৭৬।

অলসতা

অলসতার যত কারণ যেমন, আরাম প্রিয়তা, কাজের চাপ, অবকাশ যাপনের ইচ্ছা সবই বর্জনীয় বিষয়। অলসতা করার কারণে বহু কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক করণীয় আমল বাদ যাওয়ার আশংকা থাকে। অতএব আত্মশুদ্ধির অভিপ্রায়ে অলসতা পরিহার করা অপরিহার্য। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মাতের শিক্ষার জন্য এই দু'আ পড়তেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ

(হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই)।[৮৫৪]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মু'মিন উত্তম। এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।[৮৫৫]

অতএব অলসতা পরিহার করার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন। ইব্নুল জাওযী (রাহ.) বলেছেন, নিয়ন্ত্রণ জাহাজকে যেমন উত্তাল সাগরের তরঙ্গমালা অনেক দূরে নিয়ে যায়; তেমনি নিয়ন্ত্রনহীণ মানুষকেও প্রবৃত্তি পাপের অনেক গভীরে ডুবিয়ে দেয়।[৮৫৬]

---

৮৫৪ বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, *আস-সাহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৯।

৮৫৫ মুসলিম, *আস-সাহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৫২।

৮৫৬ মুসলিম, *আস-সাহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০.

পঞ্চম অধ্যায়: তাযকিয়াতুন নাফস ও ‘ইলমে তাসাওউফ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ‘ইলমে তাসাওউফের স্বরূপ, সংশয় ও নিরসন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ‘ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ‘ইলমে তাসাওউফে তাযকিয়াতুন নাফসের চর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘ইলমে তাসাওউফের স্বরূপ, সংশয় ও নিরসন

‘ইলমে তাসাওউফ হল আধ্যাতিক বিদ্যা। এই বিদ্যার মাধ্যমে স্বীয় নাফসকে পরিশুদ্ধ ও উন্নয়নের জন্য উত্তম কাজে আত্মনিয়োগ এবং অসৎ ও মন্দ কর্ম থেকে শ্রেণী বিভাগ ও তা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এ কথা সত্য যে, গোটা মুসলিম জাতি এ অত্যাধুনিক যুগে ‘তাসাওউফ’ বিষয়ে দু‘দলে বিভক্ত। তাসাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞতা, গোমরাহী ও অবজ্ঞা-ই এর মূল কারণ। এক দল মনে করে, তাসাওউফ দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়। আরেক দলের মত তাসাওউফ নব আবিষ্কৃত। ইসলামে তাসাওউফ বলতে কিছুই নেই। মূলতঃ তা দ্বীনে সংযোজিত। ফলে এটি পরিত্যাজ্য। তবে বাস্তব সত্য যে, এক শ্রেণীর অসাধু দুনিয়া লোভী স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা আজ তাসাওউফ প্রশ্ন বিদ্ধ। বরং তারা এটিকে কুলুষিত করে ফেলেছে। নিম্নে ‘ইলমে তাসাওউফের স্বরূপ, সংশয় ও অবসান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

তাসাওউফ (تصوف) পরিচিতি

তাসাওউফ (تصوف) আরবী শব্দ। এর অর্থ- সুফীবাদ, তাসাওউফ, আধ্যাত্মবাদ, আধ্যাত্মিকতা। শব্দটি মাসদার। تصوف (ص-و-ف) শব্দের অর্থ, সূফী হল, সুফীবাদ গ্রহণ করল। সূফীদের আচার-আচরণ গ্রহণ করল, আধ্যাত্মিক সাধনা করল।[৮৫৭]

تصوف শব্দটি الصوف. الصف. الصفة .الصفاء . صوفية থেকে নির্গত।[৮৫৮] তাসাওউফ শব্দটি মূল ধাতুর ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন,

১. تصوف শব্দটি صوف থেকে গঠিত। صوف অর্থ পশম। অতএব تصوف শব্দ থেকে গঠিত শব্দের আভিধানিক অর্থ, পশমের পোশাক পরিধান করা। ফলে সূফী (صوفي)–কে বলা লোমাবৃত্ত।

---

৮৫৭ সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা, অভিধান*, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি.। ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

৮৫৮ ড. মহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন* (বৈরূতঃ দারু কিতাবিল হাদীস; ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৩৭।

পূর্ববর্তী অনেক নবী, রাসূলগণ পশমের পোশাক পরিধান করেছেন। পশমের পোশাকে সবচেয়ে বেশী দুনিয়া বিরাগ ও বিনয় প্রকাশ পায়।[৮৫৯]

২. কেউ কেউ বলেন: تصوف শব্দটি ধাতু থেকে গঠিত। صفاء অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। কেননা তাসাওউফ পন্থীগণ বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।[৮৬০]

৩. কেউ কেউ বলেন: تصوف শব্দটি الصف ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ কাতার বা সারি।[৮৬১]

৪. কারো কারো মতে تصوف শব্দটি الصفة ধাতু থেকে গঠিত। তাসাওউফ পন্থীগণের সাথে আহলে সুফফার অনেক মিল থাকায় অনেকে এই মতের পক্ষে।[৮৬২]

৫. কারো কারো মতে تصوف শব্দটি الصفات থেকে গঠিত। অর্থাৎ গুণাবলী। তাসাওউফ পন্থিগণ যেহেতু ভাল গুণাবলী অর্জন ও মন্দ গুণাবলী থেকে দূরে থাকেন।[৮৬৩]

৬. কারো কারো মতে تصوف শব্দটি الصوفانة (মরু ভূমির এক প্রকার শুষ্ক উদ্ভিদ)।

৭. আবার কারো মতে صوفة لقفا (মাথার পিছনে ঘাড়ের কেশগুচ্ছ) থেকে গঠিত।[৮৬৪]

উল্লেখ্য যে, যারা تصوف চর্চা করে উন্নতি সাধন করেন তাদেরকে صوفى বলা হয়। কিন্তু প্রথমটি ছাড়া অন্য ধাতুকে মেনে নিলে তা আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বিশুদ্ধ হয় না অর্থাৎ ঐ সকল ধাতু থেকে تصوف এর গঠন মেনে নিলে তা দিয়ে صوفى শব্দ তৈরী হয় না।[৮৬৫]

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

পরিভাষায় তাসাওউফের অনেকগুলি সংজ্ঞা রয়েছে। মূলতঃ তাসাওউফ এমন একটি শব্দ যার পারিভাষিক সংজ্ঞা গণনা করা অসম্ভব। বলা হয়েছে যে, তাসাওউফের পরিচয় সংক্রান্ত আলিমগণের উক্তি প্রায় দু'হাজারের কাছাকাছি। তবে এর মধ্যে এমন অনেক সংজ্ঞা রয়েছে যার বাস্তবতার কোন মিল নেই।[৮৬৬] নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল:

১. التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى الخروج من كل خلق دنى

---

৮৫৯ ড. ইব্রাহিম মাদকুর, ***আল-মুজামুল ওয়াসিত*** (বৈরূত : দারু ইহ ইয়াহিত তুরাসিল আবাবী, ২য় প্রকাশ, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ৫২৯।

৮৬০ ড. ইবরাহীম মাদকুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৯; দাতা গঞ্জে বখশ, ***কাশফুল মাহজুব,*** *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

৮৬১ কুশাইরী, ***আররিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ,*** *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

৮৬২ নাসাফী, ***কাশফুল 'হাকা'য়িক,*** পৃ. ১২০।

৮৬৩ বাসাইয়ুনী, ড. ইব্রাহীম, ***নাশ আতুত তাসাউফ আল ইসলামী,*** পৃ. ১১।

৮৬৪ ইব্নল জাওযী, ***তালবীসু ইবলীস,*** *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

৮৬৫ কুশাইরী, ***আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ,*** *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২৬।

৮৬৬ শায়খ মুহাম্মাদ তাহির আল-হামিদী (রাহ.), ***আন-ইনসান ওয়াল ইসলাম;*** পৃ. ১১।

(তাসাওউফ হল, সকল উত্তম চরিত্র গ্রহণ এবং সমুদয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা)।[৮৬৭]

২. التصوف هو ان يكون مع الله بلا علاقة

(তাসাওউফ হল সব কিছুকে ছিন্ন করে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা)।[৮৬৮]

৩. التصوف هو خلق فمن زاد عليك الى الخلق زاد عليك فى الصفاء

(তাসাওউফ এমন চরিত্র, যার মধ্যে এই গুণ বেশী অর্জিত হবে তার আত্মার পরিশুদ্ধি তত বেশী পরিলক্ষিত হবে)।[৮৬৯]

৪. طريقة سلوكية قؤامها التقشف والنخلى بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح

(আধ্যাত্মিক ভ্রমণের এমন পথ যা সাধককে সকল অসৎ গুণাবলী অপসারণ করতঃ উত্তম গুণাবলীতে অলঙ্কৃত করে। যা দ্বারা নাফসের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। এবং আত্মা নিম্ন জগত থেকে উর্দ্ধ জগতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে)।[৮৭০]

৫. ان التصوف باختصار هو السير الى الله فى الطريق الذى حدده الله لمرضاته

(সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাসাওউফ হল, আল্লাহর নির্ধারিত পথে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মিক পরিভ্রমণ)।[৮৭১]

৬. শায়খ যাকারিয়া আল-আনসারী (রাহ.) বলেন,

علم تعرف به احوال تزكية النفوس وتصفية الاخلاق تعمير الظاهر والباطل لنيل السعادة الأبدية

(তাসাওউফ এমন একটি জ্ঞান যা দ্বারা চিরন্তন সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সংস্করণ-পরিগঠনের অবস্থাদি অবগত হওয়া যায়)।[৮৭২]

৭. শায়খ জুনাইদ আল-বাগদাদী (রাহ.) বলেন :

التصوف استعمال كل خلق سنى وترك كل خلق دنى-

(তাসাওউফ হল, প্রত্যেক উন্নত চরিত্রের অনুশীলন ও নিকৃষ্ট চরিত্র বর্জন)।[৮৭৩]

১. শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ.) বলেন:

التصوف الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق

---

৮৬৭ ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, ***আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন,*** খ. ২, পৃ. ৩৩৭।
৮৬৮ প্রাগুক্ত
৮৬৯ প্রাগুক্ত।
৮৭০ ড. ইবরাহীম মাদকুব, ***আল-মুজামুল ওয়াসীত,*** খ. ১, পৃ. ৫২৯।
৮৭১ হাবী, সাঈদ, ***আত-তারবিয়াতুর রুহিয়্যাহ*** (রিয়াদ : দারুস সালাম, ৪র্থ সং. ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৬।
৮৭২ আবদুল জব্বার, ***এলমে তাসাউফের হাকিকত,*** পৃ. ৯।
৮৭৩ আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ***আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক,*** পৃ. ৭৭।

(তাসাওউফ হল, আল্লাহর সাথে সত্যপরায়নতা এবং সৃষ্টির সাথে সদাচরণের নাম।)[৮৭৪]

২. হাজী খলিফা বলেন,

فالتصوف اذن فكر وعمل ودراسة وسلوك

(তাসাউফ হল চিন্তা কাজ-কর্ম, পড়াশুনা, নিরিক্ষা, শিক্ষা, এবং আচারণের সমষ্টিগত রূপ)।[৮৭৫]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন (রাহ.) বলেন,

التصوف خلق فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف

(তাসাওউফ হল চরিত্র আচারণের নাম। এগুলোর মধ্যে যে যত অগ্রগামী তার তাসাওফ তত বৃদ্ধি পাবে)।[৮৭৬]

৪. ইমাম জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ আস সাদিক (রাহ.) বলেনঃ

من عا ش فى ظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم فهوسنى ومن عاش فى باطن الرسول صلى الله وسلم فهو صوفى

(যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাহ্যিক (যাহের) দিক ও বিভাগের মধ্যে জীবন যাপন করে সে সুন্নাতের অনুসারী, আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যন্তরীণ (বাতেন) দিক ও বিভাগের মধ্যে জীবন যাপর করে সে তাসাওউফের অনুসারী)।[৮৭৭]

৫. জুনায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (রাহ.) বলেনঃ

الخروج عن كل خلق دنى والدخول فى كل خلق

(সকল কুপ্রবৃত্তি থেকে বের হয়ে উন্নত স্বভাব- চরিত্রে প্রবেশ করা)।[৮৭৮]

৬. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) বলেন, বিদগ্ধ আলিমগণের মতে-

تعمير الظاهر والباطن

(প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যকে নির্মান ও উন্নয়ন করা)।[৮৭৯]

১৪. সাঈদ হা'বী বলেনঃ (প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং মানুষের সাথে উত্তম আচারণ করাকে তাসাওউফ বলে। যারা এ দুটি যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম তাঁরাই সূফী)।[৮৮০]

---

৮৭৪ জীলানী, আবদুল কাদির, ***আল-গুনইয়াতু লি তালিবী তারিকীর হাক্*** (বৈরূত:দারুল কুতুলিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং. ১৪১৭ হি./১৯৯৭খ্রি.), খ. ২, পৃ.২৭২।

৮৭৫ হাজী খলিফা, ***কাশফুয্ যুনুন,*** ১খ, পৃ. ১৫৬।

৮৭৬ হযরত আলী হাজবিরি ওরফে দাতা গঞ্জে বকশ, ***কাশফুল মাহজুব*** (দিল্লীঃ জসিম বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ৭৩।

৮৭৭ আবূ নু'আইম আল ইসপাহানী, ***হুলয়াতুল আওলিয়া*** (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৬), ১খ, পৃ. ১৭।

৮৭৮ আবূ নু'আইম আল ইসপাহানী, ***হুলয়াতুল আওলিয়া***, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২।

৮৭৯ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী(র), ***তাছাওউফ তত্ত্ব,*** (ঢাকাঃ আল আশরাফ প্রকাশনী, ৭ম সং, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৩

৮৮০ ইমাম গাযালী (রাহ.), ***আল-মুরশিদুল আমীন*** (কায়রোঃ দারুল হাদীস আল-কাহিরাহ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩১১

১৫. দাতা গঞ্জে বখস (রাহ.) বলেন, তাসাওউফ এবং 'সূফী'-শব্দদ্বয় 'সাফা' (পবিত্র) ধাতু হতে নির্গত। যা অপরিচ্ছন্নতা এর বিপরীতার্থক। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র আচার-ব্যবহার সুন্দর করে; স্বভাবকে অন্যায় অনাচার হতে দূরে রাখে এবং আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) করার সকল গুণাবলী নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ব করে নেয়; সে-ই সূফী বলে তাসাওউফধারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়।[৮৮১]

১৬. শায়খ আহমাদ যাররূক (রাহ.) বলেন : যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্বালবের সংশোধন এবং ক্বালব থেকে আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু বের করে দিয়ে তাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে নিবদ্ধ রাখা।[৮৮২]

১৭. মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রাহ.) বলেন, (মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়কে দুরস্ত করার অর্থ হল সালাত, সিয়াম ইত্যাদি যে সব আমল বাহ্যিক শরীরের দ্বারা করতে হয় এবং করা জরুরী, সেসব সুন্দর রূপে করা। আর অভ্যন্তরীণকে দুরস্ত করার অর্থ হল, অন্তঃকরণের মধ্যে খাঁটিভাবে ইসলামের 'আকীদাহ পোষণ করা এবং যাবতীয় সদগুণ দ্বারা অন্তঃকরণকে সুসজ্জিত করা।[৮৮৩]

১৮. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রাহ.) বলেন, তাসাওউফ চারটি আমলের সমষ্টির নাম। যথা, ১. পূর্ণ শরী'আতকে বাস্তব জীবনে আমল করা। ৪ টি বিষয়কে পূর্ণ শরী'আত বলা হয়

(১) আকাঈদ, (২) ইবাদাত (৩) মু'আশারাত (৪) মু'আমালাত ও (৫) আখলাকিয়াত।

২. মানুষের নাফসের মধ্যে যেসব ময়লা আছে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি আছে, নাফসের সংশোধন করে সেগুলো বিনষ্ট করা।

৩. এক-একটি করে সুন্নাহ আমল করা।

৪. দৃষ্টিকে হিফাযাত, শরী'আতকে সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং সার্বক্ষনিক আল্লাহর স্মরণে থাকা।[৮৮৪]

তাসাউফের মূল বিষয়বস্তু

তাসাউফের মূল বিষয় বস্তু চারটি :

১। মুজাহাদাহ (সাধনা) ২। তাজাল্লিয়াত (দিব্যজ্ঞান) ৩। কারামাত (অলৌলিক কার্যাকলাপ) ৪। শাহাদাত (মওতাজনিত বক্তব্যসমূহ)। অর্থাৎ প্রথমতঃ সাধনার দ্বারা তরিকাতের বিভিন্ন মাকামে অতিক্রম করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহুর গুণাবলী, সৃষ্টি তত্ত্ব এবং জড় জগত ও আদেশের

---

৮৮১ দাতা গঞ্জে বখশ (রাহ.), ***কাশফুল মাহযুব***; অনু: আব্দু জলীল, (ঢাকা: ফেরদৌস পা. ১৯৮৪), পৃ. ৩২

৮৮২ যাররূক, ***কাওয়ায়িদুত তাসাউফ,*** পৃ. ৭।

৮৮৩ থানবী. ***কাছদুছ ছাবীল,*** পৃ. ৫।

৮৮৪ মাওলানা শামছুল হক, ***তাছওউফ তত্ত্ব*** (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স,২০০১ খ্রি.) পৃ. ৫৭

জগত সম্পর্কে তা দৃশ্যমান হোক অথবা অদৃশ্য সকল বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব অর্জন করা। তৃতীয়তঃ কারামাতের মাধ্যমে আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি ও জগতসমূহের কার্যাদি ও পরিচালনা সম্পর্কে অবগত হওয়া। চতুর্থতঃ যাদের নিকট থেকে মত্ততাজনিত বক্তব্য যা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের থেকে পাওয়া যায়নি, তা ধর্তব্য নয়। বাহ্য দৃষ্টিতে তা আপত্তিকর। বরং স্রষ্টার প্রেমে মত্ততাকালীন অবস্থায় যখন তাদের হুঁশ-জ্ঞান থাকে না তখন তাদের থেকে তা প্রকাশ পায়।[৮৮৫]

তাসাউফের মূলনীতি

আল্লামা ইব্‌ন খালদুন ‘ইলমে তাসাওউফের মূলনীতি সম্পর্কে (র) বলেন:

اصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها– والذهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه– والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة

(ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া, আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হওয়া, দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করা, সাধারণ ব্যক্তিরা যে সব ধনস্পদ, সম্মান ও আনন্দ ভোগে লিপ্ত তা থেকে উদাসীন থাকা এবং একাকী ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে বের হওয়া)।[৮৮৬]

জুনায়দ ইবন মুহাম্মাদ (র) বলেন:

اسم جامد لعشرة معانى الاول– التقلل من كل شئ من الدنيا عن التكثر فيها الثانى اعتمادا القلب على الله عز وجل من اسكون الى الاسبات الثالث الرعبة فى الطاعات من التطوع فى وجود العوا فى– الرابع الصبر عن فقد الدنيا عن الخروج الى المسالة والشكوى الخامس التميز فى الاخذ عند وجود الشئ– السادس الشغل بالله عز وجل عن شائر الاشغال– السابع الذكر الخفى عن جميع الاذكار الصامن تحقيق الاخلاص فى دخول الوسوسة– التاسع اليقين فى دخول الثك العشر الصكون الى الله عز وجل من الاضطكراب والو حثة– فاذا استجمع هذه الخصال : استحق بها الاسم والا فهو كاذب

(তাসাওউফ দশটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যের নাম। ১. পার্থিব সব বস্তুকে তুচ্ছ মনে করা। যদিও তা অধিকতর মনে হয়। ২. আল্লাহর ওপর অন্তঃকরণ দিয়ে ভরসা স্থাপন করা ৩. আল্লাহর আনুগত্যে আগ্রহী ও আকৃষ্ট হওয়া ৪. দুনিয়ার কোন বস্তু অর্জিত হলে অথবা হারিয়ে গেলে কোন রূপ প্রশ্ন বা অভিযোগ না করে ধৈর্য ধারণ করা ৫. কোন বস্তু অর্জিত হলে তা ভোগ করার জন্য বৈধতার

---

৮৮৫ ইবন খালদুল, ***আল-মুকাদ্দামাহ,*** পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

৮৮৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালদুন, ***মুকাদ্দামা*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুব , তা. বি.), পৃ. ৪৩২।

বিষয়ে যাচাই করা ৬. দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা ৭. যিকরে খফী অর্থাৎ ক্বালবী জিকির করা ৮. মনের মধ্যে ওসওয়াসা আসার সময় ইখলাস অর্থাৎ সঠিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা ৯. মনের মধ্যে সন্দেহ ঢুকলে ইয়াকীন অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর সুদৃঢ় থাকা ও ১০. সকল অস্থিরতা বা দুঃখ বেদনায় আল্লাহর প্রতি নেজকে সোপার্দ করা। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ঈমান আমলে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটায় তবে তিনি সূফী উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত। নতুবা তিনি মিথ্যুক বলে পরিগণিত হবেন)।[৮৮৭]

‘ইলমে তাসাউফের উৎপত্তি

তাসাওউফ শব্দের প্রচলন হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে হলেও এর উৎস, মূল শিক্ষা, ও কর্মসূচী প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

‘তিনি বলিলেন ‘তোমরা উভয়েই একই সংগে জান্নাত হতে থেকে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সত্রু। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎকর্মের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না’।[৮৮৮]

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

‘অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে. কিছু বাণী প্রাপ্ত হল । আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান. হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না’।[৮৮৯]

এই আয়াত দ্বয়ের মর্ম থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আদম (আ.)-এর প্রতি এসেছিল হিদায়াত। তিনি তাকে সৎকর্মের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। এই সৎকর্ম আল্লাহ প্রদত্ব পদ্ধতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হল, তাসাউফের অপরিহার্য করণীয়। পৃথিবীতে আগমণের পর আদম ও হাওয়া

---

৮৮৭ আবূ নু‘আইম আল ইসপাহানী, ***হিলইয়াতুল আওলিয়া*** (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৬), ১খ, পৃ. ২২।
৮৮৮ আল-কুরআন, **সূরা, ত্ব-হা,** ২০:১২৩।
৮৮৯ আল-কুরআন, **সূরা আল-বাকারাহ,** ২:৩৭-৩৮।

(আ.) প্রথম যে আমল করেছিলেন, তা'হল ক্ষমা প্রার্থনা, অনুশোচনা ও গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর পূর্ণ গোলামী করা। যা তাসাউফের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'।[৮৯০]

এভাবে আমরা প্রথম নবী আদম (আ.) থেকে নবী ঈসা (আ.)-এর সময়কাল পর্যন্ত সময়কে তাসাওউফের প্রথম স্তর বলতে পারি।[৮৯১]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি শেষ নবী ও রাসূল। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি হিরা পর্বতের গুহায় নবুয়াত প্রাপ্ত হয়। এর পূর্বে তিনি ১৫টি বছর এই হিরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যেখানে জিবরাঈল (আ.) প্রথম ওহী নিয়ে আগমন করেন। জিবরাঈল (আ.) বলেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পড়ুন। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। অতঃপর জিবরীল (আ.) তাকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরেন। অতঃপর বলেন- এভাবে তিন বার তাকে আলিঙ্গন করার পর তিনি পড়তে পারলেন।[৮৯২]

আল-কুরআনের নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্যই পরিশুদ্ধকরণ। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃহত্তর যা নিয়ে আগমণ করেছেন, তা হল আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থাপত্র। রাছূলুল্লাহ(সা.) ইহছান সম্পর্কে বলেন:

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ- أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

'তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পাও তবে তুমি মনে কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[৮৯৩]

হাদীসে উল্লেখিত ইহসান দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ। একে ইখলাসও বলা হয়ে থাকে। এটি একটি শাস্ত্র। শাহ আব্দুল 'আযিয মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ.) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত ইহসানই তাসাওউফ।[৮৯৪]

---

৮৯০ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ,** ৭:২৩।

৮৯১ ইমাম মুফিকুদ্দিন আল-মুকাদ্দিসী, ***কিতাবুত তাওয়াবীন*** (বৈরূতঃ দারুল হিজরাহ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৪-২৭

৮৯২ বুখারী, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.৭।

৮৯৩ মুসলিম, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬।

৮৯৪ আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান, ***ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ,*** অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবিলিকেশন্স, ১৪০৯ হি.), পৃ. ১৬।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'বরং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর সোপর্দ হয়েছে সে ব্যক্তি মুহছিন। আল্লাহর কাছে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। তার কোন ভয় নেই ভীতি নেই।[৮৯৫]

তাসাওউফ ও সূফী শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ

হযরত আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) ও সাহাবীগণের সময়েও তাসাওউফ ও সূফী শব্দের কোন ব্যবহার ছিল না।[৮৯৬] সে সময় তাসাওউফ শব্দটি আল-কুরআনের দৃষ্টি تزكية ও আল-হাদীসের দৃষ্টিতে احسان নামে ব্যবহৃত হত। যে সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আল-কুরআনের উল্লেখিত গুণাবলীর আলোকে, পূণ্যবান, দাস, ধৈর্য্যশীল, নৈকট্যশীল, পার্থিব মোহমুক্ত ইত্যাদি গুণে পরিচিতি লাভ করত।

মুসলিম সমাজে যখন বিদ'আতীদের উদ্ভব হল, তারাও নিজেদেরকে উল্লেখিত পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রচেষ্টা করলো তখন তাদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য হাক্কা পন্থীরা নিজেদেরকে 'সূফী' নামে পরিচিতি হতে শুরু করেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকে শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।[৮৯৭] তবে হিজরী অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার যাব্বি ইব্ন হাইয়্যাম ও আবুল হাশিম-এর নামে সর্বপ্রথম সূফী শব্দের প্রয়োগ হয়।[৮৯৮]

'ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে সংশয় ও নিরসন

'ইলমে তাসাওউফ চর্চা মুসলিম সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর জন্য কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচীও বিদ্যমান। অথচ কিছু প্রাচ্যবিদ এমনকি কিছু মুসলিম পন্ডিতদের বক্তব্য ও রচনাবলীর প্রেক্ষিতে 'ইলমে তাসাওউফ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাদের ধারনা হল, তাসাওউফ অমুসলিমদের থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। সুতরাং এর উৎস ও ভিত্তি আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে নয়। অথচ তাসাওউফ চর্চাকে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজে এখনো ব্যাপকভাবে বাইয়াত, শায়খ, মুরশিদ, সবক, নিসবাত, মোরাকাবা, মোশাহাদা ইসলামী পরিভাষার প্রয়োগ

---

৮৯৫ আল কুরআন, **সূরা বাকারা,** ২:১১২।

৮৯৬ ইব্নল জাওযী, ***তালবিসু ইবলিস*** (কায়রো: মাকতাবাতুল ঈমান, তা. বি.), পৃ. ২৭১-২৭২

৮৯৭ হাবী, সাঈদ, ***ফী মানাযিলিস সিদ্দীকীন ওয়ার রাব্বানিয়্যীন*** (বৈরূত: দারুস সালাম, ৩য় (সং ১৪১৬ হিজরী,/ ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৬।

৮৯৮ ***ইসলামে সূফী দর্শন*** (ঢাকা, ইফাবা পত্রিকা, ৩৬ বার্ত, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৭ খ্রি.)

রয়েছে। বাস্তব সত্য যে, তাসাওউফ চর্চার মাধ্যমে মু'মিন বান্দা প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হচ্ছে, যা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের দর্পনে অবাঞ্চিত, ভন্ডামী, কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং তাসাউফের কল্যাণে বান্দা প্রকৃত দ্বীন ও ইবাদাত প্রতিপালনে সক্ষম হচ্ছে।

আল-বিরুনির অভিমত হল, সূফি (صوفي) শব্দটি উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'সফ' (soph) থেকে। এর অর্থ হিকমাত বা দর্শন। দার্শনিককে ফিলোসফার (philosopher) বলা হয়। ফিলা (phila) অর্থ প্রেমিক। philosopher অর্থ দর্শনমনস্ক বা বিজ্ঞান প্রিয় ব্যক্তি। এটি পরিবর্তিত হয়ে আরবি ভাষায় সুফ (صوف) ব্যবহার হচ্ছে। গ্রিকদের একটি পন্ডিত শ্রেণী ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন যে, চিরস্থায়িত্ব একমাত্র প্রথম জনের। তিনি অন্য সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, বাকী সব কিছুই তাঁরই মুখাপেক্ষী। মুসলমানদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস এমন তাদেরকে সূফী বলা হয়।[৮৯৯] কিন্তু আল-বিরুনীর অভিমতটি সঠিক নয়। কারণ, গ্রিকদের বই-পুস্তক আরবিতে অনুবাদ শুরু হয়েছে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। অথচ তাসাওউফ ও সূফী শব্দের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সূফী উপাধিতে প্রসিদ্ধ পাওয়া প্রথম ব্যক্তি হলেন আবুল হাশিম আল-কুফী। যিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৫০ হিজরীতে।

ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরী সুফি শব্দের চারটি উৎস উল্লেখ করেছে। (১) صوف (পশম) (২) صفاء (পরিষ্কা-পরিচ্ছন্নতা) (৩) صف (কাতার) (৪) الصفة (আঙ্গিনা)। আরবী শব্দ তত্ত্বের আলোকে صوف (পশম) থেকে শব্দের নির্গত হওয়ার তথ্যটি অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম আল-কুশাইরী (রাহ.) বলেন, 'সূফী' উক্ত শাব্দিক বিশ্লেষণের উর্দ্ধে। এটি উক্ত পরিভাষার উপাধি মাত্র।[৯০০] অর্থাৎ ইসলামী পরিভাষায় সূফিগণ এমনভাবে পরিচিত যে, তাকে শাব্দিক বিশ্লেষণ দিয়ে মূল্যায়ণ করা যায় না।

ইসলামী তাসাওউফ হল, আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদা রত থাকা, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়া, পার্থিব চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য থেকে বি১মুখ থাকা, পাথিব ভোগবিলাস; ধন-সম্পদ ও সম্মানকে সাধারণ লোকেরা যেভাবে গ্রহণ করে থাকে যেভাবে গ্রহণ না করা।[৯০১] আবু বকর আল-কিলানীর মতে

---

৮৯৯ ফরমশাহ আজহারী, জাস্টিজ মুহাম্মাদ, ***কাশফুল মাযুব*** (উর্দু) (লাহোর: জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৯।

৯০০ আল-কুশাইরী, আবুল কাশেম আব্দুল করিম, ***আর-রিসালাহ আল কুশাইরীয়া (*** তা. বি.), পৃ. ২৩৯।

৯০১ ইবন খালদুন, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল হাদরামি, ***তারিখ,*** (আল মাতাবা আশ শামিলা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৭।

তাসাওউফ হল, উত্তম চরিত্রে নাম।[৯০২] ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল-জাবিরী বলেন, উন্নত চরিত্রের প্রত্যেকটি গ্রহণ ও নিকৃষ্ট চরিত্রের প্রত্যেকটি বর্জন করাই হল তাসাওউফ।[৯০৩]

আল্লামা জুরজানির মতে, শরী'আতের বিধানাবলীকে জাহিরী (বাহ্যিক) দৃষ্টিতে গ্রহণ করা। অতঃপর সেগুলিকে জাহেরী অবস্থান থেকে বাতেনী (ভিতরগত) দৃষ্টিতে অনুধাবন করা। আবার জাহিরী গুলোকে বাতেনি দৃষ্টিতে গ্রহণ পূর্বক তার বিধান গুলোকে বাতেনী থেকে জাহেরী দৃষ্টিতে দেখা। এভাবে উভয় অবস্থানের মাধ্যমে সাধনা কার কামালিয়াত অর্জন করার নাম তাসাওউফ।[৯০৪]

তিনি আরো বলেনঃ তাসাওউফ মানেই সাধনা। তাই তাসাওউফ চর্চাকারীগণ এটার সাথে সামান্য রসিকতাও মিশ্রন করতে পারবে না।[৯০৫]

প্রাচ্যবীদ হরটন, ব্লচিট, ম্যাসিলন এবং মুসলমানদের কারো কারো ধারনা, ইসলামী তাসাওউফের সূত্র হল হিন্দু ধর্মের থেকে আমদানী করা হয়েছে। চিল্লা, সাধনা ইত্যাদি যোগী ও সাধুদের নিকট থেকে ধার নেয়া।[৯০৬]

প্রাচ্যবীদ গোল্ড যাইয়ের ও ওলিয়ারির মতে মুসলমানদের তাসাওউফ এসেছে, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। কারণ রাজমুকুট ও সিংহাসন ছেড়ে ক্ষুধা দারিদ্রপূর্ণ জীবন গ্রহণ এবং পাহাড় পর্বতে গিয়ে বসবাস করা বৌদ্ধ ধর্মের রীতি-নীতি।[৯০৭]

কিন্তু বাস্তবতা হল এ সব ধারণা ও মন্তব্য অমূলক। কেননা আল-কুরআন ও আল হাদীসে চিল্লা করা এবং নিরালয়ে বসে আল্লাহর স্মরণ করার কথা বার বার বলা হয়েছে। আত্মিক সাধনার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে হিরা গুহায় গিয়ে নিরালয়ে বসে আল্লাহর স্মরণ করেছেন। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার জন্য তূর (সিনাই) পাহাড়ে গিয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রিয়াযাত বা আধ্যাত্মিক সাধনা করেছিলেন। অপর দিকে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান ভারত বর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি আরব উপদ্বীপে পৌঁছেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতারাং সুফিবাদ যোগী সাধকের অনুসরণ বা বৌদ্ধ ধর্মের অনুকরণ বলার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না।

---

৯০২ আল-কুশাইরী, ***আর-রিসালাহ,*** প্রাগুপ্ত, ২৪০।
৯০৩ হুজভিরি, আলি ইবন উসমান দাতা গঞ্জে বখশ, ***কাশফুল মাহযুব,*** পৃ. ২৮।
৯০৪ শরীফ জুরজানি, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আত-তা'রিফাত*** (দেওবন্দঃ মাকতাবা ফাকিহু আল-উম্মাহ তা. বি.) পৃ. ৫৫।
৯০৫ শরীফ জুরজানি, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, **আত-তা'রিফাত** , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৯০৬ প্রাচ্যবীদ ফরমশাহ আজহারি, প্রগুপ্ত, পৃ. ১৬।
৯০৭ ফরম শাহ আজহারি, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭।

প্রাচ্যবাদ প্রফেসর ব্রাউনের বক্তব্য, তাসাওউফ ইরানী আধ্যাত্মবাদ থেকে গৃহীত। কিন্তু এ মতও গ্রহণ করা যায় না। আরবরা সব সময় ইরানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। আবার কারো কারো মতে, মুসলমানদের তাসাওউফ খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। কারণ প্রাচীন যুগ থেকে আরবদের সাথে খৃষ্টানদের সু-সম্পর্ক ছিল। আরবরা ছিল অশিক্ষিত। ফলে তারা খ্রিষ্টানদের ধর্মের বৈরাগীবাদের থেকে তাসাওউফ শিখেছে এবং সেটাকে চরিত্রে ধারণ করেছে। কিন্তু এমন তথ্য ইসলাম পূর্ব সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানরা তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। বিশেষতঃ তাসাওউফ বিষয়টি। কারণ পার্থিব চাকচিক্য, সম্মান ও ক্ষমতা ইত্যাদির পিছনে ছুটাছুটি করা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে প্রথম থেকেই নিরুৎসাতি করেছেন এবং নিজেও সে নীতির চর্চা করেছেন।

অপর দিকে সূফীদের বৈশিষ্টাবলীর সবগুলোর সূত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বিদ্যমান। পার্থিব জীবন মানে ক্রীড়া, কৌতুক ও ক্ষণিকের জীবন, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। রাত দিন আল্লাহর স্মরণে থাকার সহিষ্ণুতা, কৃচ্ছতা, অল্পে তুষ্টি, সত্যবাদিতা, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ইত্যাদির কথা আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বার বার উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসংগে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া, কৌতুক, শোভা, সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগীতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তার শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্ট। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়'।[৯০৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

৯০৮ আল-কুরআন, **সূরা হাদীদ,** ৫৭:২০।

(আমার পরে তোমাদের জন্য যে বিষয়ে আমি শংকিত, তা হল তোমাদের ওপর দুনিয়া শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে)।[৯০৯]

তাসাওউফ ও সূফী আল-কুরআন ও আল-হাদীসে সরাসরি না থাকায় যুক্তিতে তাসাওউফকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যে গুলির সরাসরি শব্দ আল-কুরআনে আসেনি। তবে যেগুলোর চর্চাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আবার সেই চর্চাকে বাদও দেয়া যাবে না। যেমন, আরবী ব্যকরণের পরিভাষ- নাহু, সরফ, বালাগাত ইত্যাদি কুরআন ও হাদীসে নেই। মাদ্রাসা, মক্তবও কুরআন ও হাদীসে আসেনি। অথচ এগুলো পরবর্তীতে দ্বীনি শিক্ষার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি হাদীসের পরিভাষা- হাসান, সাহীহ, যঈফ, মুতাওয়াতির, আহাদ, মাশহুর, নামাজ ও রোজা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার প্রথম যুগে ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা নাহু, ছরফ, বালাগাত চর্চা করেনি অথবা হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করেনি। এভাবে মি'রাজ শব্দটি আল-কুরআনে আসেনি। তার প্রতিশব্দ ইস্‌রা এসেছে। ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কিংবা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ। অথচ আল-কুরআনে এ অর্থের জন্য ব্যবহার হয়নি। তবে এর প্রতিশব্দ আল-ইস্‌তিম্বাত, আল-ই'তিবার, আত-তাফাক্কুর ইত্যাদি এসেছে। এভাবে সিয়াসিয়াত (রাজনীতি) ইকতিসাদ (অর্থনীতি) ইত্যাদি শব্দ উল্লেখিত অর্থের জন্য ব্যবহার হয়নি। তাহলে কি কারণে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদির কথা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোচনায় নেই? বুঝা গেল, যে কোন পরিভাষা, আল-কুরআন অথবা আল-হাদীসে থাকতে হবে, এমন শর্ত দেয়া হলে অনেক বিষয়ের চর্চা ও আমল করা অবৈধ হয়ে যাবে। দেখতে হবে, সে বিষয়ের বিশ্বাস, দর্শন, আদর্শ ও চর্চার কথা আল-কুরআনে ও আল-হাদীসে আছে কি না? বাস্তবতা হল, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাসাওউফ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও সুফি ও তাসাওউফ শব্দের ধাতু হিসেবে যে তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে তা সরাসরি আল-কুরআন ও আল-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। صوف (পশম) শব্দটি আল-কুরআনে এসেছে- যেমন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

'এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি চতুষ্পদ পশুর চামড়া দ্বারা তোমাদের করেছেন তাবুর ব্যবস্থা, তোমরা এগুলোকে ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে পাও।

---

৯০৯ বুখারী, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২১।

এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ'।[৯১০]

আল-হাদীসেও শব্দটির উল্লেখ আছে। যেদিন আল্লাহ মূসার সাথে কথাপোকথন করেন সেদিন তাঁর শরীরে পশমের জুব্বা, পশমী জামা পশমী আস্তিন ও পশমী চাদর ছিল। আর জুতা ছিল গাধার চামড়া দ্বারা তৈরী।[৯১১]

আল-হাকিম এ হাদীসকে তাসাউফের বড় প্রমাণ বলে দাবী করেন। 'সাফা' ও সাফওয়াতুন' শব্দটি আল-হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ (দুনিয়া থেকে সাদা চলে গেছে, রয়ে গেছে কাদুরা। এখন মুসলিমের জন্য মৃত্যুই উপহার)।[৯১২]

সাফফুন শব্দটি আল-কুরআন ও আল-হাদীসে অনেক বার এসেছে। এ নামে দু'টি সুরা এসেছে। সূরা আস্-সাফফাত (৩৭) ও আস্-সাফ (৬১)। আহলে সুফফার কথা তো আল-হাদীসে রয়েছে। এ কথা সত্য যে, হাদীস সংকলনের সোনালী যুগের (হিজরী ৩য় শতাব্দী) পূর্ব থেকেই ইসলামী তাসাওউফ ও সূফী শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারীদের কেউ সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলে তাকে সে নামেই পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন- ইমাম হাকেম, বাইহাকী (রাহ.) প্রমূখ তাদের শাইখ আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ সুলাইমানকে আপন যুগের তাসাওউফের শাইখ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এবং আবূ সা'দ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (রা.) সুফি উপাধি উল্লেখ করে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৯১৩]

ওপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাসাওউফ ইসলামের বাইরের কোন বিষয় নয়। বরং ইসলামের সাথে অঙ্গা অঙ্গি জড়িত। কারণ দ্বীন ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। দ্বীনের মূল বিষয় হল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেন। দ্বীন ইসলাম অহী নির্ভর ও নবী-রাসূল প্রদর্শিত পরকাল কেন্দ্রিক জীবন বিধান। পার্থিব বিষয়কে প্রধান্য না দিয়ে এখানে পরকালকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এখানে অদৃশ্যে বিশ্বাসকে মূল ধরা হয়েছে। আল্লাহ, ফিরিশতা, রাসূল, আসমানী কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, পাপ-পূর্ণ পুনঃরুত্থান, মি'রাজ, সিরাত, এ সব এখানে প্রমাণের বিষয় নয় বরং বিশ্বাসের বিষয় যা ধর্মে অপরিহার্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

---

৯১০ আল-কুরআন, **সূরা নাহল, ১৬:৮০।**

৯১১ হাকেম মিশাপুরী, আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ, ***মুসতাদরাক*** (বৈরূত : দার-আল-কুতুব আল ইসলামিয়া ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮১।

৯১২ ইব্নু আবী শাইবাা, আবু বকর আবব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কুষিব, ***মুসান্নাফ***, খ. ২, পৃ. ২৫২

৯১৩ বাইহাকী, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন, ***শুয়াবুল ঈমান*** (বৈরূত:দারু কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১০ হি.), পৃ.৫৬।

'এ সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের" জন্য এটি পথনির্দেশ, যারা অদৃশ্যে" ঈমান আনে, সালাত কায়েম" করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে'।[৯১৪]

সুতরাং আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাসাওউফ ও সুফী পরিভাষা আছে কিনা বা এর প্রচলন কখন থেকে শুরু ইত্যাদি নিছক মূল্যায়ন পূর্বক ইসলামকে আধ্যাত্মিকতা মুক্ত বলা যায় না।

তাসাওউফ শরী'আতের বাইরের কিছু নয়। বরং শরী'আতের সাথে এর সম্পর্ক দেহ ও আত্মার ন্যায়। দেহ আর আত্মা মিলে পরিপূর্ণ অবকাঠামো। একটি অপরটির পরিপূরক। একটির অনুপস্থিত মানে অপূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো। ইমাম মালেক (রাহ.) বলেন:

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ،

(যে ফিকহ চর্চা করল তবে তাসাওউফ শিক্ষা করল না সে ফাসেক। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ অজন করেছে বটে কিন্তু ফিকাহে দীক্ষিত হয়নি সে ধর্মহীন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যে উভয়টাকে একত্র করতে পেরেছে, সে প্রকৃত সত্য পেয়ে গেছে।[৯১৫]

ইমাম মালিক (রাহ.)-এর উক্তিই প্রমাণ করে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে সুফি ও তাসাউফের পরিভাষা ও অনুশীলন ছিল।সতার সমসাময়িক ইমাম হাসান বাসরী (রাহ.)-কে প্রথম সুফি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৯১৬]

দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজের যেমন একটি বহিদৃশ্য আছে, তেমনি রয়েছে অন্তর্জগতের একটি তাৎপর্যও। বহিদৃশ্য ছাড়া অভ্যন্তরীণ তাৎপর্যের কল্পনা করা যায় না। ঠিক তেমনিভাবে অভ্যঃন্তরীণ তাৎপর্য ছাড়া বহিদৃশ্য একটি প্রাণহীন শরীরের মতো। বুঝা গেলো, দ্বীনের বাহ্যিক দৃশ্যের সম্পর্ক শরী'আতের সঙ্গে। আর অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্যের সম্পর্ক তরীকত বা তাসাওউফের সঙ্গে।[৯১৭]

মাওলানা শামছুল হক ফরিপুরী (রাহ.) বলেন:

এক হল 'তাসাওউফ শব্দ, আর এক হল 'ইলমে তাসাওউফের হাকীকাত অর্থাৎ তাসাওউফের মূল বিষয়বস্তু। তাসাওউফ শব্দটি আল-কুরআন, আল-হাদীছ অথবা সাহাবাদের যুগে এ শব্দের এবং পরিভাষার প্রচলন হয়নি, তবে তাবি'দের এবং তাবি'-তাবি'দের যুগ হতে তাসাওউফ শব্দের ও

---

৯১৪ আল-কুরআন, *সূরা বাকারা,* ২:২-৩।

৯১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, *মিরকাতুল মাফাতিহ শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ* (দারুল ফিকর, ১ম সং. ১৪১২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৫।

৯১৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৬৯

৯১৭ মাওলানা শামছুল হক, *তাছওউফ তত্ত্ব* (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স,২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৩

পরিভাষার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু তাসাওউফের মূল বিষয়বস্তুগুলো আল-কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা', ইযতিহাদ ও কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত।[৯১৮]

তিনি আরো বলেন: মানুষ যেমন দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট, তদ্রুপ শরী'আতও প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য এই দু'য়ের দ্বারা গঠিত। আল-কুরআনের ভাষায় শরী'আতের অর্থ ব্যাপক কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন কুরআন-হাদীস গবেষণা করে বিভিন্ন বিষয়কে ভিন্ন করে লেখা হয়েছে, তখন দৃশ্যমান দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের যে সমস্ত হুকুম পালন করা হয়, তার নাম রাখা হয়েছে ফিক্‌হ এবং আল্লাহ্-ও তার রাসূলের যে সমস্ত হুকুম প্রতিপালিত হয় অদৃশ্য আত্মার দ্বারা, তার নাম রাখা হয়েছে তাসাওউফ। বাতিন অর্থ অদৃশ্য, আভ্যন্তরীণ, আত্মিক ইত্যাদি, মানুষের ভিতরের যে অংশটা দেখা যায় না অথচ বুঝা যায়। যেমন, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, আত্মা, দিল, ক্বালব ইত্যাদি বিষয়কে বাতিন বলে।

মানুষের দেহ এবং আত্মা দু'টি আল্লাহর সৃষ্ট এবং দু'টি আল্লাহর আদেশ মানতে বাধ্য। দু'টির সমন্বয় ব্যতিরেকে যেমন মানুষ জীবিত থাকতে পারে না, তদ্রুপ এ দু'টি দ্বারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী, রাসূলের আদর্শ গ্রহণকারী হওয়া ব্যতিরেকে মানুষের মুক্তি হতে পারে না।[৯১৯]

হাদীসে জিবরীলে এসেছে,

يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»،

(জিবরীল বললেন) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ইসলাম হল, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করবে, যাাকত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, যদি পথের সম্বল থাকে তবে আল্লাহ ঘরের হজ্জ করবে। তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আশ্চার্য হলাম। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করছে আবার তা সত্যায়িত করছে। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে

---

৯১৮ মাওলানা শামছুল হক, ***তাছওউফ তত্ত্ব***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

ঈমান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ, ফিরিশতা, রাসূলগণ এবং মরণাত্তের পুনর্জীবনের ওপর এবং তাকদীরের ভাল মন্দের ওপর ঈমান আনবে। তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি আবার বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইহসান হল, তুমি এমন ভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তুমি তাকে না-ও দেখো, তিনি তোমাকে দেখছেন।[৯২০]

উল্লিখিত হাদীসে মুমিনের তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে : ঈমান, ইসলাম ও ইহসান। ঈমান ও ইসলাম হলো বিশ্বাস ও কর্মের নাম। এ দুটির ওপরও আরেকটি স্থান রয়েছে, যাকে হাদীসের ভাষায় 'ইহসান' বলা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এটাকেই তাসাওউফ এবং তরিকত বলে থাকেন।[৯২১]

হাযবিরী তার 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে আবুল হাসান আল ফুসানজী-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন যে, বর্তমানে তাসাওউফ হাকীকাত বা সার তত্ত্ব বিহীন একটি সর্বস্ব বিষয় কিন্তু বিগত যুগে তা ছিল নাম পরিচয় বিহীন একটি বাস্তব বিষয়। এ প্রসংগে হাযবিরী (রাহ.) তার নিজের বক্তব্য সংযোজিত করে বলেছেন, সাহাবীগণের যুগে এ নামের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ এর সার তত্ব প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ছিল দেদীপ্যমান।[৯২২]

হাজী খলিলের মতে, চিন্তা-গবেষণা, কাজ কর্ম চরিত্র ও আচরণ অর্থে ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই তাসাওউফের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।[৯২৩]
এমনকি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্ব রমজান মাসে হেরা গুহায় নির্জনে যে ইবাদাত-আমল করতেন ঐতিহসিক বিচারে তাতেই তাসাওউফের মূল নিহিত রয়েছে।[৯২৪]

ইমাম গাজ্জালী (রহ) তাসাওউফকে আল্লাহর নৈকট্য এবং স্বরূচী অর্থাৎ আত্মিক প্রত্যক্ষ ও আধ্যাতিক পরিদর্শন দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।[৯২৫]

আল-কুরআন ও আল-হাদীস বিষয় দুটি তো মূল নির্দেশনা ও ব্যাখা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, অন্তঃকরণের বোধ-বিশ্বাস, দৃশ্য আমল-আখলাক ও অদৃশ্য আমল-আখলাক। এই তিন প্রকার

---

৯১৯ মাওলানা শামছুল হক, **তাছওউফ তত্ত্ব** (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ১৭।
৯২০ মুসলিম, ***আস-সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৬।
৯২১ মাওলানা শামছুল হক, ***তাছওউফ তত্ত্ব*** (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৪৯।
৯২২ সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, ১২খ, পৃ. ৩৯৪।
৯২৩ হাজী খলিফা, ***কাশফুয্ যুনুন,*** ১খ, পৃ. ১৫৬।
৯২৪ সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, ১২খ, পৃ. ৩৯৫।
৯২৫ সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, ১২খ, পৃ. ৩৯৬।

‘ইলম প্রথম দিকে ‘ইলমে ফিকহ’ নামে প্রচলিত ছিল। পঠন পাঠন বোঝা ও বোঝানোর সুবিধার্থে কালক্রমে শুধুমাত্র বিশ্বাসকেন্দ্রিক শরী‘আতকে আকায়েদ বা কালাম শাস্ত্র নাম দেয়া হয়। বাহ্যিক আমল কেন্দ্রিক ও বিধিবিধান বিষয়ককে ‘ইলমে ফিকহ এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি কেন্দ্রিক বিদ্যাকে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধি) বা তাসফিয়া বা তাযকিয়া তথা তাসাউফ বিদ্যা নামে অভিহিত হয়।[৯২৬]

এই ইহসান-ই আল-কুরআনে বর্ণিত তাযকিয়া বা আত্মিক পরিশুদ্ধি। যা সাধনা আর মেহনাতের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। ঈমান, ইসলাম ও ইহসান-এর সমষ্টির নামই দ্বীন। অতএব প্রমাণিত যে, আত্মিক পরিশুদ্ধির ‘ইলম অর্থাৎ তাসাওউফ বিদ্যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও সুন্নাত।[৯২৭]

---

৯২৬ মুফতী আব্দুল্লাহ, ***স্মরণিকা,*** পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনী, ১৪৪২ হি.), পৃ. ১৩৯।
৯২৭ মুফতী আব্দুল্লাহ, ***স্মরণিকা,*** পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

‘ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ব জীবন বিধান। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই সেখানে ইসলামের দিক নির্দেশনা নেই। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদাত করার জন্য। আল্লাহ তা’আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করে ইবাদাতের স্বরূপ ও পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানব জাতিকে দুনিয়াকে প্রাধন্য না দিয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ করেছেন। দুনিয়ার চাকচিক্য মানুষের জন্য পরীক্ষা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হওয়ার নির্দেশ করেছেন। কেননা ইসলামে রয়েছে মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে মুক্তির নিশ্চয়তা। এ জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ আত্মা ও সুস্থ অন্তঃকরণ। ইসলাম শরীরের বিশুদ্ধতাকে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতার ওপর নির্দিষ্ট করেছে। আর অন্তঃকরণ পাপের কালো দাগে ভরে যায়, রোগাক্রান্ত হয় আত্মার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণে। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক দিককে যেমন পরিশুদ্ধ করতে চায় তদ্রুপ তার আত্মিক দিককে বিশুদ্ধ করতে চায়। ‘ইলমে তাসাওউফ ব্যতীত বান্দা এই পরিশুদ্ধির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে অক্ষম। কাজেই মানব জীবনে তাসাওউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা যায়

ইসলামে তাসাওউফের পুরো কার্যক্রমই তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি। ইসলামে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো ফরয। তাসাওউফপন্থী যদি তাসাওউফের নিয়ম ও কর্মসূচী অনুযায়ী চর্চা করে তবে তার নাফস পরিশুদ্ধ এবং উন্নতি লাভ করে। আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা হল: (উপকারী ‘ইলম অর্জন, সৎকর্ম, আদিষ্ট বিষয়সমূহ প্রতিপালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করার মাধ্যমে নাফসকে পরিশুদ্ধ করা)।[৯২৮] অর্থাৎ অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধি করা শিরক হতে, দেহকে নাপাকী হতে, ধন-সম্পদকে যাকাত প্রদানের দ্বারা, অন্তঃকরণ দিয়ে আল্লাহর স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে, নিজের সত্তাকে নিন্দনীয় চরিত্র থেকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সব ধরণের গুনাহ থেকে

---

৯২৮ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ, *মা‘আলিমু ফীস সুলূকি ওয়া তাযকিয়াতিন নুফূস* (বৈরূত: দারুল অতন, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৭।

পরিশুদ্ধ করার নাম তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ।[৯২৯] এর অর্জনের উপায় বা পদ্ধতি হল, সকল উত্তম ও অপরিহার্য করণীয় বিষয়গুলি প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ ও সকল ধরনের বর্জনীয় কর্ম থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা। তাসাওউফপন্থী এই বিষয়ে তৎপর ও কঠোর সাধনায় রত থাকলে তার নাফস বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা নাফসকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং প্রশান্ত নাফসকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন।

নাফসকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখলে ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়োগে নিমগ্ন থাকলে নাফস পরিশুদ্ধি এবং উন্নতি লাভ করে। নিয়ম মাফিক কঠোর সাধনা করলে তাসাওউফপন্থীর নাফস নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ উন্নীত হয়। যখন নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ উন্নীত হয় তখন সকল ভাল কর্ম নাফসের দাবীতে পরিণত হয়।

অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়

মানব সৃষ্টির উপাদানসমূহের মধ্যে মৌলিক উপাদান হল ক্বালব বা অন্তঃকরণ। ক্বালব মানুষের বুকে হৃদপিন্ডের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। ক্বালব মূলত সকল ভাল-কর্ম ও মন্দ কর্মের আঁধার। ঈমান ও তাকওয়া থেকে শুদ্ধ করে সকল উত্তম বিষয় এবং হিংসা বিদ্বেষ আর লোভ লালসা থেকে আরম্ভ করে সকল মন্দ আমল সব কিছু এখানে সঞ্চিত থাকে। এই ক্বালব নাফসের স্বভাবগত প্রবণতার কারণে বিনষ্ট হয়, এবং গুনাহযুক্ত হয়। নাফসের কাজ চাহিদা প্রকাশ করা। ভাল কিংবা মন্দ। নাফস তার স্বভাবগত করে ক্বালব মন্দ কাজের প্ররোচনা প্রেরণ করে। তাওবাহ ও উত্তম আমলের কারণে ক্বলব সঠিক, শুভ্র এবং সুবাসিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়ার তাকিদ দিয়েছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে'।[৯৩০]

তাসাওউফ চর্চার কারণে ক্বালব বা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। গুনাহমুক্ত হয়ে শুভ্রতায় ভরপুর হয়ে যায়।

---

৯২৯ পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৬হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১৮১-১৮২।

৯৩০ আল-কুরআন, **সূরা শু'আরা'** ২৬:৮৮-৮৯।

ঈমান সুদৃঢ় হয়

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলাম অদৃশ্যে বিশ্বাস নির্ভর একটি বাস্তব পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে ঈমান একক মৌলিক বিষয় অতঃপর অন্যান্য আমল ও ইবাদাত। মানুষের দুটি দিক। ১. বাহ্যিক ও ২. অভ্যন্তরীন।

ইসলাম মানুষের বাহ্যিক দিকের অবস্থাকে মানুষের অভ্যন্তরীন দিকের ওপর ন্যস্ত করেছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কার্যাকলাপের শুদ্ধতাকে বাহ্যিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ দিক বলতে বান্দার ক্বালব (অন্তঃকরণ), রূহ (প্রাণ) ও নাফস (আত্মা)-কে বুঝায়। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মূল ভূমিকায় রয়েছে ঈমান। 'ইলমে তাসাউফে তাসাওউফপন্থীর ঈমান সুদৃঢ় হয়। কেননা যেকোন বিষয় সুদৃঢ়তা লাভ করে ঐ বিষয় যদি বার বার চর্চা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈমান সুদৃঢ় করার ঈঙ্গিত দিয়ে বলেন:

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ أَكْثِرُوا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(তোমারা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর। সাহাবীগণ বললেন, কি ভাবে আমরা আমাদের ঈমান নবায়ন করব? তিনি বললেন, বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মাধ্যমে)।[৯৩১] 'ইলমে তাসাওউফে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -এর যিকির বাধ্যতামূলক। কাজেই এ যিকিরের ফলে ঈমান সুদৃঢ় হয়।

ক্বালবেই ঈমান আসে আর ক্বালবেই ঈমান থাকে। ঈমানের নির্ধারিত জায়গা ক্বলব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ 'আল্লাহ তাদের ক্বালবে ঈমান নির্ধারিত করে দিয়েছেন'।[৯৩২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

'হে রাসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরী করে। ওরা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তারা ক্বালবে ঈমান আনেনি।[৯৩৩]

---

৯৩১ আবূ সা'ঈদ ইবন 'আরাবী, ***মু'জামু ইবনিল 'আরাবী*** (সৌদি আরব: দারু ইব্নল জাওযী, ১ম সং, ১৪১৮হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ.২, পৃ.৫৭৯।

৯৩২ আল কুরআন, **সূরা মুজাদালা,** ৫৮: ২২

৯৩৩ আল কুরআন, ***সূরা মায়িদা,*** ৫:৪১।

অন্তঃকরণে জিকির প্রতিষ্ঠা হয়

তাসাওউফ পন্থীর ক্বালবে আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠা হয়। যখন কোন বান্দা সঠিক পরিপূর্ণ দ্বীন চর্চার প্রতিপালনের জন্য তাসাওউফ চর্চা শুরু করে তখন তার আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক প্রথমের যিক্‌রুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণের শিক্ষা দেন। প্রথমতঃ মুখের সাথে স্বীয় ক্বালব বা অন্তঃকরনকে সংযুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন হতে হয়। যিকির চার ধরনের ১. জবানের ২. জবান ও অন্তঃকরণ দিয়ে ৩. অন্তঃকরণ দিয়ে ৪. সমস্ত শরীর দিয়ে।

তাসাওউফ চর্চায় তাসাওউফপন্থীর প্রথম যে উপকার হয়, তা হল তার অন্তঃকরণ আল্লাহর যিকিরে রত থাকে সর্বদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ـ وَاِقَامِ الصَّلَوةِ وَ اَيْتَاءِ الزَّكَوةِ ـ

'তাদের ব্যবসা বেচা কেনার কাজ কাম আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখতে পারে না বরং নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে'।[৯৩৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمَوَاةِ وَالْاَرْضِ

'যারা দাড়ান, বসা, শোয়া, সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং আসমান সকল ও যমিনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষণা করে'।[৯৩৫]

উপকারী 'ইলম অর্জন হয়

মানুষের মূল সম্পদ ঈমান। ঈমানের পরেই 'ইলমের অবস্থান। 'ইলম এতই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে, ঈমান থেকে শুরু করে ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মের স্বরূপ, বিশুদ্ধতা ও প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা 'ইলমের ওপর নির্ভরশীল। জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্ত হল ঈমান। এই ঈমান কী কারণে বিনষ্ট হয়, কী কারণে সুদৃঢ় হয় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে সব কিছু 'ইলমের উপ নির্ভরশীল। 'ইলম দু' প্রকার। সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবাদাত দু'ধরনের। (১) প্রকাশ্য (২) অপ্রকাশ্য। ইলম দু' প্রকার। অদৃশ্য ইবাদাত করার জন্য প্রয়োজন ইলমে ক্বালব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ

---

৯৩৪ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪:৩৬
৯৩৫ আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান ৩:১৯১

اللهِ عَلَى خَلْقِهِ (ইলম দু'প্রকার (১) ক্বালবী ইলম। এটাই উপকারী ইলম (২) যবানী ইলম। এটা হল সৃষ্টির উপর আল্লাহর দলিল)।[৯৩৬]

তাসাওউফপন্থীগণ প্রকাশ্য 'ইলমের পাশাপাশি 'ইলমে ক্বালব অর্জন করে। ক্বালবী 'ইলম ও ইবাদাত ছাড়া বান্দার বাহ্যিক ইবাদাত আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। এ হাদীসই ইলম দ্বারা ইলমে মা'রিফাত অর্থাৎ তাসাওউফকে বোঝানো হয়েছে। অতএব ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব অপরিসীম।[৯৩৭]

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়

মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা একটি অপরিহার্য বিষয়। তাসাওউফপন্থীগণ নিয়মিত ফরয ইবাদাত আদায় পূর্বক নাফল ইবাদাত করে, ফলে তারা নৈকট্যভাজন হয়। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

(আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য ফরয আদায়ের চাইতে প্রিয় কোন আমল করে না। আর নাফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই। যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে)।[৯৩৮]

দলভুক্ত হওয়া

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে মু'মিনদিগকে দলবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

---

৯৩৬ কুরতুবী, ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, ***জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ও ফাদলিহ*** (সৌদি আরব: দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৬১।

৯৩৭ জিলানী, আব্দুল কাদির, সিররুল আসরার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৯৩৮ বাগুবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্‌ন মাস'উদ, ***শারহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯।

‘তোমরা সকলে তাল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্‌ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎ পথ পাইতে পার।[৯৩৯]

ইলমে তাসাওউফে যিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া বাধ্যতামূলক। ফলে তাসাওউফপন্থীগণ দলভূক্ত হয়ে থাকে।

[৯৩৯] আল-কুরআন, **সূরা আল ইমরান,** ৩:১০৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

‘ইলমে তাসাওউফে তাযকিয়াতুন নাফসের চর্চা

মানব জীবনে ‘ইলমে তাসাওউফের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানব সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বীনের যে দাবী ও কর্তব্য তা ‘ইলমে তাসাওউফ চর্চার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এটাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার কারণে ঈমান ও আমলে ইখলাস সৃষ্টি হয় না। ঈমান ও আমলে ইখলাস না থাকায় তা আল্লাহ তা’আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে বান্দার আখিরাতে মুক্তি ও নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে যায়। তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য ইলমে তাসাউফের চর্চার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কর্মসূচী রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

তরিকা: তরিকা শব্দের অর্থ হচ্ছে পদ্ধতি, চলার পথ, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ, শিষ্টাচারসমূহ।[৯৪০]

পরিভাষায় তরিকা হল :

الطريقة هى السفر الى الله باتباع شيخ عارف بالله اخذ المشيخة والوراثة المحمدية يدا بيد من شيخ الى شيخ الى الرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم-

(‘আল্লাহ তা’আলার পরিচয় লাভকারী একজন শায়েখের অনুসরণ করে আল্লাহ তা’আলার দিকে ভ্রমণ করা। আর তরিকার এই পদ্ধতি এক শায়েখ থেকে আরেক শায়েখ এভাবে এর সনদ ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত বিস্তৃত)।[৯৪১]

তরিকা শব্দটি আল-কুরআনে ও আল-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا-إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

‘নিশ্চয় যারা অবাধ্য এবং যারা জুলুম অত্যাচার করে তারা আল্লাহর ক্ষমা ও হিদায়েত পাওয়ার তরিকা পাবে না। চিরদিনের জন্য জাহান্নামের তরিকা ব্যতীত। এখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৯৪২]

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

---

৯৪০ মুহাম্মাদ আলকাসারনযান, *মাওসূ’আতুল কাসানযান* (বৈরূত: দারু আয়াত, ১ম সং. ২০০৫), খ. ১৪, পৃ. ৮০-৮৪।
৯৪১ মুহাম্মাদ আলকাসারনযান, ***মাওসূ’আতুল কাসানযান,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৮৫।
৯৪২ আল কুরআন, **সূরা নিসা**, ৪:১৬৮-১৬৯।

আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাছূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জনের জন্য কোন তরিকায় (পথে) চলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার তরিকা (পথ) সহজ করে দেন ।[৯৪৩]

'ইলমে তাসাওউফে অনেকগুলো তরিকা রয়েছে। যেমন:

(১) সোহরাওয়ার্দ্দীয়া (২) কাদরিয়াহ (৩) চিশতিয়াহ (৪) নাকশবন্দীয়াহ (৫) মুজাদ্দেদিয়াহ। (৬) আহমাদিয়্যাহ (৭) দাসূকিয়্যাহ (৮) আকরাবিয়্যাহ (৯) শাযিলিয়্যাহ (১০) বাকদাশিয়্যাহ (৭) মাওলাভিয়্যাহ (৮) মালামাতিয়্যাহ (১০) কুবাইসিয়্যাহ (১১) কলন্দরিয়্যাহ (১২) কুশাইরিয়্যাহ (১৩) যাহাবী (১৪) আল-রিফা ঈয়্যাহ।[৯৪৪]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাসাউফের মধ্যে অনেক তরিকার বিদ'আতীদের দ্বারা উদ্ভব হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীতি ও আদর্শচ্যুত। হক তরিকাভুক্ত থেকেও প্রকৃত তাসাওউফ থেকে পূর্ণরূপে বিচ্যুত, বরং তারা পথভ্রষ্ট। অতএব তাদের থেকেও তাসাওউফে এর তা'লিম নেয়া যাবে না।

ক্বাদরিয়া তরিকা :

গাওসুল আযম মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন্ আবী সালেহ জংগী (রাহ.)-এর নামানুসারে এই তরিকার উৎপত্তি। তিনি ৪৭০ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিনে গীলান নামক এলাকার নায়ফ অথবা নীফ অঞ্চলে। তিনি ১৮ বছর বয়সে পড়াশুনার জন্য বাগদাদে গমণ করেন। তার মাতা ছিলেন ফাতি নাম্মী একজন ধার্মিক নারী। তিনি তিবরীযী (রাহ.)-এর নিকট ভাষাতত্ব এবং কয়েকজন উস্তাদের নিকট হাম্বলী ফিকহ অধ্যায়ন করেন। তিনি আবুল খায়ের মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম 'আলা দাব্বাস-এর নিকট থেকে 'ইলমে তাসাউফের দীক্ষা নেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'ইলমে তাসাওউফের পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। আবু সা'দ মুবারক আল-মুখারিমী (রাহ.) তাকে খিলাফাত প্রদান করেন। আব্দুল কাদির (রাহ.) পরবর্তীতে আবু সা'দ মুবারাক (রাহ.) এর হাম্বলী মাযহাবের মাদ্রাসার প্রধান নিযুক্ত হন। 'ইলমে তাসাওউফের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি একটি 'তা'লিম গাহ' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে প্রতি রবিবারে এবং শুক্রবার সকালে ও সোমবার সন্ধ্যায় মাদ্রাসায় বক্তৃতা করতেন। তাঁর এসকল বক্তৃতা 'আল-ফাতহুর রাব্বানীতে' সংকলিত রয়েছে। তাঁর রচিত কিতাব হল: (১) আল-গুনয়াতুত তালবি তারীকিল হাক্ক (২) ফুতুহুল গায়ব (৩) জালালুল খাতির (৪) ওয়াকীতুল হিকাম (৫) আল-ফাতহুর রাব্বানী (৬)

---

৯৪৩ ইব্‌ন মাযাহ, **আস-সুনান,** প্রাগুক্ত, খ.১. পৃ. ।১৮১।

৯৪৪ আল-ইবার খ. ৩. পৃ. ১৩৩

আল-মাওয়াহিবুর রাহমানিয়্যা ওয়াল ফুতুহুর রাব্বানিয়া ফী মারাতিবিল আখলাকিস সানীয়া ওয়াল মাকামাতুল ইরফানিয়া (৭) হিযবু বাশাইরিল খায়রাত (৮) সিররুল আসরার।[৯৪৫]

ক্বাদরিয়াহ তরিকার আমলঃ

এই তরিকার প্রায় সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বাংলাদেশে এ তরিকার চর্চা শুরু হয় শাহ জালাল (রাহ.) ও তার সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমে। এর ব্যাপক প্রসার হয় শাহ মাখদূম রূপোশ (রাহ.)-এর দ্বারা।[৯৪৬]

চিশতিয়া তরিকাঃ

খাজা শারফুদ্দীন আবূ আহমাদ আবদাল চিশতী (রাহ.) এর নামানুসারে এ তরিকার নাম। আবা কারো মতে এ তরিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আবূ আহমাদের শায়খ আবূ ইসহাক আশ-শাশী (রাহ.)। ইতিহাসে তার নামে প্রথম চিশতী নাম পাওয়া যায়।[৯৪৭]

অনেকের মতে এই তরিকার প্রবর্তক খাজা মুহঈনুদ্দীন চিশতী। তিনি ৫৩৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- গিয়াসুদ্দীন (রাহ.)। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খুরাসানের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেন এবং বাগদাদে গমণ করেন। এ সময়ে তার সাথে সে সময়কার প্রসিদ্ধ সূফি শিহাবুদ্দীন আস-সুহরাওয়ার্দী (রাহ.) এবং আওহাদুদ্দীন কিরমানী (রাহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি খাজা ওসমান হারুনী (রাহ.)-এর নিকট তাসাওউফ শিক্ষা করেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর খলিফা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহ.)। ৫৮৯ হিজরীতে আজমিরে আগমণন করেন। তিনি ৬৩৩ হি. মৃত্যুবরণ করেন।

নাকশবন্দিয়া তরিকাঃ

নাকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন নাকশাবন্দী আল-বুখারী (রাহ.)। তিনি বুখারার নিকটবর্তী কুশক হিন্দুওয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বছর বয়সে বুখারা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত সাম্মাস নামক গ্রামে মুহাম্মাদ বাবা আস-সাম্মাসীর নিকট তাসাওউফ শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। সাম্মাসীর ইন্তিকালের পর তিনি সমরকন্দ গমণ করেন। অতঃপর বুখারায় গমণ করেন এবং এরপর নিজ গ্রামে চলে আসেন। অতঃপর সাম্মাসীর

---

৯৪৫ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ২৯-৩০।

৯৪৬ ড. আহমদ ‘আলী, *তাসাউফের স্বরূপ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ও ১৪৪০ হি. / ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৮৭

৯৪৭ আহমাদ শাফী, ***ফুয়ুজাতে আহমাদিয়া***, পৃ. ৪৬।

অন্যতম খলিফা আমীর কুলাল (রাহ.) এর নিকট তাসাওউফ শিক্ষা করেন। এবং আরিফু-দীক-কিরানীর নিকট তাসাওউফ শিক্ষা করেন।[৯৪৮]

এই তরিকার নামকরণের কয়েকটি মত রয়েছে। কেউ বলেন শায়খ বাহাউদ্দীন (রাহ.) যখন সাধনায় পরিপক্কতা অর্জন করেন তখন তিনি যে দিকেই তাকাতেন সেই দিকে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দের অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠত। এ থেকেই তার প্রবর্তিত তরিকার নাম হয় নাকশ বন্দিয়্যাহ। আবার কেউ বলেন, তিনি নকশা করা কাপড় ব্যবহার করতেন। এ কারণে তার প্রতিষ্ঠিত তরিকার নাম হয় নাকশবন্দিয়্যাহ তরিকা।[৯৪৯]

ভারত বর্ষে এই তরিকার সর্বপ্রথম তুকিস্থান থেকে মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ নিয়ে আসেন। তার হাতে দীক্ষিত হন শায়খ আহমাদ ফারুক ছিরহিন্দ (রাহ.)।

মুজাদ্দেদীয়া তরিকা:

এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ আহমাদ (রাহ.)। হযরত শায়খ আহমাদ (রাহ.) ভারতবর্ষের সিরহিন্দ নামক অঞ্চলে ইসায়ী ১৫৬১ সাল মোতাবেক ৯৭১ হিজরীর ১৪ শাওয়াল জুম'আর রাতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার কুনিয়্যাত আবুল বারাকাত এবং লকব বদরুদ্দীন। পিতার নাম শায়খ মাখদুম আব্দুল আহাদ। তিনি বংশের দিক হতে ফারুকী এবং সায়্যিদ- উভয় মর্যাদার অধিকারী। তার উর্ধতন পূর্বপুরুষ ছিলেন আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা)। তার পুত্র হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা) এর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন। তাদের বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন হযরত শায়খ আহমাদ (রহ.)।[৯৫০]

হযরত শায়খ আহমাদ (রাহ.)স্বীয় পিতা হযরত মাখদুম আব্দুল আহাদ (রাহ.)এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শিয়ালকোটে গমণ করেন 'ইলম হাসিলের জন্য। সেখানে মাওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মিরী, শেখ ইয়াকুব মুহাদ্দিস ও কাযী বাহলুল বদখশানী-এর নিকটে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, মানতেক শিক্ষা লাভ করেন।[৯৫১] অতঃপর তিনি রাহতাস ও জৌনপুরে গমণ করেন। এরপর রাজধানী আগ্রায় (আকবারাবাদ) গমণ করেন। সেখানে রাজ দরবারের ফৌজি ও আবুল ফজলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন এবং

---

৯৪৮ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

৯৪৯ হাযারী, ***সূফী তত্ত্বের আত্ম কথা***, পৃ. ১৪৭।

৯৫০ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ২৩৬। হাসান 'আলী চৌধুরী, ***ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*** (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৫ম সং, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৪১৩-১৪ ।

৯৫১ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ২৩৬। হাসান 'আলী চৌধুরী, ***ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*** (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৫ম সং, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৪১৩-১৪ ।

তাদের মাধ্যমে সম্রাট আকবারের শাসন নীতি, সমসাময়িক চিন্তাধারা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড সম্পর্কে অবহিত হন [৯৫২]।

হযরত শায়খ আহমাদ (রাহ.) পরিণত বয়সে পিতা মাখদুম আব্দুল আহাদ (রাহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার নিকটেই তিনি যথার্থভাবে তরিকত চর্চা করে পনেরটি সিলসিলার খেলাফাত প্রাপ্ত হন। তিনি হিজরী ১০০৮ সালে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হন। তিনি দিল্লী পৌঁছালে স্বীয় বন্ধু মাওলানা হাসেম কাশ্মিরীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। মাওলানা হাসেম কাশ্মিরী তার নিকট দিল্লীতে আগত হযরত বাকীবিল্লাহ (রাহ.)-এর উচ্চ প্রশংসা করলে তিনি তার খিদমতে হাজির হন। তার সান্নিধ্যে থাকার পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রাহ.)-এর অন্তঃকরণে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা উৎপন্ন হয়। ফলে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। [৯৫৩] কিছু দিনপর তিনি হযরত বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর নিকট থেকে খিলাফাতপ্রাপ্ত হন এবং বিশেষ নিসবাত প্রাপ্ত হন। নাকশবন্দিয়া তরিকার আমলসমূহের মাধ্যমে অনেক সহজ সাধ্য হয়।

ক্বাদরিয়্যা তরিকার ওয়াজীফা

প্রত্যেক তরিকার কিছু স্বতন্ত্র আমল আছে। সংক্ষিপ্তভাবে ক্বাদরিয়া তরিকার আমল উপস্থাপন করা হল:

যিকির করার নিয়মঃ

তরিকাপন্থীদের প্রথমে ‘যিকিরের’ আমল দেয়া হয়। ক্বাদরিয়্যাহ তরিকায় নাফী ইসাবাতের যিকির করতে হয়। যিকিরের শব্দ হল- ‘আল্লাহ’। প্রথমে সালাতের বৈঠকের ন্যায় বসতে হয়। যিকির করা প্রারম্ভে তিন বার সূরা ফাতিহা দশ বার সূরা ইখলাস ও এগার বার দুরুদ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা.), অন্যান্য নবী- রাসূল, সাহাবা, তাবি‘, তাবি‘ তাবি‘ ও আওলিয়ায়ে কিরামের ওপর সাওয়াব পৌঁছাতে হয়। এরপর যিকির করতে হয়। নিয়্যাতঃ ‘আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালবহযরত পীর ছাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসিলায় আল্লাহ তা‘আলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা‘আলার তরফ হতে ক্বাদরিয়্যা তরিকার নিছবাত মোতাবেক এক জরবী যিকিরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক, আল্লাহর মুহাব্বাত ও মা‘রিফতের নূর মা‘লুম হোক’।

---

৯৫২ মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য, অনু. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ১৪১০ হি.) খ.১, পৃ. ৩।

৯৫৩ এ, এফ, এম, আব্দুল আযীয ও সিদ্দীক আহমাদ খান, *মুজাদ্দিদ আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি* (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৯। ড.আ.ফ.ম.আবূ বকর সিদ্দীক, *সমাজ সংস্কারক হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (রহ.)* (ঢাকা :ইফাবা প্রকাশনা, ৩য় সং, ১৪৩৫ হি.), পৃ. ৩৩।

এক জরবী যিকির:

'আল্লাহ' শব্দ অন্তঃকরণ ও গলা হইতে উঠায়ে মুখ কিঞ্চিত খোলা রেখে মুখ হতে 'হু' শব্দ ছাড়তে হয়।

দুই জরবী যিকির:

'আল্লাহ' শব্দ অন্তঃকরণ ও গলা হইতে উঠায়ে 'হু' শব্দ প্রথম বার ডান রানে ও দ্বিতীয় বার আল্লাহ' শব্দ অন্তঃকরণ ও গলা হইতে উঠায়ে 'হু' শব্দ ক্বালবে ছাড়তে হয়। নিয়্যাত করার সময় শুধু এক জরবী স্থলে দুই জরবী বলতে হয়।

তিন জরবী যিকির:

'আল্লাহ' শব্দ অন্তঃকরণ ও গলা হইতে উঠায়ে 'হু' শব্দ প্রথমবার ডান রানে ও দ্বিতীয়বার বাম রানে এবং তৃতীয় বার ক্বালবে ছাড়তে হয়। নিয়্যাত করার সময় শুধু এক জরবী স্থলে তিন জরবী বলতে হয়।

চার জরবী:

'আল্লাহ' শব্দ অন্তঃকরণ ও গলা হইতে উঠায়ে 'হু' শব্দ প্রথমবার ডান রানে ও দ্বিতীয়বার বাম রানে, তৃতীয় বার ক্বালবে ও চতুর্থবার সম্মুখের দিকে ছাড়তে হয়। নিয়্যাতে করার সময় শুধু চার জরবী বলতে হয়।

এই যিকির ফজর ও মাগরিবের সালাত আদায়ের পর এক ঘণ্টা অথবা প্রয়োজনবোধে আধা ঘন্টা করতে হয়।

নাফী ইসবাত ও পাছ-আনফাছ

এই তরিকায় পাছ আনফাছ যিকির করতে হয়। এর নিয়ম হল, শ্বাস ছাড়িতে 'লা ইলাহা' ও শ্বাস টানিতে 'ইল্লাল্লাহৎ' খেয়াল করতে হয়। জবানে কিছু বলতে হয় না। এই আমল সব সময় চালু রাখতে হয়।

ফজর সালাত আদায়ের পর আমল:

ফজর সালাত আদায়ের পর ওপরোক্ত নিয়্যাত করে ১০০ বার এই দুরুদ ও সালাম পাঠ করতে হয়।

اللّٰهُمَّ صل على سيدنا محمد أرشد أولاده الشيخ عبد القادر جيلاني امام الطريقة والأولياء الكاملين رضي اللهُ تعالى

‘ঈশার সালাত আদায়ের পর

‘ঈশার সালাত আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর এই সালাত ও সালাম ১০০ বার পড়তে হয়।

اللّٰهُمَّ صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم واله وسلم

আমলের পূর্বে এই নিয়্যাত করতে হয়- ‘আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর ছাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসিলায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বালব হতে মুহাব্বাত ও নূরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক এবং তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত নসীব হোক’।

ক্বাদরিয়া তরিকার লতীফার বিবরণ

মানব শরীরের মধ্যে দশটি লাতিফা রয়েছে। এর জন্য রয়েছে দশটি সুক্ষ্ম স্থান। এই সকল স্থানে মোরাকাবা করতে হয়। এর ফলে অসৎগুণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ১) ক্বালব; বাম দুধের দু‘আঙ্গুল নীচে। এই স্থান খেয়াল করে তাওবার মোরাকাবা করতে হয়। ২) রূহ; ডান দুধের দু‘আঙ্গুল নীচে। এই স্থান খেয়াল করে ইনাবত অর্থাৎ পার্থিব জগতের সকল বস্তুর মুহাব্বাত ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত হওয়ার মোরাকাবা করা। ৩) ছির; বাম দুধের দু‘আঙ্গুল ওপরে; বক্ষের দিকে সামান্য ঝুকানো। এই স্থান খেয়াল করে যুহদ অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ততার আশা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত হওয়ার মোরাকাবা করা। ৪) খাফি; কপালের মধ্যভাগ। এই স্থান খেয়াল করে সন্দেহযুক্ত মাল হতে বেঁচে থাকার মোরাকাবা করা। ৫) আখফা; মাথার তালুর নরম স্থান। এই স্থান খেয়াল করে ‘আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত হওয়ার মোরাকাবা করা। ৬) নাফস; এর অবস্থান নাভিতে। এই স্থান খেয়াল করে তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত হওয়ার মোরাকাবা করা। ৭) আব (পানি)। অল্পে তুষ্ট থাকিয়া অন্তঃকরণকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত করার মোরাকাবা করা। ৮) আতশ (আগুন)। ক্রোধ ও অহংকাকে দমন করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আত্মসমর্পণ করে

অন্ত”করণকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত করার মোরাকাবা করা। ৯। খাক (মাটি)। ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা সব কিছু আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে হয়, এতে সন্তুষ্ট থেকে অন্তঃকরণকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত করার মোরাকাবা করা। ১০। বাদ (বাতাস)। বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করে অন্তঃকরণকে আল্লাহ তা’আলার দিকে ধাবিত করার মোরাকাবা করা।

রহমতের ফায়েজ

রহমতের ফায়েজ অর্জনের জন্য মোরাকাবার নিয়ম রয়েছে। প্রথমে নিয়্যাত করতে হয়।

নিয়্যাত :

‘আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর ছাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসিলায় আল্লাহ তা‘আলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা‘আলার তরফ হতে ক্বাদরিয়্যা তরিকার নিছবাত মোতাবেক ‘ইয়া আল্লাহু’ ‘ইয়া রাহমানু’ ‘ইয়া রাহীমু’ ‘ইয়া হাইউ’, ‘ইয়া কাইউম’- এই নামসমূহের রাহমাতের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক’। এরপর তরিকার নিয়মানুযায়ী দশ লতীফার দশ সবকে বসবে।

দাওরে ক্বাদরীয়্যাহ

الله سميع – اللهُ بصِير الله- الله عليم — الله قدير- الله بصير-

এই যিকিরের পদ্ধতি হল: ‘আল্লাহু সামীউন’ অন্তঃকরণে চিন্তা করে নাভি হইতে ছিনা পর্যন্ত পুনঃ ‘আল্লাহু বাছীরুন’ দেলে খেয়াল করে ছিনা হইতে মস্তক পর্যন্ত পরে ‘আল্লাহ ‘আলীমুন’ মস্তিষ্ক হতে খেয়াল করে আসমানের কিনারা পর্যন্ত, পরে ‘আল্লাহু ক্বাদীরুন’ আসমানের কিনারা হতে আরশ পর্যন্ত খেয়ালের সাথে টেনে নিতে হয়। পুনঃ ‘আল্লাহু ক্বাদীরুন’ বলে আরশ হতে আসমানের কিনারা পর্যন্ত আনতে হয়। মস্তিস্ক হতে ‘আল্লাহু বাছীরুন’ বলে খেয়ালের সাথে ছিনা পর্যন্ত। সে স্থান হতে ‘আল্লাহু সামীউন’ বলে খেয়ালের সাথে নাভি পর্যন্ত অতঃপর সে স্থান হতে ‘আল্লাহু ‘আলীমুন’ বলে খেয়ালের সাথে মস্তিষ্ক পর্যন্ত আনতে হয়।

এই পদ্ধতিতে ফজর ও মাগরিবের সালাত আদায়ের পর এক ঘণ্টা অথবা কমপক্ষে আধা ঘণ্টা যিকির করতে হয়।

এই ‘আমল ছাড়া আরো অনেক ‘আমল রয়েছে। যেমন, (১) হুজুরী ও মাইয়াতের মোরাকাবা। এই মোরাকাবায় বসিয়া- ‘আল্লাহু হাজেরী’, ‘আল্লাহু নাজেরী’, ‘আল্লাহু শাহেদী’, ‘আল্লাহু মায়ী’

এই শব্দগুলির মর্মার্থের দিকে খেয়াল করতে হয়। (২) মাইয়াতের মোরাকাবা। এই মোরাকাবায় وَهو مَعَكم أينما كنتم-এই আয়াতের মর্মার্থ খেয়াল করতে হয়। (৩) হাকীকাতে সুলতানান্নাছীরা (৪) হাকীকাতে মাকামে মাহমুদা (৫) খাস তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ ইত্যাদি।[৯৫৪]

চিশতিয়া তরিকার ওয়াজীফাহ

যিকির করার নিয়মঃ

চিশতিয়া তরিকায় নাফী ইসাবাতের যিকির করতে হয়। যিকিরের শব্দ হল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যিকির করার পূর্বে নিয়্যাত অর্থাৎ অন্তঃকরণের সংকল্প। সালাতের বৈঠকের ন্যায় বসে চক্ষুদয় বন্ধ করে যিকিরে বসতে হয়। অতঃপর নিয়্যাত করতে হয়।

নিয়্যাত : নিয়্যাত করার পদ্ধতিঃ 'আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর ছাহেব কেবলার ক্বালবের অসীলায় আল্লাহ তা'আলার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে চিশতিয়া তরিকার নিসবাত অনুযায়ী নাফী ইসবাত যিকিরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক। আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাত ও মা'রিফাতের নূর মা'লুম হোক'।

'লা' শব্দ নাভি হতে খেয়ালের সহিত ডান কাঁধে টেনে নিয়ে সে-স্থান হতে 'ইলাহা' শব্দ টেনে মাথার তালুতে (আখফা লতিফায়) নিতে হয়। সেখান থেকে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ কপালের মধ্যভাগ (লতিফা খফি) দিয়ে সজোরে ক্বালবে ছাড়তে হয়। এই যিকির স্পষ্ট ও মৃদু আওয়াজে, বেশী জোরে অথবা খুব আস্তে আস্তে না। 'লা-ইলাহা' শব্দকে খুব হালকা আওয়াজে গলা থেকে বের করে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দকে একটু গম্ভীরভাবে ক্বালবে ধাক্কা দিয়ে ছাড়তে হয়'।

এই তরিকায় পাছ আনফাছ যিকির করতে হয়। এর নিয়ম হল, শ্বাস ছাড়িতে 'লা ইলাহা' ও শ্বাস টানিতে 'ইল্লাল্লাহ' খেয়াল করতে হয়। জবানে কিছু বলতে হয় না। এই আমল সব সময় চালু রাখতে হয়।

---

৯৫৪ মাওঃ নেছারুদ্দীন আহমদ, তা'লীমে মা'রেফাত (পিরোজপুর:ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ১৪২৮ হি./২০০৭ হি.), পৃ. ১৭৩-১৮৭।

‘ঈশার সালাত আদায়ের পর আমল

চিশতিয়া তরিকার সালিকদের ‘ঈশার সালাত আদায়ের পর আমল করতে হয়। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর তরিকার দুরুদ ও সালাম ১০০ বার পাঠ করতে হয়।

اللهم صل على سيدنا محمدنِ النبِي الأمي واله وسلم

এই দুরুদ ও সালাম পাঠের পূর্বে নিয়্যাত করতে হয়। নিয়্যাত করার পূর্বে তিন বার সূরা ফাতিহা, দশ বার সূরা ইখলাস ও এগার বার দুরুদ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা.), অন্যন্য নাবী- রাসূল, সাহাবা তাবি‘ ও তাবি‘ তাবি’ ও আওলিয়ায়ে কিরামের ওপর সাওয়াব পৌছানোর নিয়ম রয়েছে। নিয়্যাতঃ ‘আমি আমার ক্বালবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর সাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসীলায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালব হতে মুহাব্বাত, তাওয়াজ্জুহ ও নূরের ফায়েজ আমার ক্বালবে নাসীব হোক এবং তার যিয়ারাত নাসীব হোক’।

ফজর সালাতের পর আমল

ফজর সালাতের পর একই নিয়্যাত করে নিম্মোক্ত দুরুদ ও সালাম ১০০ বার পাঠ করবে।

اللّٰهُمَّ صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى سنته الشيخ والخواجة ممين الدينِ الجِشتى الطّرِيقة والأولياء الكاملين رضي اللّٰهُ تعالى

মোরাকাবাঃ

চিশতিয়া তরিকায়ও দশ লতিফায় মোরাকাবা করার বিধান রয়েছে। এই তরিকায় লাতিফাসমূহের বিবরণ ও স্থান ক্বাদরীয়া তরিকার ন্যায়।

তাওবার মোরাকাবাঃ

মোরাকাবায় বসার পূর্বে নিয়্যাত করতে হয়- ‘আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর ছাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসিলায় আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আরশের তরফ হতে চিশতিয়া তরিকার নিছবাত মোতাবেক তাওবার ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক। যেভাবে হযরত আদম (আ.)-এর তাওবাহ নসীব হয়েছিল আমারও সেইরূপ

তাওবাহ নসীব হোক। এই মোরাকাবায় বসে ম্লিম্লোক্ত আয়াতের অর্থ খেয়াল করতে হয় এবং মৃদু স্বরে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতে হয়।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমি আমার নাফছের ওপর অনেক যুলুম করেছি। যদি তুমি মাফ না কর ও দয়া না কর, তবে আমি নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব।

অন্যান্য মোরাকাবাঃ

এ তরিকায় আরো অনেক বিষয়ের মোরাকাবা করার বিধান আছে। যেমন,

كَانَّهُ حَاضِرٌ نَيْنَكَ وَبَيْنَ قِبلَتِكَ (৩ الا انه بكل شيئ عليم (২ اللَّهُ شَاهِدِى -اللَّهُ ناظري -اللَّهُ حَاضِرِي (১

نحن اقرب اليه (৭ .الم يعلم بان الله يرى (৬ .أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (৫.وهو معكم اينما كنتم (৪ .تُشَاهِدُهُ

هو الاول وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (১০ .ان معى ربي سيهدين (৯ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (৮ .من حبل الوريد.

১২) .فَاذْكُرُوانِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُونَ (১৩ كل من عليها فان ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال (১১

.اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُم فِى بُرُوج مُّشَيَّدَةٍ -الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

এই তরিকায় আরো অনেক বিষয়ে মোরাকাবা রয়েছে। শায়খের নিকট থেকে তা‘লিম নেওয়ার সময় জেনে নিতে হয়।[৯৫৫]

নাক্শবন্দিয়া-মুজাদ্দেদীয়া তরিকার ওয়াজীফা

মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাহ.) নাকশ বন্দিয়া তরিকায় বায়াত ও খিলাফাত প্রাপ্ত ছিলেন। ফলে উভয় তরিকার মৌলিক আমল ও ওয়াযীফা একই।

ঈশার সালাত আদায়ের পর আমল

‘ঈশার সালাত আদায়ের পর নিম্লোক্ত দুরূদ শরীফ নিয়্যাত সহকারে পাঁচশত বার পাঠ করতে হয়। নিয়্যাতঃ ‘আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার ক্বালব হযরত পীর সাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসীলায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে।

---

৯৫৫ মাওঃ নেছারুদ্দীন আহমদ, *তা‘লীমে মা‘রেফাত* (পিরোজপুর:ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ১৪২৮ হি./২০০৭ হি.), পৃ. ১৯৪-১৯৯।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্বালব হতে মুহাব্বাত ও নূরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক, তাওয়াজ্জুহ ও যিয়ারাত নাছীব হোক। .

ফজর সালাত আদায়ের পরের আমলঃ

اللهم صل على سيدنا مُحَمَّد وَسيلَتِى الَيْكَ وَالِه وَسَلَّم

ফজর সালাত আদায় করে ওপরোক্ত নিয়্যাত সহকারে নিম্নের দুরুদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করতে হয়।

اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى محى سنتِهِ مجدد ألفِ ثانى رحمة اللهِ عليه

অতঃপর নিম্নের দু'আ ৫০০ বার পাঠ করতে হয়ঃ

لا حول ولا قوة إلا بِالله

ক্বাদরীয়া তরিকার লতিফার বিবরণঃ

ক্বাদরীয়া তরিকায়ও দশ লতিফা। কিন্তু স্থান ভিন্ন। ক্বালব বাম দুধের দু'আঙ্গুল নীচে। রূহ ডান দুধের দু'আঙ্গুল নীচে। ছির বাম দুধের দু'আঙ্গুল ওপরে। খাফী ডান দুধের দু'আঙ্গুল ওপরে। আখফা বক্ষের মধ্য স্থানে। নাফছ কপালের মধ্যভাগে।

ক্বালব মাকামে তাওবাহ করতে হয়ঃ

'আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত আদম (আ.) এর ক্বালবের ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলার তরফে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তাওবার ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক। হযরত আদম (আ.) এর যেরূপ তাওবা নাসীব হয়েছিল আমারও যেন সেরূপ তাওবা নাসীব হয়'। এই নিয়্যাতে মোরাকাবায় বসে নিম্নের আয়াতের মর্মার্থের দিকে খেয়াল করতে হয়।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

রূহে ইনাবাতের মোরাকাবা

'আমি আমার রূহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার রূহ হযরত পীর ছাহেব কিবলার রূহের ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে চিশতিয়া তরিকার নিছবাত মোতাবেক ইনাবাতের ফায়েজ আমার রূহে আসুক'।

রূহ মাকামে আস্তে আস্তে আল্লাহ, আল্লাহ যিকির করতে হয়। এই মোরাকাবা করতে করতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সর্বদা খেয়াল থাকার শক্তি আসে। যদি কখনও আল্লাহ তা'আলার স্মরণে গাফিলতি আসে তবে তাওবাহ করে পুনঃ আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়। যদি স্মরণে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে হয়। অন্যন্য লাতিফায়ও আল্লাহ যিকির করতে হয়। শুধু মাত্র নিয়্যাতে নাম পরিবর্তন করতে হয়। লতিফার যিকির শেষ হলে বাকী সবক শায়খের নিকট থেকে জেনে নিতে হয়।

অন্যান্য লতীফারও ঐরূপ নিয়্যাত করতে হয়। কেবলমাত্র ছবকের নাম পরিবর্তন করতঃ জোহদ, ওরা, শোকর, নফছ ইত্যাদি বলিবে। এই সকল ছবকেও "আল্লাহ, আল্লাহ" জিকর করিবে। বাকী ছবক লইবার সময় জানিয়া লইবে।

ছয় লতীফার একত্রে যিকির

ক্বালব, রুহ, সির, খাফী, আখফা ও নাফস এই ছয় লতিফার এক সাথে যিকির করতে হয়। সর্ব প্রথমে নিয়্যাত করতে হয়। 'আমি আমার ছয় লতীফার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ছয় লতীফা হযরত পীর ছাহেব কিবলার ছয় লতীফার ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে আমার ছয় লতীফায় 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' জিকির জারী হোক।

আরবা আনাছেরের মোরাকাবা

আরবা আনাছের অর্থাৎ আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস)-এই চার লতীফায় এক সাথে মোরাকাবা করা। নিয়্যাতঃ 'আমি আমার লতীফা আবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার লতীফায় আব হযরত পীর ছাহেব কিবলার লতীফায় আবের ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে

‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ যিকির ও মুহাব্বতের ফায়েজ আমার লতিফায় আবে আসুক’। এমনিভাবে আতশ, খাক ও বাদ মাকামেও মোরাকাবা করতে হয়। শুধু নিয়্যাতে নাম পরিবর্তন করতে হয়।

সুলতানুল আযকার-এর যিকির

দশ লতীফার একেতে যিকিরকে বলা হয় সুলতানুল আযকার-এর যিকির।

নিয়্যাতঃ ‘আমি আমার দশ লতীফার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার দশ লতীফা হযরত পীর ছাহেব কেবলার দশ লতীফার ওয়াসীলায় ‘আল্লাহ’, ‘আল্লাহ’ জিকর জারী হোক’।

পাছ আনফাছের যিকির

এই তরিকায় পাছ আনফসের যিকির রয়েছে। শ্বাস টানতে ‘আল্লা’ এবং ছাড়তে ‘হু’ শব্দ সর্বদা খেয়াল করতে হয়। একটি শ্বাস-প্রশ্বাস যেন অনর্থক বা বেকার না হয়ে যায়। জবানে কিছুই বলতে হয় না। অন্তঃকরণে খেয়াল রেখে এ যিকির করতে হয়।

নাফী ইসবাতের যিকির

যিকির করার পূর্বে নিয়্যাত করতে হয়। নিয়্যাতঃ আমি আমার ক্বালবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বালব হযরত পীর ছাহেব কিবলার ক্বালবের ওয়াসীলায় আল্লাহ তা‘আলার তরফ তোমাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা‘আলার তরফ হতে নাফী ইছবাত যিকিরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক। আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বাত ও মা‘রিফাতের নূর মা‘লুম হোক।

এই যিকিরের নিয়ম হলঃ

‘লা’ শব্দটি খেয়ালের সাথে নাভি হতে উঠিয়ে নাফছে টেনে নিয়ে সেখান হতে ‘ইলাহা’ শব্দ খাফির ওপর নিতে হয়। এরপর তা রুহ হতে নিয়ে সেখান হতে ‘ইল্লাল্লাহ’ শব্দ শুরু করে আখফার ওপর দিয়ে ক্বালবে নিতে হয়। যেন ‘ইল্লাল্লাহ’ শব্দের ‘হা’ অক্ষর ছির দিয়ে বের হয়ে যায়। শ্বাস বন্ধ করে এই যিকির খেয়ালের সাথে করতে হয়। প্রথম শ্বাসে তিনবার। কিছু অভ্যাস হলে এক শ্বাসে পাঁচবার, সাতবার, অতঃপর ক্রমশঃ তেত্রিশবার পর্যন্ত করতে হয়। প্রত্যেকবার শ্বাস ছাড়ার সময় ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হয়।

‘ইলমে তাসাওউফ চর্চায় আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া

সাধারণ মু‘মিন এবং তাসাওউফ পন্থী মু‘মিনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা তাসাওউফ ইসলামের বাইরের কিছু না। বরং এটি ইসলামের অঙ্গ। সুতরাং তাসাওউফ ছাড়া তাযকিয়াতুন নাফস অকল্পনীয়। নিম্নে তাসাওউফ কেন্দ্রিক আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলঃ

উপযুক্ত আলিমগণের সোহবাত গ্রহণ

হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য দু‘টি বিষয় সব সময় চলমান ছিল। ১) রিজালুল্লাহ অর্থাৎ নবী রাসূলগণের ধারা। ২) কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আসমানী কিতাবের ধারা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা,) -এর পরে এই দায়িত্ব পালন করছেন উপযুক্ত আলিমগণ। যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব পালন করছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যে চারটি মহান দায়িত্ব ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য তারাও সে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখবেন। তার নিকট থেকে তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য ভাল কাজে আত্মনিয়োগ ও মন্দকর্ম থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের তা‘লিম গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা এমন মাধ্যম খোঁজার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

‘হে মু‘মিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর। তার (নৈকট্যের) জন্য অছিলা (মাধ্যম) তালাশ কর।[৯৫৬]

এ আয়াতে মধ্যস্থ অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। তাসাওউফপন্থীগণ বলেন, এ আয়াতে তাসাওউফ ও তরিকাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং মধ্যস্থের মর্ম তাসাওউফের শায়খ গ্রহণ করেছেন।[৯৫৭]

এ ছাড়া যুক্তির নিরেখে বলা যায়, যে কোন বিষয়ে তা‘লিম নিতে হয়ে একজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কেউ গ্রন্থ দেখে বা পড়ে সে বিষয়ে পণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেনি। আর সম্ভবও না।

ক্বালবী যিকির

তাসাওউফপন্থীদের দৈনন্দিন অপরিহার্য আমল হল যিকির আল্লাহকে স্মরণ করা। প্রথমে তাসাওউফে অনুপ্রবেশকারীকে যিকিরের তা‘লিম দেয়া হয়। সালেক তরিকার নিয়ম অনুসারে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির করবেন। আত্মশুদ্ধির জন্য যিকির (আল্লাহর স্মরণ) মৌলিক কর্ম।

---

৯৫৬ আল কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৩৫

৯৫৭ মোহাম্মাদ রূহুল আমিন (রহ.), তরিকত দর্পন (ভারতঃ বশিরহাট, বঙ্গনূর প্রেস, ১৪২৩ হি.) পৃ. ১৮৪।

যিকির করতে হয় ক্বালব বা অন্তঃকরণ দিয়ে। কেননা বান্দা পাপ করলে অন্তঃকরণে পাপের কালো দাগ পড়ে। অন্তঃকরণকে পাপের দাগ ও রোগমুক্ত করে সর্বদা ক্বালবকে সঠিক ও শুভ্রু করে রাখাই মু'মিনের মূল দায়িত্ব। ক্বালবকে সুস্থ, সঠিক ও শুভ্রু অবস্থায় রাখার জন্য অন্তঃকরণে আল্লাহর স্মরণ একটি অপরিহার্য উপায়। অন্তঃকরণে আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্বরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাহাতে মগ্ন হও'।[৯৫৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্বরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর। সে তাদেরকে সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর তারা ধারনা করে তার হিদায়াতের ওপর রয়েছে'।[৯৫৯] আবু ইয়ালা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَفَضْلُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ الَّذِيْ لَايَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ الْخَلَآئِقَ لِحِسَابِهِ وَجَاءَتْ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوْا وَكَتَبُوْا قَالَ لَهُمْ أُنْظُرُوْا هَلْ بَقِيَ لَهُمْ مِنْ شَيْئٍ فَيَقُوْلُوْنَ مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَ حَفَظْنَاهُ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ فَيَقُوْلُ اللهُ إِنَّا لَكَ عِنْدِيْ حَسَنًا لَا تَعْلَمُهُ وَ أَنَا أَجْزِيْكَ بِهِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ.

(যে গুপ্ত যিকিরের শব্দ আমল নামা লেখক ফিরিশতাগণও শুনিতে না পান, তার নেকী সত্তর গুণ অধিক। কিয়ামতের বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে বিচারের জন্য হাজির করবেন এবং ফেরেশতাগণ বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করবেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে বলবেন, তোমরা চেষ্টা কর, আর কিছু বাকী আছে কি না? ফেরেশতাগণ বলবেন- আমরা যা দেখেছি এবং যা শুনেছি তার কোন কিছু লিখতে বাদ রাখিনি বরং তা যথাযথভাবে লিখে রেখেছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার জন্য এইরূপ নেকীসমূহ আছে যা তুমি অবগত হও নি, নিশ্চয় আমি তার প্রতিফল দেব, তা হল গুপ্ত যিকির)।[৯৬০]

---

৯৫৮ আল-কুরআন, **সূরা মুযাম্মিল,** ৭৩:৮।

৯৫৯ আল-কুরআন, **সূরা যুখরুফ,** ৪৩:৩৬।

৯৬০ মুল্লা 'আলী ক্বারী, ***মিরকাতুল মাফাতিহ*** (বৈরূত:দারুল ফিকর, ১ম সং. ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৫৪।

অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে নিজেই বান্দাকে বলবেন:

لَكَ عِنْدِى كَنْزٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِى وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ".

আমার কাছে তোমার জন্য এমন এক সম্পদ আছে যা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তা হল গোপন যিকির)।[৯৬১]

সঠিক ভাবে সালাত কায়েম

ইবাদাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত। সালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমাকে স্মরনের জন্যই নামাজ প্রতিষ্ঠা কর'[৯৬২]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

'এবং আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে থাকি যখন তোমরা নামাজ কায়েম কর।[৯৬৩]

'ইলমে তাসাওউফে সঠিক ভাবে সালাত আদায়কে অতি অপরিহার্য করা হয়। সালাত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে হয়। সাধারণ মুসল্লির সালাত আদায় আর তাসাওউফপন্থীর সালাত আদায়ে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন

لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه:

(আল্লাহ এমন সালাতের দিকে তাকান না যে সালাতে সালাত আদায়কারী তাঁর শরীরের সাথে তাঁর অন্তঃকরণ উপস্থিত করে না)।[৯৬৪] হযরত আল-হাসান আল বাসরী (রাহ.) বলেন:

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الْقَلْبُ فَهِيَ إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ

(যে সালাতের মধ্যে অন্তঃকরণ উপস্থিত থাকবে না, সে সালাত দ্রুত শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে)।[৯৬৫] দেখা যাচ্ছে যে, সালাতে ক্বালবকে সংযুক্ত না করলে সে সালাত আল্লাহর নিকট

---

৯৬১ ইব্ন আবী যানিনীন, ***উসূলুস সুন্নাহ*** (মদীনা: মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসরিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি.), পৃ. ১৪৫।

৯৬২ আল কুরআন, **সূরা তাহা,** ২০:১৪।

৯৬৩ আল কুরআন, **সূরা মায়িদা,** ৫:১২।

৯৬৪ 'আব্দুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, ***আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

৯৬৫ ফাখরুদ্দীন রাযী, ***মাফাতিহুল গাইব*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০ হি.), খ. ২৩, পৃ. ২৬০।

গ্রহণযোগ্য না হয়ে জাহান্নামে শাস্তির কারণ হবে। মূলতঃ তাসাওউফপন্থীর অন্তঃকরণ হল ইবাদাত ও আমলের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই অন্তঃকরণের সালাত হল মূল। অন্তঃকরণ যদি সালাত থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে তবে তার অন্তঃকরণের সালাত বিনষ্ট হবে। এর সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সালাতও নষ্ট হয়ে যাবে)।[৯৬৬] একমাত্র ইলমে তাসাওউফে প্রকৃত সালাত কায়েমের শিক্ষা পাওয়া যায়।

সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ আদায়

তাসাওউফপন্থীদের সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। আল-কুরআনে সকাল সন্ধায় তাসবীহ আদায়ের হুকুম দেয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে আল্লাহ হুকুম মান্য করা অপর দিকে এর উপকার প্রাপ্তি হওয়া। এই তাসবীহ আদায়ের ফলে তাসাওউফপন্থীর ক্বালব স্বচ্ছ থাকে, শায়তানের ওসওয়াসা কমতে শুরু করে। নাফস বিশুদ্ধ হয়। ক্বালব উন্নতি লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্বরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হয়ো না'।[৯৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্বরণ কর'। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৯৬৮]

৯. তরিকার সুনির্দিষ্ট আমল করা

তাসাওউফপন্থীকে দৈনন্দিন আমলের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়। এই তা'লিম যথাযথভাবে প্রতিপালন করলে তার বাহ্যিক দিক ও অভ্যন্তরীণ দিক ইসলামী পরিমণ্ডলে থাকে। নাফস দমন হয়। তার স্বভাবগত প্রবণতা অর্থাৎ মন্দ কর্মের প্ররোচনা কমতে শুরু করে। ক্বালব শক্তিশালী হতে শুরু করে। পাপের প্রতি প্রবণতা লোপ পেতে শুরু করে। সৎকর্মের প্রতি আগ্রহ

---

৯৬৬ জিলানী, আব্দুল কাদির, ***সির্‌রুল আসরার*** (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ১০১।
৯৬৭ আল-কুরআন, **সূরা আ'রাফ,** ৭:২০৫।
৯৬৮ আল-কুরআন, **সূরা আহযাব,** ৩৩:৪১-৪২।

তৈরী হয়। এটি তাসাওউফের প্রাথমিক ফলাফল। এক পর্যায়ে তাসাওউফপন্থী সর্বদা যিকিরে রত থাকতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

-لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্বরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তঃকরণ ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যাতে তারা যে কর্ম করে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন'।[৯৬৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও যারা দাড়িয়ে, বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর'।[৯৭০]

সকাল সন্ধ্যায় ইসতিগফার করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; এবং তারাই আখিরাত প্রত্যাখ্যান করে'।[৯৭১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

৯৬৯ আল-কুরআন, **সূরা নূর,** ২৪:৩৭-৩৮।

৯৭০ আল-কুরআন, **সূরা আলে ইমরান,** ৩: ১৯১।

৯৭১ আল-কুরআন, **সূরা হুদ,** ১১:১৯।

‘তিনিই তার বান্দাদের তাওবা কবূল ক্রেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন’।[৯৭২] আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলিও, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক', তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।[৯৭৩]

১১. মুরাকাবা করা

মুরাকাবা অর্থ পর্যবেক্ষণ। ‘ইলমে তাসাওউফে একটি করণীয় আমল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘যারা দাঁড়াইয়া, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও যারা দাড়িয়ে, বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর’।[৯৭৪]

আয়াতে যিকিরের পরে যে ফিকিরের অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলা হয়েছে। তাই মুরাকাবা। যিকির ছাড়া ফিকির হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল নিয়ে ধ্যান করা বা চিন্তা করার তুল্য ইবাদাত আর নেই।[৯৭৫]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

‘তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়’।[৯৭৬]

---

৯৭২ আল-কুরআন, **সূরা শুরা,** ৪২:২৫
৯৭৩ আল-কুরআন, **সূরা আন‘আম,** ৬:৫৪।
৯৭৪ আল-কুরআন, **সূরা আলে ইমরান,** ৩: ১৯১।
৯৭৫ মোহাম্মাদ রুহুল আমিন, **তরিকত দর্পন** (ভারত:বশিরহাট বঙ্গ নূর প্রেস, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৩৮।
৯৭৬ আল-কুরআন, **সূরা হাজ্জ,** ২২:৪৬।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 'এবং তোমাদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন করবে না'?[৯৭৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে । সুতরাং কেহ উহা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নই' ।[৯৭৮]

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

'আমি অতি শিঘ্রই তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাবো যা কিছু আছে দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজদের মধ্যেও। যাতে তাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে কুরআন সত্য' ।[৯৭৯]

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সময় তালিকা করে সে অনুযায়ী কাজ করতেন। তাঁর সময় তালিকার মধ্যে চুপ থাকার জন্যও কিছু সময় ছিল। যখন তিনি চুপ থাকতেন তখন চারটি বিষয় চিন্তা করতেন:

(১) ভাইদের মধ্যে কে কোথায় কষ্ট দিয়াছে তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধে গ্রহণ না করিয়া, তাহার সঙ্গে শত্রুতা ভাব মনে পাষেণ না করিয়া নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ পয়দা করিতে হইবে- এই চিন্তা করিতে হইবে।

(২) নফস, শয়তান এবং কুফফার কে কোথায় দ্বীনের ক্ষতি কোন্ দিক দিয়া করে বসে, সে বিষয়ে সর্বদা অতন্দ্র চিন্তার ভিতর দিয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুণ নিজের ভিতর পয়দা করিতে হইবে- এই চিন্তা করিতেন

৩) কাজ পেশ আসবার পূর্ব হইতে কাজ সমাধা কিভাবে করা যাবে, তাতে কতটা মাল-মসল্লা লাগবে, সেটা পূর্ব হতে একটা পরিকল্পনা চিন্তা করতে হবে, চিন্তা এবং চেষ্টার ভিতর দিয়েই, সতর্ক দৃষ্টির ভিতর দিয়েই আল্লাহর মদদ আসবে- এই চিন্তা করতেন।

(৪) গভীরভাবে চিন্তা করতেন ক্ষণস্থায়ী আশু সুখভাগের কোন মূল্য নাই। নিজের স্বার্থ ও নিজের অস্থায়ী, অল্পস্থায়ী আনন্দ, আরাম-বিলাস উপভাগের কোন মূল্য নাই, চিরস্থায়ী শান্তি ও মুক্তি কোন পথে হাসিল হইবে, নিজের স্বার্থ, নিজের আরাম হইতে অন্যের স্বার্থটাকে, অন্যের আরামটাকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে, উপকারী-অপকারী, স্থায়ী-

---

৯৭৭ আল-কুরআন, **সূরা যারিয়াত**, ৫১:২১।

৯৭৮ আল-কুরআন, **সূরা আন'আম,** ৬:১০৪।

৯৭৯ আল কুরআন, **সূরা ফুসসিলাত**, ৪১:৫৩।

অস্থায়ী চিন্তা করতে হবে, এই বিষয়ে চিন্তা করতেন। এইগুলি মুরাকাবা-মুহাসাবার যিকির। [৯৮০]

জিকিরের মজলিসে হাজির হয়ে

তাসাওউফ চর্চার মূল কার্যক্রম ও কর্মসূচী হল আল্লাহ তা'আলার জিকির। এ জিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া তাসাওউফ পন্থীদের জন্য অপরিহার্য। যারা সকাল সন্ধ্যায় জিকির করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তার আনুগত্য কর না যার অন্তঃকরণকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়াছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে'।[৯৮১]

---

[৯৮০] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ***তাসাওউফ তত্ত্ব***, পৃ. ২৫।

[৯৮১] আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, ১৮:২৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় : তাযকিয়াতুন নাফস-এর বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	দ্বীন বাস্তবায়ন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	পার্থিব জগতে প্রশান্তি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	পরকালে মুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বীন বাস্তবায়ন

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন। দ্বীন বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। প্রথম মানব হযরত আদম (আ) থেকে নবুয়াত ও রিসালাতের যে সূচনা হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়াত ও রিসালাতের দ্বারা তা পূর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর রিসালাতের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তার মধ্যে পরিশুদ্ধিকরণ অন্যতম। তাঁর ওপর নাযিল আল-কুরআন-ই আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থাপত্র। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন পূর্ণরূপে। তার প্রচেষ্টায় সাহাবাগণের বাহ্যিক ও আত্মিক দিক বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ। কেননা তারা দ্বীনে পূর্নরূপে প্রবেশের জন্য তাযকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধিকে অতি অপরিহার্য দিক হিসেবে গণ্য করেছেন।

দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যায়

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদিগকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন'।[৯৮২]

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলকে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ হয়েছে। ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

---

৯৮২ আল-কুরআন, সূরা শুরা, ৪২:১৩।

‘নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন’।[৯৮৩]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নি‘আমাত তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম)।[৯৮৪]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

‘হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শায়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’।[৯৮৫]

হাদীসে জীবরীলে দ্বীন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ[৯৮৬]

এ হাদীসে দ্বীনের ৩টি অংশের কথা বলা হয়েছে। ১. ঈমান ২. ইসলাম ৩. ইহসান। ইহসান দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ নয় বরং তা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি বিতরের ন্যায়। দুই রাকাতের পরে এক রাকাত সালাতকে বিতর করে দেয়। এক রাকাত বা দু’ রাকাতকে বিতর বলা হয় না। তেমনি দ্বীন বলতে, ঈমান, ইসলাম ও ইহসানকে বুঝায়। শুধু ঈমান ইসলাম দ্বীন নয়।[৯৮৭]

মূলতঃ তাসাওউফ হল- এই ঈমানের আরেক নাম। ‘ইলমে তাসাওউফ চর্চা করলে দ্বীনে দাখিল হওয়া যায়।

---

৯৮৩ আল-কুরআন, **সূরা আলে ‘ইমরান,** ৩:১৯।

৯৮৪ আল-কুরআন, **সূরা মায়েদা,** ৫:৩।

৯৮৫ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২০৮।

৯৮৬ মুসলিম, **আস-সাহীহ,** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬।

ইহসানকে বলা হয় তাযকিয়া। যা বর্তমান সময়ে সূফীদের নিকট তাসাওউফ বা তাসফিয়্যাহ নামে পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের একই আয়াতে ঈমান, ইসলাম ও তাযকিয়ার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى- جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

'এবং যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তার জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই, যারা পরিশুদ্ধ'।[৯৮৮]

এই ইহসান অর্জনের মূল উপায় হল, উপযুক্ত আলিমগণের সোহবাত গ্রহণ ও তাদের অনুসরণ নিশ্চিত করা। তাযকিয়াতুন নাফস ভিন্ন দ্বীন হয় না। বরং এটি ঈমান ও ইসলামকে বাস্তব ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়ে আসে। অর্থাৎ দ্বীনকে পূর্ণ বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান করে। ইহসানের আরেক নাম ইখলাস।

কাজেই তাযকিয়াতুন নাফসের অনুপম বৈশিষ্ট ও গৌরব হল তা বান্দাকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বান্দা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তাযকিয়াতুন নাফসের কল্যাণে। তাযকিয়াতুন নাফসের ফলাফলের ক্ষেত্র হল ক্বালব বা অন্তঃকরণ। আল্লাহ তা'আলা অন্তঃকরণ দিয়েছেন দ্বীনকে বোঝার জন্য। যারা এই ক্বালব দিয়ে আল্লাহর দেয়া আমানাত, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-গবেষণা করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আল-কুরআনে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন:

---

৯৮৭ আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান, ইসলাম তাছাউফের স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৯৮৮ আল-কুরআন, **সূরা ত-হা,** ২০:৭৫-৭৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পার্থিব জগতে প্রশান্তি

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানুষের মূল সৃষ্টি আলমে আযলে। ফলে মানুষ সৃষ্টির দু'টি অবস্থা রয়েছে: ১) প্রকাশ্য অর্থাৎ পার্থিব জগতের দৃশ্যমান শরীর। ২) অপ্রকাশ্য অর্থাৎ উর্দ্ধ জগতের অদৃশ্য স্বত্ত্বা বা শরীর কিন্তু বস্তু বিশিষ্ট নয়। মানুষের ক্বলব বা অন্তঃকরণ গর্হিত কর্মের কারণে নষ্ট, নোংরা, কলুষিত ও কুৎসিত হয়। অবিরত পাপের কারণে তা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায় এবং ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো বিনষ্টও হয়ে যায়।

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জিত হলে যে সকল উপকার হয় তার মধ্যে তাক্বওয়া অন্যতম। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে বলা হয় মুত্তাকী। মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হল, যেসব কর্ম আখিরাতের জন্য অকল্যাণকর এবং যে সকল কর্ম বাহ্যতঃ বৈধ মনে হলেও পরিনতিতে ক্ষতিকর সে সব কর্মকাণ্ড থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা। তাযকিয়াতুন নাফসের চর্চায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পার্থিব প্রশান্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন; প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাদের দীনকে যাহা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার "ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী'।[৭৮৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ τ قَالَ: مَا مِنْ اٰدَمِيٍّ اِلاَّ لِقَلْبِهِ بَيْتَانِ فِيْ اَحَدِهِمَا الْمَلَكُ وَفِيْ الاٰخَرِ اَلشَّيْطَانُ ـ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَهُ فِيْ قَلْبِهِ فَوَسْوَسَ لَهُ ـ

(প্রত্যেক মানুষের ক্বালব বা মনের মধ্যে দু'টি কুঠুরী আছে। তার একটিতে ফিরিশতা ও অন্যটিতে শায়তান অবস্থান করে। যখন ক্বালব আল্লাহর স্মরণ করে তখন শায়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর ক্বালব আল্লাহকে স্মরণ না করলে শায়তান তার ঠোঁটকে ক্বালবের মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রনা দিতে থাকে।[৯৯০]

যিকিরের দ্বারা অন্তঃকরণ প্রশান্তি লাভ করে। যদি অনুঃকরণ প্রশান্তিতে ভরে যায় তবে নিশ্চিতভাবে তার সমস্ত শরীরে এর প্রভাব পড়ে। ফলে সে দুনিয়ায় অশান্তি উপলব্ধি করে না। আর বাস্তবতা হল, যারা প্রতিনিয়্যাত যিকির করে, যিকিরের মজলিশে হাজির হয়, সে-ই উপলব্ধি করে সত্যিকারে পার্থিব প্রশান্তি। প্রত্যেক ইবাদাতের স্বাদ আছে। একটি আমলের কারণে আরেকটি আমলে স্বাদ অনুভব করে।

যে ব্যক্তি নাফস বিশুদ্ধ করতঃ সৎকর্ম করে সে-ই নিশ্চিতভাবে পার্থিব প্রশান্তি উপলব্ধি করে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৯৯১]

তাযকিয়াতুন নাফসের উপায়সমূহ অনুশীলনের দ্বারা শায়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। শায়তান মানুষের চিরশত্রু। তার কর্মই হল মু'মিন বান্দকে ওয়াসওয়া বা কুমন্ত্রণা দেয় এবং প্রতারণা করা। আদম সন্তানকে নানান কৌশলে সে বিভ্রান্ত করে সরল পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় থাকে। সে ভাল জিনিষকে খারাপ ও খারাপ জিনিষকে ভাল করে দেখায়। ক্বালব দ্বীন গ্রহণের কেন্দ্র। আল্লাহর হিদায়েত আসে বান্দার ক্বালবে বা অন্তঃকরণে। ক্বালব তার পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, শুভ্রতা হারায় নাফস ও শায়তানের ওসওয়াসার কারণে। বান্দা যখন ক্বালবে আল্লাহর যিকির করে তখন শায়তান সেখান থেকে পালায় এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। আর এর প্রভাব তার শরীরে পরে।

---

৯৮৯ আল কুরআন, **সূরা নূর,** ২৪:৫৫।

৯৯০ কাদী সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৫১।

৯৯১ আল-কুরআন, **সূরা আন-নূর,** ২৪:২১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরকালে মুক্তি

প্রত্যেক মানুষের সর্বশেষ ঠিকানা বা আবাসস্থল হল জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন। জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা সমূহের অন্যতম। জান্নাত আখিরাতের সর্বশেষ ঘাটি। হাশরের ময়দানে পাপ পূণ্যের হিসেব নিকেশের পর মুত্তাকীদের তা দেয়া হবে। যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে তারা স্বীয় পাপের সাজা ভোগ করে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে যাবে। যে এক বার জান্নাতে যাবে তার আদৌ কোন প্রকার ভয় বা ভাবনা থাকবে না। চিরকাল সেখানে জীবিত থেকে অনন্ত সুখ উপভোগ করতে থাকবে।

فَأَمَّا مَنْ طَغَى -وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا -فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى -وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى -فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى।

সুতরাং যে সীমালংঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাস স্থল। আর যে স্বীয় রবের সামনে দাড়ানোকে ভয় করে এবং কৃপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল"।

মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালে প্রবেশ করে। এরপর কিয়ামত, হাশর ও হিসাব-নিকাশ। মৃত্যু এক মহাসত্য। মৃত্যু পার্থিব ও পরকালীন জগতের মাঝে সেতু বন্ধন স্বরূপ। এর মধ্য দিয়ে মানুষ আখিরাতের জগতে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে; আর ভাল-মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমদের ফিরে আসতে হবে"।[৯৯২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

৯৯২ আল-কুরআন, **সূরা আল-আম্বিয়া,** ২১:৩৫।

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন; মৃত্যু তেমাদেরকে পেয়েই ছাড়বে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের মধ্যে অবস্থান কর"।[৯৯৩]

আখিরাতে মুক্তির জন্য নাফসকে পরিশুদ্ধির বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা নাফসে মুতমাইন্নাহকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব নাফসে আম্মারা (মন্দপ্রবণ নাফস)-কে নাফসে মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত নাফস)-এর স্তরে উন্নীত করার জন্য মু'মিনের কর্তব্য হল আত্মনিয়োগের উপকরণসমূহ যেমন- তাওহীদ, ইখলাস, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল, তাওবা, শোকর, আল্লাহভীতি, বিনয়, নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, পরষ্পরকে শ্রদ্ধা, স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া ও উদারতা, সহানুভুতি প্রদর্শন, ন্যায়ের অদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি সৎকর্মে শরীয়াতের পদ্ধতি মোতাবেক নিজকে নিয়োজিত রাখা ও আত্মনিয়ন্ত্রনের উপকরণসমূহ যেমন- শিরক, কুফর, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, হিংসা, আত্মগর্ব, লৌকিকতা, কৃপণতা, রাগ, দ্বিমুখীতা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, অতিরিক্ত কথা, অতিরিক্ত দুষ্টি, অতিরিক্ত খাওয়া, অতিরিক্ত মেশা, কৃপণতা, পরনিন্দা, অপবাদ দেওয়া, চোগলখুরি, কুধারনা, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনাধিকার চর্চা ইত্যাদি গর্হিত কর্ম থেকে নিজকে মুক্ত রাখা। এর ফলে মু'মিনের জীবন ক্রমাগত প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতেই থাকে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফিরিশতাকুল, যাদেরকে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তাই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়"।[৯৯৪]

জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার এক মহা অন্তরায় হল মানবাধিকার বাস্তবায়ন না করা। রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, (মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে। যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে

---

৯৯৩ আল-কুরআন, **সূরা আন-নিসা**, ৪:৭৮।

তারা একে অপরের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। যখন তারা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে)।[৯৯৫]

রাসূলুলাহ (সা.) আরো বলেন- তোমরা কি বলতে পার অভাবগ্রস্থ কে? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্থ সেই যার দিরহাম ও ধন সম্পাদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তিই অভাবগ্রস্থ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম, যাকাত নিয়ে হাজির হবে অথচ সে এই অবস্থায় হাজির হবে যে, অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে হত্যা করেছে ও অমুককে প্রহার করেছে। এরপর তাদেরকে তার নেক আমল হতে দেয়া হবে। অতঃপর পাওনাদারের হক তার নেক আমল হতে পূরণ করা না গেলে বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[৯৯৬]

তাযকিয়াতুন নাফসের একটি অপরিহার্য আমল তাওবাহ। এ দ্বারা গুনাহ মোচন হয়। পাপ কর্মের কারণে অন্তঃকরণে যে ভাল-মন্দ আমলের মিশ্রন হয়েছিল তাওবাহর দ্বারা মু'মিন বান্দা তা খালি করে নেয়।[৯৯৭]

আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতোই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আমাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি সুনিশ্চিত।[৯৯৮] জান্নাতের প্রতি ঈমান মানব মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য ও অসত্যের প্রতি বিরাগ জম্ম দেয়। ফলে আল্লাহ নিকট জবাব দিহিতার চিন্তা তার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে এবং মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে।

পৃথিবীর সকল মু'মিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে যাওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে। এর কোন একটি পর্যায়ে বান্দা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে।

১. সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ ২. জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ।

---

৯৯৪ আল-কুরআন, **সুরা আত্-তাহরীম,** ৬৬:৬।
৯৯৫ ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৮৭।
৯৯৬ ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১১১।
৯৯৭ খালিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, সালাহুল কুলুব (রিয়াদঃ ওয়াযারাতুশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আওক্বাফ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১৪৩০ হি./ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫৫
৯৯৮ এ,কে, এম. নাজির আহম্মেদ, দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোন, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ১৯৯৬খ্রী) পৃ, ২৫।

সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ ঃ

পার্থিব জগতের কর্মের প্রতিদানের জন্যই রয়েছে পরকাল বা আখিরাত। আখিরাতে অনেকগুলি ঘাটি। শেষ ঘাটি হল জান্নাত। জান্নাত অনন্তকালের। হাশরের ময়দানের চতুর্পাশ্বে জাহান্নাম বেষ্টন করে দেয়া হবে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত রাখা হবে। পুলসিরাত চুলের চেয়ে সরু। তররারীর ধারের চেয়ে তীক্ষ্ম ধারালো। এর পথ হবে পিচ্ছিল। এখানকার পরিবেশ হল নিকষ কালো অন্ধকার। প্রত্যেকেই তাদের আমলের নূরের মাধ্যমে তা অতিক্রম করে। এ পুলসিরাত হল জান্নাতে যাওয়ার সড়ক বা রাস্তা। এ সড়ক অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে। যারা কাফির মুশরিক তারা এ সড়ক অতিক্রম করতে পারবে না। জাহান্নামে পড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা পাপী মু'মিন তাদের অনেকেই জাহান্নামে পড়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পুলসিরাত জাহান্নামের দুই তীরে সংশ্লিষ্ট করে রাখা হবে। যেমন নদীর সেতু দু'তীরে ঘেষে হয়ে থাকে। তার ওপর থাকবে সা'দানের কাঁটার মত কাটাসমূহ। অতঃপর লোকেরা এর ওপর দিয়ে পারাপার শুরু করবে। তখন কতক নাযাত পাবে নিরাপদে, কতক কাটার আচঁড়সহ। কতক কাটায় আটকে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ থুবড়ে জাহান্নামের তলদেশে পতিত হবে।[৯৯৯] একমাত্র ঐ সড়ক অতিক্রম করবে যারা গুনাহশুন্য অবস্থায় অতিক্রম করবে।

জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ

প্রত্যেক মানুষের হাতে তার আমলনামা পেশ করা হবে। এর মাধ্যমে তারা আমলের ফলাফল পূর্বেই ধারনা করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, হায় ধ্বংস আমাদের। কী হল এ কিতাবের! তা ছোট বড় কিছুই ছাড়ে না; শুধু সংরক্ষণ করে এবং তারা যা করছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি জুলুম করে না" ।[১০০০]

---

৯৯৯ ইবন মাজাহ, ইবনে মাজাহ শরীফ , (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২৩ হি.), খ.৩, পৃ.২২৩।
১০০০ আল-কুরআন, **সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৯।**

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। অতঃপর রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, তা পেশ করা বৈ কিছুই না। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে, তাকে নিঃসন্দেহে আযাব দেওয়া হবে।[১০০১]

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, মুমিনগণকে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে। যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। শফত ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থান চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।[১০০২]

পাপী মু'মিনগণ পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। জাহান্নামে পড়ে যাবে। তারা তাদের কর্ম অনুপাতে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং শাফায়াতের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

'তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে'।[১০০৩]

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى- وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى- جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

যে তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরষ্কার।[১০০৪]

তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য প্রথমতঃ মু'মিন হওয়া অপরিহার্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

১০০১ ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৮৮।
১০০২ ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৮৭।
১০০৩ আল-কুরআন, **সূরা আন'আম,** ৬:১২০।
১০০৪ আল কুরআন, সূরা ত-হা, **২০:৭৪-৭৬**।

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى- جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরস্কার।[১০০৫]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, প্রথমে মু'মিন হতে হবে। তার পরে সৎকর্ম করতে হবে। তাহলে ব্যক্তির পরিশুদ্ধি সাফল্য লাভ করবে।

১০০৫ আল-কুরআন, *সূরা ত-হা*, ২০:৭৫-৭৬।

উপসংহার

আল-কুরআন মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে এ গ্রন্থে তার দিক নির্দেশনা নেই। ইসলাম ওহী নির্ভর জীবন ব্যবস্থা। এত আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে। এ পথেই মানুষ পার্থিব জগতের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই।

আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও রাসূলগণের সরদার হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর। তার ওপর উম্মতের পার্থিব জীবনে শান্তি ও পরকালিন জীবনে মুক্তির জন্য চারটি মৌলিক দায়িত্ব রযেছে। ১. আল-কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত ২. পরিশুদ্ধ করণ ৩. আল-কুরআন শিক্ষা দান ও ৪. হিকমাত শিক্ষা দান।

রিসালাতের চারটি মৌলিক দায়িত্বের অন্যতম হল, 'তাযকিয়াহ' বা পরিশুদ্ধকরণ। প্রত্যেক মানুষের দু'টি দিক। ১) বাহ্যিক ২) আত্মিক। বাহ্যিক দিক বলতে মানুষের দৃশ্যমান শরীর। হাড়-হাড্ডি, রক্ত-গোশত ও শিরা-উপশিরার সমন্বয়ে তৈরী মায়ের উদর থেকে তৈরী শরীর। বাহ্যিক দিক বলতে ক্বালব (অন্তঃকরণ), রূহ (প্রাণ), নাফস (আত্মা) ও উর্দ্ধ জগতের অন্যন্য লতিফ। অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে ক্বালব হল প্রধান। ক্বালব অপবিত্র, কদার্য, কুৎসিত হয়ে যায় নাফসের গোলামী করার কারণে। এজন্য নাফস পরিশুদ্ধ করা, রোগ মুক্ত করা ও উন্নতি করা অতি অপরিহার্য।

আল-কুরআনে নাফসকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, নাফসে আম্মারাহ, নাফসে লাওওয়ামাহ ও নাফসে মুতমাইন্নাহ। মুসলিম জীবনে নাফসকে ক্রমান্বয়ে নাফসে মুতমাইন্নাহ-এ পরিণত করা অপরিহার্য। নাফস স্বভাবগত ভাবে 'নাফসে আম্মারাহ' (মন্দ প্রবণ নাফস) হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজের প্রেরণা জোগায়। মন্দ কাজ করলে সে খুশি হয়। তবে বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবাহ ও ইস্তিসগফার করলে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে তার নাফসের মধ্য হতে খারাপ কাজের প্রবণতা দূরীভূত করে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। ঈমানী শক্তি, সৎকর্ম ও সাধ্য-সাধনায় 'নাফসে আম্মারা'হ (মন্দ প্রবণ নাফস) 'নাফসে লাওয়ামা'হ (তিরস্কারকারী নাফস)-এ উন্নীত হয়। 'নাফসে লাওওয়ামাহ' ভাল ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা লাভ করে। সৎ কাজ করলে নাফস খুশি হয়। আর অসৎ কাজ করলে নাফস অনুতাপ-অনুশোচনায়

নিজেকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু নাফস এ স্তরে উন্নীত হয়ে মন্দ প্রবণতা থেকে সম্পূর্ন মুক্ত হয় না। নাফসের এ স্তরে বান্দা ক্রমাগত সৎকর্ম করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকলে এবং ক্রমাগত শরী'আতের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী চলার সাথে নিজকে পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পন করলে তার নাফস 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' (প্রশান্ত নাফস)-এ পরিণত হয়। বান্দা 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' স্তরে উন্নীত হলে তার নিকট বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা সবই সমান মনে হতে থাকে।

মুসলিম জীবনে নাফসের স্বভাবগত প্রবৃত্তি (মন্দ প্রবণ নাফস)-কে পুষে রাখা এবং পরিশুদ্ধ না করার কোন সুযোগ নেই। বরং ঈমানের অপরিহার্য দাবী হল: প্রত্যেক মুসলিম স্বীয় নাফসকে সকল মন্দ প্রবণতা থেকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও উন্নয়ন করতে স্বচেষ্ট থাকবে। 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধির উপায় হল: শরী'আতের অপরিহার্য করণীয় ও যাবতীয় উত্তম আমলে আত্মনিয়োগ ও বর্জনীয় আমল অর্থাৎ সমুদয় গর্হিতকর্ম থেকে আত্মনিয়োন্ত্রণ করা। শরী'আতের অপরিহার্য বিষয়, যেমন: ঈমানের ওপর অটুট থাকা, 'ইলম অর্জন, সঠিক আকীদা পোষণ, আল্লাহ ভীতি অবলম্বন, শিরক বর্জন, কুফর ও বিদয়াত অপসারণ, হালাল উপার্জন ও ভক্ষণ, সুন্নাতের অনুসরণ, তাওবা ও ইসতিগফার, সুন্দর চরিত্র গঠন, দান-সদকা, দু'আ করা, পরোপকার করা, লজ্জা, ক্ষমা, উদারতা, বিনয় ও সুবিচার ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। শরী'আতের বর্জনীয় আমল যেমন, লোভ, হিংসা, আত্মপ্রীতি, গর্ব, মুনাফিকী, গীবত, অপবাদ, চোগলখুরী, কৃপণতা, গালিগালাজ, অনর্থক কথা বলা, রাগ, জাগতিক স্বার্থচিন্তা ও আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি গর্হীতকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং ঐচ্ছিক কাজ অর্থাৎ নফল ও মুস্তাহাবসমূহ আদায় করা এবং মাকরুহসমূহ বর্জন করে চলা।

'তাযকিয়াতুন নাফস' ছাড়া বান্দার কোন ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। মন্দ স্বভাব অবশিষ্ট থাকলে তার পক্ষে যথার্থ ভাবে শরী'আতের ওপর টিকে থাকা এবং আদেশ নিষেধ পালন করা অসম্ভব বরং মু'মিন বান্দা যেটুকু সৎকর্ম করে তাও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের আকার-আকৃতি ও অর্থ-সম্পদের দিকে তাকান না। বরং তাকান তার ক্বালব (অন্তঃকরণ) এবং কর্মের দিকে।

মানুষের শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্বালবের অধীন। অতএব অপরিহার্য হল: ক্বালব অর্থাৎ অন্তঃকরণকে ক্বালবের রোগ থেকে সব সময় পূত-পবিত্র ও আলোকিত করে রাখা। কেননা আখিরাতে সুস্থ ও সংশোধিত ক্বালবের অধিকারীরাই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। তাওবাহ-ইসতিগফার করলে

ক্বালব গুনাহমুক্ত হয়। আল-কুরআন ও হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল- ক্বলবকে সদা-সর্বদা পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখা।

নাফসের পরিশুদ্ধিতে আমলের পরিশুদ্ধি, আর আমলের পরিশুদ্ধিতে ক্বালব সংশোধিত, পূত-পবিত্র এবং আলোকিত হয়। অতএব, ক্বালবে সালিম অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ ক্বালবের জন্য 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য্য। আত্মশুদ্ধির পথে আবশ্যকীয় যে, মানুষের মনগড়া নিয়ম নীতি বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী অপরিহার্য কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং বর্জনীয় কাজ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা। আত্মশুদ্ধির ফলে বান্দার সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলো যেমন, সততা, বিনয়, নম্রতা, দয়া-উদারতা, অনুগ্রহ, মহানুভবতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি উত্তমরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। অন্তরে ইবাদাত বন্দেগী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আচার-আচরণ হয় মার্জিত। ফলে পার্থিব জীবনে আসে সুখ-সাচ্ছন্দ ও সম্মৃদ্ধি। অর্জিত হয়, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, ঈমানের দৃঢ়তা এবং আত্মিক শক্তি। আর সৎকর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাপ-পংকিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আখিরাতের জীবন হয় শান্তিময়।

অপরাধী সাব্যস্ত হবে তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। আখিরাতে মুক্তির জন্য জরুরী হল গুনাহ মুক্ত ক্বালব বা অন্তঃকরণ। গর্হিত কর্মের উৎপত্তি হয় ব্যক্তি মানুষের নাফস থেকে। ইসলামে মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিশুদ্ধিকে তার কল্ব বা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট করেছে। আর অন্তঃকরণ কদাট ও কলুষাচ্ছন্ন হয় নফসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণে। শরীঈ আলিম গণ আত্মশুদ্ধিকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন। মুসলমানের মূল বিষয় ও সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের অবস্থান কলবে। সঠিক ও সুদৃঢ় ঈমানের জন্য প্রয়োজন সুস্থ অন্তঃকরণ আর সুস্থ অন্তঃকরণের জন্য প্রয়োজন পরিশুদ্ধ আত্মা বা নফস। আত্মার পরিশুদ্ধি ও সুস্থ অন্তঃকরণকে উপলক্ষ্য করে তাযকিয়াতুল নাফস, ইহসান, ইখলাস, তাসাউফ, তরিকত ইত্যাদি পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সময়ে 'ইলমে তাসাওউফে তাযকিয়াতুন নাফসের যে চর্চা চলমান, তাতে অধিকাংশ জায়গা প্রশ্নবিদ্ধ। বিদ'আতমুক্ত আলিম ও বিদ'আতমুক্ত আমল খুজে বের করে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যহত রাখলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

গবেষণার ফলাফল

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি) : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Tajkiyatun Nafs (Self Purification) in the light of the Quran and the Hadith : Nature and Characteristics) শীর্ষক গবেষণা কার্যের ফলে আমাদের সামনে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে-

১. নাফস ও ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা।

২. নাফসের স্তর রয়েছে।

৩. তাযকিয়াতুন নাফস রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৪. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় এসে যে বিষয়ে সর্বপ্রথম দু'আ করেছিলেন তা হল নাফসের বিচ্যুতি।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জনকে অপরিহার্য করেছেন।

৬. তাযকিয়াতুন নাফস ব্যক্তিগত অনুধাবন ও নিরন্তর প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব।

৭. তাযকিয়াতুন নাফস-এর সাধনা অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিস্থাপিত করতে পারে না।

৮. তাযকিয়াতুন নাফস বলতে কিছু বিমূর্ত ধারণাকে বুঝায় না। বরং এটি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে প্রয়োগের দ্বারা মূর্ত হয়।

৯. তাযকিয়তুন নাফসের চর্চার জন্য বিশুদ্ধ 'ইলম অর্জন করা অপরিহার্য।

১০. আল্লাহর নিকট ইবাদাত গৃহীত হওয়ার জন্য তাযকিয়াতুন নাফস অপরিহার্য।

১১. তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য উপযুক্ত 'আলিমগণের সোহবাত এবং ও তাদের অনুসরণ অপরিহার্য

১২. তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য 'ইলমুল ইহসান অর্থাৎ তাসাওউফ চর্চা করা অপরিহার্য।

১৩. তাযকিয়াতুন নাফসকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

১৪. তাযকিয়াতুন নাফস দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া।

১৫. দুনিয়ায় পরিশুদ্ধ হলে আল্লাহ বান্দাকে আখিরাতে পরিশুদ্ধ করবেন।

১৬. মু'মিন বান্দার বৈশিষ্ট্যে 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' ও 'ক্বালবে সালিম' অপরিহার্য।

১৭. তাযকিয়াতুন নাফসকে অবজ্ঞা ও অবহেলা নয় বরং এর অনুশীলনে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রস্তাবনা

উক্ত গবেষণা কর্ম সম্পাদনের পর যে ফলাফল আমাদের সামনে বের হয়ে এসেছে, তার আলোকে কার্যকরী প্রস্তাবনা হল:

১. মু'মিন জীবনে তাযকিয়াতুন নাফস-কে অপরিহার্য করা।
২. যেহেতু 'তাযকিয়াতুন নাফস-এর আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.), কাজেই আত্মশুদ্ধি অর্জনে সুন্নাত পদ্ধতি অবলম্বন করা।
৩. আত্মশুদ্ধি অর্জনে বিদ'আতযুক্ত পদ্ধতি পরিহার করে শর'ঈ পদ্ধতি অবলম্বন করা ।
৪. তাযকিয়াতুন নাফস-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মুসলিম সমাজে উপস্থাপন করা।
৫. তাযকিয়াতুন নাফস-এর সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৬. পরিবারপরিজন ও সন্তান সন্তুতিকে নাফস সম্পর্কে ও এর পরিশুদ্ধির উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. ইমামগণ মসজিদে জুম'আর খুতবায় মুসল্লিগণকে তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন।
৮. আলিমগণ ওয়াজ মাহফিলগুলোতে তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করবেন।
৯. তাযকিয়াতুন নাফসের জন্য ইলমে তাসাওউফের তরিকা গ্রহণ করতে হবে।
১০. 'তাযকিয়াতুন নাফস-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে শান্তি এমনকি বিশ্বশান্তি অন্বেষণ করতে হবে।
১১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাযকিয়াতুন নাফস-এর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিশেষে, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটিকে মুসলিম উম্মাহর খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাযাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

আবুল ফয়েজ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ এহছান, ***রওজাতুল কাইউমিয়াহ্ (প্রথম খন্ড)***, অনু. মাহবুবুর রহমান (খুলনা : আল হাকীম প্রকাশনী, ১৪২৫ হি.)।

আল্লামা আবদা 'আলী, ***লিছানুল আলসুন*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল, ইসলামিয়্যাহ, ১ম সং, ১৯৯৩ খ্রি.)।

'আবদুল 'আযীম আল-যুরকানী, ***আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*** (কায়রোঃ ১৯৭২ খ্রি.)।

আল-কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, ***আস-সাহীহ*** (বৈরূতঃ দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.)।

'আবদুল ওহাব হামুদা, ***আল কিরা'আত ওয়াল লাহাযাত*** (কায়রোঃ ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ৩-৭।

'আবদুল 'আযীম আল-যুরকানী, ***'মানাহিলুল ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*** (বৈরুতঃ দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, ত. বি.)।

আবু বকর 'আহমাদ ইব্‌ন 'আলী, ***তারীখু বাগদাদ*** (বৈরূতঃ দারু-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)।

আল-কুরতুবী, শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ, ***আল-জামি' লি আহ্‌কামিল কুরআন*** (মিশরঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, তা. বি. ১৩৮৪হি./১৯৬৪খ্রি.)।

আহমাদ মুল্লাজিউন, ***নুরুল আনওয়ার ফী শারহীল মানার*** (দেওবন্দঃ মাকতাবুতুত থানবীহ, তা.বি.)।

আল্লামা জুরযানী, ***আত-তারিফাত*** (ইস্তাবুলঃ মাকতাবা আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.)।

আল্লামা আল-আমাদী, ***আল-আহকাম ফী উলুমিল আহকাম*** (কায়রোঃ দারুল হাদীস, তা. বি.)।

আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, ***আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন*** (দামিস্কঃ মাকতাবাতুল গাজ্জালী, ১৯৮১ খ্রি.)।

আল্লামা ছফিউর রহমান মুবাবকপুরী, ***আর-রাহীকুল মাখতুম*** (মক্কাঃ রাবিতাতুল আলামী আল-ইসলামী, ১ম সং, ১৪০০হি.)।

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, ***মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন*** (ঢাকাঃ খেলাফত পাবলিকেশন্স, ১৪২৫হি.)।

আল-রাগিব আল ইস্পাহানী, ***আল-মুফায়াদাত ফী গারীবিল কুরআন*** (কায়রোঃ ১৩২৪হি.)।

আল্লাহমা বদরউদ্দীন আইনী, ***উমদাতুলকারী শারহি সহীহুল বুখারী*** (বৈরুতঃ দারু ইহ্‌য়াইত-তুরাছিল আরবী, তা.বি.)।

'আবদুল ওয়াহিব ওয়াফী, ***ফিকহ আল্-লুগাহ*** (কায়রোঃ দারুন নাহ্‌দা, তা. বি.)।

'আবদুল মুনঈম খাপাজী, ***আল-হায়াতুল আদাবিয়্যাহ ফি আসরী সাদরিল ইসলাম*** (বৈরূতঃ দারুল কুত্তাব, ৩য় সং, ১৯৮০খ্রি.)।

'আবদুল মতিন জালালাবাদী, ***কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২১ হি.)।

আল্লামা ইবন কাসীর (র.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া*** (বৈরূতঃ দারুল বায়ান, ১ম সং, ১৪৮৮হি.)

আবূ নু'আইম আল ইসপাহানী, হুলয়াতুল আওলিয়া, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৬)

আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, ***আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ২য় সং, ১৯৮৬ খ্রি.)

'আবদুল ওয়াহীদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল করীম আয-যামকালানী, ***আল-বুরহান আল-কাশিফ আল-ই'জাযিল কুরআন*** (বাগদাদঃ ইহ্‌ইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, ১ম সং, ১৩৯৪হি.)

আনীস আল-মাকাদিসী, ***তাতাওর আল-আসালীব আন-নাসরিয়্যাহ*** (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিলমালায়ীন, ৭ম সং, ১৯৮২খ্রি.)।

আহমদ আল- ইস্কান্দারী ও মোস্তফা আনানী, *আল ওয়াসীত* (মিশর: মাকতাবা আল মা'আরিফ, ৭ম সং,১৩৪৬হি.)

আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলুভী, *আল-মুকাদ্দামাতু লি মিশকাতিল মাসাবীহ* (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা.বি.)।

আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ* (বৈরূত: আদ-দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৩৮৪ হি.)।

আহমাদ ইবন আলী ইব্ন হাজার আসকালানী, *নুযহাতুন নাযরি শারহি নুখবাতিল ফিকর* (দিমাশক: মুআস সাসাহ ওয়া মাকবাতুল খাফিফাইন, ১৪০০ হি.)।

আবূ দাউদ, *আল-মারাসিল* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮ হি.)।

আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূত: মুয়াসসাসতুর রিসালাহ, ১ম সং ১৪২১ হি. / ২০০১ খ্রি.)।

আমিমুল ইহসান, *তারিখে ইলমে হাদিস* (ঢাকা : মুফতি মানযিল, ১৪০০ হি.)।

আর-রাগীব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন* (করাচী:নূর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.)

আহমাদ আইয়ুব, *মাবাহিসু ফীল হাদীসিল মুসলিসাস* (বৈরূত: আল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২৮ হি./ ২০০৭ খ্রি.)।

আহমাদ ইব্ন ইসমাঈল, *আল-কাওসারুল জারী ইলা রিয়াদি আহাদিসিল বুখারী* (বৈরূত:দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.)।

'আব্দুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.)।

'আবদির বার, *জামি উবায়ামিস 'ইলম* (মিশর: ইদরোতুল মাকতাবাতিস মুনারিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.)।

আল-খাতিব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়ায়া* (মদীনা:আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাাহ, তা.বি.)।

আবূ বকর ইব্ন 'আলী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.)।

আন-নাসাফী, আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ, *মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুততা'বীল* (বৈরূত: দারু কালামিত-ত্বীব, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)।

আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.)।

আল-জাযায়িরী, আবূ বকর, *আইসারুত তাফাসীর লি কালামিল 'আলিয়িল কাবীর* (মাদীনা: মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ৫ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)।

আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযিদ, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.)।

আবূ 'আব্দুল্লাহ, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.)।

আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-লাখমী, *আল-মুযফিকাতু ফী উসূলিল আহকাম* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৫ ইং)।

আবূ মুহাম্মাদ, রাজবাহান ইব্ন আবী নাসর, *মাশরাফুল আরওয়াহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ২০০৫ খ্রি.)।

আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল কারীম, *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ* (মিশর: আল- মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, তা.বি.)।

আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ সালিহ, *মুফসিদাতুল কুলুব* (রিয়াদ: মাজমু'আতু জাদ লিন নাশর, ১ম সং. ১৪৩৭ হি./২০১৭ খ্রি.)।

'আবদুল 'আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ, *মা'আলিমু ফীস সুলূকি ওয়া তাযকিয়াতিন নুফূস* (বৈরূত: দারুল অতন, ১৪১৪ হি.)।

আবূ বকর ইস্পাহানী, তাফসীর ইবন ফাওরক মিন আওয়ালি সূরাতিল মু'মিন ইলা আখিরাতে সূরাতিস সিজদাহ (সৌদি আরবঃ উম্মুল কুরা, ১ম সং. ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.)।

আবূ বাকর ইব্ন আবী 'আছিম, *আল-জিহাদ* (মদীনা:মাকতাবাতু 'উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ১৪০৯ হি.)।

আবূ বাকর আল-জাযায়িরী, *আয়সারুত তাফাসীর লি কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর* (মাদীনাঃ মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ৫ম সং., ১২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)।

আবূ যা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, শারহু মুশকিলুল আসার (বৈরূতঃ মুয়াসসামাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি. /১৯৯৪ খ্রি.)।

'আব্দুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.)।

আবূ ই'আলা, আহমাদ ইব্ন 'আলী, *আল-মুসনাদ* (দামিশ্কঃ দারুল মা'মুন লিত্তুরাস, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)।

আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল কারীম, *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ* (মিশরঃ আল- মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, তা.বি.)।

আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর, *মুসনাদু আমীরিল মু'মিনিন আবী হাফস 'উমর ইব্নুল খাত্তাব* (বৈরূতঃ দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪১১ হি. / ১৯৯১ খ্রি.)।

'আলাউদ্দীন, 'আলী ইব্ন হুসামিদ দ্বীন, *কানযুল 'উম্মাল* (বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সং, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)।

আল-কুদা'ঈ, মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ, *মুসনাদুশ শিহাব* (বৈরূত:মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।

'আব্দুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-ফিকহু 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৪২৪ হি.)।

আল্লামা আবুল বারাকাত আল-নাসাফী জাযায়েরী (র.), আল-আকিদাতুন নাসাফী, মিশর।

ড. আবু বকর আল জাবির আল জাযায়েরী, আকিদাতুল মু'মিন, (মিশরঃ ১৯৯১ খ্রী.) পৃ. ৫৭।

'আবদুল 'আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ, *মা'আলিমু ফীস সুলূকি ওয়া তাযকিয়াতিন নুফূস* (বৈরূতঃ দারুল অতন, ১৪১৪ হি.)।

আল-কুশাইরী, আবুল কাশেম আব্দুল করিম, আর-রিসালাহ আল কুশাইরীয়া, তা. বি.)

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), আস সুনান, আল মাকতাবাতুশ শামিলা (ইলেক্ট্রোনিক্স মিডিয়া), ঢাকা।

ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ* (বৈরূতঃ দারু তুকিন নাযাহ, ১ম সং. ১৪২২ হি.)।

ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরুতঃ দারুল মারিফ, তা.বি.)।

ইব্ন কাসির, *ফাদাইলুল কুরআন* (মিশরঃ দারু ইহইয়াউল কুতুবুল আরাবিয়া, তা. বি.)।

ইমাম আবু যাহরাহ, *আল-মু'জিযাতুল কুরবা* (কায়রোঃ দারুম ফিকরিল আরাবী, ১৯৭০খ্রি.)।

ইখতিয়ার আহম্মদ বালখী, *তারীখে আফখার ওয়া 'উলুমি ইসলামী* (দিল্লী, ১৯৮৩খ্রি.)।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী আল-হানাফী, *আকীদাতুত তাহাবী*, অনু. আবদুল মতিন আবদুর রহমান (ঢাকাঃ আল-মায়মান কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ৩য় সং, ১৯১৭ খ্রি.)।

ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা* (কায়রোঃ দারুল বায়ান লিত-তুরাস, ১ম সং, ১৪০৮হি.)।

ইবন কুতাইবা, *তা'বিলু মুশকিলিল কুরআন* (কায়রোঃ ১ম সং, ১৪১০ হি.)।

ইবরাহীম নসর, *আল-নকদুল আদাবী* (সউদী আরবঃ দারুল ফিকর আল আরাবী, ১ম সং, ১৩৯৮ হি.)।

ইসমাঈল ইবন আমর, আল-বাইসুল হাদীস, ৬ষ্ঠ সং, (করাচীঃ মাদানী কুতুব খানা ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রী.)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাঈল ইবন আমর, *আল-বাইসুল হাদীস* (করাচী: মাদানী কুতুব খানা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রী.)।

ইমাম কুরতুবী, ***জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহ,*** (সৌদি আরবঃ দারু ইবনিল জাওযী, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)।

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮২)।

ইবনু তাইময়্যাহ, *আল-ঈমান* (আম্মানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৫ম সং, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬৮।

ইমাম শাফি'ঈ, *তাফসীর* (সৌদি আরবঃ দারুত তাদমিরিয়্যাহ, ১ম সং. ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.)।

ইবনে বাদরান, *মুকাদ্দামাতু তাহযীবি তারীখি দিমাশক* (বৈরূত : ১৩৯৯ হি. ২য় সংস্করণ)।

ইমাম শফি'ঈ, *মুসনাদ* (বৈরূত:দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি.)।

ইবনু 'আবদির বার, *জামি উবায়ামিস 'ইলম* (মিশরঃ ইদরোতুল মাকতাবাতিস মুনারিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.)।

কুরতুবী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাকর, *আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৯৬৪ হি./১৩৮৪ খ্রি.)।

ইব্ন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ, *আস-সুনান* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, তা. বি.)।

ইব্নুল কায়্যিম, মুহাম্মাদ ইব্ন বকর ইব্ন আইউব, *আল-ফাওয়াইদ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩৯৩ হি. / ১৯৭৩ খ্রি.)।

ইবনুল কায়্যিম, আর-রূহ রূেত :দারূল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২২৫।

ইব্নুল কায়্যিম, *যাদুল মা'আদ,* (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সং, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.)।

ইব্নু আবী শায়বাহ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-মুসান্নাফ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০৯ হি.)।

ইবনুল জাওযী, মুহাম্মাদ ইব্ন বকর ইব্ন আইউব, *আল-ফাওয়াইদ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩৯৩ হি. / ১৯৭৩ খ্রি.)।

ইবনুস সুন্নী, আহমাদ ইব্ন মহাম্মাদ (বৈরূতঃ দারুল কিবলাতিলিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.)।

ইবনু মানদাহ, আল-ঈমান বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি.)।

ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমুউল ফাতওয়া (সৌদি আরবঃ মাজমা উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ৪২৯)।

ইব্নু আবী শায়বা,'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-মুসনাদ* (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতান, ১ম সং, ১৯৯৭ খ্রি.)।

ইবনু 'আবীদ দুনইয়া, *আয্ যুহদ* (দামেশক:দারু ইব্ন কাসীর, ১ম সং, ১৪২০ হি./২১২ হি.)।

ইমাম গাযালী (রাহ.), আল-মুরশিদুল আমীন (কায়রো : দারুল হাদীস আল-কাহিরাহ, ১৪২৫ হি. / ২০০৪ খ্রি.)।

এ, কে, এম. নাজির আহম্মেদ, দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোন, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ১৯৯৬ খ্রি.)।

ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১ম সং, ১৩৭৩ হি.)।

কাযী আবূ বাকর ইব্ন আল-আরাবী, আহকামুল কুরআন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং. ১৪২৪ হি. / ২০০৩ খ্রি.)।

খালীল আহমাদ যাহারানপুরী, *বাবলুল মাজহুদ* (মুলতানঃ মাকতাবায়ে, কাসেমিয়া, ১৪০৯ হি.)।

ছা'লাবী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, *আল-কাশফু ওয়াল বায়ানু 'আন তাফসীরিল কুরআন* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.)।

জালালুদ্দীন আস-সূয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা.বি.)।

ড. আ.ছ.ম. তরীকুলইসলাম, হাদীসনিয়েবিভ্রান্তি (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০)।

ড. সুবহি সালিহ, *আল-মাবাহীসু ফী 'উলূমিল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল 'ইলমি লিল মালাইন, ১৯৮৫ খ্রি.)।

ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, *'উলূমুল কুরআন* (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফী'য়্যাহ, ২য় সং, ২০০২ খ্রি.)।

ড. আহমাদ ফারীদ, ***তাযকিয়াতুন নুফূসি ওয়া তারবিয়াতুহা*** (বৈরূত: দারুল কালাম, তা. বি.)

ড. মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন পরিচিত (ঢাকাঃ নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি.)।

ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, ***আল- কুরআনের ইতিহাস অধ্যায়নঃ পর্যালোচনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২২ হি.)।

ড. সুবহী আস-সালিহ, ***'উলুমুল হাদীস*** (ইরানঃ মানওয়াতুর রিদা, ৫ম সং, ১৩৬৩ হি.)।

ড. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, ***আন-নাহজুল হাদীস*** (মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলামিন আল-ইসলামী, ১৪০৫ হি.)।

ড. 'উমর ইবন হাসান, ***আল-ওয়া'যু ফিল হাদীস*** (দামিশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি.)।

ড. সা'ঈদ ইব্‌ন আলী, আকীদাতুল মুসলিম ফী দু'য়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুল যারিসী)।

ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ***তাসাউফ,*** (চট্রগ্রাম:মাইজভাণ্ডারী একাডেমী পত্রিকা, ২০১৬ খ্রি.)।

ড. মুহাম্মাদ আল-খাতীব, ***আস্-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদভীন***, ১ম সং, মাক্কাতুল মুকার্‌রমাহ, ১৩৮৩ হি.)।

ড. মাওলানা মোঃ মোরশেদ আলম সালেহ, ***হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দীসগণের অবদান*** (ঢাকা:ইফাবা প্রকাশনী, ১৪৩৯ হি. / ২০১৮ খ্রী.)

ড. মুস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী, ***ইসলাম শরীয়াহ ও সুন্নাহ***, অন. এ, এম, এ, সিরাজুল ইসলাম (ঢাকাঃ ইযারা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি.)।

ড. আহমদ আলী, তাযকিয়াতুন নাফস (ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, ২০১৬ খ্রি.)।

ড. মহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন বৈরূত): দারু কিতাবিল হাদীস; ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬ খ্রি.)।

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা, ***আল-জামি'*** (বৈরূতঃ দারুল গারবীল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.)।

আত-তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আল-হাসান, ***নাওয়াদিরুল উসূলি ফী আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*** (বৈরূতঃ দারুল যাইল, তা. বি.)।

ত্বাহা হুসাইন, ***আল-আদাবুল জাহিলী*** (মিশরঃ দারুল আওয়ায়ী, ১৬শ সং, ১৯৮৩ খ্রি.)।

তাকীউদ্দীন নাদভী, ***ইলমু রিজালিল হাদীস*** (লাক্ষ্ণৌ : মাকতাবতুি নাদওয়াতিল উলামা, তা.বি.)।

দাতা গঞ্জে বখশ (রাহ.), কাশফুল মাহযুব; অনু: আব্দু জলীল, (ঢাকাঃ ফেরদৌস পা. ১৯৮৪)।

নাসায়ী, আবূ 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খি.)।

আন-নাসাফী, আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ, ***মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল*** (বৈরূতঃ দারু কালামিত-ত্বীব, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)।

নাসাঈ, 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি.) পৃ. ১৫৬।

পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ (রহ.), ***তাফসীরে মাযহারী*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ৫ম সং, ১৪২৪হি./২০০৩ খ্রি.)।

ফাখরুদ্দীন রাযী, ***মাফাতিহুল গাইব*** (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০ হি.)।

ফরমশাহ আজহারী, জাস্টিজ মুহাম্মাদ, কাশফুল মাযুব (উর্দু) (লাহোর ঃ জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনন্স, ২০১০ খ্রি.)।

বাইহাকী, আহমাদ ইব্‌ন আল-হুসাইন, ***আস-সুনানুল কুবরা*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)।

বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ (বায়তুল মাকাসিদ , ১০৩৬হি)।

বদরুদ্দীন আল-'আইনী, ***'উমদাতুল ক্বারী শারহি সহীহ আল-বুখারী*** (পাকিস্তানঃ মাকতাব আর রশীদিয়া, ১ম সং. ১৪০২ হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

বুতরুস আল-বুসতানী, ***উদাবাউল আরব*** (বৈরূত: দারু আল জায়ল, নতুন সং, ১৯৮৯ হি.)।

মা'আজ উদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকুব আল-ফিরুযাবাদী, ***আল-কাসুম আল-মুহীত*** (বৈরূত: দারুল ফিকর, ৮১৪ হি.)।

মান্না'আ আল-কাত্তান, ***মাবাহিস ফী উলুলিম কুরআন*** (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ৭ম সং. ১৪১০ হি.)।

মুহাম্মাদ আবু যাহু, ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন***(বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৪ হি.)।

মুহাম্মদ বিয়া, ***মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩১৫হি.)।

মুহাম্মদ সাইয়িদ কিলানী (র.), ***আইনুল ইয়ানি ফি সাইয়িদিল মুরসালিন*** (বৈরুত: দারুল মারিফা, ২য় সং, ১৩৯৮হি)।

মাওলানামুহাম্মদ হারুনআযীযি, হাদীসকি ও কেন? (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশান্স, ২০১০)।

মোহাম্মদ রুরুল আমিন (রহ.), তরিকত দর্পন (বশিরহাট, বঙ্গনূর প্রেস, ২০০৩ খ্রি.)।

মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য, অনু. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান. ১খ (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪১০ হি.)।

মুহাম্মাদ তাহির আবদুল কাদির আল-কাদরী, ***তারিখুল কুরআন*** (কায়রো: দারুল মা'রিফ, ২য় সং, ১৩৭২ হি.)।

মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী, ***রাহমাতুল্লিল আলামীন*** (দিল্লী: ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮০ খ্রি.)।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওহাব, ***মুখতাসারু সীরাতির রাসূল*** (বৈরুত: দারু ইলমিল হাদীস ১৪০৮ হি.)।

মান্না'আ আল কাত্তান, ***মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*** (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম সং, ১৯৯২খ্রি.)।

মুহাম্মদ আন ওয়ারুল হক কাশ্মিরী, ***ফয়জুল বারী*** (বৈরুত: দারুল মারিফাহ্ ,তা. বি.)।

মোঃ আলিমুল ইসলাম, ***ওহী: পরিচয় ও পর্যালোচনা*** (উদৃতি, লেখক মন্ডলী, আল-কুরআনের শ্বাশত পয়গম, ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

মাওলানা হাবীব আহামাদ হাশীমি, ***তারিখে ফিকগুল ইসলামী*** (করাচি: ২য় সং. ১৯৭৮ খ্রি.)।

মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাখাভী, ***ফাত্হুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস*** (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৩ হি.)।

মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল কাসিম, ***কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুননি মুসতাহলীল হাদীস*** (বৈরূত: দারু-কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৩৯৯ হি.)।

মুফতী, মুহাম্মদ শফী' (রহ.), ***তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন,*** অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ৬ষ্ঠ সং, ১৪২৫ হি.), খ, ১ পৃ. ২৭১-৩৭২।

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, ***হাদীসের তত্ব ও ইতিহাস*** (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১২ হি.)।

মুহাম্মাদ বিন আল-ফারা আল-বাগাবী, ***মাসাবীহুস সুন্নাহ*** (বৈরূত: দারুল মা'রিফাতি লিত-তাবা 'আতি ওয়ান নাশর, ১ম সং, ১৪০৭ হি.)।

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াযী*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং. ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রী.)।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, (ঢাক: খায়রুন প্রকাশনী, ১৪১৫ হি./২০০৪ খ্রি.)।

মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, ***কাওয়াইদুত তাহদীস মিন ফুনূনি মুসতালিহুল হাদীস*** (বৈরূল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)।

মুহাম্মাদ সাদিক 'আরজুন, ***আল-মাওসূআতু ফী সামাহাতিল ইসলাম*** (কায়রো: মুয়াস্ সাসাতু সাজালিল আরব, ১৯৭২ খ্রি.)।

মুরতাদা আয-যাবায়দী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, ***তাজুল 'আরূসি মিন জাওয়াহিরিল কামূস*** (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৮৬ খ্রি.)।

মাহমুদ মুহাম্মাদ খালীল, ***আল-মুসনাদ আল-জামি'*** (বৈরূতঃ দারুল জায়লি লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযি'), ১ম সং, ১৪১৩ হি. ১৯৯৩ খ্রি.)।

মু'আম্মার ইবন আবী 'আমর আল-জামি' (পাকিস্তান:আল-মাজলিসুল 'ইলমী, ৩য় সং, ১৪০৩ হি.)।

মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর, মাকারিমুল আখলাকি ওয়া মাহমুদু তারায়িকুহা (কায়রোঃ দারুল আফাকীল আরাবিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র), তাসাউফ তত্ব, (ঢাকাঃ আল আশরাফ প্রকাশণী, ৭ম সংষ্করণ, ২০০৫)।

মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী, ***সীরাতুল মুস্তাফা সা.*** (লাহোরঃ ১৪০৬ হি.)।

মুহাম্মাদ ইব্ন খালদুন, ***মুকাদ্দামা*** (বৈরূতঃ দারুল কুতুব , তা. বি.)।

মাওলানা শামছুল হক, তাছওউফ তত্ত্ব (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স,২০০১ খ্রি.)।

মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী, তা'লিমুদ্দীন, অনু. দ্বীন মুহাম্মাদ, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)।

মাওঃ নেছারুদ্দীন আহমদ, তা'লীমে মা'রেফাত (পিরোজপুর:ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ১৪২৮ হি./২০০৭ হি.)।

যাফর আহমাদ আল-উসমানী, ***ইলাউস সুনান*** (করাচীঃ ইরাদাতুল কুরআন ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়াহ, তা. বি.)।

যাফর আহমাদ উসমানী, **মা'আরিফুল হাদীস** (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রি.)।

রাগিব আল-ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*** (করাচীঃ কারখানায়ে তেজারাতে কুতুব, তা. বি.)।

রাযযার, আহমাদ ইব্ন 'আমর, ***আল-মুসনাদ*** (মদীনা : মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ২০০৯ খ্রি.)।

লুইস মা'লুফ, ***আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল' আলাম*** (বৈরুতঃ দারুল মাশারিক, ১৯৯৬ খ্রি.)

লেখক মন্ডলী, ***আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*** (ঢাকাঃ ইফাব প্রকাশনা, ১৪৪২ হি./২০২১ খি.)।

শামসুল হক ফরীদপুরী, ***ধর্মের আসল উদ্দেশ্য কী?*** (ঢাকাঃ বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সং. ২০২০ খ্রি.)।

শায়খ গোলাম 'আলী কাশ্মিরী, ***আনওয়ারে আসফিয়া,*** (লাহোর, ১৯৬৭ইং)।

শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী, ***মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী,*** (লাখনৌ : ১৮৭৭ খি.)।

শিবলী নুমানী ও সুলাইমান নদবী (র.), ***রহমাতুল্লিল 'আলামীন*** (দারুল ইশাআত, ১ম সং, ১৯৮৫খ্রি.)।

শাওকী দায়ফ, ***আল-ফাননু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন নাসরিন আরাবী*** (মিশরঃ দারুল আওয়ায়ী, ৬ষ্ঠ সং, তা. বি.)।

শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, ***আল-গায়াতু ফী শারহিল হিদায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াত*** (বৈরূতঃ মাকতাবাতু আওলাদিশ শাইখ লিত-তুরাস, ১ম সং, ২০০১, খ্রি.)।

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ***তাযকিরাতুল হুফ্ফায*** (লাহোরঃ ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১ম সং, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রী.)।

শরীফ জুরজানি, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, *আত-তা'রিফাত* (দেওবন্দঃ মাকতাবা ফাকিহু শরীফ জুরজানি, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, *আত-তা'রিফাত* (দেওবন্দঃ মাকতাবা ফাকিহু, তা.বি.)।

মাওলানা শামছুল হক, তাছওউফ তত্ত্ব (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স,২০০১ খ্রি.)।

সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান, ***মীযানুল আখবার***, অনু. আলফাতুন কায়সার (ঢাকাঃ নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৮ হি.)।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, আত্মশুদ্ধির মর্মকথা (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৮ খ্রি.)

আস-সূয়ুতী, ***আল-মুযাহির*** (মিশরঃ দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা. বি.)।

সাফার ইব্‌ন ‘আব্দুর রাহান, ***সিলসিলাতু আ‘মালিল কুলুব,*** (রিয়াদঃ আনওয়ারুত তাওহীদ, ১ম সং. ১৪৩৪ হি./২০১৪ খ্রি.)।

সূয়ূতী, জালালুদ্দীন, আদ-দুররুল মানসুর (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.)।

সাইয়্যিদ আবূ তুরাব, ***রুহবানুল লাইল*** (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.)।

সম্পাদনা পরিষদ, ***আরবী বাংলা অভিধান*** (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./ ২০১০ খ্রি.)।

সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনা, ১৯৯২ খ্রী.)।

হাসান ‘আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ৫ম সং, ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২০০৬ খ্রি.)।

হাছান আলী চৌধুরী, ***ইসলামের ইতিহাস*** (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ১৯৮৬খ্রী.)।

হাব্বী, সাঈদ, আত-তারবিয়াতুর রুহিয়্যাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ৪র্থ সং. ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)।

হাসান ইবরাহীম হাসান, ***তারীখুল ইসলাম*** (মিশরঃ মাকতাবাতন নাহদা, ৩য় সং, ১৯৫৭খ্রি.)।

হামদ ইবন ইবরাহীম, আত-তাওহিদু ওয়া আসরুহু ফী হায়াতিল মুসলিম (রিয়াদঃ দারুল অতন, ১ম সং, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খ্রী.)।

হাব্বী, সাঈদ, ***ফী মানাযিলিস সিদ্দীকীন ওয়ার রাব্বানিয়্যীন*** (বৈরূতঃ দারুস সালাম, ৩য় (সং ১৪১৬ হিজরী,/ ১৯৯৫ খ্রি.)।

হাকেম মিশাপুরী, আবু ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ, ***মুসতাদরাক*** (বৈরূত : দার-আল-কুতুব আল ইসলামিয়া ১৯৯০ খ্রি.)।

Muhammad. Sherif Chowdhury. ***A code of the theaching of Al Quran***. 1st Edi (Lahore, 1988).

Muhammad Ali, The Religion of Islam, Lahore, (Anjuman-i-Islam) 1950).

P.k. Hitti, ***History of the Arabs***.

The new Lexicon webester’s Dictionary (New york 7998).

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, বিভিন্ন সংখ্যা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইফাবা) বিভিন্ন সংখ্যা।

-------o-------